DIALOGUES

ON THE

HINDU PHILOSOPHY

FREELY RENDERED INTO BENGALI

WITH CERTAIN MODIFICATIONS

BY REV. K. M. BANERJEA.

SECOND PROFESSOR OF BISHOP'S COLLEGE.
MEMBER OF THE BOARD OF EXAMINERS FORT-WILLIAM,
HONORARY MEMBER ROYAL ASIATIC SOCIETY LONDON.

ষড্দর্শন সংবাদ।

সত্যমেব জয়তে।

Calcutta:
THACKER SPINK AND CO.
1867.

ষড় দর্শন সংবাদ।

১ম সংবাদ।

কশ্চিদ্ বঙ্গদেশীয় ভূসুর বারাণসী নগরস্থ জনৈক ভূসুরকে পত্র লিখিতেছেন।

কলিযুগের কাণ্ড দেখিয়া আপনার যে বিস্ময়ের শেষ নাই। সেপাহী মহা পুরুষদিগের ব্যাপার দর্শনে এমত বিস্ময় নিতান্ত অমূলক নহে বটে। অপর, কলির অবসানে সত্য-যুগের পুনরাবৃত্তি, এই শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে রাজ বিদ্রোহিদের খণ্ড প্রলয়ের পরেই মহা প্রলয় হইবে কিন্তু সে খণ্ড প্রলয় তো এখন সমাপ্ত হইয়াছে তথাচ মহা-প্রলয়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

সত্যযুগের পুনরাবৃত্তি আর কি? বোধ হয় ক্রমশঃ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ মতের উন্নতিদ্বারাই তাহার ভবিতব্যতা। যুগান্তে কমলাসন নারায়ণ অবতীর্ণ হইবেন এই প্রবাদ চলিত আছে বটে, তাহার তাৎপর্য্য যে তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তারেই সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

তুমি লিখিয়াছ যে বারাণসীধামস্থ শাস্ত্রিরা এক্ষণে যে প্রকার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন গৌতম কপিলাদি মহর্ষিরা তাহা দেখিলে অবাক্ হইতেন। অতএব এই এক কালের লক্ষণ জানিবা। কিন্তু কেবল ভোলানাথের রাজনগরীতেই এতাবৎ স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা নহে বঙ্গভূমির মধ্যেও আমি তাহা দেখিয়াছি।

সেপাহীদিগের খণ্ড প্রলয়ে আমি তো ত্রাহি২ করিয়া বারাণসীধাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। পৌরাণিকেরা বলেন কাশি-ধামের মধ্যে প্রাণাদি পঞ্চকে বিসর্জন পূর্ব্বক অপর পঞ্চত্ব লাভেই অমৃতত্ব লাভ, "স্যুরমৃতং যস্যাং মৃতা জন্তবঃ" কিন্তু আমার তেমন অমৃত ভোগের বড় স্বাদ ছিল না সুতরাং গোপনেই পটল তুলিয়াছিলাম। পরে মহাবিপদে পড়িয়া সাক্ষাৎ কাল-ভৈরব যোধাদিগের হস্তে বারম্বার পতিত প্রায় হইয়াছিলাম। অনন্তর পাণ্ডু তনয়গণের ন্যায় কিয়ৎকাল অজ্ঞাত প্রবাস পূর্ব্বক পাণ্ডুবর্ণাস্য হইয়া অবশেষে জগৎপাতার কৃপায় প্রাণে২ স্বদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। বহুকাল প্রবাসে থাকায় আমি জন্মভূমিতেও প্রবাসীবৎ হইয়াছি। নগরের মধ্যে বাসা করিয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল সত্যকামের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনি শুনিয়া থাকি-বেন তাঁহার সহিত আমার বালসখিতা ছিল। এক দিবস দিবা-করের উদয়াচলাবলম্বনের অব্যবহিত পরে মান্দ্য ও শৈত্য প্রযুক্ত সুখস্পর্শ বায়ুর বহন হওয়াতে আমি গ্রাম পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম রাজমার্গের পার্শ্বে একটী অট্টালিকার দ্বারে সত্যকাম দণ্ডায়মান আছেন। উহাঁর

মতান্তরের কথা আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মহর্ষিগণের নামে উহাঁর আর শ্রদ্ধা নাই এবং বেদবিদ্যার বিনয় বচনেও আস্থা নাই। উহাঁর উক্তি শুনিবা? বলেন কি—“বেদবিদ্যার আবার বিনয়? হৈতুক শাস্ত্রের তীক্ষ্ণধার খড়্গের চোটে পড়িতে চাহেন না। আচ্ছা, নিজ গর্ব্ব খর্ব্ব করুন, জগৎ শাসনের অভিমান পরিহার করুন, তবে কিছু বলিব না, বিপক্ষ শরণাগত হইলেই শস্ত্রকে কোষ গত করিয়া অভয় প্রদান করিতে হয়। স্পর্দ্ধা ও অভিমান সত্ত্বে শরণ চাহিলে সে তো বিনয় বচন নহে, সে গর্ব্বোক্তি। তবে বেদকে কি প্রকারে আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে?”

পশ্চিমে তো কালভৈরব তিলঙ্গেরা শস্ত্র চালনা করিতেছেন, আমরা মৎস্যাহারী বাঙ্গালী, শস্ত্র চালনা ক্ষম নাহি, অতএব শাস্ত্র চালনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলে শস্ত্রচালনায় সেপাহী মহাশয়েরা যেমন চিরপরিপালক রাজপুরুষদের মুখাপেক্ষা করেন নাই অস্মদীয় শাস্ত্রিরাও তদ্রূপ বেদাদি শাস্ত্রের বড় সাপেক্ষ হয়েন নাই। সেপাহীদিগের ব্যাপার তো আপনকার অগোচর নহে, স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন, তবে কোবিদবর্গের কিঞ্চিৎ কীর্ত্তি কহি, শ্রবণ করুন।

সত্যকামের সহিত এক দিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। দ্বারের সম্মুখে কালের গতি প্রসঙ্গে রাজপথেতেই কথোপকথন হইতেছিল। ইতিমধ্যে প্রৌঢ়াবস্থ দুই ব্যক্তিকে সত্যকামের গৃহাভিমুখে আসিতে দেখিলাম। যজ্ঞপবীত দর্শনের পূর্ব্বেই অবয়ব নিরীক্ষণে আমার অনুমান হইয়াছিল যে তাঁহারা অবশ্য ভূসুর হইবেন। আহার্য্য শোভা কিছুই

ছিল না। প্রায় অযোধ্যার গোপাল বর্গ তুল্য,[১] তবে কি উক্ত মহীসুরেরা অহরহ প্রাতঃ স্নান পূর্ব্বক গাত্র মার্জ্জনাদি অঙ্গ সংস্কার করিতেন, আপনকারদের কৌপ্নিনধারী গোপাল বৃন্দের রুক্ষ শরীরে সে প্রকার সংস্ক্রিয়া কখন দেখি নাই।

উক্ত আছে আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ নেত্রবক্তুবিকারাভ্যাং জ্ঞায়তেন্তর্গতং মনঃ। এবচন প্রমাণ ঐ দ্বিজদ্বয়ের মধ্যে এক জনের আকার ইঙ্গিতাদিতে বোধ হইল অতীব সরল চিত্ত, কিন্তু অপর জনের নেত্র বক্তু বিকারে কেমন২ লাগিল।

দ্বিজদ্বয় দূর হইতে নেত্র পথের অতিথি হইবামাত্র সত্যকাম চক্ষুস্থির করিয়া নৈমিষারণ্যবাসির ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন, ক্ষণিক এমনি সমাহিত হইলেন যে মদীয় বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে যেন পথ পাইল না, পরে মহীসুরেরা নিকটস্থ হইলে কহিলেন, "নমস্কার আগমিক! নমস্কার তর্ককাম! অহো অদ্য কেমন সুপ্রভাত! এতকাল অদর্শনের পর এক কালে যুগল মূর্ত্তি দর্শন পাইলাম, তৃষ্ণাতুর চকোরের উপর যেন হিমাংশুপাত।"

এই উক্তির সমকালীন করপল্লবদ্বারা বিপ্রবর দ্বয়কে গৃহে প্রবেশ করিতে সংকেত করিয়া একত্র অন্তরে গমন করিলেন। তাঁহারদের অভিবাদনে অন্যমনস্ক হইয়া আমি যে দ্বারে উপস্থিত ছিলাম তাহা ক্ষণিক বিস্মরণ পূর্ব্বক আমাকে ফেলিয়া একেবারে গৃহের মধ্যে গেলেন। আমিও কৌতূহল প্রযুক্ত পশ্চাৎ২ ভিতরে যাইলাম তখন বুঝিলাম যে

---

১ আহার্য্যশোভারহিতৈরমায়ৈরেক্লিষ্ট পুংভিঃ প্রচিতান্ স গোষ্ঠান্।

উহাঁরা নব বন্ধু নহেন, প্রাচীন মিত্র। যাইতে২ আগমিক সৌহার্দ্দপূর্ব্বক কহিলেন, "ভাল, সত্যকাম, আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, এখনও তুমি চন্দ্রচকোরের কথা ভুল নাই। আমিও তোমাকে দেখিয়া অতীব সুখী হইলাম ফলে গুরু-কুলে সহাধ্যায়িগণকে দেখিবামাত্র বাল্য কালের বার্ত্তা স্মরণে আনন্দ সলিলে হৃদয় নিমগ্ন হয়।"

আগমিকের বাক্যে আমি নিশ্চয় অনুভব করিলাম যে উহাঁরদেরও পরস্পর বালসখিতা ছিল। বিদ্যার্থি অবস্থায় সহা-ধ্যায়ীছিলেন সত্যকামের মতান্তর হওয়াতে বিমনা হইয়া-ছিলেন বটে তথাপি হৃদ্যতায় ক্রুটি ছিল না। আগমিক স্বভাবতঃ প্রসন্নচিত্ত কিন্তু কথা প্রসঙ্গে ম্লান বদন হইয়া কহিলেন, "সত্যকাম, সকলি ভাল, তবে বলিব কি, একটী বিষয়ে আমার মহা খেদ, তোমাকে মনে করিলেই যেন হৃৎপিণ্ডে বিষাদ শঙ্কু নিখাত হয়। যদি বল কেন? ভাই, মনে কর, গুরুকুলে বাস করিয়া আমরা কেমন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহা আচার্য্যেরও কি পর্য্যন্ত শিষ্যবাৎসল্য! কেমন আনন্দ চিত্তে কহিতেন, সত্যকামের যেন দৈব বিদ্যা, শীঘ্রই সমীচীনা ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। এই বলিয়া ভাবিতেন যে তোমার দ্বারা তাঁহার নাম রক্ষা হইবে। এখন কি পরিতাপ, তুমি সে সমস্ত আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়া ম্লেচ্ছ ধর্ম্মাশ্রিত হইলা। ভাবিয়া দেখ বংশধর পুত্রের মুখ সন্দর্শনে পিতার ঋণোদ্ধার প্রযুক্ত কেমন হর্ষ প্রাপ্তি হয়, কেননা এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রীতি শ্রুতেঃ কিন্তু অস্মদীয় আচার্য্য মহাশয় বেদাদি

শাস্ত্রানুশীলনে আমাদের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া চির নিঃসন্তানের সন্তান লাভাপেক্ষাও অধিক সন্তোষ লাভ করিতেন। জান না কি, ভাই, তাঁহার কেমন পরহিতৈষা ও বিদ্যানুরাগ ছিল। মনে নাই, কি বলিতেন, বিপ্রবৃন্দের উপর স্বভাবতঃ যে ঋণত্রয়ের ভার২ আছে আচার্য্যগণের তদতিরিক্ত এক চতুর্থ ঋণ আছে। ঋষি দেব পিতৃ বর্গের প্রতি যেমন ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ ও প্রজা বিষয়ে ঋণ, তদ্রূপ উত্তর কালীন জনিষ্যমাণ পুরুষদিগের প্রতিও আপনাকে শিষ্যকরণ বিষয়ে ঋণী জ্ঞান করিতেন। ব্রহ্মনিঃশ্বসিতা সত্যগর্ভা বেদবাণী আপনি কণ্ঠস্থা করিয়াছিলেন এবং অগণিত মুমুক্ষু মুনিবর সংসার সাগর তিতীর্ষু ও জাতি জরা মরণ হইতে মুক্তি প্রেপ্সু হইয়া আগম নিগমের যে রহস্য সদা প্রণিধান করিতেন আমারদের আচার্য্য তাহা বিদ্যা প্রভাবে হস্তামলক তুল্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সুতরাং উত্তরকালীন পুরুষবর্গের হিত কামনায় মনের মধ্যে ভাবিতেন স্বোপার্জিত বিদ্যানিধি ন্যস্তধন রূপে সচ্ছাত্রেতে অর্পণ করা উচিত তাহাতে উহাদের দ্বারা উত্তরকালীন অসংখ্য বিদ্যার্থি পুরুষ জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারিবেক সুতরাং আর বেদলোপের আশঙ্কা থাকিবেক না এবং ভগবানকেও বেদোদ্ধারের নিমিত্ত পুনশ্চ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক অবতরণ করিতে হইবে না। এই ভাবিয়া আচার্য্য মহাশয় স্বকীয় ছাত্রগণের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া পুলকিত হইতেন। মনে করিতেন ইহারদেরদ্বারা আমার ঋণোদ্ধার হইবে, ইহারা

২ তথাচ শ্রুত্যুক্তি "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি র্ঋণৈ র্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।

আমার উপদেশে কৃতবিদ্য হইয়া ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ নির্গত ঋগ্‌যজুষাদির আদ্যোৎপত্তি অবধি চলিত সংসার জ্বালা নিবারণের মহৌষধী অগণ্য লোককে বিতরণ করিবে। আচার্য্যের চিত্ত ক্ষেত্রে এইরূপ আশালতা জন্মিয়াছিল। আহা তুমি তাহা নিতান্ত নির্ম্মূল করিলে হে! তাঁহার পরিশ্রমের কি এই ফল যে তুমি তাঁহার ছাত্র হইয়া বেদ নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলা এবং ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া ভগবান বাসুদেবের স্বকীয় বচন প্রমাণ যাহা তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ তাহা পরিহার পূর্ব্বক যাহা ভয়াবহ তাহাই গ্রাহ্য করিলা। তুমি আচার্য্যের নামে এমত কলঙ্ক স্পর্শ করাইবা ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। তৎকালে কে ভাবিতে পারিত যে আচার্য্য মহাশয় তোমাকে উপদেশ করিয়া শরণ-প্রার্থিনী বেদ বিদ্যাকে শত্রুহস্তগতা করিলেন। রাধা মাধব! তুমি কি করিলে হে, ভাই! বলিতে কি বেদতস্কর দুরাচার যবন ফৌজি জলধি মথিত সুধাচোর দানবোপম হইলেও তোমার ন্যায় অত্যাচারী হয় নাই। কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করিলেই বা কি হইবে? অদৃষ্টের খণ্ডন কখনই হইতে পারে না, অদৃষ্টেরই দোষ, দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং ন চ দৈবাৎ পরং বলং"।

এই পর্য্যন্ত বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর আগমিক তো বিমনা হইয়া ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হইবা মাত্র তাঁহার

---

৩ যথা। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

৪ যথা শ্রুত্যুক্তি। বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাহমস্মি ত্বং মাং পালয় অনর্হতে মানিনে নৈব মাদা গোপায় মাং শ্রেয়সী তেহমস্মি।

সহচর বিপ্রবর সাম বর্জ্জিত তর্জ্জন বাক্যদ্বারা কহিতে লাগিলেন, “বটে ২, অদৃষ্টেরই দোষ, তবে অদৃষ্ট শব্দে বুঝি স্বৈরাভিমান বুঝায়। বলিতে কি ইহাঁর এমনি বিষম অভিপ্রায় সাধারণ সামাজিক ব্যবহার না ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না”।

সত্যকাম আগমিকের আক্ষেপোক্তিতে সাতিশয় অবহিতচিত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে তর্ককামের শ্লেষোক্তি শুনিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আগমিক, তুমি মদীয় পরম সুহৃৎ, কিন্তু আমার মত ও ব্যবহারের রহস্য অবগত নহ, তন্নিমিত্ত এমত আক্ষেপ করিলে। ইহাতে তোমার সৌহার্দ্দই প্রকাশ হইল। আমি অচিরাৎ স্বীয় মত বিস্তার পূর্ব্বক তোমার উৎকণ্ঠা দূর করিব। কিন্তু কি চমৎকার, তর্ককাম ভায়া আমার বিষম অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গ করিয়া আমাকে স্বৈরাভিমানী ও সামাজিক ব্যবহার ত্যাগী বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কবিবর কালিদাস এমত তিরস্কার করিলে চমৎকার হইত না কেননা কালিদাস তর্ক বিচারাদিতে কখন নিজ চিত্তকে ক্লেশ দেন নাই জ্ঞানকাণ্ডের চক্রে কখন ফিরেন নাই চলিত ব্যবহারই উত্তম জানিতেন তন্নিমিত্ত সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যারাজ ও তৎপ্রজাবৃন্দের গুণকীর্ত্তন করত কহিয়াছিলেন যে তাহারা কখন চলিত ব্যবহারের বর্ত্ম রেখা পরিমাণেও ব্যতিক্রমণ করে নাই, যথা “রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরং ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।” কিন্তু তর্ককাম জ্ঞানী, তথ্যাতথ্য বিচারে নিপুণ, ইনি যে লৌকিক ব্যবহার ব্যতিক্রমণের দোষ

ধরিয়া অনুযোগ করিলেন ইহা চমৎকারের বিষয় বটে। যিনি আপনি লৌকিক মতকে নভস্তলের নীলত্ববৎ অলীক বোধে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক পণ্ডিতগণকে গড্ডালিকার প্রবাহ কহিয়া অপর জনের জ্ঞানাতীত উৎকট বচনের অহরহ মার্গণ করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অন্য কাহাকে স্বৈরাভিমান ও বিষমাশয় দোষে দূষিত করা সঙ্গত হয় না। উৎকট বচন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া শ্রুত কণ্ডুয়ন নিবারণ না করিলে আচার্য্যবর আপনি সন্তৃপ্ত হয়েন না, ইহাঁর মতে সাধারণ জনগণের বুদ্ধি ব্যতিক্রমণ না করিলে কিছুই পণ্ডিত গ্রাহ্য হয় না। চতুর্ব্বেদের শিক্ষাতেও পরমপুরুষার্থ প্রাপ্য নহে। গ্রামস্থ সকল লোকেই জানে ইনি কেমন উৎসুকতা পূর্ব্বক বেদের অপকর্ষ প্রতিপাদক কাপিল সূত্র এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাশ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকেন, যথা 'নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদপুরুষার্থং'। 'দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত'। (কাপিল সূত্র ১। ৮৩, কারিকা ২)

ইহাঁর মতে মানব মণ্ডলীর উৎকর্ষ ও পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি সাধারণ জনগণের ব্যবহার্য্য উপায় দ্বারা সম্ভবে না কিন্তু যে সাধন অধিকাংশ মহাসুরবর্গেরও অসাধ্য যাহা চতুর্ব্বেদের বিধি পালন দ্বারা সম্পাদ্য নহে কেবল বেদাতীত জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য, যাহা মধুচ্ছন্দ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদের অগোচর ছিল অথচ পরে গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহাই নিঃশ্রেয়সের উপায়। প্রাচীন নিয়মের এমত অনপেক্ষ আচার্য্যের

বিচারে বিষমাশয় বলিয়া দূষিত হওয়াই অত্যন্ত বিষম”।

তর্ককাম স্বীয় ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে এই রূপ অনুযুক্ত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। মনে করিলেন যে এবম্ভূত বাদানুবাদ পরিহার করাই ভাল কিন্তু মৌনাবলম্বন করিলে লোকে ভাবিবেক যে নিরুত্তর হইলেন তন্নিমিত্ত অগত্যা নিম্ন লিখিত প্রত্যুক্তি করিলেন।

“সত্যকাম ভায়া কেবল দোষ গ্রহণেই নিপুণ, ছিদ্র অনুসন্ধানে বিলক্ষণ পটু। স্বধর্ম্ম ব্যতিক্রমণ না করিয়া পরমার্থ তত্ত্ব বিচারে কি দোষ? অপর জনগণের বোধাতীত তত্ত্ববিবেক জন্য আমি তোমাকে দূষিত করি নাই। পণ্ডিতের মনোবৃত্তি অবশ্য অপণ্ডিতের বুদ্ধি অতিক্রমণ করিবেক। মানস ব্যাপার দ্বারা বৈদিক শিক্ষাপথের ব্যত্যয় দোষও তোমাতে আরোপ করি নাই কেননা বৈদিক বচনবহির্ভূত বিচার অসম্ভব নহে। চিত্তবৃত্তিতে বেদ ব্যতিক্রমণ করিয়াছ বলিয়া তোমার অপবাদ করি নাই আমি কেবল তোমার ব্যবহার দোষ ধর্ত্তব্য করিয়াছি। তুমি ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়াছ, ম্লেচ্ছসঙ্গে থাক, আর্য্য অনার্য্য শুদ্ধাশুদ্ধের প্রভেদ কর না, প্রজাপতির উত্তমাঙ্গজাত বর্ণকে অধমাঙ্গ জাত বর্ণের তুল্য করিয়া থাক। এ কি সামান্য দোষ? দেখ বহুকালাবধি যবন ম্লেচ্ছরাজের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত একেই তো আমারদের জাতীয় শাসনের ব্যত্যয় হইয়াছে। হীন জাতির আস্পর্দ্ধার শেষ নাই আর মহীসুর বর্ণ যেন বিবর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আবার তোমার মত প্রবল হইলে নিয়ম

শৃঙ্খলার যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাও বিলয় পাইবে। জাতীয় বিশৃঙ্খলা ও বিজাতীয় রাজপ্রাবল্য প্রযুক্ত আমারদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। রাজ্যের যাদৃশী দশা জাতিকুলেরও তাদৃশী হইবে। জঘন্য শূদ্র ও অখণ্ড্য অভিশাপে পতিত ম্লেচ্ছগণ ভূসুর বর্গের তুল্য হইতে অভিমান করিবে ও নির্লজ্জ হইয়া উত্তমাধম ভেদজ্ঞান বিরহে আমারদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটনেরও প্রসঙ্গ করিবে। অসূর্য্যম্পশ্য দ্বিজ কন্যারা ম্লেচ্ছনয়নের দৃষ্টিপথের অতিথি হইবে সুতরাং কুল ধর্ম্ম ও কুল মর্য্যাদা নাশের যে দারুণ ফল গুড়াকেশ কুন্তীনন্দন হৃষীকেশ দেবকীসুতের সম্মুখে আক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছিলেন[১] তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলে দেশ ব্যাপ্ত হইবে।”

তর্ককামের এই উক্তিতে ঘোরতর বাদানুবাদের উপক্রম হইল। দার্শনিক মত ও আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে তর্ক হইতে লাগিল আর যদিও তার্কিকেরদের সৌজন্যে ত্রুটি ছিল না তথাপি উভয়েই স্বমত রক্ষায় বিলক্ষণ তৎপর হইলেন।

সত্যকামের উক্তি। “কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর ভাই আমি বুঝাইয়া দিব যে আমার মত কিম্বা ব্যবহারে দেশের কোন প্রকার অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তুমি যে মানসিক ব্যাপার দ্বারা যথেচ্ছ বিচারকে অদোষ কহিয়া আমার ব্যবহার দূষণীয় করিলা ইহা অল্প চমৎকারের কথা নহে। তোমার মতে নিয়ম সেবাদি ক্রিয়াকাণ্ড পরম পুরুষার্থ

১ কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ধর্ম্মে নষ্টে কুলংকৃৎস্নমধর্ম্মোভিভবত্যুত। অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

সাধনের রাহিত্য প্রযুক্ত অতি তুচ্ছনীয়, সে সকল কেবল অপণ্ডিত জাল্মগণের আদরণীয়, কোবিৎ সমাজে তাহার মাহাত্ম্য নাই । তথাপি আমি বস্তুতঃ তাহার উপেক্ষা করাতে আমার ব্যবহার দূষ্য হইল, লেখনীর দ্বারা ক্রিয়া-কাণ্ডের অনাদর করিলে হানি নাই, ব্যবহারে করিলেই দোষ। অপর জনগণ সেই সকল নিয়ম পালনে মত্ত হওয়াতে তুমিই তাহারদিগকে গাড্ডলিকার প্রবাহ কহিয়া থাক । কিন্তু আমি ব্যবহারে সেই গড্ডালিকার পাল হইতে দূরস্থ হওয়াতে দোষী হইলাম । বর্ণ ভেদ ও জাত্যভিমান তোমার তত্ত্ববোধ সঙ্গত নহে এবং তোমার মনোগত বেদবচনানুযায়ীও নহে তথাপি আমার পক্ষে ঐ অভি-মানের পরিহার মহাপরাধ হইল । তুমিই সর্ব্বদা কহিয়া থাক যে নির্ম্মৎসর হইয়া সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ মান্য করিবে । 'আত্মবৎ সর্ব্বভতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ' । কিন্তু বোধ হয় এ সকল উক্তি কেবল বচন বিন্যাসার্থ, এপ্রকার প্রবন্ধ শ্রবণে কর্ণসুখ জন্মে, ও পণ্ডিত মণ্ডলীতে সাধুবাদ প্রাপ্য হয়, কিন্তু সে সকল বচন বিন্যাস শ্রবণার্থ ও প্রচার-ণার্থ মাত্র, আচরণার্থ কার্য্যপর নহে । এপ্রকার কহিলে দোষ নাই কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করিলেই দোষ । আমার স্থূল বুদ্ধিতে এমত সুক্ষ্ম সিদ্ধান্ত অদ্যাপি স্বায়ত্ত করিতে পারি নাই সুতরাং আমাকে তোমার নিকট অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইল, কি করি, এখনও তোমার ন্যায় বৈশেষিক সুক্ষ্ম জ্ঞান জন্মে নাই । আমার স্থূল বুদ্ধিতে এই মাত্র গ্রহণ করিতে পারি যে যাহা বচন বদ্ধ করিলে বস্তুতঃ উত্তম

হয় তাহা কার্য্য সিদ্ধ করাতে ফলতঃ দূষ্য নহে, আর প্রচারণার পূর্ব্বে আচরণ ইহা শ্রীহর্ষ কবিও লিখিয়াছেন, যথা ‘অধিতি বোধাচরণ প্রচারণৈঃ’ যদি ‘আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ’ তবে তদনুযায়ী সাধককে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিও না তুমি প্রজাপতির চরণজাত বর্ণকে মুখজাত বর্ণের তুল্য করিলা।

“অপিচ, এপ্রকার তিরস্কার দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে বিশেষতঃ অসঙ্গত কেননা তাঁহারা কহিয়া থাকেন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে মানব মণ্ডলীর সংসার তাপ শান্তি সম্ভাব্য নহে এবং ঐ ক্রিয়াকাণ্ড দূষণার্থে আরো কহেন তাহা অশুদ্ধ, তাহাতে জীব হত্যা সংশ্লিষ্ট যাগ যজ্ঞের বিধি আছে, যথা কাপিল সূত্র ১। ৮৪ ‘দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ’ অর্থাৎ দুঃখ হইতে কেবল দুঃখের সম্ভব, সুখ হইতে পারে না, আর জল সেচন দ্বারা হিমানুভাব নষ্ট হয় না, তবে যজ্ঞ কালে পশুহিংসায় প্রাণির দুঃখানুভব প্রযুক্ত যজমানের কি প্রকারে নিঃশ্রেয়স সম্ভবে? দার্শনিক পণ্ডিতেরা কেহ ২ এই রূপ হেতুবাদ করিয়া থাকেন। বল দেখি এই হেতুবাদে কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ হয় না, তথাচ তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পাষণ্ড মত কহেন, বৈদিক ধর্ম্মের স্পষ্ট বিপক্ষ এতদপেক্ষা অধিক নিন্দাবাদ আর কি করিতে পারে? বেদে আমার বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, বেদোৎপত্তি যে প্রকারে হউক, কিন্তু যাঁহারা বেদকে ব্রহ্ম বাক্য কহেন তাঁহারদের পক্ষে বৈদিক যাগ যজ্ঞকে অশুদ্ধ কহা নিতান্ত অসঙ্গত। বেদ যদি বস্তুতঃ নিঃশ্রেয়স সাধনার্থ জগৎ কর্ত্তা হইতে

উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে বৈদিক নিয়ম কোন মানবীয় পৌরুষেয় সূত্র দ্বারা পরিহার্য্য নহে। আর বেদে যদি পরম-পুরুষার্থ সাধনের উপায় ব্যক্ত না হইয়া থাকে তবে তাহা নিত্য সত্যাধার বলিয়া আর বাগাড়ম্বর করিও না, তবে বেদের বচন একেবারে ত্যাজ্য কর। বেদকে ব্রহ্ম বাক্য রূপে স্বীকার করত তদুক্ত যাগ যজ্ঞকে নিরর্থক কহিলে ঈশ্বর নিন্দা হয় এবং তাহাতে সত্যপরতা থাকে না, এমত কথা কেবল প্রতারণা গর্ভ। আচ্ছা, আমি আগমিক ভায়াকেই মধ্যস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করি আমার ন্যায় প্রকাশ্য রূপে বেদকে উপেক্ষা করা বরং ভাল কি না? তথাপি তর্ক-কামের ন্যায় ব্রহ্ম বাক্য বলিয়া মৌখিক স্বীকার করত কার্য্যে তৎপ্রতিপাদিত নিঃশ্রেয়স সাধনে পরিহাস করা কখন উপযুক্ত নহে। ন্যূন পক্ষে আমার বাক্যকে অব্যবস্থা-শূন্য বলিতে হইবেক, কিন্তু বেদকে প্রামাণ্য করিয়া অগ্নি-হোত্রাদি ক্রিয়াকে বৌদ্ধেরদের ন্যায় 'ভস্মগুণ্ঠনং' কহিলে অব্যবস্থা রাশি হয় কি না?"

সত্যকামের এই উক্তি শ্রবণ কালে তর্ককাম মধ্যে২ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন যথা, "বৈদিক নিয়ম পরম পুরুষার্থ সাধক নহে বটে, কিন্তু পুরুষার্থ সাধক বটে। বেদোক্ত সাধন ব্যর্থ নহে, তাহাতে অভ্যুদয় সিদ্ধি হয়। তবে কি? না, নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় না। নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি না হইলেও অভ্যুদয় সিদ্ধি কি উপেক্ষণীয়। স্বর্গলাভ কি সামান্য বিষয়? অভ্যুদয় সিদ্ধিতে দূরদর্শি

মুমুক্ষুর সন্তৃপ্তি হয় না বটে, তথাপি তাহাকে অসংশয় মঙ্গ-লের বিষয় কহিতে হইবে অতএব আমার উক্তিতে অসঙ্গতি কি দেখিলে, ভাই? দুই বিলক্ষণ বর্ত্ম কিছু অসম্ভব নহে, অধিকারি ভেদে উভয়ই পুরুষার্থ সাধন হইতে পারে। মানব মণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত অপণ্ডিত বিজ্ঞ অবিজ্ঞ জ্ঞানি অজ্ঞান দুই প্রকার লোক আছে সকলের এক প্রকার সাধন হইতে পারে। বেদের মধ্যেও মানবীয় মতিবৈলক্ষণ্যের এই সূচনা আছে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি বহুদর্শি তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন কৃতবিদ্য লোকের স্বর্গলাভে সন্তৃপ্তি হয় না, তাঁহারা স্বর্গাতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে চাহেন, কিন্তু স্থূল বুদ্ধি মূর্খ অবিদ্বান্ অজ্ঞান তিমিরান্ধ লোকেরা তাদৃশ বুদ্ধি প্রভাবের অভাবে নিঃশ্রেয়স সাধনের অধিকারী নহে সুতরাং তাহারদের নি-মিত্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড নিরূপিত আছে, তাহারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ গমন করিতে পারে।”

সত্যকাম। “বটে! তবে দুঃখাদ্দুঃখং এ বচনে ব্যভিচার আছে, কাপিল সূত্র ব্যাপ্তি বিশিষ্ট নহে। আচ্ছা সে যাহা হউক কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ও পরমপুরুষার্থের অধিকারী বহু সংখ্যক নহে, তবে তো ভূরি২ বিজ্ঞ মহাসুরও পরমপুরুষা-র্থের অনধিকারি হইলেন। জ্ঞানিরদের কি এই মীমাংসা? তোমারা কি বস্তুতঃ এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলা, তোমারদের মতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সুখের সাধন, পরমপুরুষার্থ সাধন নহে, এবং তাহাতে কেবল অল্প বুদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণি গণের অধি-কার। আচ্ছা এতকালের পর তোমরা এই মীমাংসা করিলা, কিন্তু এ প্রকার সিদ্ধান্তের এক বিষম বাধা দেখিতেছি,

তোমরা কহিয়া থাক যে বেদে কেবল দ্বিজাতিগণেরই অধিকার। স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়া ভূসুর বর্গের প্রধান ধর্ম্ম, শৌদ্র বর্ণ ও স্ত্রীলোকের তাহা শ্রবণ করিবারও অধিকার নাই, যথা 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা'। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড কেবল দ্বিজাতি বর্গেরই সাধন হইতে পারে অপর বর্ণের তাহাতে অধিকার নাই, তবে আবার ঐ ক্রিয়াকাণ্ড সাধনাধিকারী অল্প বুদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণি অনভিজ্ঞ লোক কাহাকে বলে? হোতা ঋত্বিক উদ্গাথাদি দ্বিজাতি বর্গই কি তবে জড় বুদ্ধি ক্ষুদ্র প্রাণি মূঢ় হইল। এখন প্রজাপতির উত্তমাঙ্গজাত ভূসুর বর্ণের প্রাধান্য কোথায় রহিল? তাহারদের উৎকর্ষাভিমান মিথ্যা হইল আর জাতীয় শ্রেষ্ঠতাও কেবল ভ্রান্তিমূলক। বেদাধ্যয়ন বেদাধ্যাপন যজ্ঞসম্পাদনাদিতে যে তাহারদের বিশেষ অধিকার তাহাও অসার শব্দ মাত্র। জাতীয় উৎকর্ষ জলবুদ্বুদ প্রায় হইল কেননা উৎকর্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত গোতম কণাদাদি মহর্ষির শিষ্যত্ব স্বীকার আবশ্যক। দার্শনিক বিদ্যার আলোচনায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা দ্বিজন্মের লক্ষণ দেখাইতে না পারিলে কেবল যজ্ঞপবীত ধারণে পরম গতি পাওয়া যায় না। যাহারদের ঐ রূপ তত্ত্বজ্ঞান নাই তাহারা এক জাতি শূদ্র ও জঘন্য ম্লেচ্ছ তুল্য। ন্যায় সাংখ্যাদি দর্শনবিৎ পণ্ডিতগণের পরম গতি উহাঁদের প্রাপ্য নহে। পরম গতি প্রাপ্তির নিমিত্ত-দ্রব্য গুণ পদার্থাদির লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং গোতম কপিল কণাদ ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিদিগের মধ্যে দর্শন শাস্ত্রীয় তর্কের যে তীক্ষ্ণ শস্ত্র চালন হইয়াছে তাহাতেও স্বীয়.দল স্থির

করিয়া তদ্রূপ শস্ত্র চালন শিক্ষারও অপেক্ষা আছে। শব্দ নিত্য বা অনিত্য—পরিণাম বাদ, বিবর্ত্তবাদ, প্রতিবিম্ব বাদ, মায়া বাদ, অবচ্ছিন্ন বাদ, ইহার মধ্যে কোন বাদ সত্য,—প্রমার করণপ্রমাণ, তাহা চতুর্ব্বিধ ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ—এবম্বিধ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবেক, তাহা না করিলে পরমপুরুষার্থলাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে হয়। ঐ রূপ তত্ত্বজ্ঞান শূন্য দ্বিজ মুক্তাত্ম সমাজ হইতে শূদ্র ম্লেচ্ছ সঙ্গে বহিষ্কৃত হইবেন। তর্ককাম ভায়া এই তো তোমার সিদ্ধান্ত, এখন দেখ দেখি কত কোটিং ভূসুর শূদ্র ম্লেচ্ছবৎ পরমা গতিতে বঞ্চিত হইল, তবে তুমিও তো হিরণ্য গর্ভের উত্তমাঙ্গ জাত বর্ণকে অধমাংশ জাতি বর্ণের তুল্য করিলা।

"আমার আরো এক আবদার আছে, শুন। ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রে যে পরমার্থ উপদেশ নাই তাহা মানবীয় রচনায় প্রাপ্য এ বড় অসম্ভব কথা। দার্শনিক পণ্ডিতদিগের এ কথা প্রচার করিবার কি অধিকার আছে। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির প্রভাব কি অপরিচ্ছিন্নের অতিরিক্ত হইতে পারে? অপিচ, সূত্রকার মহর্ষিগণ কেবল পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা আবার পরস্পর বিরোধি। পাঁচ ঋষির পাঁচ মত, তবে কাহাকে মান্য করিব? অতএব এই পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশকেরদের মধ্যে কেহ মান্য কি না, আর কিনিই বা মান্য; ইহার মীমাংসার্থ কোন অভ্রান্ত শিক্ষকের অপেক্ষা আছে"।

তর্ককাম। "সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার মাসী! আমি কি বলিতেছি কিছুই বুঝিলা না হে, কিন্তু সত্যের কি

প্রভাব! যথার্থবাদই গোত্র স্খলন হইল। অভ্রান্ত শিক্ষকের অবশ্য অপেক্ষা আছে। চতুর্বেদই তো সেই অভ্রান্ত শিক্ষক। বেদে পরমগতির শিক্ষা নাই বটে, কিন্তু তাহা সত্য পরীক্ষার নিমিত্ত অভ্রান্ত কষ্টি। কাহার উক্তি যথার্থ স্বর্ণ তুল্য আর কাহার উক্তি মিথ্যা ও অসার তাহা বেদের আলোচনায় প্রকাশ হয়। বেদের এই মাহাত্ম্য। মহর্ষি গণের মধ্যে বিবাদ হইলে বেদ বচন দ্বারা তাহার মীমাংসা হয়, একবার ইতিশ্রুতেঃ কহিতে পারিলেই বিবাদের অবসান ও সংশয়ের উচ্ছেদ হয়। বেদের পর আর প্রমাণ নাই। দেখ দেখি একি বেদের সামান্য মাহাত্ম্য? বিবাদ মীমাংসায় বেদই সর্ব্ব প্রধান। দার্শনিক বাদানুবাদে ইহা আমারদের সদর আদালত”।

সত্যকাম। “বটে, ভাল, উত্তম সদর আদালত পাইয়াছ। তবে গোতম কপিলাদি ঋষিরা বুঝি তোমারদের মুনশিফ আর সদর আমিন। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে তোমার সদর আদালত তাহারদের সকল মীমাংসাই ধার্য্য করেন। বিরুদ্ধ ভাব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যদি কোন মুনশিফ সদর আদালতের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া বলে যে তাহাতে বিচার নিষ্পত্তি সম্ভবে না, যেমন জলসেচন দ্বারা জাড্য শান্তি সম্ভবে না, তবে এমত মুনশিফের কি দশা হয় বল দেখি? ইংলণ্ডীয় এক জন দার্শনিক পণ্ডিত কহিয়াছেন প্রাণির মধ্যে যেমন কেবল মনুষ্যেরই বুদ্ধি বিবেক থাকাতে নিয়ম নিরূপণ করিবার অধিকার আছে তদ্রূপ অযুক্তি বাদেও কেবল মনুষ্যের অধিকার, এবং মনুষ্য মধ্যে দার্শনিক

পণ্ডিতেরাই শেষোক্ত অধিকার প্রচুর রূপে ভোগ করেন। ভারতবর্ষেতে ষড় দর্শনবেত্তারা ঐ অধিকার আত্মসাৎ করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনই তোমারদের মতে সত্য, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ যেন কিছুই নাই। যিনি যখন যে দর্শন হস্তগত করেন তাহাই তখন তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ[১]। এই তোমারদের সিদ্ধান্ত। ফলে তোমারদের বাস্তবিক মত কি তাহা তোমরাও জান না। বিদ্যার তাৎপর্য্য যাহাহউব তাহাতে তোমারদের বড় উদ্বেগ নাই আর বেদেতেও স্থির বিশ্বাস দেখা যায় না। ঘৃতাক্ত সমিৎ জ্বলন্ত অগ্নিতে স্বাহা বলিয়া নিক্ষেপ করিলেই স্বর্গলাভ হইবে ইহাতে তোমারদের যথার্থ বিশ্বাস নাই তথাপি পাষণ্ড অপবাদের ভয়ে মন্ত্র ব্রাহ্মণের প্রতিপক্ষে কিছুই বলিতে পার না। প্রসিদ্ধ মহর্ষিরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার শুদ্ধাশুদ্ধি পরীক্ষা করিবারও সাহস নাই এবং কপিলাদি মহর্ষিগণের সূত্র গ্রাহ্য করাতে তোমরা বস্তুতঃ বেদকে পরিহার করিয়াছ। তবে যখন কোন স্পষ্ট বক্তা প্রতারণা পরিহার করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তখনি কেবল তোমরা তাহাকে তিরস্কার করণার্থে ক্ষণৈক বেদ পরায়ণ হইয়া থাক"।

এই রূপ তর্কবিতর্ক শুনিয়া আগমিকের মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইল। আগমিক কর্ম্মকাণ্ড পরায়ণ জ্ঞান কাণ্ডের বড় আদর করিতেন না। তর্ক বাদ জল্প সমুদায়

[১] বারাণসীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তর বেলেন্টাইন লিখিয়াছেন একদা ভূসুর অধ্যাপকগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তোমরা কি ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য এ সকলেতেই বিশ্বাস কর। অধ্যাপক মহাশয়েরা উত্তর করিলেন যে মহর্ষি প্রণীত দর্শন সকলই গ্রাহ্য তাঁহারদের পরস্পর বিরোধ কেবল প্রতিভাসিক মাত্র!

অনর্থের মূল ভাবিতেন, বিধিপূর্ব্বিকা ক্রিয়াই পুরুষার্থকরী। কিন্তু যদিও হেতু হেত্বাভাসাদির পরীক্ষায় অধিক মনোযোগ না করিতেন তথাচ সরল চিত্ত প্রযুক্ত তাঁহার বার্ত্তাতে বিতর্ক কৌটিল্যের গন্ধ মাত্রও ছিল না। অতএব মনেং কিঞ্চিৎ বিবেচনার পর কহিলেন, "যথার্থ বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে সত্যকামের উক্তি নিতান্ত অমূলক নহে। আমারও মত এই যে তার্কিক পণ্ডিতেরা অন্ধগোলাঙ্গূলের ন্যায় কুতর্ক বলে যত্রকুত্রচিৎ আকর্ষিত হয়েন। দেখ তর্ককাম, বেদমার্গে স্থির থাকাই ভাল, বৈদিক নিষেধ বিধিতে হেয়ো-পাদেয়ের নিষ্পত্তি হইয়াছে, তবে আবার পরম পদার্থের গোলযোগ কর কেন? বৈদিক নিষেধ বিধিই পরম পদার্থের সাধন, তদতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স সাধন কেবল পণ্ড শ্রম। বেদের পর আবার গতি কি? বেদার্থ প্রতিপাদন জন্য তর্কের প্রয়োজন হইলে তাহাতে হানি নাই, স্বাধ্যায় অধ্যাপনা ব্যাখ্যা এ সকল তো আমারদের জাতীয় ধর্ম্ম ইহাতে আমারদের বিশেষ অধিকার আছে, মীমাংসা সূত্র রচনা দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং বেদ বিদ্যার উত্তম উপকারিতা করিয়াছেন অতএব মীমাংসা দর্শনে আমার অশ্রদ্ধা নাই। বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ রক্ষার্থ জৈমিনি হয় তো দুই একটা অত্যুক্তি করিয়া থাকিবেন, বেদের মাহাত্ম্য বিস্তারে একাগ্রচিত্ত হইয়া হয় তো বেদ-প্রণায়ক পরমপুরুষের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইয়াছেন। তাহা বলিয়া মহর্ষির নিন্দাবাদ করিলে কেবল কুৎসিত বাদ হয়। কিন্তু গোতম কণাদাদি ঋষিগণের উপর আমার বড় বিশ্বাস

নাই। মহর্ষি বেদব্যাসেও আমার মহা শঙ্কা। যদিও শ্রুতি মূলক সূত্র রচনাই তাঁহার অভিপ্রেত বটে, তথাপি তাহাতে ভয় হয়। গোতমের কথা কি বলিব? তিনি বেদাতিরিক্ত ষোড়শ পদার্থ উল্লেখ করিয়া কহেন তদালোচনাই নিঃশ্রেয়স সাধন, তবে বেদেতে আর শ্রদ্ধা কোথায় রহিল? ইহাতে কেবল শঙ্করাচার্য্যের উক্তি স্মরণ হয়। যাঁহারা বলেন শাণ্ডিল্য মহর্ষি বেদাতিরিক্ত নিঃশ্রেয়স সাধনের প্রসঙ্গ করিয়াছেন শঙ্করাচার্য্য তাঁহারদের বচনকে বেদ নিন্দা কহেন, যথাঃ, ‘বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবানিত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ’। অর্থাৎ ইহাতে বেদবিরোধ হয়, কেননা চতুর্বেদের মধ্যে পরম গতি না পাইয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছেন ইহাতে বেদনিন্দা স্পষ্ট দেখা যায়, গোতমের সূত্রেও তাদৃশী বেদনিন্দা সূত্রিতা হইয়াছে কেননা ঐ সূত্রানুশীলন যদি অপবর্গার্থ আবশ্যক তবে অপবর্গ চতুর্বেদের মধ্যে পাওয়া গেল না, তবে এবিষয়ে বেদের ত্রুটি আছে, এবং বেদ প্রকাশক প্রজানাথের বুদ্ধি কুশলতা অহল্যাপ্রিয়ের বুদ্ধি পরিমাণ হইল না। আর কপিলের নাম কি করিব? তিনি ভগবানের প্রশংসিত পুত্র, অপরিমিত জ্ঞান সম্পন্ন, বেদেই তাঁহার যশঃকীর্ত্তন আছে, যথা ‘ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ’। সুতরাং তাঁহার নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু তাঁহার উপদেশ সাক্ষাৎ বৌদ্ধ পোষক।

২ শারীরিক ভাষ্য ২।২।৪৫।

যদি কাপিল সূত্র পর্য্যন্ত অদোষে যাওয়া যায় তবে আরও অতিরিক্ত গমনে হানি কি? যদি বেদপ্রতিপাদিত মোক্ষ পদকে মুক্তকণ্ঠে তুচ্ছ করায় দোষ নাই, তবে ব্যবহারে সে পদ পরিহার করায় দোষ কি? তবে সত্যকামকেই বা কি বলিয়া দূষিতে পারি, ফলে তোমরা দুজনেই বেদনিন্দক, এক জনকে প্রশ্রয় দিয়া অন্যতরকে হেয় করিলে মনুর বচনও রক্ষা হইবেক না আর যুক্তি হানিও হইবে। তোমার-দের মধ্যে যদি কোন সূক্ষ্ম ভেদ থাকে তাহাতে আমার-দের শিরঃপীড়ার কারণ কি? যদি শ্রুতির উপরেই আঘাত পড়িল তবে বিদ্রোহিরা কে কোন দিক্ দিয়া আইসে তাহাতে ইষ্টাপত্তি কি? ব্যবহার ও মতের মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ করিতেছ তাহাতে বরং সত্যকামের গুণই প্রকাশ হয়। মনের গতি এক প্রকার, কার্য্য আর এক প্রকার, ইহাতে প্রতিষ্ঠা কি?”

আগমিকের এই উক্তিতে যেন তর্ককামের উপর বজ্রাঘাত পড়িল। আগমিকের মুখে এমত তর্জ্জন বাক্য নির্গত হইবেক তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবাক হইয়া থাকিলেন, পরে এই উত্তর করিলেন, “কি বলিলে? আর্য্যাবর্ত্ত পুণ্যভূমিতে প্রচারিত মহর্ষিবৃন্দ প্রণীত ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহারকে পামর যবন ম্লেচ্ছ নিবসিত দেশীয় নব ব্যবহারের সদৃশ করিলা! অহো কালস্য কুটিলা গতিঃ।”

তর্ককামের উক্তিসহ মুখভঙ্গিমাতে এমত অসূয়া প্রকাশ পাইল যে তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা জন্মিল।

সত্যকাম রহস্য পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "ভো তর্ককাম আমি দেখিতেছি যে হতভাগ্য যবন ম্লেচ্ছদিগের নাম স্মরণ হইলেই তোমার অদ্বৈতবোধ, সমতা জ্ঞান, অহিংসা, ও নির্ম্মৎসরতা সকলই অন্তর্ধান করে। জনৈক মহর্ষি সূত্র-কার কি আপনি কহেন নাই 'ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্বসম্বন্ধাৎ। ন দেশযোগতোপ্যস্মাৎ'। সুতরাং দেশ কাল বশতঃ সনাতন ধর্ম্মের কিম্বা নিত্য সত্যের কোন বিকৃতি হইতে পারে না। সত্যেতে দেশ কালের দোষস্পর্শ হইতে পারে না। সত্যের প্রকাশে দেশ বিশেষ উজ্জ্বল হইতে পারে, কিন্তু দেশ বিশেষের দোষে সত্যের জ্যোতিঃ মলিন হয় না, যেমন সূর্য্য সকল লোকের চক্ষু, বাহ্য চাক্ষুষ দোষে লিপ্ত হয়েন না, 'সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্যচক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ' বস্তুতঃ যাহা যথার্থ তাহা সদা সর্ব্বত্রই যথার্থবৎ প্রতীয়মান হয়। সত্যের গুণে দেশ বিশেষের মাহাত্ম্য সম্ভবে কিন্তু দেশ বিশেষের দোষে সত্যেতে কলঙ্কযোগ হয় না। ম্লেচ্ছ দেশে যদি সত্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতে সত্যের অপযশ নাই, তন্নিমিত্ত ম্লেচ্ছদেশেরই প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।"

আগমিকের মনে এ প্রকার তর্কযুদ্ধ অতি অনিষ্টকর বোধ হইল, তাঁহার বরং এমত শঙ্কা হইতে লাগিল তর্ককাম বা তর্কমোহনে মুগ্ধ হইয়া কখন কি বলিয়া ফেলেন, তাহাতে আবার যদি ব্রহ্ম বর্ণের প্রতিষ্ঠা হানি হয়। তর্ক বিতর্কে তো তাঁহার সম্পূর্ণ বিরাগ, অতএব মনে২ এই বাসনা করিতে

১ কঠোপনিষৎ

লাগিলেন যে তর্ককাম তর্ককামনা পরিহার করিলেই ভাল হয়। পরে কহিতে লাগিলেন "দেখ, তর্ককাম, তোমার তর্কেতে আর কাজ নাই, তর্ক শাস্ত্র সর্ব্ব অনর্থের মূল। আত্মবিনয় পূর্ব্বক বেদ শুশ্রূষাই ভাল। মন্ত্র ব্রাহ্মণে যাহা স্পষ্ট উক্ত আছে তাহাই সার। বেদ বিস্তারক আদি দেব প্রজাপতির অতিরিক্ত বুদ্ধি কৌশলাভিমান ত্যাগ কর। শ্রুতিই পরমাগতি জানিয়া স্থিরধী হও। গোতম কপিলাদির সূত্রানুশীলনে তোমার মন নিতান্ত চপল হইয়াছে। এ চিত্ত চাঞ্চল্য দূর কর। চিত্তচাঞ্চল্য তত্ত্বজ্ঞানির ধর্ম্ম নহে। সূক্ষ্ম সূত্র লক্ষ্য ভেদার্থ অহরহ ব্যস্ত থাকায় পরমপুরুষার্থ নাই। দর্শন ফর্শন ত্যাগ করিয়া এখন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধনেই স্থির থাক। তর্ক বিতর্ক দ্বারা সত্য প্রাপ্তির আশা কেবল আত্মবঞ্চনা। দেখ শঙ্করাচার্য্য কি বলেন, যথা

"নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাস্তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতাঃ সম্ভবন্তি উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ তথাহি কৈশ্চিদভিযুক্তৈর্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতাস্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতা স্তদন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যং সমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্য অন্যস্য বা সংমতস্তর্ক প্রতিষ্ঠিত ইত্যাশ্রীয়েত এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাভিমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভুক্ প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ"।

"অস্যার্থঃ। যে সকল তর্ক কেবল পুরুষের উৎপ্রেক্ষা মাত্র নিবদ্ধ, আগম অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যে হেতুক উৎপ্রেক্ষা নিরঙ্কুশ, তাহার কোন শাসন নাই। কেননা কোন২ অভিযুক্ত

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পণ্ডিত যত্ন পূর্ব্বক উৎপ্রেক্ষানন্তর তর্ক করিলে তাহা তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি অন্যান্য পণ্ডিত দ্বারা আভাস্য অর্থাৎ তর্কাভাস রূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। এবং তাঁহারদেরও তর্ক পরে অন্য পণ্ডিত দ্বারা খণ্ডন হয়। অতএব পুরুষের মতি বৈরূপ্য প্রযুক্ত প্রতিষ্ঠিত তর্ক আশ্রয় করিবার সম্ভব নাই। যদি বল কপিলাদি কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মার সম্মত তর্ক অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই আশ্রয় করা যাউক। উত্তর, তাহাও প্রতিষ্ঠিত নহে কেননা কপিল কণাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যাভিমানী তীর্থকরগণের মধ্যেও পরস্পর বিপ্রতিপত্তি দেখা যায়'।

"শঙ্করাচার্য্যের এ উক্তির পর আমার আর বাক্য প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই ইহাতেই বুঝিবা দর্শন ফর্শন সকলই নিরর্থক"।

সত্যকাম। "আগমিক, যদিও তুমি দর্শন শাস্ত্র দূষণ করিয়া আমার কোন উক্তির প্রতিবাদী হও নাই বটে, তথাপি আমাকে একটা কথা কহিতে হইল। শঙ্করাচার্য্যের এক পক্ষের উক্তি যেমন উদ্ধৃত করিলা তদ্রূপ অপর পক্ষে তিনি কি বলেন তাহাও মন্তব্য যথা,

নহি প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যতে বক্তুং। শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চার্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে মনুরপি চৈবমেব মন্যতে প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং ত্রয়ং সুবিহিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতেতি আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতর ইতি চ ব্রুবন্।

"অস্যার্থঃ এমন বলা যায় না যে প্রতিষ্ঠিত তর্ক মাত্রই নাই। শ্রুত্যর্থের বিপ্রতিপত্তি হইলেও অর্থাভাসের নিরা-

করণ দ্বারা সম্যক্ অর্থ নির্ধারণ কেবল বাক্য বৃত্তি নিরূপণ রূপ তর্কের দ্বারাই সম্ভাব্য। ভগবান্ মনুরও এই প্রকার মত যথা প্রত্যক্ষ অনুমান এবং শাস্ত্র এই তিন প্রকার প্রমাণই ধর্ম্ম শুদ্ধি প্রেপ্সু ব্যক্তির পক্ষে বিহিতরূপে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বেদের অবিরোধি তর্ক দ্বারা আর্ষ ধর্ম্মোপদেশের অনুসন্ধান করে সেই ধর্ম্মজ্ঞ অন্য কেহ নহে।

"ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের মতে আগমিক বিষয়ে তর্ক অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু আগম নিরূপণে যদি মতের ঐক্য না হয় তবে কি হইবে? কোন্ গ্রন্থে যথার্থ ঈশ্বরবাণি আছে, কোন গ্রন্থ সত্য শাস্ত্র, এবিষয়ে যদি বিভিন্ন মত হয়, তবে যুক্তি সিদ্ধ তর্কের সুতরাং প্রয়োজন, নচেৎ যে শাস্ত্র আমি মাননীয় গণ্য করিনা তদ্বচনে আমাকে নিরুত্তর করিতে পার না।

"যদি কোন যবন মোল্লা আসিয়া কোরাণ কিম্বা কোরাণ পোষক কোন ভাক্ত শাস্ত্র স্মরণ করিয়া কহে যে বক্‌রিদ পর্ব্বাহে মেষ মাংস ভক্তব্য তবে কি তুমি ভেড়া বা খাসী বা পাঁঠীর মাংস উদরসাৎ করিবা? তখন শাস্ত্রের মূল প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিয়া যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তর্ক করিতে হইবেক। নচেৎ সে মোল্লাকে কি রূপে নিরুত্তর করা যাইতে পারে।

"অপিচ, আমিও তোমার ন্যায় বিশ্বাস করি যে আগমিক সত্য অবশ্য আছে। ঈশ্বর অনেকশঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আর তাঁহার অভিপ্রায় যথার্থ শাস্ত্রে গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি যুক্তির পথ নিতান্ত রুদ্ধ হয় নাই।

এমত২ ভূত পদার্থ আছে যাহাতে যুক্তির অনুশীলন অদোষ, বরঞ্চ প্রশংসনীয়। আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি বটে যে মানব যুক্তিতে ঐশ্বরিক শাস্ত্রের অতিরিক্ত শিক্ষা অসম্ভব। মানুষিক উপদেশ ঈশ্বরীয় উপদেশকে অতিক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু যে২ ভূত তত্ত্বানুশীলন মানব বুদ্ধি-যোগে সম্ভাব্য তদ্বিষয়ে ঈশ্বরোক্ত আগমিক শিক্ষা নাই, কেননা তাহা সহজে প্রাপ্য হওয়াতে অতিমানুষিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না কেবল বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা তাহা যথেষ্ট অনুভূয়।

“এমত ভূততত্ত্বের সহিত পরম পুরুষার্থের নিকট সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ সমূহ দর্শনে কেবল ভক্তির উদ্রেক সম্ভবে। ভূত পদার্থ যাঁহার সৃষ্টি সত্য শাস্ত্রও তাঁহারই রচনা।* উভয়ই তাঁহার ক্রিয়া, অতএব কিপ্রকারে পরস্পর বিরুদ্ধ হইবে। ভাক্ত শাস্ত্র, যাহা তাঁহার আপনার প্রণীত নহে, তাহা ভূত পদার্থ দ্বারা অনৃতবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু সত্য শাস্ত্র অবশ্য ভূত পদার্থ সঙ্গত হইবে।

“তবে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? আদৌ সত্য শাস্ত্রের অন্বে-ষণ করিয়া তদন্তর্গত বিধি নিষেধ সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া উচিত, এবং তন্নিমিত্ত বুদ্ধি ও বিবেকের অনুশীলন কর্ত্তব্য। ভূত পদার্থ দর্শনে জগৎপাতার শক্তি ও কৌশল বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়, অতএব তদ্দর্শনাধিকার সামান্য অধিকার নহে। দেখ রামায়ণের ভাষ্যকার তুলসী দাস চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক দর্শন জাত দশরথ তনয় ভরতের আনন্দ কেমন অপূর্ব্ব বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন, যথা

हर्षँहि निरखि रामपद अङ्का । मानहुं पारस पायेउ रङ्का ॥
रज सिर धरि हियनयनन्ह लावहि । रधुवर मिलन सरिस सुख पावहिं ॥

"কৈকেয়ী নন্দন যেমন রামচন্দ্রের পদাঙ্ক দেখিয়া প্রত্যক্ষ ভ্রাতৃ দর্শন সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আমরাও ভূত পদার্থ মধ্যে আমারদের পরমপিতার পরাক্রম ও কৌশলের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া যেন তাঁহার সহিত প্রমুখাৎ আলাপের আনন্দ লাভ করিতে পারি ।

"ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে বুদ্ধির অনুশীলন করিলে কথন ধর্ম্মহানি সম্ভবে না, তাহাতে বরং ধর্ম্ম বৃদ্ধির সম্ভব । ভূত পদার্থ বিষয়ে কেমন অদ্ভুত বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে ! জগৎস্রষ্টা জল এবং অগ্নিকে এমত অপূর্ব্ব নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন, যে জলে অগ্নির উত্তাপ দ্বারা এক প্রকাণ্ড অপরিমেয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সে দ্রব্যের অভিঘাতে বারিধির উপর জাহাজ চালন এবং ধরাতলোপরি অগণিত রথ চালন হইয়া থাকে । যে বিদ্যারহস্যের দ্বারা এমত ব্যাপার সম্ভাব্য জগৎপাতা কি বিবেকি প্রাণি বর্গকে তদনভিজ্ঞ রাখিতে বাঞ্ছা করেন ? দেখ, বাষ্প প্রয়োগে দ্রুত গমনাগমন হওয়াতে এক্ষণে অতিদূর দেশও যেন গ্রামের নিকটস্থ হইয়াছে । প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে বারাণসী প্রাপ্ত হইবার সম্ভব হইয়াছে । সুবুদ্ধি জন কি এমত বিদ্যার অনাদর করিতে পারেন ? অপিচ, কোন ২ ধাতুতে কোন ২ অম্লরস সংযোগ করিলে এমত অভিঘাত শক্তি উৎপন্ন হয় যদ্দ্বারা শত ২ যোজনান্তরস্থ লোকেরা যেন সমগৃহস্থের ন্যায় জিজ্ঞাসা বার্ত্তা করিতে পারে । তদ্দ্বারা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরস্থ

বিপ্র বর্গ পলমধ্যে কালীঘাটস্থ হালদারদিগকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইতে পারেন। এমত পদার্থ বিদ্যানুশীলন কি বিশ্বপাতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইতে পারে? কবিবর কালিদাসের অনুভবে রামগিরির আশ্রম হইতে অলকা নগর পর্য্যন্ত মেঘের দৌত্য ক্রিয়া দ্বারা সংবাদ প্রেরণের পর দ্রুততর সংবাদ মনের কল্পনাতেও আইসে না, এবং সে কল্পিত মেঘের দৌত্যক্রিয়াও কালিদাস অসম্ভব বোধে কেবল চেতনাচেতন বিবেক শূন্য কামাতুর পুরুষের প্রলাপ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা, ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ। ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে কামার্ত্তাহি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু। কিন্তু ফলে বিদ্যানুশীলন কবির উৎকট বর্ণনাও অতিক্রমণ করিয়াছে। যাহা মেঘের অসাধ্য তাহা সৌদামনী বৎ লৌহ শলাকার সাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে আকাশ পথ অবলম্বনে ইংলণ্ড হইতে বঙ্গভূমিতে সন্দেশ প্রাপণ সম্ভব হইয়াছে আর জলধি পারে রাবণপুরী লঙ্কা হইতে রামরাজধানী অযোধ্যায় প্রায় প্রত্যহ সংবাদ প্রেরণ ও প্রাপণ হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব? দিবাকরের হরিৎ অশ্বেরও এমত বেগ নহে, কখন ২ এক স্থলের প্রভাত সংবাদ অন্যত্র রাত্রি থাকিতে২ও পঁহুছে। অতএব এবম্ভূত বিদ্যার কি অনাদর করা যাইতে পারে।

"অস্মদ্দেশে বহুকালাবধি যে প্রকার দর্শন শাস্ত্র চলিত আছে তাহা বড় শ্রদ্ধা জনক নহে বটে, কেননা তদ্দ্বারা কোন প্রকার অভীষ্ট সাধন হয় নাই। তাহার কারণ এই যে সূত্রকার

মহর্ষিগণ ব্যষ্টি ভাবে ভূত পদার্থের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা পূর্ব্বক সমষ্টিভাবে নিয়ম বন্ধন না করিয়া একে বারেই সামান্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহাও শিষ্য অথবা শ্রোতা কিম্বা পাঠক বর্গের যুক্তিপুরঃসর আলোচনার্থ রচনা করেন নাই, কেবল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করণার্থ উপদেশ করিয়াছিলেন। যুক্তি তর্কাদি করা শিষ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ভাষ্যাদি করিবার নিষেধ ছিল না, কিন্তু তাহাও আদালতের বেতন গ্রাহি উকিলের ন্যায় গুরুবাক্য পোষক করিতে হইত। তাহাতে আবার নানা প্রকার বিলক্ষণ বিদ্যা একত্র মিলিত হওয়াতে সকল দিকেই হানি হইয়াছে। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের রূপ রস গন্ধাদি নিরূপণের সহিত নীতিশাস্ত্রের কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিকট সম্বন্ধ নাই তথাপি এ সকলের সিদ্ধান্ত সমকালীন হইয়াছে। ইহাতে সত্য নির্ণয়ে মহা বাধা পড়িবার সম্ভব।

"কিন্তু গোতম কণাদাদি পূর্ব্ব ঋষিগণ এই রূপে স্ব২ কপোল কল্পিত ষোড়শ বা ষট্ পদার্থাদি বিবেচনাকে মোক্ষোপায় কহিয়াছেন বলিয়া আমারদের পক্ষে ভৌতিক পদার্থ নির্ণয়কে পরমপদার্থ নির্ণয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, 'নহি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীদিত্যাত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যমিতি কশ্চিদস্তি প্রমাণং' অর্থাৎ পূর্ব্বজ মূঢ় ছিলেন তন্নিমিত্ত আপনাকেও মূঢ় হইতে হইবেক এমত কোন প্রমাণ নাই।

"কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রকার ঋষিগণের বিষয়ে ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাঁহারদের মহা পাণ্ডিত্য থাকাতে শিষ্য বর্গ স্বতই তাঁহারদের বচনকে আপ্ত বাক্য জ্ঞানে তদ্বিষয়ে যুক্তি

তর্ক করাতে বিরত হইয়াছিল। সুতরাং ভূত পদার্থ অথবা আত্ম তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা যে উপদেশ করিয়াছিলেন কেহই তাহার কোন পরীক্ষা করে নাই। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, ঋষিদিগেরও ভ্রম সম্ভবে, কিন্তু শ্রদ্ধার আতিশয্য প্রযুক্ত ভ্রম শোধনের কথা দূরে থাকুক কেহ তাঁহারদের বচন পরীক্ষা করিতেও সাহস করেন নাই, সুতরাং ভ্রান্তি প্রবাহ বিনা বাধে বলবান্ হইয়া আসিয়াছে।

“ গোতম কণাদাদি ঋষিরা ন্যায় শাস্ত্র রচনা করত পদার্থ নির্ণয়ের উত্তম ২ নিয়ম বচন বদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, যথা, ব্যাপ্তি বিশিষ্ট পরামর্শ সহকারে প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক অনুমান দ্বারা তর্ক মীমাংসা কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনারা সে নিয়ম পালন করেন নাই শিষ্যবর্গের শ্রদ্ধা অবলম্বন করিয়া স্বীয় ২ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহারদের উপদেশে মানব মণ্ডলীর প্রচুর উপকার হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

“ বিদ্যার চর্চ্চা না করিলে বেদের বচন প্রমাণই আত্ম হত্যার পাতক হয়। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে বেদেতে অজ্ঞানকে নিজ আত্মার ঘাতক কহে, যথা ‘ অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ তাংস্তে প্রত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ’ অস্যার্থঃ সে সকল লোক সূর্য্য হীন এবং অন্ধকারাবৃত সেখানে আত্মঘাতক জনকে যাইতে হয়। এস্থলে শঙ্করাচার্য্য এই রূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা ‘ আত্মানং ঘ্নন্তীতি আত্মহনঃ কে তে যেঽবিদ্বাংসঃ কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্যাত্মনস্তিরস্ক-

রণাৎ’। অর্থাৎ কেমন লোক আত্ম ঘাতক জন? যাহারা অবিদ্বান্। কি প্রকারে তাহারা নিত্য আত্মার হিংসক হয়? অবিদ্যা দোষেতে বিদ্যমান আত্মার তিরস্করণ দ্বারা। ইহার তাৎপর্য্য যাঁহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিদ্যালাভের সুযোগ ত্যাগ করে তাহারা আত্মহানিকর হয়”।

সত্যকামের এই উক্তিতে আগমিকের অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দোদয় হইল। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন সত্যকাম নিতান্ত বিবেচনা শূন্য হইয়া দেশীয় শাস্ত্রের সম্যক্ নিন্দক হইয়াছেন এক্ষণে দেখিলেন গোতম কণাদাদিরও কিয়ৎ পরিমাণে পোষকতা করিয়া থাকেন। অতএব এই উত্তর করিলেন, “ভাল সত্যকাম, তুমি যে ২ বার্ত্তার প্রসঙ্গ করিলা তাহা বিবেচনার বিষয় বটে, কিন্তু ঝটিতি কোন কথা বক্তব্য নহে। পরে বিবেচনা করিব। তবে তুমি যে কহিলা আমি তোমার মতের কিছুই বুঝি না, এবং পরে তাহা বুঝাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলা, সেই বিষয়ে আমি এখন তোমার অভিপ্রায় শুনিতে বাসনা করি”।

সত্যকাম স্বমত প্রতিপন্ন করিতে আহূত হইয়া দেখিলেন যে তাহা সামান্য ব্যাপার নহে। ধর্ম্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে মতের বৈরূপ্য হইলে পরস্পরের অভিপ্রায় বুঝা সহজ নহে। সত্যকাম মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া কহিলেন, “আগমিক তুমি কহিয়াছ যে আমি অস্মদীয় আচার্য্যবরের হৃদয়গত আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, আর এই বলিয়া স্বীয় মনঃক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছ। তোমার মনঃক্ষোভকে আমি তিরস্কার কিম্বা বিপক্ষোক্তি জ্ঞান করি না,

আমি জানি যে তদ্দ্বারা কেবল তোমার হৃদ্যতা ও সৌজন্য সূচিত হয়। তুমি বুঝি মনে কর যে বেদ নিন্দা এবং কৃষ্ণ-ধর্ম্ম পরিহার কুটিল অন্তঃকরণের লক্ষণ। ইতিহাস পুরা-ণাদি সংহিতাতে পুরা কালের বেদ ত্যাগি পাষণ্ড বর্গের যে প্রকার আচার বর্ণন আছে, তুমি বোধ কর আমারও তদ্রূপ আচার। তোমার বোধে বৈদিক পদ্ধতি ত্যাগ করিলেই অনীশ্বর চার্ব্বাক জৈন বৌদ্ধাদির ন্যায় অধার্ম্মিক হইতে হয় এবং ব্যবহারে রাবণ ও কংসাপেক্ষাও অধিক পামরতা প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু আমার একটী কথা শুন। শঙ্করাচার্য্যাদি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত বৃন্দ বৌদ্ধাদির যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃ সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, কিন্তু নাস্তিকাদি নিরীশ্বর মতে তোমার যেমন দ্বেষ আমারও তদ্রূপ। তোমার মুখের ভঙ্গিমাতে আমার ঐ কথায় চমৎকারের লক্ষণ দেখিতেছি। যদিও তোমার ও আমার অনেক মত বৈলক্ষণ্য থাকে তথাপি অনীশ্বর এবং অধার্ম্মিক উপদেশে উভয়ের সমান দ্বেষ অসম্ভব নহে।

“ আমার স্বীয় মতের প্রতিপাদন পরে হইবে, এক্ষণে তোমার মনঃক্ষোভ নিবারণার্থ এই মাত্র কহিব যে জগৎকর্ত্তার মহিমা বিরুদ্ধ কোন আচার কিম্বা প্রচার দোষে আমি কখন লিপ্ত হই নাই। তুমি কহিয়াছ আমি ধর্ম্মসাধনে শিথিল হইয়া ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়াছি। ধর্ম্মসাধনে শৈথিল্য প্রযুক্ত তাহা করি নাই কেননা অদ্যাপি প্রকারান্তরে আমি বিশ্বপাতার ত্রৈকালিক আরাধনা করিয়া থাকি। ‘প্রাতে এবং সায়াহ্নে ও মধ্যাহ্নে আমি আরাধনা করি’। ত্রিসন্ধ্যা

ত্যাগ করিবার কারণ এই ঈশ্বর আরাধনার বিশিষ্টতর পদ্ধতি পাইয়াছি। 'শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ' কহিনা বটে এবং 'শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ' কিম্বা 'শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ' অথবা 'শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ' এসকল উক্তিও করিনা, কিন্তু যিনি মরুদেশীয় ও অনূপদেশীয় জল সৃজন করিয়াছেন এবং সামুদ্রিক ও কূপ্য বারিরও আদিকারণ হয়েন তাঁহার নিকট কুশলার্থ প্রার্থনা করি। এবং যদিও সূর্য্যের এবং যজ্ঞের ও ইতর মন্যুপতির স্তব করি না বটে তথাপি যিনি সূর্য্যের স্রষ্টা ও যজ্ঞের যথার্থ স্বামী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যে 'মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষ-তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচাহস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ অহস্তদবলুম্পতু' অর্থাৎ ক্রোধ পূর্ব্বক কিম্বা মানসিক বাচিক অথবা হস্ত পাদাদি করণক ঐন্দ্রিয়িক কোন ব্যাপার দ্বারা রজনী যোগে যে পাপ করিয়াছি জগৎকর্ত্তা যেন দিবা ভাগে তাহা নষ্ট করিয়া আমাকে রক্ষা করেন। দিনকরকে সম্বো-ধন করিয়া আমি কহি না বটে 'যৎকিঞ্চদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমনৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি' কিন্তু সূর্য্যকৃৎ পরমেশ্বরকে স্বরণ করিয়া মন্দোপিত পাপনিচয়কে হোম করিতে অবশ্য উদ্যম করিয়া থাকি।

"স্বধর্ম্ম ত্যাগী বলিয়াও আমার অপবাদ হইয়াছে। বিরক্ত হইও না আমি ছল বিতণ্ডাদি করিতেছি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বধর্ম্মের অর্থ কি? স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে? ।"

তর্ককাম অমনি সত্বর হইয়া কহিলেন, "স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে! তুমি কি জান না? তোমার স্বকীয় ধর্ম্ম তোমার আপনার ধর্ম্ম"।

সত্যকাম। "কিছু মনে করিওনা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি আমার স্বকীয় ধর্ম্ম কি? স্বকীয় ধর্ম্ম কাহাকে বলে"।

তর্ককাম। "যে ধর্ম্মে তোমার জন্ম। হিন্দু ধর্ম্ম। ভারত বর্ষীয় লোকদিগের ধর্ম্ম"।

সত্যকাম। "কি বলিলে হিন্দু ধর্ম্ম! একি কোন শাস্ত্রীয় শব্দ? স্বধর্ম্মের লক্ষণ হিন্দু ধর্ম্ম এমন প্রমাণ শ্রুতি কিম্বা স্মৃতির কোন বচনে কখন পাই নাই"।

তর্ককাম ক্ষণৈক মৌনাবলম্বন করাতে আগমিক কহিলেন, "বটেই তো, কি আশ্চর্য্য, হিন্দু শব্দ শাস্ত্রের মধ্যে নাই, তথাপি আমরা অস্মদীয় ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম কহিয়া থাকি। এ শব্দ তো সংস্কৃত নহে কোথা হইতে আইল। বোধ করি যবনেরা আমারদিগকে উপদেশ করিয়াছেন"।

সত্যকাম। "ভারতবর্ষের পরিচয়ে হোদু শব্দ (যাহার রূপান্তর হোন্দু হেন্দু হিন্দিয়া) বাইবেলের মধ্যে আছে তৎপূর্ব্বে এবম্ভূত শব্দ কখন গ্রন্থ বদ্ধ হয় নাই। প্রাচীন যবনেরা পূর্ব্বাঞ্চলের কোন দেশ হইতে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়া ইণ্ডিয়া রূপে বিকৃত করিয়াছিল আরব পারশাদি ইদানীন্তন যবনেরা তাহা হিন্দু করিয়াছে ইহাঁরদেরই হইতে আমরা পাইয়াছি"।

তর্ককাম। "আচ্ছা শব্দ সাধন তর্কের কি প্রয়োজন?। যে রূপে হউক হিন্দু শব্দ এক্ষণে চলিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এতদ্দেশীয় লোক। হিন্দু ধর্ম্মে এদেশীয় লোকদিগের ধর্ম্মকে বুঝায়। তবে কি না শব্দ শক্তির পরিমাণ অতিক্রমণ করা কর্ত্তব্য নহে। এতদ্দেশীয় লোক অর্থাৎ যাহারদের ভারত ভূমিতে নিবাস করিবার অধিকার

আছে তাহাদের ধর্ম্ম। যবন পারসি প্রভৃতি লোকদিগের ভারত ভূমিতে বাস্তু করিবারে অধিকার নাই সুতরাং তাহার-দিগকে হিন্দু কহা যাইতে পারে কিন্তু আমারদের পুণ্য ভূমিতে যাহারদের নিবাস অধিকার আছে তাহারদের ধর্ম্মই হিন্দু ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মেই তুমি জলাঞ্জলি দিয়া জাতীয় শ্রেষ্ঠ পদে কুঠারাঘাত করিয়াছ"।

সত্যকাম। "ভাল, আমারদের পুণ্যভূমিতে নিবাসা-ধিকারিদের ধর্ম্ম কোথায় উপদিষ্ট আছে"।

তর্ককাম। "ওহে তুমি যে আদালতের উকিলদের ন্যায় শওয়াল করিতে লাগিলা। ভারত ভূমির নিবাসা-ধিকারিদের ধর্ম্ম বেদাদি শাস্ত্রেতেই আছে আর কোথায় থাকিবে"।

সত্যকাম। "ক্ষমা কর তর্ককাম। মিথ্যা ছল জল্প করা আমার তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে ভারত ভূমি নিবাসাধিকারিদের কোন সাধারণ লক্ষণ কিম্বা ধর্ম্ম আমি কখন দেখি নাই। তুমি যদি দেখিয়া থাক তবে বচন উদ্ধার পূর্ব্বক আমার অনভিজ্ঞতা বিনাশ কর। ফলে আমি এই জানি বেদেতে আর্য্য নামে এক জাতির উল্লেখ আছে কিন্তু পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত বর্গের মতে তাঁহারা সিন্ধু নদীর পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসিয়া এইদেশে বসতি করিয়াছিলেন। তাহারা এদেশের আদ্য নিবাসি এমত বোধ হয় না কিন্তু সে যাহা হউক এদেশের মধ্যে অন্য এক জাতির প্রসঙ্গ বেদেতে আছে তাহারদের নাম দস্যু তাহারা আর্য্য বংশের বিপক্ষ ছিল আর্য্য দস্যু বংশের

মধ্যে কোন হৃদ্যতে ব্যবহার ছিল না, যথা ঋগ্বেদ সংহিতা ১ অষ্টক ৪ অধ্যায়ে, 'বিজানীহ্যার্য্যান্ যেচ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়াশাসদব্রতান্'। অর্থাৎ আর্য্যও দস্যু উভয় জাতিকে বিলক্ষণ জানিও। কর্ম্মবিরোধি অব্রতগণকে দমন কর। এবং অন্যত্র ৭ অধ্যায়ে 'বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং সহোবর্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র'। অর্থাৎ হে বজ্রি ইন্দ্র দস্যুদিগের উপর অস্ত্র ক্ষেপ কর এবং আর্য্যদিগের বল ও যশ বৃদ্ধি কর। সুতরাং দস্যুরা আর্য্যদিগের বিপরীত হওয়াতে আর্য্য শব্দ বাচ্য হইতে পারে না।

"অতএব পরস্পর এমত বিরুদ্ধ জাতি দ্বয়ের মধ্যে কোন সাধারণ ধর্ম্ম সম্ভবে না তথাপি উভয়ে দেশের নিবাসাধিকারী। তদ্ভিন্ন দেশের মধ্যে রাক্ষস নিবাসিও আদ্যাবধি ছিল তাঁহারদের স্বধর্ম্মের কথা কি বলিব শুনিলেই ভয় জন্মে ও রোমাঞ্চ হয়। ভট্টিকাব্যে রাম মারীচ সংবাদে এই উক্তি আছে যথা

রামচন্দ্র। আত্মম্ভরিস্ত্বং পিশিতৈ র্নরাণাং ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাং। শৌবাস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ।

রাক্ষস। অদ্মো দ্বিজান্ দেবযজ্ঞাগ্নিহন্মঃ কুর্ম্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসং। ধর্ম্মোহ্যয়ং দাশরথে নিজোনো নৈবাধ্যকারিষ্মহি বেদবক্তে॥

রাম। ধর্ম্মোস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়মন্যোব্যতিস্তে তু মমাপি ধর্ম্মঃ। ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি যেন রাজন্যবৃত্তির্ধৃতকার্ম্মুকেষু॥

"দেখ এস্থলে রাক্ষস কহিতেছে বিপ্রভক্ষণ করাই আমারদের স্বধর্ম্ম, রামচন্দ্রও তাহা স্বীকার করিলেন, এবং যদিও এমত স্বধর্ম্ম পালক জনগণকে হন্তব্য জ্ঞান করিয়া-

ছিলেন তথাপি দেশে তাহারদের নিবাসাধিকার অস্বীকার করেন নাই।"

তর্ককাম। "কিন্তু রাক্ষসেরা তো ব্রহ্ম বর্ণের নিত্য শত্রু, তাহারা কখনই উহারদের সহিত মিত্রতা করে নাই।"

সত্যকাম। "যথার্থ বটে তথাপি রাক্ষসেরা ভারত ভূমির নিবাসাধিকারী প্রজা। তাহারদের নিবাসাধিকার অস্বীকার করিতে পার না। সুতরাং শাস্ত্র মধ্যে হিন্দু সমূহের কোন সাধারণ ধর্ম্ম পাওয়া যায় না কেননা শাস্ত্রেই স্বীকার করিতেছেন যে আর্য্য রাক্ষস এক ধর্ম্মী নহে।"

তর্ককাম। "কিন্তু রাক্ষসেরা তো হিন্দু নহে তবে তাহারদের সহিত ঐক্য ধর্ম্মাভাবে কি হিন্দুদিগের ঐক্য ধর্ম্মাভাব হইবে"।

সত্যকাম। "হিন্দু শব্দে যদি ভারত ভূমির নিবাসাধিকারী প্রজা বুঝায় তবে রাক্ষসদিগকেও হিন্দু কহিতে হইবে কেননা তাহারদিগের অবশ্য নিবাসাধিকার আছে। আচ্ছা না হয় সে কথা দূরে যাউক। তোমরা শূদ্র জাতিকে হিন্দু মধ্যে গণ্য করিয়া থাক কি না"।

তর্ককাম। "শূদ্র জাতিকে অবশ্য হিন্দু মধ্যে গণ্য করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই নচেৎ শূদ্র বর্গকে অগণ্য করিলে অস্মদীয় সমাজের ত্রিপাদ নষ্ট হইবে। অধিকন্তু আমারদের ভূস্বামী অধিরাজও বহিষ্কৃত হইবেন তবে ধর্ম্মের রক্ষক আর কে থাকিবে?"

সত্যকাম। "আচ্ছা কিন্তু শাস্ত্রেতে কি ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বর্গের কোন সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে? তাহা

অসম্ভব, ব্রাহ্মণ বর্গের ধর্ম্ম স্বাধ্যায় ও শাস্ত্র চিন্তা, শূদ্র ধর্ম্ম দ্বিজগণের পরিচর্য্যামাত্র যথা একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়যা॥”

তর্ককাম। “বাঢ়ং তাহাতে কি?”

সত্যকাম। “তবে স্বধর্ম্মের অর্থ জাতীয় ধর্ম্ম। যে বর্ণের পক্ষে যাহা বিহিত তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। আমার উপর স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন অপবাদ হইয়াছে অতএব সেই অপবাদের যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহাই আমি বুঝিতে চাহি, মূর্খ লোকে শাস্ত্র জানেনা, কহে যে হিন্দু লোক মাত্রেরই কোন সাধারণ ধর্ম্ম আছে, আর ধর্ম্ম শব্দে তাহারা কোন উপাসনা বিশেষের নিয়ম বুঝে, অথচ ধর্ম্ম শব্দে জাতীয় ধর্ম্ম বুঝায়। হিন্দু ধর্ম্ম শব্দই নবকল্পিত শব্দ, শ্রুতি স্মৃতিতে ইহার প্রয়োগ নাই, আমারদের পুণ্য ভূমির নিবাসাধিকারিরদের সাধারণ নামান্তর নাই, যদি তাহারদের সকলের কোন সাধারণ সনাতন ধর্ম্ম থাকিত তবে অবশ্য শাস্ত্রের মধ্যে তাহার কোন সাধারণ অভিধানও পাওয়া যাইত”।

তর্ককাম। “পুণ্যভূমির নামান্তর আর্য্যাবর্ত্ত অতএব আর্য্য শব্দকে ঐ রূপ সাধারণ অভিধান কহা যাইতে পারে”।

সত্যকাম। “কিন্তু আর্য্য শব্দ দস্যুদিগের অভিধান হইতে পারে না কেননা আর্য্য দস্যু বেদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ জাতিরূপে বর্ণিত আছে। আর্য্য শব্দ শূদ্রেরও অভিধান হইতে পারে না কেননা শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ জাতি দেবগণ হইতে উৎপন্ন, শূদ্র বর্ণ অসুর জাত,

যথা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের উক্তি দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ অসুর্য্যঃ শূদ্রঃ। শূদ্রকে তবে কিপ্রকারে আর্য্য কহা যাইতে পারে"।

তর্ককাম। "এত তর্কের প্রয়োজন কি? আচ্ছা স্বধর্ম্মের অর্থ জাতীয় ধর্ম্মই হউক, এই বলিয়া কি তাহা হেয় হইতে পারে?"

সত্যকাম। "তবে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, স্বধর্ম্মের অর্থ বর্ণাশ্রম জাতীয় ধর্ম্ম। আমারদের জাতীয় ধর্ম্ম কি বল দেখি"।

তর্ককাম। "মনু স্বয়ং বিপ্র বর্ণের ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার উপর আমি আর কি বলিব।' অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনস্তথা দানম্প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যাপন শাস্ত্রাধ্যয়ন যজন যাজন দান এবং প্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম।

সত্যকাম। "ইহার কোন্ বিষয়ের ত্রুটিতে আমাকে স্বধর্ম্মত্যাগি স্থির করিলা"।

তর্ককাম। "শাস্ত্রে লিখিত আছে নাদ্যাৎ শূদ্রস্য বিপ্রোন্নং। বিপ্র যেন শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ না করে। তুমি কি এ নিয়ম ও এবম্ভূত ভূরি২ নিয়ম ভঙ্গ কর নাই?"।

সত্যকাম। "শূদ্রান্ন কাহাকে বল"।

তর্ককাম। "তুমি কি জাননা। শূদ্রের পক্ব কিম্বা স্পৃষ্টান্ন"।

সত্যকাম। "শাস্ত্রে শূদ্রান্ন শব্দের আরও ব্যাপক অর্থ দেখা যায়। যথা শূদ্রান্নং তদপিস্মৃতং। অপি

শব্দাৎ সাক্ষাদ্দত্তঘৃততণ্ডুলাদি। সাক্ষাৎ শূদ্রদত্ত ঘৃত তণ্ডুলাদিও শূদ্রান্ন। তবে তুমিও কি এ নিয়ম ভঞ্জন কর নাই। শূদ্রান্নের কি এই রূপ অর্থ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই।"

আগমিক। "শাস্ত্রের ঐ তাৎপর্য্য বটে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সত্যকাম। "শাস্ত্রেতে কি ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যান্য নিষেধ নাই। শূদ্রাণাং সূপকারী চ শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ। অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ। যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ। শূদ্রের পাচক শূদ্রের যাজক যুদ্ধজীবি লেখনীজীবি এবং বিদ্যাবিক্রয়ী এবম্ভূত ব্রাহ্মণও বিষহীন সর্প তুল্য, অর্থাৎ তাহারা অব্রাহ্মণ"।

আগমিক। "শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই বটে"।

সত্যকাম। "আমাকে আপনারা স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট বলিতেছেন। স্বধর্ম্মের অর্থ জাতীয় ধর্ম্ম সাধন, জাতীয় ব্যবহার বিষয়ে নিষেধ বিধি পালন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র দত্ত ঘৃত তণ্ডুল গ্রহণও নিষিদ্ধ। নিঃশম্বল সূপকারী ও দরিদ্র দৌবারিকদের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু শূদ্রের যাজন, মসীর আশীর্ব্বাদে জীবন, বিদ্যা বিক্রয়, এ সকলি জাতীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। অতএব তর্ককাম আমি যদি পতিত হইলাম তবে ভূরি ২ বিপ্রবৃন্দও আমার পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন। রাজকীয় কালেজের অধ্যাপকগণ অর্থ গ্রহণ পুরঃসর অপাত্রের হস্তে বিদ্যা সম্প্রদান করিয়া বিদ্যা বিক্রয়ী হইয়াছেন, কায়স্থাদি বর্ণের কুলপুরোহিতেরা ধনলোভে শূদ্র যাজী হইয়াছেন এবং তাহারদের দত্ত ঘৃত তণ্ডুলাদি সত্বর গ্রহণ

করিয়া শূদ্রান্নভুক্ হইয়াছেন আর যাঁহারা রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা জীবিকা করেন তাঁহারা তো মসীজীবি, ইহাঁরা সকলে আমাপেক্ষা ক্ষুদ্র অব্রাহ্মণ নহেন। ইহাঁরদের সংস্রবে আরও কত অব্রাহ্মণ হইয়াছে তাহা গণিত পুঙ্গব ভাস্করাচার্য্যে-রও গণনাতীত। এই প্রকার দ্বিজবর সমূহকে ব্যবকলন করিলে কয়জন স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ দ্বিজ পাইবা? অপর ধর্ম্ম সভার কথা কি বল। সভাপতিকে জান? ধর্ম্ম রক্ষার্থ শূদ্র রাজা ব্রাহ্মণ সম্পাদকের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন!"

তর্ককাম। "তখন করা যায় কি। সভাপতি হইবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই একালে তো রাজন্য বর্গ নাই। অতএব অগত্যা শূদ্র রাজাকেই অধ্যক্ষ করিতে হইল। শূদ্র জমিদারগণকে ধর্ম্ম রক্ষক না করিলে অন্য রক্ষক পাওয়া দুষ্কর"।

সত্যকাম। "শূদ্রেরা স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করেন। গজাননের জন্মানন্তর যেমন শনির আশীর্ব্বাদ। সব্যলোচনকোণেন দদর্শ চ শিশোর্মুখং। শনিশ্চ দৃষ্টি মাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে। শূদ্র সভাপতি হইয়া দ্বিজা-ঙ্গ গণের উপর অধ্যক্ষতা করিয়া আদৌ তো স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন কেননা দ্বিজ সেবাই তাঁহার প্রকৃত স্বধর্ম্ম। পরে সভাসদ দ্বিজাঙ্গেরাও শূদ্রের নীচত্ব স্বীকার করিয়া নিজ ধর্ম্ম পরিহার করেন। তবে সভা দ্বারা রক্ষিত হইল কি? ধর্ম্ম তত্ত্ব কিম্বা ধর্ম্ম কাহিনী কিছুই প্রমাণ হইলনা, সভারই দ্বারা ছিন্নমূর্দ্ধা ধর্ম্মের কবন্ধ মাত্র রক্ষণীয় হইল, মূলোচ্ছেদানন্তর বৃক্ষের স্কন্ধ রক্ষার ন্যায়"।

তর্ককাম। "এক্ষণে রাজন্য ভূপাল নাই সুতরাং শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম রক্ষক ও ভূসুর পরিপালকের বিরহ। শূদ্রেরাও বিষয়াপন্ন হইয়া অতীব প্রবল হইয়াছে। এমত সময়ে শূদ্র বর্ণের উপর আমারদের জাতীয় প্রাধান্য রক্ষা করা অসাধ্য কল্পনা"।

সত্যকাম। "ভো তর্ককাম আমার স্বধর্ম্ম পালনের ত্রুটিতে তোমার মনঃক্ষোভের পরিসীমা নাই কিন্তু অস্মদীয় শৌদ্র ভূম্যধিকারির গৃহ পুরোহিতাদি শূদ্রযাজী দ্বিজবর্গের দোষ ক্ষালন করিতেছ। এই তোমার বিচার। সে যাহা হউক তুমি কহিলা এক্ষণে রাজন্য ভূপাল নাই ভূসুরগণের পরিপালনার্থ রাজকীয় বিত্তি অপ্রাপ্য অতএব শূদ্র সংশ্রবে না থাকিলে কিরূপে জীবন রক্ষা হয়। কিন্তু শ্রীভাগবতে কি লিখিত আছে তাহা মনে কর যথা।

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং। সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ। চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপপন্নান কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্।

"অস্যার্থঃ ভূমি সত্ত্বে বিছানার প্রয়াস কেন? স্বকীয় বাহু থাকিতে বালিশের প্রয়োজন কি? অঞ্জলী সত্ত্বে পাত্রাদির আবশ্যক কি? দিক্ আছে বৃক্ষ বল্কল আছে তবে বস্ত্রের প্রয়াস কেন? পথেতে কি বস্ত্রচীর্ণ পাওয়া যায় না? বৃক্ষেরাকি পরপালনার্থ ভিক্ষা দেয় না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়াছে এবং গুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়াছে আর ভগবান্ কি শরণাগতগণকে রক্ষা করেন না, অতএব পণ্ডিতেরা ধন

গর্ব্বিত দুর্দ্দান্তগণের কেন উপাসনা করেন। ভাগবতের এই উক্তি তুমি গ্রাহ্য কর কি না কর সে তোমার আপনার বিবেচনা; কিন্তু যদি শূদ্রযাজী বিদ্যাবিক্রয়ী ও মসীজীবী কেরানি মুহুরী দ্বিজবৃন্দের দোষ ক্ষালনার্থ মুক্তকণ্ঠে কহ যে তাঁহারা কি করেন, অগত্যা স্বধর্ম্মে ত্রুটি করিতে হইয়াছে, তবে আপনার মুখেতেই স্বীকার করা হইল যে সম্প্রতি অবিকল স্বধর্ম্মপালন অসাধ্য। যদি অবিকল স্বধর্ম্মপালন অসাধ্য হয় তবে স্বধর্ম্মের আড়ম্বর ত্যাগ কর। কেহই অবিকল পালন করে না সকলেই বস্তুতঃ স্বধর্ম্মত্যাগী। কিঞ্চিৎ তারতম্য ভেদ সম্ভব মাত্র কিন্তু সকলের মতেই অবিকল স্বধর্ম্মপালন অসাধ্য। মহর্ষি কপিল কহিয়াছেন যাহা অসাধ্য তাহা অলীক, অশক্য উপদেশ বিধির মধ্যে গণিত নহে, উপাদিষ্ট হইলেও তাহা অনুপদিষ্টের মধ্যে। যথা 'নাশ-ক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেপ্যনুপদেশঃ। কাপিল সূত্র ১।৯ অতএব স্বধর্ম্মপালনের বিধি নিয়মের মধ্যে গণ্য নহে"।

সত্যকামের এই বাক্য শুনিয়া আগমিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "হায় কলিকাল! আমারদের সনাতন ধর্ম্ম কোথায় গেল!"

সত্যকাম। "আগমিক, তোমার আক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। বেদাদি শাস্ত্রেতে কোন সনাতন ধর্ম্মের প্রতিপাদন নাই। এক্ষণে যাহাকে স্বধর্ম কহা যায় অর্থাৎ জাতীয় ব্যবহার তাহা পুরাকালে ছিল না। ঋগ্বেদাদি সংহিতার মন্ত্রেতে তাহার প্রসঙ্গ নাই। মহাভারতেও উক্ত আছে, 'ন বিশে-ষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি

কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং"। বর্ণ বিশেষ নাই অখিল জগৎ ব্রাহ্ম মাত্র। ব্রহ্মের পূর্ব্ব সৃষ্টি কর্ম্মের দ্বারা বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তৎকালে বর্ণভেদের নিয়ম ছিল না। বর্ণভেদের নিয়ম পরে পৌরাণিক কালেতে সৃষ্ট হয়। এক্ষণে আবার তাহার এমত ব্যত্যয় হইয়াছে যে ব্রাহ্মণেরা অগত্যা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শূদ্রযাজী বিদ্যাবিক্রয়ী কেরানী মুহুরি হইয়াছেন ইহার মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম কোথায় পাইলা বৈদিককল্পে এক প্রকার, পৌরাণিককল্পে অন্য প্রকার, আবার এক্ষণে আর এক প্রকার"।

তর্ককাম। "শদ্রযাজী অথবা শূদ্রবিত্তগ্রাহী হইলেই ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় ইহা আমি স্বীকার করি না। তাহাতে বিষহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণের তেজ মসৃণ হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব নাশ অথবা পাতিত্য প্রাপ্তি হয় না কেবল কিঞ্চিৎ মান্দ্য মাত্র"।

সত্যকাম। "পাতিত্য প্রাপ্তি কিসেই বা অসংশয় হয়। শাস্ত্রে দ্বিবিধ বচনই ভূরি২ পাওয়া যায় এক প্রকার যাহাতে শূদ্র যাজনাদি দোষকে পাতিত্যের অনিবার্য্য হেতু কহে। এবং অন্য প্রকার যাহাতে কহে ব্রাহ্মণত্বের অপরিমেয় তেজ, কখন কোন দোষে মসৃণ তিরোহিত বা বিনষ্ট হইতে পারে না। এবম্বিধ বচন প্রমাণ কোন ব্রাহ্মণ সন্তানকে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট বলিয়া তিরস্কার করা যায় না। সে যাহা হউক, বল দেখি, এমন বচন কি নাই যাহাতে স্বধর্ম্ম বর্জ্জনের নিন্দা দূরে থাকুক বরং অতীব প্রশংসা আছে"।

তর্ককাম। "এ কি কথা—ইহার ভাব কি?"

সত্যকাম। "ভাব এই যে শৈব বৈষ্ণবাদি লোকেরা ইষ্ট দেবতা বিশেষের উপাসনার্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে শাস্ত্রে তাঁহারদের প্রশংসা আছে যথা ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোথ পতেৎ ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ"।

তর্ককাম। "কিন্তু এমত উপাসক একেবারে সংসার ত্যাগ করে সুতরাং সাংসারিক বিষয় ভোগের সহিত তন্নিষ্ঠ ধর্ম্মও পরিহার করে"।

সত্যকাম। "আচ্ছা, তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ মাত্রই দূষ্য নহে। কোন পরম উপাস্য ইষ্ট দেবারাধনার্থ ত্যাগ করিলে অদোষ। তুমি কেমন করিয়া জানিলা যে আমিও এক পরম উপাস্য প্রভুর আরাধনার্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করি নাই"।

তর্ককাম। "আঃ তুমি—তুমি কি বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি কি কাম ক্রোধের বশ নহ"।

সত্যকাম। "শাস্ত্রেতে উপাসকের পক্ষে বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক কহে না, যথা ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নাঃ। জিতেন্দ্রিয়-স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমং কিং নু করোত্যবদ্যং॥ এবং ইষ্ট দেবারাধনার্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরে পতিত হইলেও অদোষ, এপর্য্যন্তও পাওয়া যায়।"

আগমিক। "কিন্তু সে কথা পরম উপাস্য হরিহরা দির সেবক গণের বিষয়ে লিখিত আছে"।

সত্যকাম। “ভাল, তবে বিশেষ কারণে স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করাতে দোষ নাই ইহা স্বীকার করিলা। আমার পক্ষে সেপ্রকার বিশেষ কারণ আছে কি না অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেব পরম উপাস্য কি না তদ্বিষয়ে পরে আলোচনা হইবে। সম্প্রতি আমি কহিতে পারি যে অদ্যবাসরীয় সাধ্য সাধন সমাপ্ত হইল। উত্তর কথার পর্য্যালোচনার প্রাক্ কালীন স্বধর্ম্ম ত্যাগ দোষে কাহাকে দূষিত করা উচিত নহে। উত্তর কথারও উপর আপাততঃ এই বক্তব্য যে আমারদের দেশীয় ব্যবহারে স্বীয় ইষ্ট দেবতার কথা ব্যক্ত না করাতে দোষ নাই, কিন্তু আমি সে বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিতে চাহি না। অন্য এক দিবস জানাইব যে যাঁহার উপাসনার্থ আমি স্বধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াছি তিনি পরম উপাস্য এবং অখিল মানব মণ্ডলীর আরাধ্য”।

তর্ককাম। “তুমি যে একেবারে জয়পতাকা তুলিতে লাগিলা। এত ব্যস্ত হইও না। আগমিক তুমি কি মূর্খ বৈরাগিদিগের ব্যবহার দেখিয়া স্বধর্ম্ম বর্জ্জনকে অদোষকর কহিলা। তোমার এমত অভিপ্রায় না হইবে। মূর্খ বৈরাগিরা তত্ত্বজ্ঞান বিহীন তন্নিমিত্ত জাতীয় ধর্ম্মের মহিমা জানে না। গোতম কণাদাদির উপদেশ পাইলে এমন করিত না”।

সত্যকাম। “গোতম কণাদাদির উপদেশে স্বধর্ম্মে বরং আরও শীঘ্র কুঠারাঘাত পড়ে”।

তর্ককাম। “তুমি বুঝ না হে। গোতম কণাদাদি মহর্ষিগণের উৎকর্ষ জান না। বল তো বুঝাইয়া দি”।

সত্যকাম। "বাঢ়ং, আমিও যথার্থ শ্রোতুমিচ্ছু"।

তর্ককাম ষড়্‌দর্শনের বাহুল্য বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলে আগমিক ভাবিলেন মহা দায় উপস্থিত। দেখিলেন যে ভগবান্ কাশ্যপেয়ের সারথ্যে হরিদশ্বের রথ আকাশের মধ্যস্থলে উপনীত হইয়াছে, অতএব বলিলেন, তর্ককাম অদ্য এই পর্য্যন্ত। তোমার বর্ণনায় চিত্ত তুষ্টি প্রচুর হইবে আমি জানি, কিন্তু এক্ষণে উদর তুষ্টির চেষ্টা কর্ত্তব্য। তত্ত্বজিজ্ঞাসাপেক্ষা অন্ন বুভুক্ষা আমার তো বলবতী হইয়াছে, তোমার অন্তরের কথা জানি না, হয় তো তুমি অভক্ষ ও বায়ুভক্ষাদির মধ্যে গণ্য, কিন্তু এখন ক্ষান্ত হও, আর এক দিন তখন দর্শনের বিচার হইবে। ফলে সকলেরই জঠরানলের বিলক্ষণ উদ্দীপন হইয়াছিল, সুতরাং আগমিকের প্রস্তাব গ্রাহ্য হওয়াতে মৃগাঙ্কবার পর্য্যন্ত বিচার স্থগিত রহিল।

প্রথম দিবসের বিচার এই পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অনেক বিচিত্র বার্ত্তা আছে তন্নিমিত্ত তোমার গোচরার্থ অবিকল বর্ণনা করিলাম। পরে যাহা হয় পশ্চাৎ লিখিব। এ ব্যাপার তোমারই বা কেমন বোধ হয় তাহা উত্তরে লিখিতে ত্রুটি করিও না। কিমধিকং।

দ্বিতীয় সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

অতীত সপ্তাহের নিরূপিত কথানুসারে আমি দার্শনিক বিচার শুশ্রূষু হইয়া ইন্দু বাসরে সত্যকামের নিকেতনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম হয় তো তর্ককাম আসিয়া গোতম কণাদাদি মহর্ষিগণের গূঢ় কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু এক২ বার এমত আশঙ্কাও হইয়াছিল যে ঐ দিবস বিচার হইবার সম্ভাবনা নাই। ঐ দিন স্থির করাতে আমারদের বিবেচনার ত্রুটি হইয়াছিল। পঞ্জিকা দেখিয়া স্থির করিলেই ভাল হইত, কেননা পঞ্জিকা দর্শন করিলে জানা যাইত যে ঐ আদিত্য বারের রাত্রিতে শীতাংশুর পূর্ণিমা হইবে আর সেই পূর্ণিমাতে কলানিধি দৈত্য গ্রাসে পড়িবেন এমত কথা ছিল। এপ্রকার চন্দ্রগ্রহণ কেহ কখনো দেখে নাই, একেই তো মধুমাসের চন্দ্র, তাহাতে আবার নভোমণ্ডলে মেঘ ধূম কুজ্ঝটিকা কিছুই ছিল না, রাহুর দোষ কি দিব, এমত চন্দ্রকে ধরিয়া খাইতে আমার-দেরই অভিলাষ হয়, রাহুর তো নামই বিধুন্তুদ, আর আদৌ সমুদ্র মন্থন কালে সুধার লোভেই নিশাপতির

সহিত বৈরিতা হয়, আহা যে জোৎস্না হইয়াছিল যেন সাক্ষাৎ অমৃতধারা, অতএব অমৃতলোভী এমত সুধাকরকে গ্রাস করিবে তাহাতে চমৎকার কি? নিশীথ সময়ে গিয়া ধরে পরে পাঁচ দণ্ডাধিক পর্য্যন্ত গ্রাসে রাখে, প্রায় সর্ব্বগ্রাস হইয়াছিল।

"আগমিক ঐ দিবসে আসিবেন তাহার সম্ভাবনা মাত্র ছিলনা প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দার্শনিক বিচার শ্রবণার্থ উপস্থিত হইবেন ইহা কোন মতে সম্ভাব্য নহে ফলে তিনি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও আইসেন নাই। তর্ককামেরও আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। তর্ককাম গোলাধ্যায় পাঠ করিয়াছিলেন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণের যথার্থ কারণ বুঝিতেন। রাহু কেতু সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পে তাঁহার আস্থা ছিলনা সুতরাং তিনি যে একটা চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া অব্যবস্থিত চিত্ত হইবেন এমত বিশ্বাস্য নহে, কিন্তু লৌকিক অপযশের শঙ্কায় ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য করেন নাই, ফলেও লৌকিক নিয়মের বিপরীতাচরণ করা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

আমি আসিবামাত্র সত্যকাম কহিলেন "আচার্য্য ভায়ারা এখনও আইসেন নাই। বুঝি চন্দ্র গ্রহণের পর প্রত্যূষে উঠিতে পারেন নাই"।

আমি কহিলাম সেই কারণই তাঁহারা অনাগত ইহাতে সন্দেহ নাই। ফলে অদ্য বিচারে ব্যাঘাত পড়িল ইহাতে আমি দুঃখিত নহি। ধর্ম্মশাস্ত্রেই আমার পাঠ, দর্শন শাস্ত্রে অধিক দৃষ্টি করি নাই। বিচারের পূর্ব্বে একবার

গৌতম সূত্র উত্তম করিয়া দেখিলে মর্ম্ম বুঝা যাইবেক। এক্ষণে আমারদের সকলেরি চমৎকার ব্যবহার হইয়াছে। ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের সূত্র প্রায় কেহই পড়ে না। ভাষা পরিচ্ছেদ ও বেদান্তসার আমারদের মূলগ্রন্থ হইয়াছে। গৌতমসূত্র কেহ২ পড়ে বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্র পাঠক অতি বিরল। আর কণাদ কপিল পতঞ্জলি ও জৈমিনির সূত্র পাঠ করা দূরে থাকুক অনেকে তাহা কখন চক্ষুতে দেখেও নাই। তথাপি আমরা এ সকল বিষয়ে তর্ক করিতে বিরত হই না। কিন্তু একটা চমৎকারের বিষয় এই যে ষড় দর্শনের মধ্যে প্রত্যেক সূত্রকার অন্য সকল সূত্রকারের প্রসঙ্গ করেন। ইহাঁরা সকলেই কি সমকালীন ছিলেন অথবা যোগবলে পরস্পারের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন? এই বিষয়ের রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। ষড়দর্শনের কি পূর্ব্বাপর কথা স্থির করা যায় না।”

সত্যকাম। “যাহা বলিলা সত্য বটে অনেক দ্বিজবর সূত্রে দৃষ্টি না করিয়াও গোতম কণাদাদির মত আন্দোলন করিয়া থাকেন। ইহাতে বহুল অসত্য কথার সঞ্চালন হয়। দ্বিজবরেরা কহেন যে সাংখ্য শাস্ত্রে নিরীশ্বর মত আছে বটে কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকের মুখ্য তাৎপর্য্য যথার্থ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর স্থাপন”।

মদীয়া উক্তি। “আচ্ছা, সে কথা কি সত্য নহে”।

সত্যকাম। “গোতম ও কণাদের সূত্রের মধ্যে এমত মুখ্য তাৎপর্য্য দেখা যায় না। তোমাকে পরে এক দিন সূত্র দেখাইব। ষড় দর্শনের পূর্ব্বাপর কথা স্থির করা

অতীব কঠিন, আমি স্বীয় অভিপ্রায় লিপি বদ্ধ করিয়াছি কিন্তু ইহাতে অনেক দোষের সম্ভব, সাহস করিয়া বলিতে পারিনা যে তোমার শ্রোতব্য।”

মদীয়া উক্তি। “তোমার যে বিষম অভিপ্রায়, শুনিতে ভয় হয়, কিন্তু এ বিষয়ের তুমি আলোচনা করিয়াছ বটে। অতত্রব কি লিখিয়াছ, পড় দেখি।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্যকাম নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন।

“ষড়্দর্শনের পূর্ব্বাপর কথা নিরূপণ করা সহজ নহে। প্রাচীনেরা গদ্যেতে পুরাবৃত্ত রচনা করেন নাই, কোন্ কালে কি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। অস্মদীয় পূর্ব্বেরা আদৌ কবিতার মাধুর্য্যে মোহিত হও-য়াতে কেহই কোন কালে সে মোহন হইতে মুক্ত হয়েন নাই। ভক্তিরহস্য প্রবন্ধে কবিতা রচনা করিলে কোন হানি হইত না, কেননা ছন্দোবদ্ধ পদ্যকে ভক্তির উপকরণ কহা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাবৃত্ত ও দর্শনশাস্ত্র এবং পদার্থ বিদ্যাতেও তাঁহারা পদ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার সাক্ষী ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা এবং ভাস্করাচার্য্যের গোলা-ধ্যায়। দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের কথা স্বভাবত রসাত্মিকা নহে সুতরাং পদার্থ নির্ণয়ের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ সহ কবিতার রসাস্বাদন করিতে পারিলে দুই পক্ষেই লাভ। কিন্তু দুই পক্ষে লাভ করিতে গেলে দুই পক্ষের হানিরও সম্ভব। পুরা-বৃত্ত ও পদার্থ নির্ণয় শাস্ত্রে তত্ত্বনিষ্ঠ যথার্থানুভবই প্রাপ্য, কবিতার রসাস্বাদন স্বভাবতঃ প্রাপ্য নহে, যাহা প্রাপ্য

নহে তাহার লিপ্সা করাতে যাহা প্রাপ্য তাহার সম্পূর্ণ লাভ হয় নাই। ইতিহাস সংহিতাদিতে যেমন অপ্রাপ্য কাব্য রস লাভ হইয়াছে তেমনি ছন্দোবন্ধন ও রসবিস্তারের অনুরোধে প্রাপ্য যথার্থানুভব অপ্রাপ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারেরা পাঠকবর্গকে কাব্য রস মোদক দিয়া আমোদিত করিয়াছেন, কিন্তু বহু আয়াস পূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্য যে যথার্থানুভব তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

"দেখ কালনিরূপণের বিষয়ে কেমন নিতান্ত অসম্ভব কথা সম্ভব কথার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রই বা কোথায়, এবং দাশরথি রামচন্দ্রই বা কোথায়, তথাপি যে গাধেয় রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই রামচন্দ্রকে জনক রাজার সভায় লইয়া যান। ইহাঁরদের অন্যতরের সমকালীন বিশ্বামিত্রের অবস্থিতি অসম্ভব নহে, কিন্তু তাঁহাকে উভয় মহীপালের সমকালীন করা কেমন অসংলগ্ন হইয়াছে বিবেচনা কর। তদ্রূপ রাজা দিলীপের পুরোহিত বশিষ্ঠকে তৎ প্রপৌত্র দশরথের কুল পুরোহিত করাও কেমন অব্যবস্থার কথা।

"ইতিহাসাদি সংহিতায় এই রূপ অসংলগ্ন বিবরণ থাকাতে কোন কথায় স্থির বিশ্বাস জন্মে না তবে এই একটী কথা নিশ্চয় বটে যে প্রাচীন ঋষিদিগের জাতীয় মনঃ সংস্কার বেদ বচন হইতে উৎপন্ন, তাঁহারা পূর্ব্বাবধি চতুর্বেদের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কি ধর্ম্মতত্ত্বে কি ব্যবহার তত্ত্বে সর্ব্বত্র বেদের প্রমাণে তর্কাবসান হইত। বেদোক্তি অন্যথা করিতে কাহার সাহস হইত না, বেদের পর প্রমাণান্তর ছিল না।

"কিন্তু আমারদের স্বদেশীয় কোবিদ্‌বৃন্দ এক্ষণে কেবল বেদের নামই জানেন, বোধ হয় কেহই অখিল বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, হয়তো চক্ষুতে দেখেনও নাই। কোন২ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা খণ্ডশঃ বেদ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আমারদের মধ্যে অত্যল্প লোক তাহা ক্রয় করিয়া থাকেন। তবে উপনিষৎ নামে যে ক্ষুদ্র২ খণ্ড আছে তাহা কেহ২ পাঠ করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতি বহু কালাবধি চলিত আছে কেননা দর্শনাদি শাস্ত্ররচকেরা ইতিশ্রুতেঃ বলিয়া যে২ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সকলি প্রায় ঔপনিষদ বচন।

"বেদের মধ্যে মন্ত্র ব্রাহ্মণ নামে দুই প্রধান শাখাভেদ আছে। মন্ত্রশাখাকে ভক্তিরস প্রধান কহা যাইতে পারে কেননা তাহাতে দেবস্তুতিই অধিক। ব্রাহ্মণশাখা বিধি প্রধান, তন্মধ্যে যজন যাজনের নিয়ম আছে। উপনিষৎ নামে বিখ্যাত খণ্ড প্রায় সকলি ব্রাহ্মণভুক্ত। তাহা মন্ত্রব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাচীন নহে কিন্তু তন্নিমিত্তই তাহার অধিক সমাদর হইয়াছে কেননা বৈদিক ধর্ম্মের পরিপাকে তাহার উৎপত্তি। এই কারণ উপনিষৎ পরা বিদ্যা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে, মন্ত্রব্রাহ্মণ অপরা বিদ্যা নামে এক প্রকার তিরস্কৃত হইয়াছে। ঔপনিষদখণ্ডে উৎকৃষ্টভাবের কিছু২ লক্ষণ দেখা যায় বটে, এবং যেমন ঘোরান্ধকার নিশিতে নক্ষত্রগণের ক্ষুদ্র জ্যোতিতেও পান্থের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ উপকার সম্ভবে তদ্রূপ ঔপনিষদখণ্ডে দর্শন শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বার্ত্তা-জিজ্ঞাসুর পক্ষে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে নিয়ম শৃঙ্খলাভাব, এবং কোন২ স্থলে কাব্য রসেরও আতিশয্য দেখা যায়।

উৎকৃষ্টভাব আছে বটে, কিন্তু সকলি অসংলগ্ন, অচিরপ্রভার ন্যায় ক্ষণৈক মাত্র হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া পরে ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন করে। অধিকন্তু স্থানে২ আদি রসের প্রাধান্য প্রযুক্ত নিকৃষ্ট অশ্লীল দোষও দেখা যায়, এমত২ শব্দ আছে তাহা নির্লজ্জ লোক ব্যতীত সহসা উচ্চারণ করিতে পারে না। অত্র লেখনীকে অপবিত্র করিয়াও একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে হইল যথা বৃহদারণ্যকের উক্তি 'যোষা বা অগ্নি র্গোতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমোযোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যাঃ পুরুষঃ সম্ভবতি'।

"বৈদিক রচনার মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতা অতি প্রাচীন এবং ঔপনিষদ্‌খণ্ড নব্য। যদিও তোমারদের প্রেয় না হয় তথাপি রচনা পরীক্ষার্থ এস্থলে জিজ্ঞাস্য মন্ত্রলেখকেরা কি তাহা দৈব বাণী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিম্বা তাঁহারদের বচন প্রমাণেই উহা তাঁহারদের স্বকপোল কল্পিত বলিতে হইবেক। তোমারদের মধ্যে চলিত প্রবাদ এই যে অখিল বেদ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যেই এমত উক্তি আছে যে তদ্বক্তা ঋষিরা উহার প্রণেতা, আর তোমরাও মন্ত্র আবৃত্তি কালে আদৌ তদৃষির নাম করিয়া থাক তবে সেই ঋষি স্বয়ং তাহার রচক ইহা অসম্ভব নহে।

"প্রাচীনেরা চতুর্বেদকে এমত পূজ্য করিবেন তাহাতে চমৎকারের ব্যাপার কি? দেশীয় বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের পক্ষে বেদই আদ্য চেষ্টিত। বিদ্যার আদ্যাবস্থাতে বর্ণ পরিচয় শূন্য অবিদ্বান্ লোক লিপি পাণ্ডিত্যকে সরস্বতী

প্রসাদাৎ দৈববিদ্যা জ্ঞান করিত, সুতরাং গ্রন্থরচনাকেও দৈব-রচনা বোধে বিশেষ পূজ্য করিত। তাহাতে আবার মন্ত্র-সংহিতা দেবস্তবাত্মক। সুতরাং যাহারদের বর্ণপরিচয় ছিল না তাহারা আরো ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিত এবং বিষয় কর্ম্মের অবসরে যথা শক্তি আবৃত্তি করিত। যাহারদের বর্ণ পরিচয় ছিল তাহারাও দেবারাধনার ন্যায় পাঠ করিত।

"ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র হইলে ভক্তিরসের বিশেষ উদ্রেক হয় সন্দেহ নাই। মন্ত্রসমূহের মধুর ছন্দ গীত বাদ্য সহকারে উচ্চার্য্যমাণ হইলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই মোহিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং সকলেই মন্ত্রপাঠকে দেববাণী জ্ঞান করিত তন্নিমিত্ত কাব্যকরেরাও লিখিয়াছেন যে বেদ-পাঠ শ্রবণে পশু পক্ষী প্রভৃতিও স্তব্ধ হইত।

"এইরূপ মন্ত্রপাঠে যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা সহজেই অখিল বেদেতে আরোপিত হইল। ব্যাখ্যার কথা লোকে সামান্য জ্ঞান করিত, পুরুষপরম্পরায় যেমন প্রতিপন্ন হইয়াছিল তাহাই সকলে গ্রহণ করিত। কেহই স্বতন্ত্ররূপে বেদার্থ প্রতিপাদনে সাহসিক হইত না সুতরাং একবার যে প্রকার রীতি ধার্য্য হইয়াছিল তাহাই উত্তরকালে বলবতী হইল। ফলে সকল দেশের লোকই শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করিয়া কেবল ব্যবহারের উপর নির্ভর রাখিয়া দিন যাপন করিয়া থাকে।

"আদ্যাবধি বেদেতে কেবল পণ্ডিতবৃন্দের অধিকার ছিল, পণ্ডিতবৃন্দই মন্ত্রপাঠ করিতেন, মন্ত্রের নামান্তর ব্রহ্ম, তন্নিমিত্ত মন্ত্রপাঠক কোবিদবর্গের নাম ব্রাহ্মণ হইল। তৎকালে বর্ণ ভেদ ছিল না ইহার প্রমাণ মহা ভারতের এক বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত

হইয়াছে আরো ভূরি ২ প্রমাণ আছে তাহা পুনরুক্তি অপবাদ শঙ্কায় এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। অধ্যয়নশক্তি থাকিলেই কোবিদ্বর্গের মধ্যে গণ্য হওয়া যাইত এবং বেদাধিকার প্রাপ্য হইত, মহাভারতের পূর্ব্বোক্ত বচনে সপ্রমাণ হইতেছে যে আদৌ বর্ণভেদ ছিলনা কিন্তু কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ হইল অর্থাৎ কোবিদ্গণ ব্রাহ্মণাখ্যা পাইয়া স্বতন্ত্র বর্গ হইলেন, পরে তাঁহারা সমুদয় দেশের পৌরোহিত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বার্থ ও পরার্থ তপস্যা করিবার অধিকারী হইলেন। যথা রামায়ণের উক্তি, পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন। সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই কেবল তপস্বী ছিলেন তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন তাপসান্তর ছিল না। ব্রাহ্মণবর্গের তদ্রূপ কোন বিশেষ অধিকার ছিল তাহার প্রমাণান্তর এই যে বিশ্বামিত্র ও জনক রাজা স্বভাবতঃ তদধিকার ভাজন না হইলেও তদ্ভাগী হইবার্থ বহুতর যত্ন করিয়াছিলেন।

"তপস্যাধিকার যে সামান্য বিষয় গণ্য হইত না তাহার আর এক প্রমাণ ঐ রামায়ণে পাওয়া যায়, যথা:

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ। দদর্শ রাঘবঃ শ্রীমান্ লম্বমানমধোমুখং ॥ রাঘবস্তমুপাগম্য তপ্যন্তং তপ উত্তমং। উবাচ চ নৃপো বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি সুব্রত ॥ কস্যাং যোন্যাং তপোবৃদ্ধ বর্ত্তসে দৃঢবিক্রম। * * * শূদ্রযোন্যাং প্রজাতোস্মি তপ উগ্রং সমাশ্রিতঃ ॥ ন মিথ্যাহং বদে রাম দেবলোকজিগীষয়া ॥ ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভং। নিষ্কৃষ্য কোশাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন্ রামং দেবাঃ সত্ত্ব পরাক্রমং ॥ সুরকার্যমিদং দেব সুকৃতং তে মহামতে। স্বর্গভাক্ ন হি শূদ্রোয়ং ত্বং কৃতে রঘুনন্দন ॥ * * * যদি দেবা প্রসন্না মে দ্বিজপুত্রঃ স

জীবতু। * * * যস্মিন্ মুহূর্ত্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোয়ং বিনিপাতিতঃ। তস্মি-মুহূর্ত্তে বালোসৌ জীবনে সমযুজ্যত॥ উত্তর ৭৫।

"অর্থাৎ জনৈক শূদ্র স্বর্গলাভার্থ তপস্যা করিতেছিল বলিয়া দেশের মধ্যে অকাল মৃত্যু ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে রামচন্দ্র স্বহস্তে ঐ শূদ্রের শিরশ্ছেদ করিলেন এবং দেবতারাও স্বর্গপ্রেপ্সু শূদ্র তপস্বির মুণ্ডপাত দেখিয়া রামচন্দ্রের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। অনন্তর যদিও রাজন্যবর্গ ত্রেতাযুগে তপস্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন তথাপি বেদাধ্যয়ন ব্যতীত অধ্যাপনা করিবার সামর্থ্য পায়েন নাই। অধ্যাপনা বিপ্রবর্ণের স্বাধিকার, সকলকেই তাঁহারদের উপদেশ আপ্ত বাক্য রূপে গ্রহণ করিতে হইত।

"আদৌ সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিপ্রবর্ণের উপদেশ আপ্ত বাক্য রূপে গ্রহণ করিত, তাঁহারদেরই পাণ্ডিত্য ছিল একারণ সকলেই তাঁহারদের বাক্য শ্রদ্ধাসহ মান্য করিত। কিন্তু অচিরাৎ কালের ব্যত্যয় হইয়া পড়িল। দর্শনশাস্ত্রসমূহ প্রচার হইবার পূর্ব্বেই ঘোরতর লৌকিক মতান্তর হয়।

"কখন২ অতিশয় শ্রদ্ধার পর অতিশয় অশ্রদ্ধা ঘটন অদ্ভুত নহে যেমন অতিবৃষ্টির পর অনাবৃষ্টি। ভূসুরবর্গ দেবতার তুল্য আরাধনাকাঙ্ক্ষী হওয়াতে লোকে তর্ককরিতে লাগিল বৈদিক ধর্ম্মকি বস্তুতঃ সত্য পরমার্থ। বৈদিকধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরা তো আপনারদের জাতীয় উৎকর্ষ বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহাতে রাজন্যবর্গকেও তৃণজ্ঞান করিতেন, রাজা রাজপুরুষ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্রহ্মশাপের ত্রাসে সর্ব্বদা বিপ্রগণকে ভয় করিতেন। ব্রহ্মশাপ হইলে অগণিত পুরুষ পর্য্যন্ত পাতিত্য দশায়

নরক ভোগ হইবে এই শঙ্কায় রাজন্যবর্গ সর্ব্বদা বিপ্রবর্গের উপাসনা করিতেন। ইহার প্রমাণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা। ঐ মহীপাল ব্রহ্মশাপের ভয়ে প্রাণপ্রিয়া মহিষী ও বংশধর পুত্রকে বিক্রয় করিয়া আপনি চণ্ডালত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু ইক্ষ্বাকুবংশে ঐ হরিশ্চন্দ্রের কুলে পরে এক রাজকুমার উৎপন্ন হইয়াছিলেন যাঁহাদ্বারা বিপ্রবর্গের গরিমা ও বৈদিক-ধর্ম্মের মহিমা কিয়ৎকালের নিমিত্ত একেবারে অস্তঙ্গমিত হইয়াছিল। ঐ রাজকুমারের নাম সিদ্ধার্থ, তিনি বুদ্ধ শাক্য-মুনি সংজ্ঞাতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি দেশীয় ধর্ম্ম শোধনার্থ উদ্যম করিলেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় ভূসুরবর্ণ মধ্যে ভুক্ত হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না অথবা পরশু-রামজিৎ রামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণবর্গকে সমরে পরাস্ত করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু বৈদিক যাগযজ্ঞ নিতান্ত ব্যর্থ ভাবিয়া যাজ্ঞিকবর্গের গরিমা কাজে২ ই খর্ব্ব করিলেন। তরুণ বয়সে তিনি জরা মরণ ব্যাধিকে সাতিশয় ক্লেশকর বোধ করিয়া সংসারে জন্মগ্রহণই সর্ব্ব দুঃখের মূল নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অতএব সংসারে বিরত হইয়া রাজপদ ও প্রভুত্ব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগি-লেন যে সংসার মিথ্যা, মায়ামরীচি সদৃশ, এবং জাতি জরা মরণহইতে রক্ষার্থ নির্ব্বাণ মুক্তি সাধনে থাকা উচিত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বাল্যক্রীড়া মাত্র, এবং ঐ ক্রিয়া সম্পাদক বিপ্রবর্গও অলীক জাত্যভিমানে মত্ত। তিনি চতুর্ব্বেদকেও অপ্রমাণ করিয়া বর্ণভেদকে অহঙ্কারমূলক বলিয়া উপদেশ করিলেন এবং সর্ব্বজাতীয় লোককে সাম্য ভাবে স্বীয় সম্প্রদায়

ভুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দের মধ্যে অনেকে ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিয়া থাকেন যে শাক্যমুনি দেহাতিরিক্ত পারলৌকিক আত্মা অথবা সংসার ভঙ্গানন্তর পারিত্রক সুখ দুঃখ স্বীকার করেন নাই।

"শাক্যমুনি বস্তুতঃ দেহাতিরিক্ত দেহী অমান্য করিয়াছিলেন কি না তাহার আলোচনায় এক্ষণে প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহা সত্য বটে যে তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহার সমুদয় উপদেশ কেবল অনুমান ও হেতুমূলক ছিল। তন্নিমিত্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষে দর্শন বিচার ও তর্কবিদ্যার অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইল। যাহারা চতুর্ব্বেদকে প্রমাণ করিত তাহারদিগের তর্কের প্রয়োজন ছিল না কেননা বেদবচন উদ্ধারেই বিবাদ মীমাংসা ও সন্দেহ ভঞ্জন হইত কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ অগ্রাহ্য করাতে হেতুবাদ ব্যতীত তর্কাবসানের সম্ভব হইল না। বৌদ্ধধর্ম্মরক্ষার্থ শাক্যমুনির শিষ্যেরাই প্রথমতঃ দর্শন ও তর্কবিদ্যার অনুশীলন করেন, তন্নিমিত্ত পুরাণাদি সংহিতাতে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ হেতু শাস্ত্র বাচ্য হইয়াছে।

"কিন্তু বৌদ্ধেরা বিপ্রবর্গকে চিরপরাস্ত করিতে পারিলেন না বরং তাঁহারদিগকেই স্বদেশত্যাগী হইয়া দেশান্তর গমন করিতে হইল, দেশান্তরে গিয়া বহুল স্থানে আপনারদের মত প্রবল করিলেন। ফলে তাঁহারদের মত প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যেও প্রবল হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ভূমি

* ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।

হইতে উৎপাটিত হইলেও নির্মূল হয় নাই, অগণ্য অঙ্কুর ও বীজ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যেই অবশিষ্ট ছিল, বৌদ্ধেরদের ব্যবহার দেখিয়া ব্রাহ্মণবর্গও হৈতুকশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন হৈতুকশাস্ত্রের বারিধারায় বৌদ্ধাবশিষ্ট অঙ্কুর অবিলম্বে তেজস্কর হইয়া ব্রহ্মক্ষেত্র মধ্যেই বহুল পরিমাণে অবৈদিক ফলোৎপাদন করিল তৎপ্রযুক্ত দার্শনিক বিপ্রবরেরা বৈদিক ক্রিয়ায় অশ্রদ্ধা ও নির্ব্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন সেই কারণে পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে ষড়্দর্শনের ঘোরতর দূষণ দেখা যায়। লিখিত আছে যে সে সকল তামসিক শাস্ত্র, তৎশ্রবণমাত্রেই পাতিত্য হয়, মহর্ষি জৈমিনি বেদের অত্যন্ত মাহাত্ম্য করিয়াছেন, তথাপি নিরীশ্বর বাদী। মায়াবাদ যাহা নব্য বেদান্তের মূল কথা তাহাও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত, ষড়্দর্শন বৌদ্ধমতের তুল্য অহিতকর এবং জগতের নাশ কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥ প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং। মচ্ছক্ত্যা-বেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃ পরং॥ কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ। গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যং তু কপিলেন বৈ॥ দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ। নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্। ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতং। দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥ বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥ ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥ কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥ সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥ ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ ষড়্দর্শন মধ্যে জৈমিনিকৃত মীমাংসা এবং ব্যাস প্রণীত বেদান্তকে বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারদের বোধে মীমাংসা এবং বেদান্তের মধ্যে বেদ বিরোধিনী কথা নাই অবশিষ্ট চতুর্দর্শনকে তাদৃশ মান্য করেন না। যথা;

অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাঙ্খ্যযোগয়োঃ। ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥ জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোংশো ন কশ্চন। শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥

"ফলেও বোধ হয় যে পূর্ব্ব এবং উত্তর মীমাংসা অপর দর্শনগত দোষ শোধনার্থ রচিত হইয়াছিল। ন্যায় এবং সাংখ্যকে এক প্রকার বৈদিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যস্থ কহা যাইতে পারে কেননা ঐ দর্শনে কেবল ব্রহ্ম বর্ণের প্রাধান্যের বিপরীত তর্ক নাই, কিন্তু বৌদ্ধমতের অন্যান্য সকল লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। গোতম এবং কণাদ বেদের পোষকতা করেন বটে কিন্তু তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উপেক্ষা করিয়াছেন।"

"বৌদ্ধেরা প্রবল হইলে যখন ব্রাহ্মণবর্গ দেখিলেন তর্কশাস্ত্রানুশীলন না করিলে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা হয় না, তখন আদৌ ন্যায় এবং সাংখ্য শাস্ত্রের রচনা হয়, সাংখ্য-সূত্রেতে বৈশেষিক ষটপদার্থের উল্লেখ থাকাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে ন্যায়ের পর তাহার রচনা হয়। সূত্র নিচয়ে অনেক অশুদ্ধ পাঠ থাকাতে সূত্রোক্তিকে অসংশয় প্রমাণ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ন্যায় ও সাংখ্যের মধ্যে যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উল্লিখিত আছে তাহাতে বোধ হয় যে ন্যায়

প্রথমত চলিত হয় পরে সাংখ্য। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকটিত হইলে আদৌ ন্যায়দর্শন সহকারে বিপ্রবর্গ তর্কশাস্ত্রানুশীলন করেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ক্রিয়াকাণ্ডে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিলে পাষণ্ডমত খণ্ডন হইবে না। গড্ডালিকাপালের ন্যায় কেবল পূর্ব্ব লক্ষিত বৈদিক মার্গে চলিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মিবে না। শূদ্রেরা যেমত মূর্খ বিপ্রসন্তানেরাও তদ্রূপ হইবেন, সুতরাং বৌদ্ধদিগের উত্তরোত্তর অধিক প্রাদুর্ভাব হইবে, তন্নিমিত্ত হৈতুকশাস্ত্র খণ্ডনার্থ ভূসুরবর্গ আপনারাই হৈতুকশাস্ত্রী হইতে লাগিলেন। অনেক ব্রাহ্মণকুমারেরা বৌদ্ধদিগের তার্কিক শক্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন, ইহাঁরদিগকে হেতুবাদ সহকারে উপদেশ না করিলে বর্ণাশ্রম রক্ষা দুষ্কর হইবে এই ভাবিয়া প্রাচীনেরা তর্কশাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্বেদকে নিতান্ত অপ্রমাণ করেন নাই, তন্মধ্যে মধুর ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র ছিল তৎশ্রবণে কর্ণসুখ ও চিত্তমোদন হয়, আর বেদকে অশ্রদ্ধা করিলে ব্রাহ্মণবর্গের প্রাধান্যই বা কিরূপে রক্ষা পায়? আর মতেরই বা স্থৈর্য্য কি প্রকারে সম্ভবে? বিপ্রকিশোরেরা নিরঙ্কুশ তর্ক করিলে নিয়মই বা কিসে থাকে? জঘন্য শূদ্রেরাই বা কি বলিবে?”

“অতএব বর্ণাশ্রম রক্ষা পূর্ব্বক তর্কানুশীলন ধার্য্য করিয়া ঋষিরা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সংগোপনে তদ্বিষয়ের উপদেশ করিতে হইবেক, কোন২ বিপ্রকিশোরকে মনোনীত করিয়া অপর সকলকে অনধিকারী বলিয়া হেয় করিলেন এবং সাধারণের অবোধ্য সঙ্কেত দ্বারা সূত্র রচনা

করিয়া অধিকারী শিষ্যবর্গকে স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। চতুর্বেদের মৌখিক আস্থাতে বিরত হইলেন না কিন্তু তদুপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপকে অনর্থকর কহিয়া অদ্ভুত তত্ত্ব জ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ উপদেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূত তত্ত্ব এবং অতীন্দ্রিয় আত্ম তত্ত্ব উভয় সম্লিষ্ট ছিল, ঋষিরা উভয়েরই ফল মুক্তি বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

"সূত্রকার মহর্ষিবৃন্দ কেবল কতিপয় মনোনীত বিপ্র কিশোরকে শিষ্য করণ পূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞানাধিকার অর্পণ করিয়াছিলেন ইহার বহুল প্রমাণ আছে তাঁহারা অপর লোককে অনধিকারী বলিয়া তত্ত্ব বিদ্যা প্রদান করিতেন না এবং যদি কেহ কোন প্রকারে সূত্র অপহরণ করিয়া বিদ্যা তস্কর হয় এই আশঙ্কায় গূঢ়ার্থ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। এস্থলে শেকন্দর শাহ মহীপালের এক কথা স্মরণ হইল। বিক্রমাব্দের দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে শেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুর নাম আরিস্ততিল। মহীপাল একদিবস গুরুকে কহিলেন ভো গুরো আপনি আমার দিগকে পদার্থ তত্ত্বের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা আবার লিপি বদ্ধ করিয়া প্রকটিত করিলেন কেন? অপর লোকে তো এখন সকলি বুঝিবে তবে যাহারদিগকে শিষ্য করণ দ্বারা বিশেষ রূপে বরণ করিয়াছেন তাহারদের উৎকর্ষ কোথায় রহিল? সকলেই যদি পণ্ডিত হইল তবে আপনকার শিষ্যীকৃত অস্মদ্বর্গের প্রাধান্য কি? গুরু উত্তর করিলেন ভো শুভংযো আমার উপদেশ প্রকটিত বলিলেও হয় অপ্রকট বলিলেও

হয় কেননা যাহারা আমার প্রমুখাৎ তদ্ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য কেহ কিছুই বুঝিতে পারিবেক না। এই গুরু শিষ্য সংবাদ যথার্থই হউক কিম্বা কল্পিতই হউক কিন্তু কল্পিত হইলেও অরিস্ততিলের উপদেশ সাধারণের বোধে কেমন দুরূহ তাহা নিশ্চয় অনমেয় হইতেছে। কিন্তু অরিস্ততিলের উপদেশে উদ্দেশ্য বিধেয়াদি স্পষ্ট ছিল, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া উক্ত ছিল, তথাপি তাহা সাধারণের দুর্বোধ্য হইয়াছিল তবে অস্মদীয় মহর্ষি গণের সূত্রের বিষয়ে আর কি কহিব? ইহাঁরদের উপদেশের ভূরি২ স্থলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সূত্র শব্দান্তর্গত না হইয়া সূত্রকারের মানস ক্ষেত্রেই সংগোপিত ছিল। দূর অন্বয় ও দূর অনুবৃত্তির তো সীমাই নাই, স্থানে২ বিষম অন্বয় ও বিষম অনুবৃত্তিও আছে। কাহার সাধ্য এমত সূত্রার্থ অবগতি করে।

"এপ্রকার বিষম অন্বয় ও বিষম অনুবৃত্তি কি আকস্মিক হইতে পারে? গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা কি সাধারণের বোধ্য বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম ছিলেন? এমত অনুভব কখন মনোগত হইতে পারে না সুতরাং তাঁহারা সঙ্কল্প পূর্ব্বক বিষম অন্বয় ও দূর অনুবৃত্তি সমন্বিত সূত্র গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করে ইহা তাঁহারদের অভিপ্রায় ছিল না কেবল কতিপয় মনোনীত শিষ্যের বোধার্থে রচনা করিয়াছিলেন। শূদ্রের তো তাহাতে অধিকার ছিলই না।

"বোধ হয় চতুর্ব্বেদে সূত্রকারদিগের যথার্থ বিশ্বাস ছিল না আগমিক সে দিবস যাহা কহিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত

অলীক নহে গোতম এবং কণাদ বেদের অপরিচিত পাদার্থ জ্ঞানকে অপবর্গের আবশ্যক কারণ কহাতে বস্তুতঃ শ্রুতিতে এক প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা বেদ বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই বেদেরপ্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তর্ককাম বেদকে সদর আদালত কহিয়াছেন, এক প্রকার সদর আদালত করেন বটে কিন্তু সে মৌখিক সমাদর। তবে আপনারদের অসংলগ্ন উক্তির সমন্বয় এই করেন যে অখিল বেদ কর্ম্ম কাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডে অজ্ঞানিদিগের, জ্ঞান কাণ্ডে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরদিগের অধিকার। এপ্রকার অধিকার ভেদ দেশকালভেদ নিমিত্তক হইলে বরং বুঝা যাইত কিন্তু তাঁহারা কহেন যে অখিল বেদ সৃষ্টি কালেই উৎপন্ন হইয়াছিল তখন তো জ্ঞানি অজ্ঞানির প্রভেদ অসম্ভব। ফলে কর্ম্ম ও জ্ঞান কাণ্ডের বিভাগ স্বতই অসংলগ্ন কেননা জ্ঞান কাণ্ডেও কর্ম্ম কাণ্ডের সূচনা আছে।

"বেদেতে শ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধার সংযোগ কাপিল সূত্রে অতি বিচিত্র রূপ দেখা যায়। ৮২ সূত্রে মহর্ষি লিখেন যে বৈদিক নিয়ম ত্রিবিধ তাপের বিনাশে সমর্থ নহে এবং তাহার অব্যবহিত পরে ৮৩ সূত্রে শ্রুতির এই দুর্ব্বলতা বিষয়ে বৈদিক বচনকেই প্রমাণ করেন। বেদকে এই প্রকারে স্বীয় দোষের সাক্ষী হইতে হইল।

"মহর্ষিরা কি অভিপ্রায়ে এই রূপ অসংলগ্ন বচন গ্রন্থ বদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সহজে বুঝা যায় না বোধহয় মনে করিতেন যে বেদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিলে

স্বীয় শিষ্য গণেরই বিরক্তি জন্মিতে পারে অপিচ দ্বিবিধ কাণ্ড বিভাগ কল্পনা করিলে এক পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া বেদের নিন্দা ও দূষণ করিতে পারেন অপর পক্ষে মৌখিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া স্বীয় মত নিষ্কণ্টকে প্রচারও হইতে পারিবে। এ প্রকার কল কৌশলে বাক্ ছল ছিল সন্দেহ নাই তাহা অবশ্য ন্যায় এবং সত্যতার বিরুদ্ধ বটে কিন্তু তৎকালে এবস্ভূত ছল ব্যবহার অধিক দূষ্য বোধ হইত না।

"শিষ্যদিগের মন রক্ষার্থ মহর্ষিরা আরও উপদেশ করিয়াছিলেন, যে পদার্থ বিদ্যার ফল মুক্তি। পরমার্থের আশা না থাকিলে শিষ্যেরা পঞ্চভূতের রূপ রস গন্ধাদির আলোচনায় পরিশ্রম করিতেন না। প্রাচীন বেদ সংহিতা দেবতা স্তবে পরিপূর্ণ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় কহিতে পারি পূর্ব্বেরদের অন্তঃকরণে ভক্তি রসের প্রাধান্য ছিল তাঁহারা দেব বৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা করত সাংসারিক অনিত্য পদার্থ হেয় করিতেন এমত স্থলে দার্শনিক মহর্ষিরা মনে করিয়া ছিলেন যে পরমার্থ লাভের উদ্দেশে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন না কহিলে কেহ কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইবেক না তন্নিমিত্ত যে কোন বিষয়ে উপদেশ করুন আদৌ অপবর্গকে উপদেশের প্রয়োজন বলিযা বিস্তার করিতেন।

"দার্শনিক সূত্রকারেরদের মধ্যে বোধ হয় গোতম ঋষি সর্ব্ব প্রাচীন। বেদ পুরাণ পাঠকেরা গোতম নাম পুনঃ২ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক গোতমের প্রসঙ্গ আছে তিনি মন্নামধারী জাবলির প্রতিপালক ও গুরু। অহল্যা পতি গোতমের নামও সকলেই শুনিয়াছেন, ইন্দ্রের

লাম্পট্য প্রযুক্ত যাঁহার গৃহিণীকে পাষাণময় হইতে হয় কিন্তু অহল্যা পতি আর হারিদ্রমত এক ব্যক্তি কি না তাহা বলা যায় না। আরও অনেক গোতমের নামোল্লেখ আছে, পাণ্ডবেরদের গুরু এক গোতম ছিলেন, বৌদ্ধদিগের আরাধ্য এক গোতম আছেন বুক্ষভূমিতে যাঁহার নামান্তর গদমা। ইহাঁরদিগের মধ্যে ন্যায় সূত্র প্রণেতা কোন জন, অথবা ইহাঁর-দের কেহ কি না তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য, ন্যায় সূত্র প্রণেতার নামান্তর অক্ষপাদ এ শব্দের ব্যুৎপত্তির নিশ্চয় নাই শব্দ মুক্তা মহার্ণবে ইহার এই রূপ নাম্ন, অক্ষেণ জ্ঞান-বিশেষেণ ব্যবহারেণ বা পদ্যতে জ্ঞায়তে ইতি অক্ষপাদঃ।

"গোতম ঋষি পদার্থ ও মানস তত্ত্বের অনুশীলন করিয়া-ছিলেন কেননা তাঁহার বোধে ঐ প্রকার অনুশীলনে দ্বিজবর গণের বিবেক শক্তির প্রখরতা হইবার সম্ভাবনা। বেদ বিহিত কর্ম্ম মার্গে অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় চলাতে ব্রাহ্মণ বর্গের কেবল বুদ্ধির স্থূলত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল তন্নিমিত্তই ভূরি২ লোক ব্রাহ্মণ দিগেতে অশ্রদ্ধা প্রযুক্ত বেদ ত্যাগী পাষণ্ড হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা বুদ্ধি বিবেকের চর্চ্চা করাতে ব্রাহ্মণ বর্গ নিরুত্তর হইয়াছিলেন। অনেক ভূসুরও বেদ পরিত্যাগ পুরঃসর পাষণ্ড পালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে শত্রুর বিলক্ষণ আস্ফালন হইয়াছিল সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে তর্ক যুদ্ধে দীক্ষিত করা অতি আবশ্যক বোধ হইল উহাঁর দিগকে তর্ক বিশারদ করিলে হেতুবাদে বিপক্ষ দলের একাধি-পত্য নষ্ট হইবে।

"এই ভাবিয়া মহর্ষি গোতম, ব্রাহ্মণ বর্গকে বিদ্যার বি-

বিধ শাখায় উপদেশ করিতে লাগিলেন বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আদৌ ষোড়শ পদার্থ সূত্রবদ্ধ করিলেন। অন্যান্য সূত্রকারের ন্যায় অথ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন নাই। ষোড়শ পদার্থ মধ্যে আত্মিক ভৌতিক নানা প্রকার তত্ত্ব অন্তর্গত আছে কিন্তু বোধ হয় রূপরস গন্ধাদির আলোচনায় দ্বিজ কিশোরদিগের অধিক প্রবৃত্তি ছিল না সূত্রকার তাঁহারদের প্রবৃত্তি দৃঢ়তর করণার্থ ঐ আলোচনাকে অপবর্গের হেতু বলিয়া লিখিলেন।

"গোতমকে আদ্য সূত্রকার কহিবার কারণ এই যে যদিও তিনি কোন২ স্থলে পাষণ্ডাদিমতের খণ্ডন চেষ্টা করিয়াছেন তথাপি অন্যান্য দর্শন সূত্রের কোন প্রসঙ্গ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না অনেক পূর্ব্ব পক্ষ দেখা যায় যাহা বোধ হয় তাঁহার স্বকপোল কল্পিত কিন্তু ন্যায় বেদান্তাদির কোন স্পষ্ট প্রসঙ্গ দেখা যায় না। টীকা ও ভাষ্যকারেরা কপিলের সহিত দুই এক বার যুদ্ধের লক্ষণ দেখেন বটে কিন্তু সাংখ্য মতের কোন স্পষ্ট দূষণ দৃষ্ট হয় না।

"গোতমের তাৎপর্য্য বিপ্রবর্গের মধ্যে ভূত পদার্থ ও তর্ক শাস্ত্রের অনুশীলন হয় কিন্তু বিবিধ বিলক্ষণ বিষয় একত্র করাতে কোন বিষয় চূড়ান্ত করিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার উপদেশে অনেক উপকার হইয়াছে কেননা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষা তিনিই প্রথমতঃ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক প্রচার করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে রাজা সেকন্দর সাহের গুরু আরিস্ততিল ন্যায় শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন কিন্তু গোতম তৎপূর্ব্বে ঐ শাস্ত্রের আদ্যকৃতি করিয়া-

ছিলেন। এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতবৃন্দ ন্যায়.শাস্ত্রানুশীলনে ভারতবর্ষীয় কোবিদ্বর্গকে পরাস্ত করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে, তাহার কারণ তাঁহারা বহুকালাবধি শাস্ত্র চিন্তা করিয়া পূর্ব্বা-পর দোষ শোধন করিয়া আসিতেছেন আমারদের পূর্ব্বের দিগের দোষ শোধন কেহ করে না, প্রাচীন উপদেশই ধারা বাহিক চলিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষে যদি প্রাচীন দিগের দোষ শোধন করিবার রীতি থাকিত তবে গোতমের সূত্র অবলম্বনে ইউরোপের ন্যায় এদেশেও ন্যায় শাস্ত্রের উন্নতি হইত।

"এতদ্দেশের লোকেরা বোধ করেন যে প্রাচীনদিগের দোষ শোধন করিবার কল্পনা করিলে ঘোর অধর্ম্ম সম্ভাবনা, মহর্ষি গণেতে দোষ আরোপ করাই দূষ্য। ভাষ্যকারেরাও দোষাচ্ছাদন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করেন কিন্তু যে স্থলে স্পষ্ট দোষ থাকে সে স্থলে তাহা আচ্ছাদন করাতে বস্তুতঃ প্রাচীনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হয় না কেননা তাহাতে সেই দোষ আরও বদ্ধমূল হয় অধিকন্তু সত্যের হানি ও সম্ভাবনা। সূত্রকার ন্যায় শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা সামান্য ব্যাপার নহে পরে তাঁহার সূত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি কোন স্থলে শোধ-নীয় বোধ হয় তবে তাহা শোধন করিলে সত্যের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রের উন্নতি সম্ভাবনা কিন্তু দোষ আচ্ছাদন করিলে সর্ব্ব পক্ষে মন্দ হয়, যেমন কোন সুচারু চিত্রপটের যদি কোন স্থলে মলিনতা সংযোগ থাকে তবে তাহা মার্জ্জন না করিয়া অবিকল মলিন রাখিলে কি পটের প্রতি যত্ন প্রকাশ হয়"?

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া সত্যকাম কএকটী অস্পষ্ট লিখিত শব্দে নিরীক্ষণ করত ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করাতে আমি কহিলাম ঋষিদিগের আবার দোষ কি? তাঁহারা অভ্রান্ত তাঁহারদিগের দোষ সংশোধন বার্ত্তার তাৎপর্য্য কি? সত্যকাম কহিলেন ঋষিরা কেমন অভ্রান্ত তাহা পরে দেখা যাইবেক। সম্প্রতি এই মাত্র বক্তব্য যে ঋষিরা পরস্পর একমত নহেন তবে অভ্রান্ত হইবার সাধ্য কি। দুই জন পরস্পর বিরুদ্ধ মত হইলে উভয়ে অভ্রান্ত হইতে পারেন না অন্যতরের অবশ্য ভ্রম থাকিবে।

মদীয়া উক্তি। "হয় তো তাঁহারা বস্তুতঃ বিরুদ্ধ মত নহেন। লোকে ভ্রম প্রযুক্ত তাঁহারদিগকে পরস্পর বিরোধী জ্ঞান করিত"।

সত্যকাম। "ঋষিরাই পরস্পর বিরুদ্ধ ঋষির প্রসঙ্গ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যও কপিল কণাদাদির বিপ্রতিপত্তি স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন। আর যদিও বস্তুতঃ বিরুদ্ধ মত না হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিরোধী জ্ঞান করিতেন তথাপি সেই জ্ঞানই ভ্রম"।

পরে সত্যকাম লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। "গোতমের পরই কপিল কহা যাইতে পারিত কিন্তু কাপিল সূত্রে (২৫।১) বৈশেষিক ষট্ পদার্থের স্পষ্ট প্রসঙ্গ থাকাতে কণাদকে কপিলের পূর্ব্ব কহিতে হইল।

"কাণাদ দর্শনকে ন্যায়ের শাখান্তর কহিলেই হয়। তাহাতে পরমাণুবাদ স্পষ্ট উপদিষ্ট। গোতম ঐ বাদ সঙ্কেতে মাত্র শিখাইয়াছিলেন বৈশেষিক সূত্রকার তাহার

বাহুল্য বিস্তার করাতে কণভুক্ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কণাদ অভিধানও ঐ রূপ উপাধি, যথার্থ নাম নহে। তবে তাঁহার নাম কি, কেহই জানে না।

"প্রথম তিন সূত্রকে অদ্ভুত উপক্রমণিকা কহিতে হইবে, তাহাতে ধর্ম্মের লক্ষণ ও বেদের মাহাত্ম্য সূচিত, যথা অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥ যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥২॥ তদ্বচনাদাম্নায়প্রামাণ্যং ॥৩॥ বৈ সূং॥ কিন্তু গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ অতি বিরল। গ্রন্থ ধর্ম্ম প্রধান না হওয়াতে সূত্রকার বোধ হয় শঙ্কা করিয়াছিলেন যদি কেহ তাঁহাকে ধর্ম্মহীন জ্ঞান করে, তন্নিমিত্ত পূর্ব্বেই একটা ধর্ম্মের কাহিনী লিখিলেন কিন্তু গ্রন্থ ধর্ম্ম প্রধান না হওয়াতে আদৌ ধর্ম্মের লক্ষণ করাতে সংযুক্তি নাই।

"বৈশেষিক পদার্থ এবং সেকন্দর শাহের গুরু অরিস্ত-তিলের পদার্থের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাহা চমৎকারের বিষয়। আর কণাদের বচন প্রমাণ জগতের আদি কারণ ও কস্যচিৎ রোমীয় পরমাণুবাদি পণ্ডিতের আদিকারণ প্রায় সর্ব্বতোভাবে সমান। রোমীয় পণ্ডিত অনীশ্বরবাদী, লিখি-য়াছেন যে স্বভাবতঃ নিত্য পতনশীল পরমাণু সকলের গতিতে কথঞ্চিৎ স্বল্প বক্রতা হওয়াতেই পরস্পর সংযুক্ত হইয়া জগতের আদি কারণ হইল। কণাদ স্পষ্ট অনীশ্বর বাদী নহেন কিন্তু লিখিয়াছেন জগৎসৃষ্টি কল্পে অগ্নির উর্দ্ধজ্বলন ও বায়ুর তির্য্যক্ পতন এবং পরমাণু ও মনের আদ্য ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, যথা অগ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়ো-

স্তির্য্যক্পতনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং। এস্থলে সৃষ্টি কল্পে স্বয়ম্ভু পরমাত্মার কোন হাত দেখা যায় না"।

এই কথা শুনিয়া আমাকে একটা প্রশ্ন করিতে হইল, কি বলিলে, তবে কি কণাদ অনীশ্বর বাদী।

সত্যকাম। "আমি কেমন করিয়া বলিব? বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রসঙ্গ নাই এবং সৃষ্টি কল্পে অদৃষ্টই পরমাণুর আদ্য ক্রিয়ার প্রণায়ক হইলেন। পরমাণুর সংযোগ স্বতন্ত্র দ্রব্যের অভিঘাত দ্বারা হয়। সূত্রকার পূর্ব্বাপর দ্রব্যের অভিঘাত বর্ণনা করিয়া যখন আদ্য সংযোগের প্রসঙ্গ করিলেন তখন অপর বস্তুর অভাবে অদৃষ্টকে তাহার কারণ করিলেন। ইহাকে যদি অনীশ্বর বাদের লক্ষণ কহ তবে আমি কি করিব"।

মদীয় উক্তি। "কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি সমুদয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের কথা প্রমাণ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন এবং পরমাণু সমবায়ি কারণ, যথা কাণাদাস্তেতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং নিমিত্তকারণমনুমিমতে অণূংশ্চ সমবায়িকারণং"।

সত্যকাম। "শঙ্করাচার্য্য কণাদের শিষ্যগণের ঐ রূপ মত কহেন বটে, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে বস্তুতঃ ঈশ্বর বাদীও বটেন কিন্তু সূত্রের মধ্যে স্পষ্ট ঈশ্বর বাদ নাই। শঙ্করাচার্য্যও অন্যত্র সূত্রকারের মত এই রূপে প্রতিপন্ন করেন যথা

ততঃ সর্গকালে চ বায়বীয়েষণুষ্বদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্মোৎপদ্যতে তৎকর্ম্ম স্বাশ্রয়-

মণুমণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি ততোদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বায়ুরুৎপদ্যতে এবমগ্নিঃ এবমাপঃ এবং পৃথিবী এবং শরীরং সেন্দ্রিয়মিত্যেবং সর্ব্বমিদং জগদণুভ্যঃ সম্ভবতি অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যোদ্ব্যণুকাদিগতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি ॥

"অস্যার্থঃ। সৃষ্টিকালে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টাপেক্ষ একটী ক্রিয়া হয় তাহাতে সেই ক্রিয়াশ্রিত পরমাণু অন্য একটী অণুর সহিত সংযুক্ত হয় পরে দ্ব্যণুকাদি ক্রমেতে বায়ু উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ অগ্নি তদ্রূপ জল তদ্রূপ পৃথিবী, এবং ইন্দ্রিয় সমন্বিত শরীরও এই রূপে হয়। এবম্প্রকারে অখিল জগৎ পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং অণুগত রূপাদিতে দ্ব্যণুকগত রূপাদি উৎপন্ন হয়"।

সত্যকামের এই উক্তিতে আমার চমৎকার বোধ হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর কিছু না বলিয়া আমি তাঁহাকে স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে কহিলাম। তিনিও পাঠ করিতে লাগিলেন। "কণাদের পর কপিল ত্রিতাপ উন্মূলনের উপায় রচনা করেন, তাহা বেদের অথবা সাধারণ লোকের বুদ্ধির সাধ্য ছিল না। কিন্তু এই কপিলের পরিচয় কি তাহা কেহই স্পষ্ট জানে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মার পুত্র কপিলের প্রসঙ্গ আছে তিনিও সাংখ্য শাস্ত্র প্রণায়ক রূপে বিখ্যাত কিন্তু কোন২ ব্যাখ্যাকারের মতে কপিল শব্দ বর্ণ বাচক মাত্র, নাম করণ পূর্ব্বক দত্ত অভিধান নহে। কপিল নামে বিষ্ণুর অবতার কথনও আছে, আর সেই কপিল সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা এমত বর্ণনও আছে। রামায়ণে ঐ কপিলের প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র তাঁহারি দ্বারা ভস্মসাৎ হয়। ভাগবতে

এই আখ্যায়িকাতে সংশয় প্রকাশ আছে কেননা এমত বহুল প্রাণিসংহার তমঃ প্রধান ব্যক্তির কার্য্য, সত্বপ্রধান বিষ্ণুবতার ও সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতার উপযুক্ত নহে।

"বৌদ্ধেরদিগের ইতিহাসেও কপিলমুনির প্রসঙ্গ আছে তাহারা কহে ইক্ষ্বাকু নামে সূর্য্যবংশীয় রাজকুলে পরে ইক্ষ্বাকু বিরোধক নামে এক রাজা হয়েন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল তিনি আদ্যা মহিষীর পরলোক হওয়াতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তানকে রাজ্য দান করিতে বচন বদ্ধ ছিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানকে নিষ্কণ্টক করণার্থ রাজ পুরুষদিগের মন্ত্রণাতে প্রথম পক্ষীয় চারি সন্তানকে নির্বাসন করেন। নির্বাসিত রাজকুমার চতুষ্টয়ের সঙ্গে২ তাহারদের ভাগিনী পঞ্চ রাজকুমারীও রাজধানী ত্যাগ করেন। তাঁহারা সকলে নানা স্থলে ভ্রমণ করত পরে কপিলমুনির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হয়েন। ঐ কপিল মুনি তাৎকালিক বোধিসত্ত্ব ছিলেন এবং পরে গোতম বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কপিলের অনুমতিতে রাজ-কুমারেরা অগ্রজা ভগিনীকে বর্জিয়া অনুজা চতুষ্টয়কে উদ্বাহ করিয়া কপিলবস্তু নামে এক নগর স্থাপন করেন ঐ নগরে পরে তাহারদের বংশে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ শাক্য মুনির জন্ম হয়।

"কপিলের এই রূপ বিবিধ পরিচয়। সে যাহা হউক কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা স্পষ্ট অনীশ্বর বাদী। চমৎ-কারের বিষয় এই যে ব্রাহ্মণবর্গ অদ্যাপি এমত ঘোরতর নাস্তিক্য বাদিকে মহর্ষি কহিয়া থাকেন, একেবারে বৌদ্ধের

দিগের সহিত পাষণ্ড কহেন নাই, কিন্তু কপিল ব্যবহারে বর্ণাশ্রম বিরোধি ছিলেন না আর ব্রাহ্মণবর্গ আপনারদের ভূসুরত্ব পোষক গুন্তকালের অন্যান্য দোষ সহজেই মার্জ্জনা করিয়া থাকেন । কাপিল সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের ৯২ । ৯৪ সূত্রকে তামস সূত্র কহা যাইতে পারে, তাহার তাৎপর্য্য বিশ্বসৃক্ পরমাত্মার অত্যন্তাভাব । যথা ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। মুক্তবদ্ধযোরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ । উভয়থাপ্যসৎ করত্বং ॥

"কপিলের মতে প্রবৃত্তি পরবশ হইলে কোন পুরুষ যথার্থ মুক্তাত্ম হইতে পারেন না একারণ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নাই তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র । তিনি আরও কহেন প্রবৃত্তি ব্যতীত পুরুষের কার্য্য অসম্ভব অতএব প্রবৃত্তি পরবশ না হইলে পুরুষ জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না কিন্তু প্রবৃত্তি পরবশ হইলে তাঁহার বন্ধ নিশ্চয় ও মোক্ষ হানি হয় সুতরাং শক্তিরও হানি, কেননা বন্ধাত্মার দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভু । প্রবৃত্তি থাকিলে শক্তি থাকে না শক্তিমান্ মুক্তাত্ম হইলে প্রবৃত্তি থাকে না । অতএব সৃষ্টি কার্য্যে পুরুষের ইচ্ছা হইলে শক্তি থাকে না, শক্তি থাকিলে ইচ্ছা হয় না । এ প্রকার তর্কে তীক্ষ্ণতা আছে বটে কিন্তু গাঢ়তা নাই ইহা আমারদিগের বাল্যকালের ব্যাকরণের ফাঁকির ন্যায় ।

"সাংখ্য শাস্ত্র এইরূপ নিরাশ্বর হইলেও পুরাণ তন্ত্রাদিতে ইহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা । কথিত আছে 'নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং' । সাংখ্য শব্দার্থ সংখ্যা বক্তা, সংখ্যার অর্থ গণনা অথবা সূক্ষ্ম বিচার, তন্নিমিত্ত কাপিল

দর্শনের প্রচুর মাহাত্ম্য, অনেক সেশ্বর গ্রন্থকারও ঐ দর্শনের গরিমা করিয়াছেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কহিতে হইবে।

"কপিলের মতে কেবল বিজ্ঞানদ্বারা সাংসারিক ত্রিতাপের যথার্থ মোচন সম্ভাব্য। বিজ্ঞান লাভের তিন উপায়, প্রত্যক্ষ অনুমিতি এবং শব্দ। গোতম এই তিন প্রমাণ স্বীকার করত তদতিরিক্ত উপমিতি আর এক প্রমাণের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু কণাদ কেবল দুই প্রমাণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি গ্রাহ্য করিয়াছেন তাঁহার মতে শব্দ প্রমাণ অনুমিতিতে সহজে উহ্য হয়।

"গোতম, কণাদ, কপিলের বোধে শব্দ প্রমাণ কাহাকে বলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না তাঁহারা কহেন আপ্ত বাক্যই শব্দ। কিন্তু আপ্ত শব্দে ভ্রান্তির অত্যন্তাভাব বুঝায় অথবা ভ্রান্তির শূন্যতা মাত্র বুঝায় তাহা নিশ্চয় করা যায় না। কেবল দৈববাণীতে ভ্রান্তির অত্যন্তাভাব কহা যাইতে পারে তথাপি মনুষ্যের বাক্যেতে কখন২ ভ্রান্তি শূন্যতা দেখা যায়। ভ্রান্তির অত্যন্তাভাব না থাকিলে যদি কাহাকে আপ্ত কহা না যাইতে পারে, তবে শাস্ত্রীয় বচন ব্যতীত শাব্দ প্রমাণ হইতে পারে না কিন্তু সংসারের বহুল ব্যাপারে মানুষিক বচন প্রমাণ সত্য নির্ণয় করা যায়। মানুষিক বচন কোন্ স্থলে প্রামাণ্য কোন্ স্থলে বা অপ্রামাণ্য ইহার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা সে বিষয়ের আলোচনা করেন না। তাঁহারদের নিয়ম প্রমাণ করিলে এক দেশীয় লোক অন্য দেশীয় কোন ঘটনা নিশ্চয় করিতে পারে না অতীত

রজনীতে যে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল তাহা যাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই তাহারা গোতম কপিলাদির নিয়মানুসারে কখন বিশ্বাস করিতে পারে না।

"কপিলের মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থ বিজিজ্ঞাস্য। আদ্য পদার্থ প্রকৃতি অন্তিম পদার্থ পুরুষ। প্রকৃতির লক্ষণ সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই নিত্য। তদ্ভিন্ন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়োবিংশতি পদার্থ আছে যথা মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, মন সহ ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ক্ষিত্যপতেজ আদি পঞ্চ ভূত। প্রকৃতি অমূল মল, এবং সকলের উৎপাদিকা। পুরুষ কেবল সাক্ষী মাত্র।

"কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্য পতঞ্জলি দ্বারা শোধিত হয়। পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন তন্নিমিত্ত তাঁহার দর্শন সেশ্বর সাংখ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও পতঞ্জলি ঈশ্বর বাদী ছিলেন বটে কিন্তু ঈশ্বরকে জগৎ স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কপিল যেমন পুরুষকে প্রবৃত্তি শূন্য অসঙ্গ কহিয়াছিলেন পতঞ্জলিও তদ্রূপ ঈশ্বরের লক্ষণ করিয়াছেন। ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ। সুতরাং তাঁহারও মতে ঈশ্বর সৃষ্টিক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়েন না। উক্ত ঋষিদ্বয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে কপিল পুরুষমাত্র স্বীকার করিতেন পতঞ্জলি সকলের গুরু পরম পুরুষ এক ঈশ্বরও মান্য করিতেন, স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। কপিলের এক মহতী অযুক্তি এই যে ঈশ্বর অস্বীকার করিয়াও বেদ মান্য করিয়াছেন।

যদি সর্ব্বেশ্বর পরমপুরুষের অভাব কহ তবে বেদ কাহার নিঃশ্বসিত?

"পাতঞ্জল দর্শন অন্যান্য বিষয়ে অদ্ভুত প্রলাপ বোধ হয়। তাহাতে যোগের নিয়মই সার কিন্তু যোগ কিম্ভূত পদার্থ তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য। ঈশ্বর প্রণিধানের কথা আছে বটে সুতরাং জগৎকর্ত্তার নাম স্বীকার দেখিয়াও অন্তঃকরণে হর্ষ জন্মে কিন্তু চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ম ও ন্যাসের যে সকল বিধি আছে তাহা ঐন্দ্রজালিক বিড়ম্বন বোধ হয়। ফলে যোগের নিয়ম সকলি নিষেধ বাচক। যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনিরোধঃ। কিন্তু মনের ধর্ম্মই এই যে কোন পদার্থ ধ্যান করিবে বৃত্তি শূন্য হইতে পারে না, যদি বল ঈশ্বর প্রণিধানের বিধি আছে কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্যাভাবে তাঁহার কি বিষয় ধ্যান করা যাইতে পারে? আর বাহ্য বস্তু হইতে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ নিরোধ জীবদ্দশায় সম্ভবে না।

"অপর নিশ্বাস রোধ এবং অঙ্গন্যাসের যে সকল সূত্র আছে তাহাও উন্মত্ত প্রলাপ বোধ হয়, ঐ প্রকার বিক্ষেপ ন্যাসাদির দ্বারা অদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রাপ্য। ইন্দ্রিয় গ্রামকে পার্থিব পদার্থ হইতে নিরুদ্ধ করিলে দিব্য ইন্দ্রিয় প্রাপ্তি হয়। সাধারণের দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বস্তুর অদর্শনাদিতে যোগির এমত শক্তি হয় যে সাধারণের অবোধ্য বিষয় বোধগম্য করিতে পারেন। তিনি যোগবলে আপনাকে এমত লঘু তৌল করিতে পারেন যে অক্লেশে আকাশ বিহারে সমর্থ হয়েন। ভাস্করাচার্য্য তো কহিয়াছেন যে পৃথিবীর শক্তির দ্বারা আকাশস্থ গুরুদ্রব্য ধরাতলে

আকর্ষিত হয় যথা আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা। আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে। কিন্তু এ আকর্ষণ শক্তি যোগ বলের কাছে কোথায় থাকে। যোগী কায়াকাশের সম্বন্ধ সংযমন পূর্ব্বক আকাশ গমন করিতে পারেন। সুতরাং যোগবল বেলুন যন্ত্রকেও জয় করে। যোগবলে অতীত ও অনাগত জ্ঞান জন্মে। পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগত-জ্ঞানং। পশু পক্ষীর শব্দ বোধও জন্মে। শৃগালের কিম্বা কাকের চীৎকার শুনিয়া যোগী তাহার শব্দ সাধন ও অর্থ করিতে পারেন। শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং। যোগী জাতি-স্মরও হয়েন। সংস্কার সাক্ষাৎ করণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং। জাতিস্মর তো সহজ কথা তিনি পর চিত্তজ্ঞানও লাভ করিতে পারেন, কাহার সাধ্য তাহার নিকট প্রতারণা করে। প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানং। কিন্তু পরচিত্ত জ্ঞান চতুর লোকের পক্ষে গুরুতর কথা নহে, যোগী পর শরীরেও প্রবেশ করিতে পারেন সুতরাং পরের ঐশ্বর্য্যভোগ আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনা-চ্চিত্তস্য পরশরীর প্রবেশঃ। আর যেখানে থাকুন নিমেষের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিতে পারেন। কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্য শক্তিস্তম্ভে চক্ষুপ্রকাশাসংপ্রযোগেন্তর্দ্ধানং। অতএব যোগির অসাধ্য কিছুই নাই।

"কিন্তু অদ্যাপি সংসারভঙ্গ হয় নাই ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হয় যে পতঞ্জলির এ সকল বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র।

নচেৎ তাঁহার সূত্রজ্ঞান দ্বারা যোগবলের আধিক্য হইলে কোন শাসন থাকিত না। দার্শনিক পণ্ডিতবৃন্দ বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিরাকরণ চেষ্টায় কেবল জগদ্বিনাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। পদ্মপুরাণোক্ত যে দূষণ পাঠ করিয়াছি তাহা অন্যায় নহে। সকলেই বিহিত কর্ম্ম লোপ করিবার যত্ন করিয়াছেন, কর্ম্ম লোপ করিলে আর রহিবে কি? বর্ণাশ্রমে আমার বড় আস্থা নাই তাহা তোমরা জান কিন্তু হিতাহিত কর্ম্মের বিচার না করিয়া একেবারে কর্ম্ম লোপ করিবার উপদেশ করাতে কেবল অসৎকর্ম্মের বৃদ্ধি সম্ভবে। বেদেতেও আমার অধিক শ্রদ্ধা নাই কিন্তু যে মুখে বেদকে ব্রহ্ম বাক্য কহা হইল, তাহাতেই আবার আনুশ্রবিক ক্রিয়া কলাপকে ত্রিতাপ নাশনে অসমর্থ কহাতে কেবল অধর্ম্ম ও স্বৈরিতা বৃদ্ধির সম্ভব। বেদ বিহিত ক্রিয়া যদি পরমার্থের উপায় না হইল তবে বেদ ব্রহ্ম-নিশ্বসিত কহিবার প্রয়োজন কি? আর বৌদ্ধেরদের ন্যায় বেদ নিন্দার বা অবশিষ্ট রহিল কি?

"ফলে দার্শনিক পণ্ডিত বৃন্দ বৌদ্ধ খণ্ডন প্রতিজ্ঞা করিয়া বৌদ্ধ পোষণই করিলেন। বৌদ্ধেরা নিরীশ্বরবাদী কি না তাহা ঝটিতি নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধেরা যদি নিরীশ্বর বাদী হয় তবে এবিষয়ে কপিল ও কণাদ তাহারদের হইতে বড় ন্যূন হইবেন না। কপিল তো স্পষ্ট নিরীশ্বরবাদী আর কণাদও অদৃষ্টকে জগৎসৃষ্টির কারণ কহিয়াছেন। তুলনেতে সকলেই প্রায় সমান হইলেন। পাষণ্ড যেমন দার্শনিকেরাও তেমনি"।

সত্যকাম এই পর্য্যন্ত পাঠ করিবামাত্র দেখিলেন তর্ক-কাম উপস্থিত। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তর্ককামের অভিবাদন করিলেন। তর্ককাম সুখাসীন হইয়া কহিলেন, “ও কি হে, ও তুলৎগুলা কি? আর কাহাকেই বা পাষণ্ড তুল্য করিলা”।

সত্যকাম। “আমার নিবেদন এই যে পাষণ্ড শিক্ষকেরা যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন কপিল এবং কণাদও সেই রূপ সূত্র করিয়াছেন”।

তর্ককাম। “বেদ নিন্দক এবং বেদ পোষক ইহার মধ্যে কি প্রভেদ নাই। উভয়কেই সমান করিলা”।

সত্যকাম। “কপিল ও কণাদের সূত্রেতে যথার্থ বেদ পোষক উক্তি বড় দেখি নাই কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বর বাদ প্রবন্ধে ইহাঁরদিগকে পাষণ্ডগণের সহিত তুলন করিতেছিলাম। এপ্রসঙ্গে বড় প্রভেদ দেখি না”।

তর্ককাম। “আবার দেখ দেখি বৌদ্ধেরা ব্যবহারে কেমন দূষ্য। বৈদিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে না। কর্ম্ম বর্জ্জিত ম্লেচ্ছ তুল্য হইয়াছে”।

সত্যকাম। “ব্যবহারেরও কথা এখন হয় নাই। ব্যবহারে বৌদ্ধেরা তোমার মতে দূষ্য তাহা আমি জানি। তাহারা বর্ণাশ্রম পালন করে না ভূসুর বর্গেরও প্রাধান্য স্বীকার করে না। এবিষয়ে তাহারদের যে ত্রুটি তাহা তুমি কি শীঘ্র ভুলিতে পার! তাহারা বর্ণাশ্রম পালন করত ভূসুর বর্গের উপাসনা করিলে তুমি তাহারদিগকে আর পাষণ্ড কহিতা না”।

মদীয়া উক্তি। “সে যাহা হউক তুমি কহিয়াছ যে পুরাণ সংহিতাদিতে সাংখ্য শাস্ত্রের বড় মাহাত্ম্য ইহার ভাব কি”।

সত্যকাম। “ইহার ভাব এই পুরাণ সংহিতাদির সৃষ্টি প্রকরণ সাংখ্য মূলক। কপিলের মতে প্রকৃতিই প্রধান কারণ প্রকৃতিই পুরুষের উপকারার্থ অখিল সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকরণে পুরুষের কোন চেষ্টা নাই তিনি অসঙ্গ এবং উদাসীন। ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য কহা যায়। পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর কিন্তু তাহাতেও সৃষ্টি প্রকরণে পুরুষের কোন চেষ্টা উপদিষ্ট হয় নাই। পুরাণ কারকেরা সাংখ্যোপদিষ্ট প্রকৃতি এবং পুরুষের বার্ত্তা গ্রাহ্য করিয়া নিরীশ্বর বাদ শোধন পূর্ব্বক উভয়ের মিলনে জগদুৎপত্তি উপদিষ্ট করিয়াছেন। সাংখ্য পরিকল্পিত পুরুষের নিশ্চেষ্টতা অস্বীকার করিয়া প্রকৃতি সহ তাঁহার কার্য্য এই শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব তাঁহারদের মতে প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েরই কার্য্য ক্ষমতা আছে আর উভয়ের পরস্পর সহকারিতায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য প্রকৃতি উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্ত কারণ। এই উপদেশ আদৌ আধুনিক নৈয়ায়িকেরদের দ্বৈত কারণ বাদ রূপ ছিল, তাহা তত্ত্বতঃ নৈয়ায়িকেরদের মতের বিপরীত ছিল না, কিন্তু রসিক সংহিতাকারেরা শুষ্ক পরমাণুবাদ পরিহার করিয়া প্রকৃতি পুরুষের ভাবে ভাবুক হইয়া সেই ভাবই উত্তরোত্তর প্রকটিত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কে দেবতা স্থির করিয়া প্রকৃতিকে জগন্মাতা এবং পুরুষকে জগৎপিতা করিলেন। প্রকৃতি উপাদান সুতরাং স্বয়ং

বিক্রিয়মাণা এবং ক্ষেত্ররূপিণী, পুরুষ নিমিত্ত কারণ, সুতরাং উৎপাদক এবং কর্ত্তা, অতএব প্রকৃতিকে স্ত্রীলিঙ্গ বাচিকা এবং পুরুষকে পুংলিঙ্গ বাচক করিয়া উভয়কে জগতের জনকজননী রূপে বর্ণনা করিলেন, যথা জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ। বোধ হয় এই কারণ আদৌ পুং স্ত্রী উভয় প্রকার দেবতার কল্পনা হয়। আর যে যাঁহাকে আদিদেব কহিত, সে তাঁহাকেই পুরুষস্বরূপ এবং তৎপত্নীকে প্রকৃতি স্বরূপ করিতে লাগিল। শৈবেরা মহাদেবকে জগৎকর্ত্তা পুরুষ কহিয়া পার্ব্বতীকে প্রকৃতি রূপে বর্ণন করিল। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুকে পুরুষ ও লক্ষ্মী অথবা বৃষভানুসুতাকে প্রকৃতি করিল। আর যাহারা এই বিলক্ষণ সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া উভয় দেবকেই সমান মান্য করিত তাহারা শিব এবং বিষ্ণুকে ঐক্য করিয়া পুরুষ কহিতে লাগিল এবং তত্তৎ প্রিয়াকে অভেদ জ্ঞানে প্রকৃতি শক্তি ও জগন্মাতা বলিতে লাগিল।

"এই প্রকারে প্রকৃতি পুরুষের মিলনে জগৎসৃষ্টি স্বীকার করাতেই শাক্তেয় ও শৈবেরা অর্দ্ধনারীশ্বরাদির আদিরস ঘটিত কথায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল এবং বৈষ্ণবেরাও যুগল কিশোর মূর্ত্তি বর্ণনায় ভক্তি ভাবে পুলকিত হইতে লাগিল। অতএব দেখ সাংখ্য দর্শন সহকারে লৌকিক মতের কি পর্য্যন্ত ব্যত্যয় হইয়াছে"।

তর্ককাম। "এ সকল কি কথা! কেবল শুষ্ক তর্ক-বোধ হয়। যাহা হউক তোমার রচিত প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত কর। আর কয়টা ভুলৎ আছে?"

সত্যকাম পাঠ করিতে লাগিলেন। "জৈমিনি কৃত দর্শনের নাম মীমাংসা, বোধ হয় তিনি ন্যায়াদি পূর্ব্ব দর্শনের গোলযোগ নিবৃত্তি করিবার মানসে স্বীয় সূত্র নিচয় রচনা করেন? ন্যায় এবং সাংখ্যের প্রাদুর্ভাবে ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে আঘাত পড়িয়াছিল, তাহাতে বেদ পর্য্যন্ত অনাদরে পড়িবার সম্ভব। শুষ্ক তর্কের সীমা পরিসীমা ছিল না। প্রমাণপ্রমেয় বাদ জল্পাদির বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল, বিজ্ঞানের চর্চ্চার শেষ ছিল না, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় কি হইল? কতিপয় পরিভাষা মাত্র চলিত হইয়াছিল। পরিভাষার তাৎপর্য্য কি? কেবল সত্যান্বেষণ এবং সত্যের পরীক্ষা। কিন্তু ঐ সকল পরিভাষা ও তর্কের উপায় দ্বারা সে তাৎপর্য্য কিছু মাত্র সিদ্ধ হয় নাই। গৌতম সূত্রে সত্য স্থির কি হইল এবং অপবর্গেরই বা কি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার অনুভব করা অসাধ্য। সাংখ্য শাস্ত্র দ্বারাই বা কি নিষ্পত্তি হইল তাহাও দুর্বোধ্য। রোগির চিকিৎসার্থ ঔষধ পরিমাণের তৌল দণ্ড ও পেষণার্থ যন্ত্রাদি আছে কিন্তু ঔষধ কোথায়? চিকিৎসকের ব্যবস্থা কি? কিছুই দেখা যায় না। কেবল অনীশ্বর বাদাদি কালকূট ও বিষমূল নিকটে আছে। কি ঔষধ সেবন করিলে তাপত্রয়ের বিনাশ হইবে তাহার কোন কথাই নাই। এমত অবস্থায় জৈমিনি ঋষি বিবাদ মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য কি তাহার অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। যথা অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা। তাঁহার মতে ধর্ম্মই জিজ্ঞাস্য"।

তর্ককাম। "সত্য বটে, কিন্তু মহর্ষি কণাদও আদৌ ধর্ম্মের লক্ষণ করেন"।

সত্যকাম। "ধর্ম্মের লক্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাই তাঁহার সার, ধর্ম্মের আর কোন কাহিনী নাই তবে ষষ্ঠাধ্যায়ে কএকটা ধর্ম্মের কথা আছে তাহাতে এই মাত্র শিক্ষা পাওয়া যায় যে কিম্ভূত বিপ্রবর্গের প্রতি দান ধর্ম্ম বিস্তার করা উচিত, কেমন২ লোকের বিত্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কি পরিমাণে প্রাণ রক্ষার্থে পরহিংসা বিধেয়া। কিন্তু বিশ্বসৃক্ পরমেশ্বরের আরাধনা সম্বন্ধে কোন উপদেশ নাই।"

পরে সত্যকাম লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। "জৈমিনির ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞা অতি উত্তম কিন্তু তাহা সুধারায় সম্পান্ন করিতে পারেন নাই। যদি মানব প্রকৃতিতে দৃষ্টি করিয়া যথার্থ যুক্তি পুরঃসর ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক উপদেশ করিতেন, তবে ভারতবর্ষীয় জনগণের যথেষ্ট উপকার সম্ভব হইত। গ্রীক দেশেও ন্যায় সাংখ্যাদির সদৃশ অনেক অলীক মত প্রথমতঃ প্রচার হইয়াছিল। সৃষ্টি প্রকরণে কেহ২ জলকে কেহ বা অগ্নিকে কেহ বা বায়ুকে জগতের আদি কারণ নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কেহ২ কহিতেন যে পরমাণুর সংযোগে জগদুৎপত্তি হইয়াছিল, অপরে উপদেশ করিতেন যে আদৌ এক প্রকাণ্ড পিণ্ড রাশি ছিল পশ্চাৎ বিয়োগ দ্বারা জগৎ রচনা হয়। এই প্রকার অলীক তর্কে সাধারণ জনগণের মধ্যে অনেক কুসংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, অনন্তর সোক্রাতিস নামা মহা পণ্ডিত ঐ সকল তর্কের অবসান করিয়া মানব প্রকৃতির উপযোগি ধর্ম্ম তত্ত্ব

উপদেশ করাতে মহোপকার সিদ্ধ হইয়াছিল। জৈমিনিও সোক্রাতিসের ন্যায় হিত সাধক হইতে পারিতেন কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, যাগ, যজ্ঞ তাঁহার গলগ্রহ হইয়া উঠিল। তন্নিমিত্ত তিনি সোক্রাতিসের ন্যায় বিচারে অক্ষম হইলেন। তাঁহার মতে বেদ বিধি ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্মের ও সদসদ্বিচারের লক্ষণান্তর নাই। বেদ বিধিও বেদ কর্ত্তার ইচ্ছা বশতঃ হয় নাই। মহর্ষি কপিল তো ঈশ্বর স্বীকার না করিয়া বেদের প্রামাণ্য গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। জৈমিনির সূত্রেও তদ্রূপ অযুক্তি দেখা যায় তিনি স্পষ্ট অনীশ্বরবাদী না হইবেন, কিন্তু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ করিয়া যাঁহার আদেশে ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব সম্ভব হয় তাঁহার কোন উল্লেখ করেন নাই। শ্রুত্যুক্তিকে ধর্ম্ম কহেন, কিন্তু বেদ বক্তা কে তাহার উদ্দেশ নাই। বেদ বিধির আড়ম্বর করিয়াছেন কিন্তু বিধির বিধাতা কে তাহার নির্দ্দেশ নাই। তাঁহার সূত্রেতে বক্তা বিনা উক্তি বিধাতা বিনা বিধি এবং শাস্তা বিনা শাস্ত্র এই বিষম উপদেশ মাত্র প্রাপব্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধর্ম্মির প্রকৃতি বিচার দূরে থাকুক জগৎশাস্তার আদেশ বিচারও নাই। মন্ত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত ধর্ম্মের লক্ষণাভাব। বেদের মাহাত্ম্য করিবার নিমিত্ত সদসদ্বিবেকের তো সদ্য উচ্ছেদ করিয়াছিলেন অপর যাঁহার প্রণয়নে কোন গ্রন্থ শাস্ত্র রূপে মান্য হইতে পারে এমত পরম পুরুষেরও উল্লেখ করেন নাই।

"জৈমিনির মতে বিপ্র বর্গের পক্ষে ধর্ম্মই পরমার্থ। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের নানা অর্থ আছে। ইহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝায় এবং কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত পুণ্য এবং পূর্ব্ব

জর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যও বুঝায় এই রূপে কখন২ ধর্ম্ম এবং অদৃষ্ট একার্থ শব্দ হয়। কিন্তু যদিও ধর্ম্ম শব্দে কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্ম বুঝায় বটে তথাপি বেদ বিধি মাত্র ধর্ম্ম কহিলে এই কথা কহা হয় যেন বেদ ঈশ্বরোক্তশাস্ত্র এবং বেদবাক্য বেদকর্ত্তা ঈশ্বরের বাক্য, কিন্তু জৈমিনি কেবল বেদেরই অপরিমিত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন তৎপ্রণেতার কোন কথা কহেন নাই। কেবল বেদকেই নিত্য কহিয়াছেন তৎকর্ত্তা কোন নিত্য পরমপুরুষের নামও করেন নাই। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে তাঁহার সূত্রেতে কোন উপদেশ নাই তন্নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয় কপিল কহিলেও হয়। পদ্মপুরাণেতে তাঁহাকে স্পষ্ট অনীশ্বরবাদী কহিয়াছেন এবং বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণীতে মীমাংসক নাস্তিক তুল্য বর্ণিত আছে যথা মীমাংসকের উক্তি

দেবো ন কশ্চিদ্ভুবনস্য কর্ত্তা ভর্ত্তা ন হর্ত্তাপি চ কশ্চিদাস্তে। কর্ম্মানুরূপাণি শুভাশুভানি প্রাপ্নোতি সর্ব্বো হি জনঃ ফলানি॥ বেদস্য কর্ত্তা নচ কশ্চিদাস্তে নিত্যাহি শব্দা রচনাহি নিত্যা। প্রামাণ্যমস্মিন্ স্বতএব সিদ্ধমনাদিসিদ্ধেঃ পরতঃ কথং তত্॥ আদ্যন্তশূন্যোত্র জগৎ প্রবাহে ক্রিয়াভবেৎ কর্ম্মত এব সর্ব্বা। কর্ম্মাপি পুংসাং ভবতি ক্রিয়াতো বীজাঙ্কুরন্যায়তয়া ন দোষঃ॥ যাগাদিকার্য্যাহুতিভাগভাজো মন্ত্রাত্মকা দেবগণা নিরুক্তাঃ। ব্রহ্মাদয়ঃ কর্ম্মবশেন ভোগং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বেপি চরাচরস্য॥

“এ বচনের তাৎপর্য্য এই যে জগৎ কর্ত্তা কিম্বা পাতা কোন দেবতা নাই। লোকে স্ব২ কর্ম্মানুযায়ি ফল ভোগ করে। বেদের কোন কর্ত্তা নাই কেননা শব্দও নিত্য রচনাও নিত্য। জগৎ প্রবাহ আদ্যন্ত শূন্য, কর্ম্মও বীজাঙ্কুরবৎ ক্রিয়া হইতেই হয়। প্রাভাকর নামে বিখ্যাত

জৈমিনির শিষ্য বর্গ স্পষ্টতঃ এই প্রকার অনীশ্বরবাদ তর্ক করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য তো কখন কাহার বিষয়ে অযথার্থ বর্ণনা করেন নাই তিনিও জৈমিনির মত নিম্ন লিখিত শব্দেতে ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে এক প্রকার নিরীশ্বরবাদীই ধার্য্য করিয়াছেন যথা

শ্রুতিশ্চেত্ প্রমাণং যথায়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে তথা কল্পয়িতব্যঃ। * * ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতীত্যনুপপন্নং অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্র কার্য্যানুপপত্তেঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ তস্মাদ্ধর্মাদেব ফলং।

"জৈমিনির পক্ষে এই রূপ নিরীশ্বরবাদ বিপুল অসঙ্গত বোধ হয় কেননা তিনি অন্য সকল পদার্থকে হেয় করিয়া বেদ এবং ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বরের অভাবে শাস্ত্রই বা কি রূপে সম্ভবে আর ধর্ম্মই বা কি রূপে প্রবল হয়।

"সুতরাং মীমাংসা দর্শনে কিছুরই মীমাংসা হইল না। ধর্ম্মজিজ্ঞাসু তার্কিক পণ্ডিত কি কেবল শব্দের নিত্যত্ব শুনিয়া ক্ষান্ত হইতে পারে? এমত অবস্থায় জৈমিনির গুরু ব্যাস আর এক মীমাংসা দর্শন করিলেন অর্থাৎ উত্তর মীমাংসা, ইহার নামান্তর বেদান্ত, ইহাতে জীবব্রহ্মের ঐক্য ঔপনিষদ উপদেশ উপদিষ্ট হইল আর ইহাকেই লোকে অদ্বৈতবাদ কহে। পূর্ব্ব মীমাংসাতে ঈশ্বরবাদ ছিল না অন্যান্য দর্শনকারেরদেরও এবিষয়ে ত্রুটি ছিল অতএব উত্তর মীমাংসাকর ব্যাস আদৌ বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মের লক্ষণ করিলেন যথা অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জন্মাদ্যস্য যতঃ। তাঁহার দর্শনকে ব্রহ্ম প্রধান কহিতে হইবেক। কিন্তু যদিও তিনি

ব্রহ্ম প্রধান দর্শন রচনা করিয়াছিলেন তথাপি ব্রহ্ম এবং জগতের অভেদ উপদেশ করাতে তাঁহার সূত্রকে ঈশ্বরবাদ বলিলেও হয় অনীশ্বরবাদ বলিলেও হয়। তাঁহার মতে ব্রহ্মই এক বস্তু যাহা জগৎরূপে ব্যক্ত হয়। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ বটেন কিন্তু তিনিই আবার উপাদান কারণ, হারেতে ও সুবর্ণেতে যে সম্বন্ধ জগতে ও তাঁহাতেও সেই সম্বন্ধ। জগৎ ব্রহ্ম একই, সুতরাং পূর্ব্ব মীমাংসাতে যেমন ঈশ্বরের অভাবে ধর্ম্মের অসম্ভব উত্তর মীমাংসাতেও তেমনি শাস্য শাসকের অভেদে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সদসৎ বিবেক অসম্ভব। সকলি যদি ব্রহ্ম তবে কে কাহার আরাধনা কিম্বা শাসন করিবে ফলেও উপনিষদে স্পষ্টই উক্ত আছে যে সকল এক হওয়াতে কেহ কাহার আরাধ্য হইতে পারে না।

"উত্তর মীমাংসার বিস্তার বিবরণ পরে হইবে এক্ষণে পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসার মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহা দর্শয়িতব্য। সাম্য এই যে উভয়েই শ্রুতিমূলক, উভয়েতেই বেদার্থ প্রতিপাদন আছে, উভয়েতেই শ্রুতি বিরোধি তর্ক হেয় হইয়াছে। এই মাত্র সাম্য। বৈষম্য এই যে জৈমিনির মতে বেদ ক্রিয়াপর, যথা আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাং। ব্যাসের মতে বেদ জ্ঞানপর, ব্রহ্মাবগতিই শ্রুতির তাৎপর্য্য। তন্নিমিত্ত বেদ বচনের স্পষ্টার্থ গ্রহণ করিলেই জৈমিনির তৃপ্তি হইত কিন্তু ব্যাসের হইত না। ব্যাসের যত্ন এই যে বেদের গূঢ়ার্থ গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ বচনের সমন্বয় করেন। জৈমিনি বৈদিক অক্ষরের উপরে ভাসমান অর্থ পাইয়াই ক্ষান্ত

হইতেন, ব্যাস বেদ নিধির তলস্পর্শ না করিয়া চেষ্টাবসান করিতেন না। তাঁহার বোধে অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় বেদানুগমন করিলে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না তর্ক সংযোগে অর্থ প্রতিপন্ন করিতে হয়। তাঁহার মতে কেবল শ্রুতিই প্রমাণ এমত নহে কিন্তু অনুমানও প্রমাণ হয়। এই হেতুক বেদার্থ প্রতিপাদনে তিনি বিপুল স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য এপক্ষে যে সূক্ষ্ম হেতুবাদ করিয়াছেন তাহাতেই পূর্ব্ব এবং উত্তর মীমাংসার বৈষম্য স্পষ্ট বুঝা যায় যথা।

ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং কিন্তু শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথা সম্ভবমিহ প্রমাণং অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে নানুভবাপেক্ষাস্তীতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ পুরুষাধীনাত্মলাভত্বাচ্চ কর্ত্তব্যস্য কর্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম যথা অশ্বেন গচ্ছতি পদ্ভ্যামন্যথা বা ন গচ্ছতীতি তথা অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি নতু বস্ত্বেবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে এবম্ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্।

“অর্থাৎ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার ন্যায় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাতে কেবল শ্রুতিই প্রমাণ নহে কিন্তু অনুভবাদিও যথা সম্ভব প্রমাণ কেননা অনুভবেতেই ব্রহ্ম জ্ঞানের অবসান হয় এবং তাহা ভূত বস্তু, বিধির কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুভবের অপেক্ষা নাই শ্রুত্যাদিই তাহার প্রমাণ কেননা ক্রিয়া পুরুষাধীন। লৌকিক কর্ম্ম কি বৈদিক কর্ম্মই হউক, তাহা করা যায়, না করাও যায়, অন্যথা করাও যায়, যেমন অশ্বেতেও গমন হয়, পদব্রজেও হয়, এবং অন্যথাও হয়, না গেলেও হয়, তেমনি অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবে অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না

উদয়ে হোম করিবে অনুদয়ে হোম করিবে, যখন যেমন বিধি তখন তেমনি করা যায়। কিন্তু বস্তু জ্ঞান এমন বিপরীত হইতে পারে না কেননা এমত এবং এমত নয় এপ্রকার কহা যায় না, আছে এবং নাই এমত বিকল্প হয় না, কেননা বস্তু বিষয়ের প্রামাণ্য বস্তু তন্ত্র।

"ব্যাসোপদিষ্ট মত আদৌ উপনিষদে উক্ত ছিল তাহার তাৎপর্য্য সকলই ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্ম, কর্ত্তা এবং ক্রিয়াতে অভেদ। এই মত দুই প্রকারে উপদিষ্ট, পরিণাম বাদ এবং বিবর্ত্তবাদ। ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ এই পরিণাম বাদ, জগৎরূপে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত হয়েন যেমন বিম্বরূপে জলেতে চন্দ্রের ব্যাবৃত্তি এই বিবর্ত্তবাদ। সুতরাং বিবর্ত্তবাদেতে জগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয় এনিমিত্ত বিবর্ত্তবাদিরা জগৎকে অবিদ্যাকৃত মায়া মাত্র অথবা জল চন্দ্রবৎ প্রতি-বিম্ব মাত্র কহেন। পদ্ম পুরাণের যে বচন উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহাতে এই দুই মতেরই সমান দূষণ আছে। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ এই পরিণাম বাদ বিশ্বনাশনের কারণ উপদিষ্ট, এবং মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

বেদান্ত মত ফলত প্রবল হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক অথবা সদসৎশাসন থাকে না, বেদান্তেতে স্পষ্ট উপ-দিষ্ট আছে যে ঐ প্রকার বিবেক অজ্ঞান অমূলক, জীব ব্রহ্ম এক হওয়াতে কে কাহার অধীন বা ঋণী হইতে পারে, অধীন না হইলেই বা শাসন কিরূপে হয়, এবং ঋণাভাবেই বা দাতব্য কর্ত্তব্য কি হইতে পারে, কে কাহার অভিবাদন করিবে কে কাহাকে মানিবে। শঙ্করাচার্য্য গৌরব

পূর্ব্বক কহেন দেখ এস্থলে কর্ম্মের গন্ধও নাই ‘তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়াগন্ধমাত্রস্যাপ্যনুপ্রবেশ ইহ নোপপদ্যতে’।

“ষড়দর্শনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর অধিকন্তু বক্তব্য এই যে প্রাচীন পণ্ডিতেরা জগতের উপাদান কারণের মার্গণেই এবম্ভূত অসংলগ্ন মতের গোল চক্রে পড়িয়াছিলেন। মানবীয় কার্য্য উপাদান ব্যতীত হয় না বটে, সুবর্ণ না পাইলে স্বর্ণকার চন্দ্রহার করিতে পারে না এবং কাষ্ঠের অভাবে তক্ষকের কার্য্যও হয় না কিন্তু জগৎ সৃষ্টি তক্ষক অথবা স্বর্ণকারের কার্য্যের ন্যায় নহে। ইহা পরমেশ্বরের কার্য্য, তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং অচিন্ত্য কৌশল, তাঁহার ইচ্ছায় উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি হইবার অসম্ভাবনা কি? কিন্তু প্রাচীনেরা বিপরীত ভাবিয়া নিত্য উপাদানের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। ঔপনিষদ মতে পরমাত্মাই জগতের উপাদান কারণ। ন্যায় এবং সাংখ্য সূত্রে এই ঔপনিষদ মতের দূষণ আছে ঐ সূত্রকারেরা কহেন শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা কিরূপে অশুদ্ধ জড় পদার্থের উপাদান হইবেন সুতরাং নৈয়ায়িকেরা পরমাণুর কল্পনা করিলেন এবং সাংখ্যেরা অচেতন প্রকৃতির কথা আনিলেন, আর ইহাঁরা স্ব২ কল্পিত অচেতন উপাদান স্থির করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ করিলেন না কাঁহার কৌশলে এই অচিন্ত্য রচনা নিয়ম বদ্ধ হইল সে বিষয়ের চর্চ্চা করিলেন না। তন্নিমিত্ত বেদান্ত দর্শনে ন্যায় এবং সাংখ্যের দূষণ দেখা যায়। কোন জড় পদার্থ কি স্বতঃ এমত নিয়মিত রচনা করিতে পারে?

"বেদান্ত সূত্র কার এই রূপে ন্যায় ও সাংখ্যের দূষণ পূর্ব্বক উপনিষদের অদ্বৈত বাদ পুনশ্চ প্রতিপন্ন করত ব্রহ্মকেই লূতাতন্তু বৎ জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ করিলেন। ন্যায় এবং সাংখ্যের তর্ক এই যে শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা অশুদ্ধ জড় পদার্থের উপাদান হইতে পারে না। বেদান্তের উত্তর এই যে অচেতন জড় পদার্থ স্বতঃ নিয়ম বদ্ধ রচনার কারক হইতে পারে না। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে সকলেই পর পক্ষ দূষণে বিলক্ষণ পটু ছিলেন কিন্তু আত্ম মত কেহই যথার্থ রূপে উপপন্ন করিতে পারেন নাই স্বমত স্থাপন তর্কে সকলেরই দোষ আছে অথচ বিপক্ষ খণ্ডন তর্কে দোষ মাত্র নাই। এই তর্ক যুদ্ধের ফলে পরে নব্যেরা সকল দর্শনেরই কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় করিয়াছেন নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সাংখ্যেরা প্রকৃতি পুরুষের মিলনে জগদুৎপত্তির বার্ত্তা লিখিয়াছেন এবং বেদান্তিরা মায়াবাদ গ্রহণ করিয়া জগৎকে প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অলং বিস্তরেণ"।

সত্যকামের প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে তর্ককাম কহিলেন এখন যে বেলা হইয়াছে অধিক কহিবার সময় নাই কিন্তু তুমি যাহা পাঠ করিলা তাহাতে অনেক অলীক কথা আছে।

সত্যকাম। "হবে, আশ্চর্য্য কি? আমি সামান্য মানব মাত্র। বোধ করি চন্দ্র গ্রহণ বশত তোমার আসিতে বেলা হইয়াছে"।

তর্ককাম। "সেই নিমিত্তই বেলা হইয়াছে বটে। তোমার তুলৎ কয় খান আমাকে দিতে পার। আমি উত্তম রূপে দৃষ্টি করিয়া পরে তোমাকে ইহার দোষ দেখাইয়া দিব। সুরগুরু বাসরে তোমার অবকাশ হইবে? আমি আগমিককে সঙ্গে লইয়া আসিব"।

সত্যকাম তথাস্তু বলিয়া লিখিত প্রবন্ধ তর্ককামের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইতি

তৃতীয় সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

পূর্ব্ব পত্রে তোমাকে লিখিয়াছি তর্ককাম সত্যকামের লিখিত প্রবন্ধ হস্তে লইয়া গিয়াছিলেন, পরে বৃহস্পতি বাসরে আগমিককে সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালের গতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথোপকথন গতে তর্ককাম কহিলেন, সত্যকাম তোমার সমুদয় প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়াছি, তোমার যে ঋষিনিন্দা, তাহাতে কেবল মনঃ ক্ষোভ সম্ভবে, মহর্ষিবৃন্দের উপর তোমার কোন দ্বেষ থাকিবে নচেৎ লেখনীতে এমত কুৎসাবাদ কেন আসিবে। ভাল২ ইহাতে ক্ষতি নাই। তোমার দূষণ বশতঃ গোতম কণাদাদির মহিমা তিরোধান না করিয়া বরং অধিক উজ্জ্বল হইবে। হস্তইব ভূতিমলিনো যথা যথা লঙ্ঘয়তি খলঃ সুজনং। দর্পণমিব তং কুরুতে তথা তথা নির্ম্মলচ্ছায়ং। তোমাকে খল কহিতেছি না কিন্তু এ শ্লোকের তাৎপর্য্য যথার্থ। সুজন মহাজন ঋষি বৃন্দের এমত মহিমা যে, কেহ কুৎসাবাদ করিলে তাঁহারদের হানি হওয়া দূরে থাকুক বরং তাঁহারা মলিন ভস্মহস্ত ঘর্ষিত দর্পণের ন্যায় অধিক

তেজস্কর হয়েন। কি বলিব সত্যকাম, তুমি দুইটী গুরুতর কথা বিস্মৃত হওয়াতেই তোমার ঘোর ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। তুমি কি জান না যে মহর্ষিরা কর্ম্ম বন্ধ ও ধর্ম্মপাশ নিকৃন্তন পূর্ব্বক জন্ম রোধ ও মোক্ষ লাভের উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আর তুমি কি ইহাও ভুলিয়াছ যে অসৎ হইতে সৎ অথবা অবস্তু হইতে বস্তু উৎপন্ন হয় না সুতরাং উপাদান কারণ কি প্রকারে হেয় হইতে পারে। তন্নিমিত্ত ন্যায়েতে পরমাণুবাদ, সাংখ্যেতে প্রকৃতি বাদ, বেদান্তেতে ব্রহ্ম বাদ। ইহাতে দোষ কি, এবং এমত নিন্দার কারণই বা কি? মহর্ষিগণকে বরং পূজ্য করা কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম বন্ধ নিকৃন্তনের উপায় করিয়াছেন।

সত্যকাম। "আমার দুইটী বিস্মৃতি হইয়াছে! আচ্ছা আদ্য বিস্মৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করি কর্ম্ম বন্ধ নিকৃন্তন এবং জন্ম রোধের অর্থ কি?"

তর্ককাম। "কর্ম্মবন্ধের অর্থ এই যে প্রত্যেক প্রাণী কর্ম্ম বশতঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব কৃত পাপ পুণ্যের ভোগ করে এবং সেই ভোগ কালীন যেং ক্রিয়া করিয়া থাকে তদ্বিপাকে পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভু হয় এই রূপে জন্মও কর্ম্মের নিয়ত সম্বন্ধ। কর্ম্ম বন্ধন প্রযুক্ত জন্ম এবং জন্ম প্রযুক্ত কর্ম্ম বন্ধন। দার্শনিক মহর্ষিরা ঐ বন্ধনচ্ছেদ করিয়া পুনর্জ্জন্ম রোধ করিতে যত্ন করিয়াছেন।"

সত্যকাম। "তুমি একেবারেই সিদ্ধান্ত করিলা যে পূর্ব্ব জন্ম অবশ্য ছিল।"

তর্ককাম। "আমি কি আপনি একথা বলিতেছি?

ইহা সর্ব্ব দর্শনের কথা এবং ইহ সংসারেও ইহার বহুল প্রমাণ দেখিতেছি।”

সত্যকাম। “আমি তো এমত কোন প্রমাণ দেখি নাই এবং এ বিষয়ে এমত কোন দার্শনিক হেতুবাদও দেখি নাই যাহাকে সাধ্যসম কহা না যায়।”

তর্ককাম। “তবে কি দার্শনিক মহর্ষিরা কেবল সাহস পূর্ব্বক পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তা লিখিয়াছেন তাঁহারা কি হেতুবাদ দ্বারা স্বীয়২ বচন সপ্রমাণ করেন নাই।”

সত্যকাম। “আমি তো কোন যথার্থ হেতুবাদ দেখি নাই। তাঁহারদের তর্ক কেবল স্বীয় উক্তি মাত্র। এই সংসার ব্যতীত লোকান্তর নাই আমি এমত কথা কহি না কেননা সংসার ভঙ্গ হইলে অনন্ত কাল উপস্থিত হইবে। কিন্তু ইহ লোকের পূর্ব্বে আমারদের জন্ম হইয়াছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই সুতরাং এমত অমূলক কথার উপর দার্শনিক গোলযোগের নির্ভর থাকিতে পারে না।”

তর্ককাম। “সংসারের মধ্যে জন্ম অবস্থা মনোবৃত্তি এবং ভোগের ঘোরতর বৈষম্য দেখা যায় ইহাতেই তো পূর্ব্ব জন্ম সপ্রমাণ হইতেছে। কেহ২ অত্যন্ত সুখী যথা দেব বৃন্দাদি, কেহ২ অত্যন্ত দুঃখী যথা তির্য্যক্ পশ্বাদি, আর কেহ২ মধ্যমাবস্থ যথা মনুষ্যাদি। এই প্রকার বৈষম্য দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য নিশ্চয় করিয়াছেন পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্ম ফল বশত অবস্থার বৈষম্য হয়। সংসারের যে বিচিত্রতা এবং অনিয়ম—পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার না করিলে তাহা নিয়ম বদ্ধ করা যায় না এবং বিশ্বপাতার শাসনে দোষ

পড়ে। এক গৃহের মধ্যে হয়তো এক জন সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং চতুর দ্বিতীয় জন স্থূল বুদ্ধি এবং মূর্খ কেহ বা জিতেন্দ্রিয় এবং ধার্ম্মিক কেহ বা বিষয় ভোগে মত্ত এবং ইন্দ্রিয় পরবশ কেহ বা ধনসম্পন্ন আর কেহ বা নিষ্কিঞ্চন ও দুঃখী। ইহাতে কি নিশ্চয় অনুমান হয় না যে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃ ইহ সংসারে বিভিন্ন মতি এবং সুখ দুঃখের বৈষম্য হইয়া থাকে বিশেষতঃ যখন অনেক স্থলে দুর্জনের প্রাদুর্ভাব এবং সজ্জনের দুরবস্থা স্পষ্ট দেখা যায়"।

সত্যকাম। "তোমার কথাতে পূর্ব্ব জন্মের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হয় না। শঙ্করাচার্য্যের বচন এখন থাকুক প.র বিবেচনা হইবে, ফলে তাঁহার কথার ঐক্য নাই। জন্মের যে বৈষম্য কহিলা তাহাতে সুখানুভবের বৈষম্য নিশ্চয় হয় না কেননা ধন সম্পন্ন হইলেই সুখী হয় এমত নহে। জনৈক পারস্য দেশীয় কবি লিখিয়াছেন রিক্ত হস্ত ভিক্ষুক কেবল এক মুষ্টি অন্নের চিন্তায় থাকে কিন্তু পৃথিবীশ্বরের অখিল ধরাতলের চিন্তা। ভিক্ষুক সায়াহ্নে এক মুষ্টি অন্ন পাইলেই রাজার ন্যায় নিরুৎকণ্ঠে নিদ্রা যায়।

"বিভিন্ন মতির কথা যে কহিলা তাহাতেও পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার উপপন্ন হয় না, ইহ সংসার পরীক্ষা ভূমি, যে ব্যক্তি যে প্রকারে স্বকীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন করে তাহার তদনুযায়ি মনের গতি হয়। অপিচ সুখ দুঃখের বৈষম্য বর্ত্তমান সংসারের সদসৎ কার্য্য বশতঃ সম্ভবে। সদাচার স্বতই সদাচারির হিতকর হয় এবং কদাচারও স্বভাবতঃ কদাচা-

রির অহিত উৎপন্ন করে। অনেক স্থলে এমত দেখা গিয়াছে, তাহার সাক্ষী সদসৎ ব্যবহারের ফলে চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা, যথা দুরাচার করিলে স্বতই মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ উৎপন্ন হয়। সংসারে অভীষ্ট সিদ্ধিও প্রায়শঃ স্বকীয় কার্য্যানুযায়িনী হয়। যাহারা ভাগ্যবান্ নামেতে বিখ্যাত তাহারা হয়তো পরিশ্রমে ও যত্নে ত্রুটি করে নাই এবং প্রতারণা অথবা অবিনয় দোষে দূষিত হয় নাই। যাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই তাহারদের হয়তো যত্নেতে, পরিশ্রমেতে, বিবেচনাতে, কিম্বা বিনয় ও সারল্যে ত্রুটি ছিল। যথার্থতা, সত্যতা, দয়া, ধর্ম্মাদি সদাচারেতে বহুধা সম্ভ্রম এবং ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন হয় এবং অধর্ম্মের ফলে অনেকশঃ দুর্নাম এবং প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হয়। বর্ত্তমান অবস্থাতেই দোষাদোষ ঘটিত সুখ দুঃখাদির বৈলক্ষণ্য দেখা গিয়াছে তবে বিপত্তি উপস্থিত হইলে মূর্খের ন্যায় পূর্ব্বজন্ম বশতঃ দৈবের দোষ দিলে কি হইবে। বিষন্নাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ। আত্মনঃ। কর্ম্ম দোষাংস্তু নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ। আর দৃষ্ট কারণ সত্ত্বে অদৃষ্টের কল্পনা করা দর্শন শাস্ত্র বিহিত নহে।

"কিন্তু আমি এমত কহিতে পারি না যে এপ্রকার হেতুবাদে সমুদয় বৈষম্যের সমাধা হয়। অনেকাংশ সমাধা হইলেও কিছু বৈষম্য অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও অল্প নহে"।

তর্ককাম। "এখন পথে আইস, আমার বিবক্ষিত কথাই কহিলা। তোমার পাণ্ডিত্য বলে সমুদয় বৈষম্যের সমাধা হইবে না তবে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাতেই তো

পূর্ব্ব জন্ম নিশ্চয় হইতেছে নচেৎ বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে দোষ পড়িবে”।

সত্যকাম। “তর্ককাম, যাহা অবশিষ্ট থাকে তন্নিমিত্ত লোকান্তরে দৃষ্টি করা আবশ্যক বটে। কিন্তু ভবিষ্যতে সম্মুখ দৃষ্টি করিলেই হইবে, পরাঙমুখে দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি?”

তর্ককাম। “পূর্ব্ব জন্মর কথা ঋষিরদের কল্পনা মাত্র হইল এখন সে কল্পনা খণ্ডন করণার্থ আপনি এক অদ্ভুত লোকান্তর কল্পনা করিতেছ। ইহারই বা প্রমাণ কি?”

সত্যকাম। “আমি স্বকল্পনা সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হই নাই। বস্তুতঃ সংসারে অনেক বৈষম্য আছে তাহার সমুদয় সমাধা দৃষ্ট কারণ বশতঃ হয় না তন্নিমিত্ত লোকান্তরের প্রসঙ্গ আবশ্যক কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিলে কেবল গোলযোগের বৃদ্ধি এবং অহিতকর সংস্কারের সম্ভাবনা আর তাহাতে সাধ্য সিদ্ধিও দুর্ঘট। তুমি কহিতেছ পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ও ক্রিয়াভেদে বর্ত্তমান অবস্থার বৈষম্য সমাধা হইতে পারে। এ সমাধা কেবল জল বুদ্বুদ তুল্য ক্ষণ মাত্র স্থায়ী, একটী উত্তর প্রশ্ন করিলেই সমাধার বিলয় হয়। পূর্ব্ব জন্মের সংসার ভেদ এবং বৈষম্য কিহেতুক? যদি কোন২ দার্শনিক পণ্ডিতগণের বচন উদ্ধৃত করিয়া কহ যে পূর্ব্ব জন্মের বৈষম্য তৎপূর্ব্ব জাতি সংস্কার ভেদ বশতঃ, তবে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হইবেক, সে পূর্ব্ব জাতি সংস্কার ভেদ কি কারণ? যদি আর এক পূর্ব্বতর জাতির প্রসঙ্গ কর তবে আবার সে জাতির বৈষম্য সমাধা করিতে হইবে।

এইরূপ ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরের অবসান কিসে হইবে? অন্ততঃ দার্শনিক ঋষিগণের ন্যায় কহিতে হইবে যে জগৎ অনাদি। এ কি কথা! জগৎ পাতার নিয়ম সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া একেবারে জগতের নিত্যত্ব সুতরাং সৃষ্টি এবং স্রষ্টার অভাব স্থির করিয়া বসিবা। নিয়ম রক্ষার্থ নিয়ন্তার বিপরীত কথা! রোগের চিকিৎসার্থ রোগির প্রাণ হরণ! পূর্ব্ব জন্মের কথাতে বৈষম্য সমাধা তো হয়ই না, লাভে এই হয় যে তাহাতে লোকে দৈবপর হইয়া নিরুদ্যম হইয়া পড়ে এবং ভবিষ্যৎ বিচার প্রতীক্ষায় যে প্রত্যাশা ও ভয় সম্ভাব্য তাহাও অসম্ভব হইয়া যায়”।

তর্ককাম। “কিন্তু আমারদের অদৃষ্টবাদে কি ভয় ও প্রত্যাশা অসম্ভব হয়? আমরা তো এমন কথা কহিনা যে মনুষ্য সকল বিষয়েই অদৃষ্ট পরবশ। অদৃষ্টের প্রভাবে কেবল জন্ম ও অবস্থার নিরূপণ হয় কিন্তু আত্ম চেষ্টাকল্পে সকলেই স্বাধীন। কাহারও পক্ষে যত্নের নিষেধ নাই, তবে নিরুদ্যম হওনের কারণ কি? পূর্ব্ব জন্ম সংসক্ত অদৃষ্টবাদে বরং অধিক ভয় ও প্রত্যাশা ভবিতব্য কেননা প্রাক্তন কর্ম্ম ফল ইহ সংসারে ভোগ করাতে মানব মণ্ডলী এখানেই টের পাইতেছে যে ঐহিক কর্ম্ম ফল পরত্র অবশ্যম্ভু সুতরাং যত্ন পূর্ব্বক সদসৎ বিবেচনা পুরঃসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রবৃত্তি পায়”।

সত্যকাম। “কিন্তু তোমরা কি বল না,—শাস্ত্রকর এবং দার্শনিক পণ্ডিত বৃন্দ অবশ্যই কহিয়া থাকেন—যে সকলেই দৈবাধীন, অদৃষ্ট দ্বারা কেবল জাতি নিরূপণ হয়

এমত নহে, কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্ম ফল ভোগার্থ তদ্দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যাদি কার্য্যও আদিষ্ট হয়। অদৃষ্টাকৃষ্টৈরেব শরীরেন্দ্রিয়াদিভিস্তদ্ভোগজননাৎ। ফলেও জাতি নিরূপণ দ্বারা কার্য্য নিরূপণ এবং পারত্রিক অবস্থা নিরূপণও হয়। ঋষি শ্রেষ্ঠেরা কত বার অদৃষ্টবল উল্লেখ করিয়া স্বকৃত দোষ খণ্ডন করিয়াছেন, যথা দৈবমত্র পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকং। অকার্য্যং কারিতো যেন বলাদহমচিন্তিতং॥ কোন২ স্থলে দৈবে দোষারোপ পূর্ব্বক পরদোষ খণ্ডনও দেখা যায়। অপরাধঃ স দৈবস্য ন পুনর্মন্ত্রিণাময়ং। কার্য্যং সুঘটিতং যত্নাৎ দৈবযোগাৎ বিনশ্যতি॥ তন্নিমিত্ত অপরাপর পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে নিরুদ্যম হইয়া থাকাই উচিত। সম্পত্তেশ্চ বিপত্তেশ্চ দৈবমেব হি কারণং ইতি দৈবপরা ধ্যায়ন্নাত্মানমপি চেষ্টয়েৎ। তাঁহারা এই ভাবিয়াই নিশ্চেষ্ট হয়েন যে সুখ দুঃখ হেতুশ্চাদৃষ্টং। অতএব পূর্ব্ব জন্ম কল্পনা দ্বারা চেষ্টা এবং উদ্যমের হ্রাস সম্ভাবনা হওয়াতে ঐ কল্পনাকে অবশ্য দূষ্য করা যাইতে পারে।

“সংসারে যে অবস্থার বৈষম্য আছে পরকাল মান্য করিলেই তাহার সমাধা হইতে পারে। পরকালে যে পুরস্কার ও দণ্ড বিধান হইবে, তাহাতে ইহ কালের বৈষম্য বিষম বোধ হইবে না। সাধু জনকে সংসারে দুঃখ গ্রস্ত দেখিলে এমত কহা উচিত নহে যে তিনি স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন বরং ইহাই বলা কর্ত্তব্য যে তিনি এক্ষণে পরীক্ষার অবস্থায় আছেন পরে অনলোত্তীর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার মুখোজ্জ্বল হইবে।' তর্ককাম রাজা হরিশ্চন্দ্রের

কথা কি জাননা, বস্তুতঃ সত্য না হউক কিন্তু এমত সদাশয় মহীপালকে প্রেয়সী বিরহে চণ্ডাল আশ্রমে বাস করিতে হইয়াছিল, ইহা শুনিবামাত্র কে অশ্রু পূর্ণ নয়ন না হয়? তখন এমত কথা কি বলিতে পার যে ঐ সূর্য্যবংশাবতংস ভূপাল এবং তাঁহার অনুপমা মহিষী আত্ম দুরাচারের ফলে এবম্ভূত দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। এমত কহিও না! তাঁহারা কেবল ভক্তি পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, দেখ চরমে কেমন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন সকলের বিষয়েই তদ্রূপ জানিবা। ইহ সংসারে ধার্ম্মিক যেন সমর অবস্থায় আছেন, অনেকশঃ পরাভূত প্রায় হয়েন, কিন্তু উত্তরে লব্ধ জয় হইবেন সন্দেহ নাই। পরকালে অনন্ত সুখ ও অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলে এই কএক দিনের দুঃখ যেন শৈলাধিপতি হিমালয় সন্নিধানে বালুকাকণার ন্যায় বোধ হইবে"।

তর্ককাম এস্থলে ক্ষণৈক মৌনাবলম্বন করাতে আগমিক কহিলেন, "সত্যকাম, তুমি বহু কালের বন্ধু, যাহা বলিলে সকলি বিবেচ্য বটে কিন্তু আমি যাবনিক বিদ্যা বিশারদ জনৈক শেরেস্তাদারের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে গ্রীক জাতীয় পণ্ডিত বর্গও পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিতেন, দেখ পূর্ব্ব জন্মের কথা সর্ব্ববাদি সম্মতা, ইহার ঈদৃশী নিন্দা কি কর্ত্তব্য। এমত নিন্দায় কি ঘোরতর মাৎসর্য্য প্রকাশ হয় না"।

সত্যকাম। "অস্মদীয় দেশে পূর্ব্বজন্ম বাদ বশতঃ অসীম অনিষ্ট হইয়াছে তন্নিমিত্ত ইহার এমত দূষণ করিতেছি নচেৎ ইহার আন্দোলন করিবার প্রয়োজন হইত না। বলিতে কি এই পূর্ব্ব জন্ম বাদ বিষয়ে ইউরো-

পীয় পণ্ডিতেরাও বহুকাল পর্য্যন্ত মতিভ্রমাচ্ছন্ন ছিলেন। দেহী দেহ হইতে বিভিন্ন এবং অতীন্দ্রিয় একথা বুঝিতেন গোতমের ন্যায় 'শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ' বলিয়া ঐ মত স্থির করিয়াছিলেন এমত নহে কিন্তু শরীর হইতে আত্মার বিলক্ষণ ধর্ম্ম ও স্বতন্ত্রতার অগণ্য প্রমাণ দেখিয়া শরীর ভঙ্গে আত্মার অভঙ্গ বিশ্বাস করিতেন, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' কিন্তু আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া অস্মদীয় প্রাচীনেরদের ন্যায় একটা অমূলক বচন আশু গ্রাহ্য করিলেন যথা, আদি থাকিলেই অন্ত থাকে, জন্ম হইলে মৃত্যুও হয়, উৎপত্তি এবং নাশের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ। আত্মার অন্ত নাই, মৃত্যু নাই, নাশ নাই, একারণ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন তবে আত্মার আদি ও জন্মও নাই, উৎপত্তিও নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের এই প্রাক্তন ভ্রম পরে শোধিত হয়, প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে এক অতি মানুষিক ধীশক্তি সম্পন্ন দৈবোপদেশক অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার দ্বারা জীবন এবং অমরত্বের তত্ত্ব প্রকটিত হয় সেই উপদেশ শ্রবণে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন বুঝিয়াছেন যে মানবীয় আত্মার আদি আছে কিন্তু অন্ত নাই। আত্মা আদ্যন্ত রহিত কহিলে মনুষ্যকে ঈশ্বরতুল্য কহা হয় কিন্তু উক্ত দৈবোপদেশকের উপদেশ শ্রবণের পূর্ব্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আত্মাকে আদ্যন্ত রহিত কহিয়া একেবারে নিত্য পদার্থ করিয়াছিলেন সুতরাং পূর্ব্ব জন্মও স্বীকার করিতেন কিন্তু এমত ভাবেন নাই যে মানবীয় আত্মাকে নিত্য কহিলে একেবারে

স্বয়ম্ভু বলাও হয় এবং ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব অগ্রাহ্য করা হয়।

"প্রাচীন যবন পণ্ডিতেরদের বিষয়ে যাহা কহিলা তাহা মিথ্যা নহে কিন্তু হেতুবাদ বিচারের পূর্ব্বে তাহারদের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পেলেতো পূর্ব্ব জন্ম বিষয়ে এই কহেন যে স্মৃতি ভিন্ন অবগতি নাই সকল জ্ঞানই স্মৃতি সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম অবশ্যই ছিল"।

তর্ককাম। "পেলেতো উত্তম হেতুবাদ করিয়াছেন গোতম ঋষিরও ঐরূপ হেতুবাদ। সত্যকাম তুমি কি বলিয়া পূর্ব্ব জন্ম অস্বীকাব করিতেছ দেখ দেখি গোতমের হেতুবাদে কেমন নিরুত্তর হইতে হয়। আচ্ছা সংসারের বৈষম্য যেন পরকাল স্বীকারে সিদ্ধান্ত হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারের যে স্পষ্ট প্রমাণ আছে তাহা কি প্রকারে অগ্রাহ্য হইবে"।

সত্যকাম। "বটে! গোতমের হেতুবাদ কহ দেখি"।

তর্ককাম। "গোতম আত্মার নিত্যতা সিদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞায় কহিয়াছেন যে তাহার আদিও নাই অন্তও নাই। অনাদিত্ব বিষয়ের হেতুবাদ এই যথা

পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ ॥

জাতস্য বালস্য এতজ্জন্মাননুভূতেঽপি হর্ষাদিহেতুষু সৎস্থ হর্ষাদীনাং সম্প্রতিপত্তেঃ উৎপত্তিস্তস্যাঃ পূর্ব্বপূর্ব্বানুভবাধীনস্মৃতিসম্বন্ধাদেব সম্ভবাৎ ইত্থঞ্চেদানীন্তনস্যাত্মনঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসিদ্ধৌ তস্যানাদিত্বমনাদেশ্চ ভাবস্য ন নাশ ইতি নিত্যত্বসিদ্ধিরিতিভাবঃ ॥

"অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাসের স্মৃতির অনুবন্ধে সদ্যো জাত শিশুর হর্ষ ভয় শোক হইয়া থাকে। এই গৌতমোক্তির উপর বৃত্তিকার কহেন সদ্যোজাত বালকের এজন্মের অননুভূত

হর্ষ শোক পূর্ব্ব পূর্ব্বানুভবাধীন স্মৃতি প্রযুক্ত উৎপন্ন হয় পূর্ব্বা পূর্ব্ব কহাতে অনাদি সিদ্ধি হইল ।দেখ দেখি সত্যকাম এমত হেতুবাদের বিপরীতে তর্কাভাসও সম্ভবে না ইহার উপর কোন কথা কল্পনাতেও আইসে না।”

সত্যকাম। “গৌতম সূত্রে তোমার যে সূত্রকারের অপেক্ষাও অধিক স্নেহ দেখিতেছি। সূত্রকার আপনি পূর্ব্ব পক্ষ রূপে উক্ত সূত্রের উপর আপত্তি শঙ্কা করিয়াছেন যথা

পদ্মাদিষু প্রবোধসম্মীলনবিকারবত্তদ্বিকারঃ ॥২০॥

বালস্য হর্ষাদয়ো মুখবিকাসাদনুমেয়া ন চ তৎসম্ভবঃ পদ্মাদীনাংপ্রবোধাদিবদদৃষ্টবিশেষাধীনক্রিয়াবশাদেব তদুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥

“ অর্থাৎ বালকের হর্ষ শোকাদি জাত মুখ বিকার পদ্মাদির বিকাসাদির ন্যায় অপর দ্রব্যাদি বিশেষাধীন হইতে পারে, পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারাধীন নহে”।

তর্ককাম। “বটে কিন্তু গোতম এ আপত্তি নিরাকরণ করিয়াছেন যথা ঔষ্ণ্যশীতবর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মকবিকারাণাং। পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি কোন কাজের নয় কেননা ঔষ্ণ্য শীতাদির দ্বারা পঞ্চ ভূতের বিকার সম্ভবে”।

সত্যকাম। “এ উক্তি তর্কের অবসায়ক হইতে পারে না ফলেও পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তি যথাসাধ্য স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব পক্ষের বাস্তবিক তাৎপর্য্য বোধ হয় এই, গোতম কহেন যে সদ্যোজাত শিশুর মুখ বিকার দ্বারা চিত্ত বিকার অনুমেয় হয় সুতরাং ঐ চিত্ত বিকারের কারণভূত পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার স্বীকার করিতে হইবেক। পূর্ব্ব পক্ষের মতে চিত্ত বিকার অনুমেয় বটে কিন্তু তৎ কারণী

কৃত পূর্ব জন্ম সংস্কার স্বীকার্য্য নহে তাহা ইহ জন্মান্তর সংসারস্থ দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন হয়। শিশুর অন্তরীণ আদ্য হর্ষ শোক তৎসন্নিকৃষ্ট কোন বাহ্য বস্তু সহকারে উদ্ভূত হয়। অপর শিশুর মুখোপরি যে বিকার হয় তাহার অব্যবহিত কারণ ঐ হর্ষ শোক বটে কিন্তু যে বাহ্য বস্তু বশতঃ ঐ হর্ষ শোক জন্মে তাহাকে উহার মূল কারণ কহিতে হইবে। শিশুর মুখ বিকার সরোরুহের বিকাস নিমীলনাদির তুল্য ইহা অসম্ভব নহে। সরোরুহের বিকাসাদি শীতৌষ্ণ্য জনিত। ভাল। কিন্তু শীতৌষ্ণ্য তাহার একমাত্র অথবা অব্যবহিত কারণ নহে। বিকাস নিমীলনাদির কারণ কমলনিষ্ঠ রসসঞ্চালক কেশর মৃণালাদি অবয়ব। ঐ কেশরাদিতে শীতৌষ্ণ্য সংযোগ বশতঃ পুষ্প বিকাসাদি হয়। কেশরাদি অবয়ব বিশেষের অভাবে পুষ্প বিকাসাদি হয় না, তোমার বংশধর কুমারের ক্রীড়াপদ্মে ঐ রূপ অঙ্গ না থাকাতে তাহার বিকাসাদি দেখা যায় না জলরুহেরও ঐ অবয়বের অভাব হইলে বিকাসাদির অভাব হইত। অতএব পদ্মের বিকাসাদি নবকুমারের মুখপদ্মের বিকারের তুল্য কহাতে দোষ কি? উভয় স্থলে বাহ্য বস্তু সংযোগ দ্বারা অন্তরীণ অবয়ব বশতঃ বিকার বিকাসাদি হইয়া থাকে। তবে পূর্ব্ব জন্ম কল্পনার কারণ কি?

“ যদি বল শিশুর মুখ বিকার বাহ্য দ্রব্যাধীন নহে সুতরাং অবশ্যই পূর্ব জন্ম সংস্কার বশতঃ হইবেক, এ হেতুবাদ সাধ্যসম, কেবল বলের কথা যুক্তির কথা নহে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নবকুমারের ইন্দ্রিয় গ্রাম বাহ্য দ্রব্যের সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হয় তৎ

সন্নিকর্ষে তাহার অন্তরে বিবিধ চিত্তবৃত্তি সম্ভবে সে চিত্ত-বৃত্তি বশতঃ মুখ বিকারের সম্ভব। পূর্ব্ব পক্ষোক্ত জলরুহে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। যেমন বাহ্য দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে মানব প্রকৃতি বশতঃ শিশুর অন্তরে বিবিধ চিত্তবৃত্তির সম্ভব তদ্রূপ উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি বশতঃ শীতোষ্ণ্য সংযোগে মৃণালকেশরাদির রসাকর্ষণ ও রস সঞ্চালন শক্তির তারতম্য ব্যত্যয়াদির সম্ভব আর যেমন শিশুর চিত্ত বৃত্তি হেতুক মুখ বিকার সম্ভবে তদ্রূপ মৃণালাদির রস সঞ্চালনা-দির তারতম্য প্রযুক্ত কুসুম বিকাসাদি হইয়া থাকে। উভয় স্থলে সহজ কারণাধীন বাহ্য সন্নিকর্ষ সংযোগে স্বতন্ত্র কার্য্য দেখা যায় পূর্ব্ব জন্মের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন সুতরাং কারণ গৌরব মাত্র"।

তর্ককাম। "গোতমের তর্কে আমি তো কোন দোষ দেখি না কিন্তু ঐ তর্ক ভিন্ন আরও এক তর্ক আছে যথা প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ। প্রেত্য মৃত্বা জাতমাত্রস্য। সদ্যোজাত শিশুর পূর্ব্ব আহারাভ্যাস প্রযুক্ত স্তন্য অর্থাৎ দুগ্ধের অভিলাষ দেখা যায় সুতরাং পূর্ব্ব জন্মসদ্ভাব সিদ্ধ হইল নচেৎ দুগ্ধের গুণাগুণ বিবেকের পূর্ব্বে কেন এমত অভিলাষ হইবে"।

সত্যকাম। "এ তর্কেরও আপত্তি সম্ভবে, গোতম আপনি পূর্ব্ব পক্ষ স্মরণ করিয়াছেন যথা অয়সোয়স্কান্তাভি-গমনবত্তদুপসর্পণং। মাতৃস্তনে শিশুর আকৃষ্ট হওয়া লৌহেতে অয়স্কান্তমণির আকর্ষণ তুল্য।"

তর্ককাম। "গোতম স্বীয় ঔদার্য্য প্রযুক্ত এরূপ পূর্ব্ব পক্ষ

স্মরণ করেন কিন্তু দেখ কেমন উত্তর করিয়াছেন। নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ। বৃত্তিকার ইহার এই রূপ অর্থ করেন যথা

স্তনপান এব বালঃ প্রবর্ত্ততে নত্বন্যত্রেতিনিয়মঃ কথং স্যাৎ বস্তুতস্তু অন্যত্র অয়সি প্রবৃত্ত্যভাবাৎ প্রবৃত্তিহি চেষ্টানুমিতালিঙ্গং নতু ক্রিয়ামাত্রমতোন ব্যভিচার ইতি ভাবঃ ॥

"লৌহ জড় পদার্থ ইহার আকর্ষণ চেষ্টা পূর্ব্বক নহে। শিশু সচেতন প্রাণী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্পন্ন, চেষ্টা পূর্ব্বক স্বীয় কার্য্য করেন সুতরাং এস্থলে কোন সাদৃশ্য না থাকাতে দৃষ্টান্ত দূষ্য হইল এবং সূত্রকারের তর্কেতেও ব্যভিচারাভাব"।

সত্যকাম। "সদ্যোজাত নব কুমারকে অচেতন লৌহ তুল্য করা যায় না বটে কিন্তু গোতমের তর্কে ব্যভিচার আছে নিঃসন্দেহ, তাঁহার আরও এক তর্ক আছে তাহা উদ্ধৃত কর পরে একে বারেই উত্তর দেওয়া যাইবে"।

তর্ককাম। "তৃতীয় কারণ এই যথা বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ। কেহই বীতরাগ ও নিস্পৃহ হইয়া জন্মে না সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম প্রতিপন্ন হইতেছে"।

সত্যকাম। "ইহাতেও আপত্তি আছে যথা সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবৎ তদুৎপত্তিঃ। যেমন গুণ সমন্বিত দ্রব্যোৎপত্তি তদ্রূপ রাগাদিসহ মনুষ্যের জন্ম"।

তর্ককাম। "ও আপত্তি কোন কাজের নয় যথা ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাৎ রাগাদীনাং। রাগাদি সঙ্কল্প নিমিত্তক, জড় পদার্থের সহজ গুণের তুল্য নহে"।

সত্যকাম। "এ প্রত্যুত্তর যুক্তি সঙ্গত নহে। গোতমের দ্বিতীয় তর্ক এই যে সদ্যোজাত শিশুর দুগ্ধাভিলাষ

দেখিয়া পূর্ব জন্ম সংস্কার প্রতিপন্ন হয়। এ তর্কেআদৌ হেতু ও উপনয়ের দোষ স্পষ্টতর দেখা হইতেছে। সদ্যোজাত শিশুর বস্তুতঃ দুগ্ধাভিলাষ হয় এমত কথা সাহস মাত্র। কেবল এই বলিতে পার যে সদ্যোজাত শিশুর চোষ্যাভিলাষ আছে। যাহা দেও তাহাই চুষিবে। স্বীয় করপল্লবও চুষিবে। পরে স্তন্য পানানন্তর দুগ্ধ জ্ঞান জন্মিলে স্তন্যের অভিলাষ হয়। অতএব লৌহ ও অয়স্কান্তের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত নহে। লৌহের উপর যেমত অয়স্কান্তের আকর্ষণ তদ্রূপ সদ্যোজাত শিশুর চোষণশক্তি স্বভাবতই হয়। যেমন পাদপের রসা-কর্ষণ শক্তি। পূর্বজন্ম পক্ষে গোতমের তিন হেতুবাদ সঙ্কলন করিলে এক মাত্র তর্ক হয় অর্থাৎ জন্মাবধি মনুষ্যের যে২ চিত্তবৃত্তি ও অভিলাষ রাগাদি দেখা যায় তাহা পূর্ব-জন্ম সংস্কার বশতঃ প্রকটিত হইয়া থাকে। গোতমের তাৎপর্য্য এই কি না?”

তর্ককাম। “তাৎপর্য্য ঐ বটে কিন্তু ইহাতে তো কোন দোষ দেখিনা”।

সত্যকাম। “গোতমের বচন প্রমাণেই উহাতে অব্যাপ্তি দোষ স্পর্শ হয়। ১ অধ্যায়ের দশম সূত্রেতে লিখেন ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গং। ইচ্ছা দ্বেষাদি আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন। ইচ্ছা দ্বেষাদি যদি আত্ম ধর্ম্ম হইল তবে ইচ্ছা দ্বেষ দেখিলে কেবল আত্মার সত্তাই অনুমেয় হইবে পূর্ব জন্ম সংস্কার উহাতে অনুমেয় হয় না। আত্মা থাকিলেই ইচ্ছা দ্বেষ তদন্তর্গত থাকিবে তবে কেবল ইচ্ছা দ্বেষ লক্ষিত করিয়া অন্য কোন কথার সিদ্ধান্ত হইতে পারে

না। প্রাবৃট্ কালে বারাণসী তটে জাহ্নবীর তোয় বৃদ্ধি দেখিলে কেবল এই অনুমান করা যায় যে জলদ হইতে বারি পাতে নদী বৃদ্ধি হইয়াছে তখন কি এমত আশঙ্কা করিতে পার যে সাগর হইতে জোয়ার আসিয়া জলের উন্নতি করিয়াছে অতএব সদ্যোজাত নবকুমারের রাগ দ্বেষাদি দেখিলে কেবল এই মাত্র কহিতে পার যে কুমারের অন্তরে রাগ দ্বেষাদি বিশিষ্ট আত্মার সদ্ভাব আছে কিন্তু এমত সিদ্ধান্ত করিতে পার না যে পূর্ব্বজন্ম বশতঃ ঐ রাগাদির উৎপত্তি। স্তন্যপায়ি শিশুগণের চোষণ শক্তিই আদ্য প্রকটিত হয় তখন আর কোন চেষ্টার সামর্থ্য থাকে না সুতরাং রসনাতে যাহা সংলগ্ন হয় তাহারই চোষণ করে ইহাতে পূর্ব্বজন্ম সংস্কারের চিহ্ন কিছুই নাই। শৈশব ধর্ম্মই চোষণ যেমন পাদপের ধর্ম্ম মূল দ্বারা রসাকর্ষণ"।

তর্ককাম। "গোতম কেবল চোষণের কথা কহেন এমত নহে কিন্তু দ্রব্য বিশেষের অভিলাষ দেখিয়া পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারের কথা কহেন। পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ দুগ্ধাদি দ্রব্য বিশেষেরি অভিলাষ হয়"।

সত্যকাম। "এ কথা বস্তুতঃ যথার্থ নহে ইহ জন্মের জ্ঞান বিস্তারের অগ্রে দ্রব্য বিশেষাভিলাষের চিহ্ন দেখা যায় না সদ্যোজাত শিশু যাহা পায় তাহাই চোষে। কোন২ দেশীয় লোকের মধ্যে সদ্যো জাত কুমারকে সর্ব্বাগ্রে এরণ্ড তৈল দত্ত হয়, কুমারও তাহা সচ্ছন্দে চুষিয়া খায়। বিষাক্ত দুগ্ধ কিম্বা মধু দিলেও চুষিয়া খাইবে। এমন কি

কহিতে পার যে পূর্ব্ব জন্মে এরণ্ড তৈল এবং কালকূটের অভিলাষ সংস্কার বদ্ধ হইয়াছিল”।

তর্ককাম। “পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার না থাকিলে শিশু চোষ্য দুগ্ধাদি উদরস্থ করিবার ধারা কেমন করিয়া শিখিল। কণ্ঠ দিয়া উদর পর্য্যন্ত যে পথ আছে তাহা কে বলিয়া দিল?”

সত্যকাম। “এ সকল সহজ জ্ঞান, স্বভাবতঃ এ অনুভব হয়। অন্যান্য দ্রব্যের প্রাকৃতিক ব্যাপার যে প্রকারে হইয়া থাকে শিশুরও এই ব্যাপার সেই প্রকার। চম্পক কুসুমকে সৌরভ বিস্তার করিতে কে শিখাইল, সিংহকে বিক্রম প্রকাশ করিতে কে উপদেশ করিল। দিনমণিকে প্রভা প্রেরণ করিতে কে আদেশ করিল। এই সকল প্রশ্নের উত্তর করিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর হইবে। তর্ককাম যিনি স্বীয় ইচ্ছাতে এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই এ সকলের উপদেষ্টা এবং আদেষ্টা তিনিই সদ্যোজাত শিশুকে দুগ্ধ পান করিতে শিক্ষা দেন এবং ক্ষুধা কালে চীৎকার করিতে আদেশ করেন। তাঁহার নৈসর্গিক নিয়মে সচেতন অচেতন উদ্ভিজ্জ তাবৎ বস্তুর শাসন ও রক্ষা হয়। হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতা ময়ুরাশ্চিত্রিতা যেন সতে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি। তিনিই তোমার আমার সকলের ভরণ করেন তিনিই কোকিলের কুহুরব চক্রবাকের বিরহভাব দন্তির পরাক্রম বিধান করিয়াছেন। তাঁহার নৈসর্গিক উপদেশে অপত্য প্রসবের প্রাক্ কালীন পক্ষিণী নাড় করে, মালতী লতা স্বীয় অবলম্বন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া কুণ্ডলিনী হয়, পদ্মিনী দিবা ভাগে কুমুদিনী রজনী-

যোগে বিকসিতা হয় এবং বৃক্ষ লতা গুল্ম সকলি স্ব২ অবয়বের উপযোগি অঙ্কুর উৎপন্ন করে জরায়ুজাদি জন্তুও স্বীয়২ প্রকৃত্যনুসারে আহার অন্বেষণ করে”।

তর্ককাম। “তোমার মীমাংসা শুনিতে উত্তম বটে কিন্তু এ কেবল তোমার স্বকপোল কল্পিত বাক্য মাত্র। গৌতম মত তো খণ্ডন করিতে পারিলা না। পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিলেও উক্ত বিচিত্র বিষয়ের সমাধি হইতে পারে”।

সত্যকাম। “আমার কথাতে গোতমের মত খণ্ডন না হউক কিন্তু তাঁহার হেতুবাদেও তদীয় মত সপ্রমাণ হয় না। ফলে তাঁহার তর্কে অতি ব্যাপ্তি দেখা যায়, কেবল পূর্ব্বজন্ম স্থাপন নয় কিন্তু প্রাণি মণ্ডলীর নিত্যত্ব পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বলেন এক জন্ম হইতে তৎপূর্ব্ব সপ্রমাণ হয়, তাহা হইতে আবার তৎপূর্ব্ব, এই রূপ ধারাবাহিক তর্কেতে পূর্ব্ব২ সপ্রমাণ হওয়ায় মনুষ্যের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত হইতেছে তাহাও মন এবং দেহের বিরহে কেবল আত্মিক অবস্থায় নহে কিন্তু শরীর ও চিত্ত সহ নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত হইতেছে কেননা দেহ ও চিত্ত বিরহে জন্মের সম্ভব হয় না। তবে তর্কের অতিব্যাপ্তি কি পর্য্যন্ত দেখ। যদি মনুষ্য জাতি অনাদি কাল ব্যাপিয়া পৃথিবীতে বাস করিয়া আসিতেছে যদি অনাদি কালাবধি স্তন্যাদি আহার গ্রহণ করিয়াছে তবে উদ্ভিজ্জ পদার্থেরও নিত্যতা প্রমাণ হইল। উদ্ভিজ্জ না থাকিলে মনুষ্যের আহার কি রূপে হইল। অন্নাহার ব্যতীত কি নব প্রসূতার স্তনে দুগ্ধ সঞ্চা-

লন হয়? সুতরাং মনুষ্যকে নিত্য কহিলে বৃক্ষ শাক লতা-দিকেও নিত্য কহিতে হইবে আর উদ্ভিজ্জ পদার্থকে নিত্য কহিলে মৃত্তিকাদি জড় পদার্থকেও নিত্য কহিতে হইবেক নচেৎ উদ্ভিজ্জ কি অবলম্বন করিয়া এবং কিসেরই বা রস গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। গোতমের সিদ্ধান্তে তাবৎ পদার্থই নিত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, কেবল বিযুক্ত পরমাণু অবস্থায় নহে কিন্তু সংযোগ অবস্থাতে নিত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, বিশ্বপাতার শাসন রক্ষার্থ পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিয়া দেখ দেখি কি সিদ্ধান্ত করিলা। সংসার অনাদি নিত্য এবং অকারণ! তবে বিশ্বসৃক্ পরমাত্মার আর অপেক্ষা কোথায় রহিল? সুতরাং গোতমের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় তর্কে কেবল নাস্তিকতার পোষণ হয়। এমত নাস্তিক্য পোষক তর্ককে কি বিশ্বপাতার শাসন রক্ষক কহা যাইতে পারে। তোমার তর্কেতে বিশ্বপাতার শাসন কেমন রক্ষিত হয় যেমন কালকূট প্রয়োগে জীবের প্রাণ”।

তর্ককাম। “পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে বিশ্ব নিয়ন্তার শাসন কি রূপে যথার্থবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। কোন২ লোক জন্ম বশতঃ সুখী কোন২ লোক দুঃখী ইহাতে প্রাক্তন অঙ্গীকার না করিলে পরমেশ্বরে সুতরাং বৈষম্য দোষ স্পর্শ হয়। তুমি কহিলা যে ইহ সংসারে কার্য্য বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ভোগ বৈলক্ষণ্য। কোন২ বিষয়ে ইহা সম্ভবে বটে কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে সম্ভবে না, দীন দরিদ্র সকলেই কি পামর দুরাত্মা”।

সত্যকাম। “কিয়ৎ পরিমাণে সংসারের মধ্যেই কার্য্য

দোষে লোকের দুঃখাদি হয় তাহা তুমি স্বীকার করিলা। আচ্ছা এপর্য্যন্ত আমরা এক মত হইলাম। অপর আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে জাতি ভেদে সুখদুঃখের ভেদ অবশ্যম্ভু নহে। কুরঙ্গ তুরঙ্গ মাতঙ্গ এক জাতি নহে তন্নিমিত্ত কি কুরঙ্গকে তুরঙ্গাপেক্ষা অথবা তুরঙ্গকে মাতঙ্গাপেক্ষা অধিক দুঃখী কহিবা? মানব জাতি বিষয়েও তদ্রূপ জানিবা। পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনার মধ্যে নানা জাতীয় পদার্থ আছে তাহাতে স্বকীয় অবস্থানুযায়ি কার্য্য তৎপর থাকিলে কাহাকেও দুঃখী কহা যাইতে পারে না। এই বিচিত্র রচনাতে যে সকল বৈষম্য দোষারোপ করিয়াছ তাহাতে কেবল অপরিমেয় বুদ্ধি কৌশল এবং সদাশয়ত্ব সূচিত হয়। সৃষ্ট্যগ্রে কাহারও কোন বিশেষ জাতিতে অধিকার ছিল না বিশ্বসৃক্ পরমাত্মা স্বেচ্ছাধীন সৃষ্টি করিবার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টিতে বিচিত্রতা আছে অথচ বিরোধ নাই। প্রকাণ্ড কায় মত্ত হস্তিতে যেমন তাঁহার কৌশল দৃষ্ট হয় তদ্রূপ পরমাণু তুল্য কীটেতেও দেখা যায়। ইহাতে নৈর্ঘৃণ্যের কোন চিহ্ন নাই ক্ষুদ্র বৃহৎ না থাকিলে বিচিত্রতা কি রূপ সম্ভবে? আর অবিরোধ বিচিত্রতাতে কেবল কৌশল জাজ্বল্যমান হয়।

“অধিকন্তু আমি স্বীকার করিয়াছি যে সংসারের মধ্যে কোন২ বৈষম্য আছে বটে যাহা নৈসর্গিক সিদ্ধান্তে মীমাংসা হয় না কিন্তু তন্মীমাংসার্থ পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিলে কেবল গোলযোগের বৃদ্ধি হইবে। তাহার মীমাংসা এই যে ইহ সংসার পরীক্ষাভূমি, পরত্র, দোষাদোষের বিচারে সকল

সুনিয়ম হইবে। পরীক্ষাতে ক্লেশের অপেক্ষা থাকে। আগ্নিক তাপ ব্যতীত কাঞ্চনের পরীক্ষা হয় না। গুরুর তাড়না ব্যতীত শিশুর উপদেশ সম্পন্ন হয় না। তদ্রূপ ঐহিক পরীক্ষা দ্বারা পারত্রিক সুখলাভ”।

তর্ককাম। “পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তাকে গোতমের স্বকপোল কল্পিত কহিলা, কিন্তু সাংসারিক পরীক্ষার জল্পন কি তোমার স্বকপোল কল্পনা নহে? ইহারই বা নিশ্চয় প্রমাণ কি?”

সত্যকাম। “গণিত শাস্ত্রের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ের উপপত্তি হয় না সুতরাং যাহাতে কোন বিচিত্র ব্যাপারের অবিরোধ সিদ্ধান্ত হয় তাহাকে উপাদেয় প্রমাণ কহিতে হইবে। পর্ব্বজন্মের কল্পনাতে সংসারের বৈষম্য সিদ্ধান্ত অবিরোধ হয় না কেননা তাহাতে নাস্তিক্য পোষণ হয় কিন্তু ঐহিক পরীক্ষা ও পারত্রিক বিচার স্বীকার করিলে অদোষ ও অবিরোধ সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব্বজন্মের বার্ত্তাতে কি পর্য্যন্ত দোষ তাহা শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইবে যথা।

কিং পুনরসামঞ্জস্যং হীনমধ্যমোত্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধত ঈশ্বরস্য রাগদ্বেষাদিদোষপ্রসক্তেরস্মদাদিবদনীশ্বরত্বং প্রসজ্জেত।

প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষত্বাদদোষ ইতিচেন্ন কর্ম্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ অনাদিত্বাদিতিচেন্ন বর্ত্তমানকালবদতীতেষ্বপি কালেষ্বিতরেতরাশ্রয়দোষাদন্ধপরম্পরান্যায়াপত্তেঃ।

“অসার্থ, অসামঞ্জস্য কি? ঈশ্বর হীন মধ্যম উত্তম ভাবেতে প্রাণি ভেদ করিয়া রাগদ্বেষাদি দোষস্পৃষ্ট হওয়াতে মনুষ্যাদির ন্যায় অনীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ‘যদি বল পূর্ব্ব-

জন্মকৃত প্রাণি কর্ম্মাপেক্ষা প্রযুক্ত উক্ত ভেদে দোষ নাই এ সিদ্ধান্ত সংযুক্ত নহে কেননা ঈশ্বর আপনি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক অতএব কর্ম্মেতে এবং ঈশ্বরেতে প্রবর্ত্ত্য প্রবর্ত্তয়িতা সম্বন্ধ এই হেতুক ইতরেতরাশ্রয় দোষ পড়ে। যদি বল সংসার অনাদি হওয়াতে সে দোষ থাকে না এ কথাও গ্রাহ্য নহে কেননা বর্ত্তমান কালের ন্যায় অতীত কালেও ঐ ইতরেতর দোষ সম্ভবে সুতরাং এমত অনাদি কল্পনাতে কেবল অন্ধ পরম্পরা ন্যায়াপত্তি হয়।

"শঙ্করাচার্য্যের তর্কের দোষ গুণ বর্ণনা আমার সাম্প্রতিক অভিপ্রায় নহে। এইমাত্র বক্তব্য যে এস্থলে ঐ দর্শন বিশারদ আচার্য্য পূর্ব্ব জন্মের বার্ত্তা হেয় করিয়াছেন তাহাতে সংসারের বৈষম্য শমন হয় না বরং সংসারের নিত্যতা আশঙ্কনীয় হইয়া পড়ে সুতরাং পূর্ব্বজন্মের জল্পনেই ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব প্রাপ্তি সম্ভাবনা"।

আগমিক। "কিন্তু দেখ সত্যকাম ভারতবর্ষীয় সকল পণ্ডিতেরা পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করিয়াছেন এবং গ্রীক জাতীয় অনেক পণ্ডিতেও ঐ রূপ উপদেশ করিয়াছেন। তবে এ মতকে এ প্রকার দূষ্য করা কি কর্ত্তব্য?"

সত্যকাম। "পূর্ব্ব জন্মের কথা অবলম্বন করিয়া অস্মদীয় কোবিদ্‌বর্গ অনেক অনিষ্টকর মত প্রচার করিয়াছেন তন্নিমিত্ত ঐ মত খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নচেৎ এ বিষয়ে এত তর্ক করিয়া পরিশ্রম স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইত না। গ্রীক পণ্ডিতেরা তাদৃশ অনিষ্টকর মতের উল্লেখ করেন নাই। প্লেতো ঐ প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু

তদ্বশতঃ কোন অধর্ম্ম শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় আত্মার অমরত্ব এবং অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন, তিনি লিখিয়াছেন যে সুবিখ্যাত আচার্য্য সোক্রাতিসের উপ-র প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইলে পর আচার্য্য কোন প্রকারে বিষণ্ণ না হইয়া বরং পরমানন্দ সহ ভাবি সুখের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহার শিষ্য গণ গুরুর নিধন আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন কিন্তু আচার্য্য ব্যাকুল না হইয়া বরং মহা আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে শীঘ্র এই কুসংসার ত্যাগ করিয়া অক্ষয় সুখের স্থল প্রাপ্ত হইবেন। শিষ্য বর্গ ঐ কথায় বিশ্বাস না করাতে তিনি আত্মার অম-রত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে আরও কহিলেন যে আত্মার আদিও নাই অন্তও নাই। অতএব পূর্ব্ব জন্ম কেবল প্রসঙ্গতঃ স্বীকার করিয়া-ছিলেন।

"অপিচ প্লেতোর মতে বস্তু জ্ঞান কেবল পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের ধারণা মাত্র, নূতন পদার্থ গ্রহ নহে। তিনি সোক্রাতিসের এক আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন, সোক্রাতিস এক মূর্খ কৃষাণ কুমারকে নিকটে ডাকিয়া কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা সম চতুষ্কোণ দ্বিত্ব করিবার নিয়ম আবৃত্ত করাইয়া শিষ্য বর্গকে কহিলেন, দেখ, এ বালক গণ্ড মূর্খ তথাপি ক্ষেত্র তত্ত্ব জানে, ইহ জন্মে তো কখন শিখে নাই, তবে অবশ্য এ বিষয় পূর্ব্বেই ইহার অনুভূত ছিল এক্ষণে কেবল প্রকটিত হইল, সকল বিদ্যাই এইরূপ, অনুভূত পদার্থের ধারণা মাত্র। সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বসনীয়"।

আগমিক। "সোক্রাতিসের তর্কে দোষ কি? তাহাতে পূর্ব্ব জন্ম অবশ্য স্থাপন হয়"।

সত্যকাম। "সোক্রাতিসের তর্কে দোষ এই যে মুহুর্মুহু প্রশ্ন দ্বারা উপদেশ কৌশলে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া মানব প্রকৃতি সঙ্গত তাহাতে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। মানুষিক চিত্তের ধর্ম্মই এই যে এক কথার আভাসে কথান্তর মনোগত হয় সুতরাং বারম্বার প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞান প্রচার সহজেই সম্ভাব্য হয় পূর্ব্বজন্মের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন কিন্তু সোক্রাতিস পূর্ব্বজন্মের কল্পনা কেবল সৎপ্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত করিয়াছিলেন"।

তর্ককাম। "আমারদেরও প্রাচীন মহর্ষিগণ কেবল সৎপ্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত ঐ রূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারদেরও তাৎপর্য্যান্তর ছিল না"।

সত্যকাম। "এখনও ঐ কথা ছাড়িলা না ভাই তর্ককাম। যে কল্পনাতে নিরীশ্বরবাদ অথবা জগৎ পাতার নিন্দা কিম্বা অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভব হয় তাহাকে অনিষ্টকর বলা যায় কি না"।

তর্ককাম। "নিরীশ্বরবাদ পোষক হইলে অবশ্য অনিষ্টকর বলিতে হইবে"।

সত্যকাম। "আচ্ছা তবে দেখ দেখি পূর্ব্বজন্মের কল্পনাতে সংসারের নিত্যত্ব কল্পনা হয়, সংসারকে নিত্য করিলে কাজে২ই নিরীশ্বরবাদ হয়। ঐ পূর্ব্ব জন্মের কল্পনাতে আবার অদৃষ্টের কল্পনা তাহাতে লোকে এই উপদেশ পায় প্রাক্তনে যাহা হইয়াছে তাহারি ফল এখন প্রকটিত হই-

তেছে ইহা খণ্ডিবার কোন উপায় নাই। অদৃষ্টের নামান্তর দৈব, স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতং। মহর্ষিরা লিখিয়াছেন যে দৈবের খণ্ডন ঈশ্বরেরও অসাধ্য। শঙ্করাচার্য্য কহেন যেমন গোধুম বীজেতে ব্রীহির উৎপত্তি হয় না তদ্রূপ ঈশ্বরও অদৃষ্ট খণ্ডন করিতে পারেন না। এই রূপে ঈশ্বরকে অদৃষ্টাপেক্ষ করাতে কি পর্য্যন্ত দোষ হয় তদ্বর্ণন বাহুল্য মাত্র"।

তর্ককাম। "অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়িনী জাতি ও অবস্থার নিরূপণ হয় মাত্র, কিন্তু আত্ম চেষ্টায় কোন হানি হয় না"।

সত্যকাম। "বৈদিক প্রণালীতে প্রায় সকলই জাতি তন্ত্র। যদি কেহ অদৃষ্ট বশতঃ শূদ্রজাতি হইয়া পড়ে তবে তাহার দ্বিজ সেবা ব্যতীত আর কোন চেষ্টাই সম্ভব হয় না বিশেষ ভাগ্য ক্রমে পুনশ্চ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্তাসম্ভব নহে বটে কিন্তু তাহাতে প্রকৃষ্ট আশালতার উৎপত্তি সম্ভবে না। কোন২ স্থলে এমত বচন আছে বটে যে সৎপুরুষের দৈবপর হওয়া কর্ত্তব্য নহে, দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবর্জ্জিতাঃ কিন্তু ইহার বিপরীতে আবার ভূরি২ বচন আছে যাহাতে অদৃষ্টের অপরিমিত শক্তি উপদিষ্ট হয় যথা

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্ম কর্ম্ম শুভাশুভং সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলং।

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি। জীবত্যনাথোপি বনে বিসর্জ্জিতঃ কৃতপ্রযত্নোপি গৃহে ন জীবতি ॥

"দার্শনিক পণ্ডিতেরা কহেন জ্ঞান দ্বারা অদৃষ্টের খণ্ডন হয় এবং বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক মহাশয়েরা কহেন যে ইষ্ট

দেবোপাসনার দ্বারা অদৃষ্ট লঙ্ঘন হইতে পারে যথা দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং সলীলয়া। ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্ত শ্চাবিনাশী চ নির্গুণঃ। কিন্তু জ্ঞানী এবং ইষ্টদেব ভক্ত জন গণকে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা স্বতন্ত্র করাতে সামান্য লক্ষণকে সাধারণের পক্ষে বলবত্তর করিয়া অদৃষ্টের শক্তি বৃদ্ধি করাই হইল। আর আত্ম চেষ্টা কল্পে যে সকল বচন আছে তাহার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে অদৃষ্ট এবং পুরুষোদ্যম উভয়ই আবশ্যক”।

তর্ককাম। “আচ্ছা, দৈব পর হইলে দোষই বা কি?”

সত্যকাম। “অদৃষ্টের সর্ব্বশক্তি স্বীকার করিলে অশেষ দোষ সম্ভাবনা। যদি কেহ অদৃষ্ট পর হইয়া আপনি মনে করে এবং পরকে শিক্ষা দেয় যে কাহারও কোন বিষয়ে আত্ম চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যে যাহা করে সকলি ভবিতব্য, কাহারও কোন বিষয়ে দোষ গুণ নাই, কেহই স্বকীয় কার্য্যবশতঃ নিন্দনীয় কিম্বা প্রশংসনীয় হইতে পারে না, কোন লোকের অন্তঃকরণ বাল্যকালাবধি এরূপ সংস্কারবদ্ধ হইলে কি প্রকার আচার ব্যবহার সম্ভবনীয় তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। এমত কুসংস্কার বদ্ধ লোক অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী হইয়া কেবল ইন্দ্রিয় পরবশ হইবে। হয় তো সকলকেই তৃণ জ্ঞান করিবে এবং নিরঙ্কুশ চিত্তে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে তাহাতে কেহ মুহূর্ত্ত কাল তাহার নিকটে তিষ্ঠিতে পারিবে না, নচেৎ পদে২ কঠোর শাস্তি পাইয়া আপনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া পড়িবে। এপ্রকার কুসংস্কার নিবারণের এক উপায় এই যে দার্শনিক মহর্ষি বৃন্দ যাহা

বলুন কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা স্বয়ং মানব মণ্ডলীর চিত্ত ক্ষেত্রে এমত বিবেক শক্তি রোপিত করিয়াছেন যে কাহারও মন সর্ব্বতোভাবে নিরঙ্কুশ হইতে পারে না সকলেই অন্তরে টের পায় যে নিষ্কর্ম্মা কিম্বা দুষ্কর্ম্মা হইলে স্বভাবতঃ দোষ-স্পৃষ্ট হইতে হয়। তাহার সাক্ষী সংহিতা কর পণ্ডিতেরা অদৃষ্টের বল স্বীকার করিয়াও বলেন যে অদৃষ্ট পর হওয়া উচিত নহে। যথা

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ। অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি ॥ উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোত্র দোষ ॥

তর্ককাম। “কিন্তু দৈবের অর্থ কি? দেবতার অদৃষ্টা ইচ্ছা। মানব মণ্ডলীর কি উচিত নহে যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর রাখিয়া দিনপাত করে। আত্ম চেষ্টার উপর নির্ভর রাখিয়া কি ঈশ্বরকে বিস্মরণ করা কর্ত্তব্য”?

সত্যকাম। “ঈশ্বরেচ্ছাধীন কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে তাহাতে প্রকৃত চেষ্টা কিম্বা যত্নে ত্রুটি হইতে পারে না কিন্তু পণ্ডিতেরা অদৃষ্ট কিম্বা দৈবের এ প্রকার অর্থ করেন নাই, যথা

অদৃষ্টং জন্মান্তরীয়সংস্কারে। তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পূর্ব্বদৈহিকং। অদৃষ্টস্য প্রাক্তনশুভাশুভকর্ম্মণঃ। পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।

“দৈবের পর্য্যায়ে দিষ্ট অদৃষ্ট ভাগ্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার ও কার্য্য বলিয়া এ সকলের অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর এ সকলের অচেতন পদার্থ বলিয়াও

ব্যাখ্যা দেখা যায় সুতরাং দৈবাধীন হওয়া আর ঈশ্বরাধীন হওয়া, এ দুই ভাব পরস্পর তুল্য নহে। ঈশ্বরাধীন হওয়ার অর্থ শুদ্ধ বুদ্ধ বিশ্ব নিয়ন্তার শাসনে থাকা, কিন্তু দৈবাধীন হওয়ার অর্থ কোন অলক্ষিত অচেতন পদার্থবিশেষের পরতন্ত্র হওয়া, ইহাতে কেবল অন্ধ গোলাঙ্গুল ন্যায় স্মরণে আইসে, এ প্রকার বন্ধনে অবশ্য অসহিষ্ণুতা জন্মিতে পারে।

"সুতরাং পূর্ব্বজন্মবাদে যে দার্শনিক কুমত উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কথাই নাই। দেখ গোতম মহর্ষি সৃষ্টি প্রকরণে কি কহেন, আদৌ পূর্ব্বপক্ষের বচন উদ্ধৃত করেন 'ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ,' অর্থাৎ ঈশ্বরই কারণ কেননা পুরুষ কর্ম্মের অফল্য দেখা যায়। এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে স্বীয় মত প্রচার করিতেছেন, 'ন, পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ'। ঈশ্বর একক কারণ নহেন কেননা পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তি হয় না। পূর্ব্ব জন্ম বাদ বশতঃ ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মকে তাঁহার সহকারি করিলেন যথা বৃত্তিকারের উক্তি, পুরুষকর্ম্মণোপি সহকারিতাবশ্যকী।* ফলে গোতম অন্যত্র স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন যে সংসার নিত্য।

"বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদও অদৃষ্টবাদ প্রযুক্ত সৃষ্টি প্রকরণে ঈশ্বর বাদকে বহির্ভূত করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে পরমাণুর আদ্য ক্রিয়া যাহাতে

* কোন ২ টীকাকার প্রকারান্তরে সূত্রার্থ করিয়াছেন চতুর্থ সংবাদে তাহার প্রসঙ্গ করা যাইবে।

সংসারসৃষ্টি হয় তাহা অদৃষ্টদ্বারা সিদ্ধ হয়। অগ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্‌পতনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং।

"জৈমিনির মীমাংসাতে কর্ম্মই তো সার কথা আর কর্ম্মেতে কেবল অদৃষ্টের প্রভাব বুঝায়। কর্ম্মের দ্বারা সংসার শাসন এবং ফল প্রাপ্তি হয় কর্ম্ম এবং ফল বীজাঙ্কুরের ন্যায় নিত্য সংবদ্ধ।

"নিরীশ্বর সাংখ্যেরও শরণ ঐ অদৃষ্ট বাদ। সংসারের সুনিয়ম দেখিয়া কপিল সন্দিহান হইয়াছিলেন হয়তো পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু অদৃষ্ট স্মরণেই সে সংশয় ছেদ হইল, 'নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ'। ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে ফল নিষ্পত্তি হয় না কেননা কর্ম্মের দ্বারা তৎসিদ্ধি।

"বেদান্ত দর্শনের এক স্থলে অদৃষ্ট বাদ হেয়কল্প হইয়াছে বটে কিন্তু অন্যত্র আবার ঐ বাদ প্রযুক্ত ঈশ্বরের নিরপেক্ষতা খণ্ডন দেখা যায়। যথা পূর্ব্ব পক্ষ উদ্ধৃত করত শঙ্করাচার্য্যের উক্তি

নেশ্বরো জগতঃ কারণমুপপদ্যতে কুতঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ কাংশ্চিদত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্ কাংশ্চিদত্যন্তদুঃখভাজঃ করোতি পশ্বাদীন্ কাংশ্চিন্মধ্যমভাজো মনুষ্যাদীনিত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্যেশ্বরস্য পৃথগ্‌জনস্যেব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাদীশ্বরস্বভাববিপরিলোপঃ প্রসজ্যেত তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বমতিক্রূরত্বং দুঃখযোগবিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহরণাচ্চ প্রসজ্যেত তস্মাদ্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য প্রসঙ্গান্নেশ্বরঃ কারণমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে নেশ্বরস্য প্রসজ্যেতে কস্মাৎ সাপেক্ষত্বাৎ যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ ন তু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বমস্তি সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে কিমপেক্ষত ইতি চেৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ অতঃ সৃজ্যমান

প্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমাস্থষ্টিরিতি নায়মীশ্বরস্যাপরাধঃ ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবদ্দ্রষ্টব্যঃ যথা হি পর্জ্জন্যো ব্রীহিযবাদিস্থষ্টৌ সাধারণ কারণস্তবতি ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতান্যেবাসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদিস্থষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি এবমীশ্বরঃ সাপেক্ষত্বান্ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি ॥

সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি প্রাক্‌স্থষ্টেরবিভাগাবধারণান্নাস্তি কর্ম্ম যদপেক্ষা বিষমা স্থষ্টিঃ স্যাৎ স্থষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতীতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত অতো বিভাগাদূর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম প্রাক্ তু বিভাগাদ্বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাত্তুল্যৈবাদ্যা স্থষ্টিঃ প্রাপ্নোতীতিচেন্নৈষদোষঃ অনাদিত্বাৎ সংসারস্য ভবেদেষদোষো যদ্যাদিমানয়ং সংসারঃ স্যাৎ অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্ধেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তির্ন বিরুধ্যতে ॥

"অস্যার্থ, ঈশ্বর জগতের কারণ উপপন্ন হয়েন না, কেন? তাঁহাতে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রসঙ্গ আছে। কাহাকে২ অত্যন্ত সুখ ভাক্ করেন যথা দেবাদি কাহাকে২ অত্যন্ত দুঃখ ভাক্ করেন যথা পশ্বাদি কাহাকে২ বা মধ্যম ভাক্ করেন যথা মনুষ্যাদি এই প্রকার অসমান সৃষ্টি করাতে অন্যান্য নর লোকের ন্যায় ঈশ্বরেরো রাগদ্বেষ উপপন্ন হয় অতএব শ্রুতিস্মৃতির অবধারিত ঈশ্বরের স্বভাব ও স্বচ্ছতার লোপ প্রসক্তি হয় এবং দুঃখ যোগ বিধান ও সমুদয় প্রজা সংহরণ হেতু খলজন সমাজে নিন্দিত এমন নির্ঘৃণত্ব এবং অতি ক্রূরত্ব প্রসক্তিও হয় অতএব বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য প্রসক্তি প্রযুক্ত ঈশ্বর জগৎকারণ নহেন। পূর্ব্ব পক্ষের এতাদৃশ উক্তিতে আমাদের উত্তর এই যথা বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ ঈশ্বরেতে প্রসক্ত হয় না কেননা তিনি নিরপেক্ষ নহেন ঈশ্বর যদি নিরপেক্ষ হইয়া একক বিষম সৃষ্টি করিতেন তবে

তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ প্রসক্ত হইত কিন্তু নিরপেক্ষের নির্মাতৃত্ব নাই ঈশ্বর সাপেক্ষ অর্থাৎ পরাধীন হইয়া অসমান সৃষ্টি করেন যদি বল তিনি কিসের অপেক্ষায় পরাধীন? উত্তর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষায়। অতএব সৃজ্যমান প্রাণির ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষায় অসমান সৃষ্টি হয় ইহাতে ঈশ্বরের অপরাধ নাই ঈশ্বরকে বৃষ্টিবৎ জ্ঞান করা উচিত বৃষ্টি যেমন ধান্য যবাদি সৃষ্টিতে সাধারণ মাত্র কারণ কিন্তু ধান্য যবাদির বৈষম্যে তত্তদ্বীজ গত অসাধারণ সামর্থ্যই কারণ হয় তদ্রূপ দেব মনুষ্যাদির সৃষ্টিতে ঈশ্বর সাধারণ মাত্র কারণ কিন্তু দেব মনুষ্যাদির বৈষম্যে তাহাদের জীব গত অসাধারণ কর্ম্মই কারণ হয় অতএব ঈশ্বর সাপেক্ষ হওয়াতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষে দূষিত হয়েন না।

"যদি বল আদৌ তিনি কেবল এক মাত্র অদ্বিতীয় ছিলেন এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন কর্ম্মই ছিল না তবে কিসের অপেক্ষায় বিষম সৃষ্টির সম্ভব, সৃষ্টির উত্তর কালে শরীরাদির বিভাগাধীন কর্ম্ম সম্ভবে এবং কর্ম্মাধীন শরীরাদি বিভাগ এই ইতরেতরাশ্রয়ত্বও সম্ভবে অতএব বিভাগের পর কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর হউন কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে বৈচিত্র্য জনক কর্ম্মের অভাবে আদৌ সৃষ্টির সমানত্ব সম্ভবে, উত্তর, ইহাতে কোন দোষ নাই কেননা সংসার অনাদি, সংসারের যদি আদি থাকিত তবে দোষ হইত কিন্তু সংসার অনাদি হওয়াতে কর্ম্মের এবং বিষম সৃষ্টির বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পরের কার্য্য কারণ ভাবে থাকায় কোন বিরোধ নাই"।

শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আগমিক কহি-

লেন, "শঙ্করাচার্য্য না অনাদি সাংসারের কথাকে অন্ধ পরম্পরার ন্যায় কহিয়াছিলেন, তবে আবার অনাদি সাংসারের পোষকতাও কি করিয়াছেন?"

সত্যকাম। "দুই উক্তিই তো তাঁহার বটে, এখন আপনারা যাহা সমাধা করেন। শারীরিক সূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩৭ সূত্রের ভাষ্যে অনাদি সাংসারের কথাকে অন্ধ পরম্পরা ন্যায় কহিয়াছেন কিন্তু ঐ অধ্যায়ের ১ পাদের ৩৪ সূত্রের ভাষ্যে সংসারের অনাদিত্ব পোষক তর্ক করিয়াছেন।"

আগমিক। "কিন্তু এ দুই উক্তির কি সমন্বয় হইতে পারে না?"

সত্যকাম। "তর্ককাম ভায়া এ বিষয়ে বড় মেৰ্লক, উনিই ইহার উত্তর করুন। আমার বোধে পূর্ব্ব জন্ম বাদ এমত অসঙ্গত বার্ত্তা যে তত্ত্বরক্ষার্থ মহর্ষিরও মুখে আত্ম বচন বিরোধিনী কথা নির্গত হয়। ঐ বাদের পোষকতায় বিশ্বনিয়ন্তার মহিমাস্থাপন দূরে থাকুক বরং তাঁহার অস্তিত্ব পক্ষেও তাহাতে অনেক ব্যাঘাত দেখা যায়।"

আগমিক। এ সকল কথার উত্তর আশু দেওয়া যাইতে পারে না কিন্তু বিবেচনার বিষয় বটে"।

তর্ককাম। "নরজাতির বিবেক শক্তি আছে তন্নিমিত্ত জগতীস্থ সকল বিষয়ই বিবেচ্য।"

আগমিক। "সত্যকাম তুমি পূর্ব্ব জন্ম অস্বীকার করিয়া আত্মাকে জন্য পদার্থ করিলা, তবে কি তুমি আত্মার ধ্বংসও স্বীকার কর।"

সত্যকাম। “কখন না। আত্মা জন্য পদার্থ বটে কিন্তু বিনাশী নহেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে জন্য পদার্থের ধ্বংস অবশ্যম্ভু কিন্তু ইহা কেবল সাহসের কথা ইহার কোন প্রমাণ নাই। আত্মা নিত্য না হইয়া অমর হয়েন ইহাতে বাধা কি? প্লেতো স্বয়ং আত্মার অমরত্বের এমত প্রমাণ দিয়াছেন যাহা নিত্যত্বের সম্বন্ধ নহে ‘আমার দৃঢতর প্রত্যাশা আছে যে মৃত্যুর পর অবস্থান্তর আছে আর সেখানে সৎলোক সুখে বাস করিবে’। অতএব এমত মনে করিওনা যে আমি আত্মার ভাবি প্রধানত্ব অস্বীকার করি। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিবার আমার এমত অটল প্রমাণ আছে যাহা দার্শনিক বিচারকে অতিক্রমণ করে। কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম বাদে আমি বিষম বাধা দেখিতেছি। তাহাতে বিশ্বনিয়ন্তার শাসন ও স্বতন্ত্রতার খণ্ডন হয় অথবা তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তে সংশয় উৎপন্ন হয়। এ বড় দুষ্য কথা ইহাকে নাস্তিক্য কল্প বলিলেই হয়।”

“তর্ককাম। বড়২ কথায় কেবল বাগাড়ম্বর হয়, সৃষ্টি প্রকরণে সর্ব্ব দর্শনেরই দোষ ধরিয়াছ কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম এখনও বুঝ নাই অসৎ হইতে কি সৎ সম্ভবে। কার্য্য মাত্রেরই কারণ আবশ্যক।”

সত্যকাম। “কার্য্য মাত্রেরই কারণ আবশ্যক ইহা কে অস্বীকার করে? তবে কি না বিশ্বকৃৎ পরাৎপরের কার্য্য লৌকিক কার্য্য বৎ নহে তাঁহার কার্য্যের সমবায়ি কারণ নিতান্ত আবশ্যক নহে। এক্ষণে নৈয়ায়িকেরা ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করেন যথা

অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্তিতা। কারণত্বং ভবেত্তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতং ॥ সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বং। এবং ন্যায়-নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বং ॥ যৎ সমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্তু সমবায়ি জনকং তৎ। তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ ॥

"অর্থাৎ অন্যথা সিদ্ধি শূন্য পদার্থের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি যাহা তাহাই কারণ আর সেই কারণ ত্রিবিধ সমবায়ি অসমবায়ি এবং নিমিত্ত। যাহা সমবেত হইলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার সমবায়ি কারণ তাহাতে আসন্ন যাহা তাহা অসমবায়ি কারণ এবং এ উভয় হইতে পৃথক যাহা তাহা নিমিত্ত কারণ। কিন্তু সূত্রকার গোতম কেবল সমবায়ি কারণেরই গৌরব করেন। কণাদ বহুবিধ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু নিমিত্ত কারণ পক্ষে সচেতন জনকের বার্ত্তা না করিয়া অচেতন দ্রব্যাদির অভিঘাতের প্রসঙ্গ করিয়ছেন উদাহরণ স্থলে সঙ্কল্প পূর্ব্বক বুদ্ধি সম্পন্ন কারকের নাম না করিয়া এই মাত্র লিখিয়াছেন যে পাকজেতে অগ্নির ঔষ্ণ্য এবং ধর্ম্ম সাধনে বেদ বচনের প্রবর্ত্তকতা নিমিত্ত কারণ। সংযুক্ত সমবায়াদগ্নের্বৈশেষিকং। অগ্নে-র্বৈশেষিকং বিশেষগুণং ঔষ্ণ্যসংযুক্তসমবায়াৎ পাকজেষু নিমিত্তকারণং। সাংখ্যদর্শনে সচেতন নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ প্রায় নাই। উপাদান কিম্বা সমবায় কারণই কেবল মূলীভূত। নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ। উপাদাননিয়মাৎ। এই কারণ সূত্রকারের মনে এমনি দেদীপ্যমান ছিল যে ধ্বংসের লক্ষণেও কহেন নাশঃ কারণলয়ঃ। নাশের অর্থ কারণেতে লীন হওয়া। উৎপত্তির আবার এই লক্ষণ করেন যে উৎপত্তি কেবল অভিব্যক্তি ব্যবহার যথা

নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ। কার্য্যোৎপত্তের্ব্যবহারাব্যবহারৌ কার্য্যাভিব্যক্তিনিমিত্তকৌ অভিব্যক্তিত উৎপত্তিব্যবহারোভিব্যক্ত্যভাবাচ্চোৎপত্তিব্যবহারাভাবো নত্বসতঃ সত্ত্বেনার্থঃ ॥

"এই লক্ষণের তাৎপর্য্য কারণ ভূত পদার্থের অভিব্যক্তি প্রযুক্ত কার্য্যোৎপত্তি কহা যায় যেমন শিলা মধ্যে প্রতিমা আদ্যাবধিই আছে। লৈঙ্গিকব্যাপারে তাহার অভিব্যক্তিকেই তদুৎপত্তি কহা যায় এবং যেমন তিলের নিষ্পীড়নে তৈলোৎপত্তি ও ধান্যের অবঘাতে তণ্ডুলোৎপত্তি। যথা শিলামধ্যস্থপ্রতিমায়া লৈঙ্গিকব্যাপারেণাভিব্যক্তিমাত্রং তিলস্থতৈলস্য চ নিষ্পীড়নেন ধান্যস্থতণ্ডুলস্য চাবঘাতেনেতি।

"এই কারণবাদ প্রযুক্ত কপিলের নিরীশ্বর বাদের প্রসঙ্গ। জগতের মধ্যে আত্মাতো নিত্য আর অনাত্ম পদার্থ সকল অচেতন ও জড় তবে জগৎ কারণ চেতন পদার্থ কি রূপে হইবে? এই প্রকার তর্ক করিয়া কপিল সিদ্ধান্ত করিলেন যে অচেতন প্রকৃতিই জগতের কারণ কেননা জগৎ এবং প্রকৃতি উভয়ই ত্রিগুণাত্মক এবং অচেতন। ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ।

"বেদান্ত দর্শনে সচেতন নিমিত্ত কারণের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু ঔপনিষদ উপাদান কারণ বাদের পোষকতা করাতে বেদান্তে মহা গোলযোগ হইয়াছে। সচেতন নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য উত্তম লিখিয়াছেন বটে, যথা

নচ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং ন বাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিঞ্চিন্নিয়ামকমস্তি। কার্য্যকারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বনির্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্টঃ। ন কার্য্যকারণভাবাদ্বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানামচেতনপূর্ব্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুং।

"অসার্থ, এমত কোন নিয়ম নাই যে উপাদান স্বরূপাশ্রিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গে মৃত্তিকাদি সমবেত মূল কারণের অবধারণই আবশ্যক কুম্ভকারাদি বাহ্যকারণের অবধারণ উচিত নহে। প্রেক্ষা পূর্ব্বক নির্ম্মিত শয়নাসনাদিতেই কার্য্য কারণের ভাব দৃষ্ট হয়। কার্য্য কারণ ভাবেতে বাহ্যাধ্যাত্মিক ভেদের অচেতন পূর্ব্বক কল্পনা করা যায় না। তথাপি শঙ্করাচার্য্য আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন যে জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সূত্র ও পটের সম্বন্ধবৎ এবং দুগ্ধ ও দধির তথা মৃত্তিকা ও ঘটের স্বর্ণ ও রুচকের লৌহ ও নখ কৃন্তনের সম্বন্ধবৎ। যে ঔপনিষদ বচনে ব্রহ্মের অখিল কারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহাতেই পঞ্চমীতে যতঃ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে—যাহা হইতে (যাহা দ্বারা নয়) জগৎ উৎপন্ন হয়।

যত ইত্যয়মপি পঞ্চমী যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যত্র জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণএবোপাদানে দ্রষ্টব্যা।

তর্ককাম। "এ প্রকার কারণ বাদে দোষ কি? গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা যেন উপদান করণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন নিমিত্ত কারণ প্রতিপন্ন করেন নাই তাহাতে হানি কি? গ্রন্থকারের প্রতিজ্ঞা স্বেচ্ছানুযায়িনী হইতে পারে। প্রতিজ্ঞাত পদার্থ বর্ণনায় কি কিছু দোষ দেখাইতে পার?"।

সত্যকাম। "দোষ এই যে কার্য্য কারণ ভাবে (যথা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি) প্রেক্ষা পূর্ব্বক নির্ম্মিত কার্য্যের সচেতন বাহ্য কারক বুঝায়, সমবায় সম্বন্ধ স্পষ্ট রূপে বুঝায় না, তোমার শঙ্করভাষ্য পুথির কারণ তুলা ও হরিতাল কহিলে

কেমন শুনায়? আচ্ছা বল দেখি তর্ককাম আদৌ যখন বেলাতি ঘড়ী দেখিয়াছিলা তখন তাহার ধাতু কি যন্ত্র সংযোগ অথবা নির্মাতার কার্য্য কৌশল এই তিন কারণের মধ্যে কোন কারণকে অদ্ভুত জ্ঞানে অতি বিস্মিত হইয়াছিলা”।

এই প্রশ্ন শ্রবণে তর্ককাম যৎকিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইলেন কেননা ধাতু, যন্ত্রসংযোগ, এবং নির্মাতার নৈপুণ্য এই তিনই ক্রমশঃ ঘটিকা যন্ত্রের সমবায়ি অসমবায়ি এবং নিমিত্ত কারণ ছিল সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তরে নিমিত্তকারণেরই প্রাধান্য সম্ভাব্য। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া উত্তর করিলেন “অবশ্য ঘটিকা যন্ত্রেতে নির্মাতার কৌশলই অধিক বিচিত্র”।

সত্যকাম। “ঘটিকা যন্ত্রের কারণ কল্পে নির্মাতার কৌশল ধাতু ও সংযোগাপেক্ষা অধিক বিচিত্র”।

তর্ককাম। “এমনি তো বোধ হয়”

সত্যকাম। “ধাতু যাহা হউক, স্বর্ণই হউক কিম্বা রৌপ্যই হউক, কিন্তু ঘটিকার উৎকর্ষ নির্মাতার কৌশলানুযায়িই অবশ্য হইবে”।

তর্ককাম। “তাহাতে সন্দেহ কি? নির্মাতার নৈপুণ্য দ্বারা রৌপ্য ঘটিকাও উত্তম হয় আর নির্মাতার দোষে স্বর্ণ ঘটিকাও অধম হয়, নির্মাতার কৌশলই প্রধান কারণ”।

সত্যকাম। “তবে তোমার মুখেই তো ন্যায় সাংখ্যাদির কারণবাদের দোষ প্রকটিত হইল। কোন বিচিত্র যন্ত্র দেখিলে তাহার নির্মাতার কৌশলই প্রথমতঃ মনে আইসে, কি পদার্থে হইল তাহাতে বড় মনোযোগ সম্ভবে না। গোতম এবং কপিল যে কারণের এমত প্রাধান্য

করিয়াছেন তাহা উপেক্ষণীয় হয় আর যে কারণ তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন তাহাই মনে প্রথমতঃ জাজ্বল্যমান হয়।"

তর্ককাম। "এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?"

সত্যকাম। "তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্টি প্রকরণে উপাদান কারণের গবেষণ করত দার্শনিক আচার্য্যেরা সকলেই মহাভ্রমে পড়িয়াছেন, কেহ বলেন প্রকৃতিই জগৎ কারণ, কেহ বলেন পরমাণু, কেহ বলেন জগৎ স্বয়ং ব্রহ্ম, কপিল বলেন ক্ষীর যেমন স্বতন্ত্রতঃ দধি হয় তদ্রূপ প্রকৃতি স্বতন্ত্রতঃ জগৎ হইয়াছে। এস্থলে আদৌ উদাহরণ দোষ দেখাযায়, ক্ষীরতো স্বতন্ত্র দধি হয় না, শীতৌষ্ণ্যাদির অভিঘাত ব্যতীত দুগ্ধের পরিণামে দধি সম্ভবে না। কিন্তু উপাদান কারণের গবেষণই মতি ভ্রম। উপাদান তো প্রধান কারণ নহে। তাহা কারণের মধ্যেই নহে ইহা বলা যাইতে পারে। সৃষ্টি প্রকরণে উপাদান কারণ কোন মতে অন্বেষ্টব্য নহে। কোন আশ্চর্য্য গঠন দেখিয়া লোকে প্রথমতঃ নির্ম্মাতার কৌশলই বিচিত্র জ্ঞান করে, কিসে নির্ম্মিত হইল ইহা ভাবে না। কিন্তু দার্শনিক আচার্য্য দিগের এমত বিষম অভিপ্রায় যে এই বিচিত্র জগতের উপর দৃষ্টি করিয়া আদৌ এমত চিন্তা করেন না অহো এই অচিন্ত্য রচনার সৃষ্টিকর্ত্তার কেমন অদ্ভুত কৌশল! কিন্তু উপাদানের গবেষণ করত কহেন জগৎ কিসেতে নিৰ্ম্মিত হইল, প্রকৃতিতে না পরমাণুতে। এই উপাদানের গবেষণে তাঁহারা ইহাও ভাবেন নাই যে সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর উপাদান সমবায়ের অপেক্ষা

রাখেন না, স্বকীয় ইচ্ছার বলে সকলি করিতে পারেন। মানবীয় তক্ষকেরা উপাদান না পাইলে কিছুই করিতে পারে না বটে, কুম্ভকার মৃত্তিকা না পাইলে ঘট করিতে পারে না, তন্তুবায় কার্পাসাদির অভাবে বস্ত্র করিতে পারে না, স্বর্ণকার রজত কাঞ্চনাভাবে চন্দ্রহার প্রস্তুত করিতে পারে না, কিন্তু ঐশ্বরিক সৃষ্টি লৌকিক রচনার সদৃশ নহে যেমন শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং কহিয়াছেন 'ন লোকবদিহ ভবিতব্যং।' তিনি কোন জড় পদার্থের সাপেক্ষ নহেন। আপন ইচ্ছার প্রভাবে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, আর যে পদার্থ তিনি প্রথমতঃ করেন তাহাই অখিল জগতের উপাদান। নিত্য উপাদান কিছুই নাই। নিরীশ্বর সাংখ্যের তো কথাই নাই, কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকেরদের ন্যায় অচেতন নিত্য পরমাণুর কল্পনা করিলে ঈশ্বরের মহিমা হানি করা হয়, যদি অসৃষ্ট জড় পদার্থ তাঁহার দোসর সহকারী হইল তবে তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও নিরপেক্ষতা কোথায় রহিল? আর বেদান্তিদের ন্যায় তাঁহাকে জগৎ স্বরূপ করিলে সৃষ্ট স্রষ্টার ভেদ লোপ দ্বারা তাঁহার প্রভুত্ব ও ঈশ্বরত্বে কুঠারাঘাত হয়।"

"তর্ককাম ভায়া, তুমি কহিলা যে অদৃষ্ট বাদ ও উপাদান কারণ বাদ প্রযুক্ত মহর্ষিরা ষড়্‌দর্শন বাদ প্রকটিত করিয়াছেন। বাঢ়ং। কিন্তু অদৃষ্ট ও উপাদান বাদ কেমন অমূলক তাহাতো দেখিলা, মূলে দোষ থাকাতে দার্শনিক বাদেও সুতরাং দোষ পড়িল। ফলেও দার্শনিক দিগের মীমাংসায় হয়তো ঘোরতর নিরীশ্বর বাদ হয় যথা সাংখ্য

ও মীমাংসায়, নচেৎ ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতার হানি হয় যথা নৈয়ায়িক মতে। বেদান্তের সিদ্ধান্তও নিরীশ্বর কল্প, কেননা জগদ্ব্রহ্মে যদি অভেদ হইল তবে একপক্ষে জগৎকেই ব্রহ্ম করা হয় দ্বিতীয় পক্ষে ব্রহ্মকে জগৎ করা হয়, তাহাতে আবার জগৎকে মিথ্যা কহিলে বিকল্পে ব্রহ্মকেও মিথ্যা কহা হয়, যেমন রামানুজ আচার্য্য লিখিয়াছেন, তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ।

"অতএব তর্ককাম সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যেন দার্শনিক তর্ক কুহকে মুগ্ধ হইয়া আমরা ঐ এক পরাৎপর নিত্য পুরুষের মহিমা অথবা অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার না করি যিনি বিপত্তি কালে অভয় দাতা এবং নিরন্তর অখিল সংসারের শরণ্য"।

চতুর্থ সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

আপনকার কর কমল লিখিত পত্র তো এ পর্য্যন্ত পাই নাই, তীর্থকাকবৎ বহুদিবসাবধি তৎপ্রতীক্ষায় আছি কিন্তু অদ্যাপি সে প্রতীক্ষা সফল হইল না। যাহা হউক সরস্বতী কুমার শাস্ত্রিকে আমারদের শাস্ত্রীয় আলাপ বিষয়ক মদীয়া লিপি দেখাইয়াছিলা তাহা ভালই হইয়াছে কেননা যদিও তোমার স্বাক্ষরিত কোন পত্র এখনো পাই নাই তথাপি উক্ত শাস্ত্রী উত্তর লেখাতে বিপুল সন্তোষ লাভ হইয়াছে। সরস্বতীকুমার লিখিয়াছেন, 'কলিযুগে যে মানব 'আয়ুর খর্ব্বতা হইয়াছে, কি করা যায়, কৃতযুগের ভূসুর 'বর্গের ন্যায় কি আর বিদ্যা লাভ সম্ভবে, তাহার 'বিংশাংশও এখন পাওয়া যায় না, এই কারণই সম্প্রতি 'তত্ত্ব বিদ্যার মূল সূত্র জ্ঞান এমত বিরল। এ কেবল 'কালের দোষ, আমারদের দোষ কি? বিদ্যারম্ভে কিম্বা 'বিদ্যানুশীলনে আমারদের তৎপরতা নাই এমত নহে, 'পঞ্চম বর্ষে বালকের বিদ্যারম্ভ করাইতে আমরা ত্রুটি 'করি না, হাতে খড়ি দিয়া ক খ লেখাই, কিন্তু বালক

'অতি মেধাবী হইলেও বর্ণ পরিচয় পূর্ব্বক ভাষা শিক্ষা 'করিতে দুই তিন বৎসর অতীত হয়। অষ্টম বৎসরের 'অগ্রে শাস্ত্র শিক্ষা সম্ভবে না। ব্যাকরণের সূত্রাবৃত্তিতে দুই 'এক বৎসর গত হয়, পরে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যায়, 'ব্যাকরণ অভিধান গণ প্রভৃতিতে ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে কেহ 'ব্যুৎপন্ন হয়েন না, তদনন্তর কাব্য সাহিত্যাদি পাঠ্য হয়, 'দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের অগ্রে প্রায় 'আরম্ভ হয় না। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা অভিপ্রেত হইলে 'প্রথমতঃ ভাষা পরিচ্ছেদাদি পাঠ হয়, পরে অনুমান খণ্ডের 'অধ্যয়ন হয়। এই দুরূহ ব্যাপারে কতিপয় বর্ষ 'দেখিতে২ই যায় পরে বিদ্যার্থির উপর সংসার ভার 'পড়াতে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম পরিহার পূর্ব্বক গৃহাশ্রম 'অবলম্বন করিতে হয়। সে সময়ের পর আর বিদ্যার 'চর্চ্চা কি সম্ভবে? চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুথিতে 'জলাঞ্জলি দিতে হয় তখনপর্য্যন্ত যে বিদ্যালাভ তাহাতেই 'সন্তুপ্ত হইতে হয়। এ সময়ের মধ্যে কত বিদ্যা হইতে 'পারে, অনুমান খণ্ড যদি কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে তবে অনুমান 'ও ব্যাপ্তি জ্ঞান হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু 'চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে অনুমান একাংশ মাত্র, আর প্রমাণ 'ষোড়শ পদার্থের এক পদার্থ। অতএব কলিযুগের ভূসুর 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিহার কালীন গৌতম পদার্থের চতুঃ- 'ষষ্টিতমাংশ মাত্র পাঠ করিতে পায়েন। মূল সূত্রের 'কথা কি কহিব, হয়তো তাহা উহাঁর নয়ন গোচরও 'হয় নাই'।

সরস্বতীকুমার পরে লিখেন, 'কিন্তু সত্যকাম ম্লেচ্ছরাজ 'দ্বারা সংস্থাপিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এ প্রকার 'বিদ্যালয়ের নিয়ম এই, যে নানাবিধ বিষয়ের কিঞ্চিৎ২ 'শিক্ষা, তথাকার বিদ্যার্থিরা কোন পদার্থের প্রগাঢ় 'জ্ঞানের সাধনে থাকেন না অথচ সকল বিষয়েরই কিঞ্চিৎ২ 'অনুসন্ধান করেন। তন্নিমিত্তই কোন২ প্রকরণে সত্যকাম 'তর্ককামকে প্রায় নিরুত্তর করিয়াছেন'।

সরস্বতীকুমার কাণাদ দর্শনের অদৃষ্টবাদ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন কল্য সত্যকাম তর্ককাম প্রভৃতিকে তাহা দেখাইয়াছিলাম। অনেকে ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। বারুণী স্নানের দিন এবং প্রাতেই যোগ এ প্রযুক্ত গঙ্গাহীন দূরস্থ গ্রাম হইতে বহু সংখ্যক লোক জাহ্নবী তটে পাপ ক্ষালন করিবার নিমিত্ত সংহত হইয়াছিলেন। স্নানাহ্নিকের পর তর্ককাম দার্শনিক শাস্ত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া সত্যকামের ভবনে আসিয়াছিলেন, উহার মধ্যে এক জন ন্যায় বিশারদ ছিলেন তাঁহার উপাধি ন্যায়রত্ন, আর এক জন সাংখ্য বিশারদ তিনি কাপিল নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সত্যকাম কণাদের অদৃষ্টবাদকে নাস্তিক্য কল্প কহিয়াছিলেন ন্যায়রত্নকে আমি তদ্বিষয় অবগত করিয়া সরস্বতীকুমারের উক্তি পাঠ করিলাম, যথা, 'সত্যকাম সূত্রের 'আবৃত্তি ঠিক করিয়াছেন, মহর্ষি কণাদ লিখিয়াছেন বটে 'যে পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম অদৃষ্ট বশতঃ হয়, আর সেই আদ্য 'কর্ম্মের অভিঘাতে পরমাণু সংযোগারব্ধ হয় সুতরাং তাহাই 'জগতের নিমিত্ত কারণ। শঙ্কর মিশ্রের টীকারও ঐ

'তাৎপর্য্য। আদ্যমিতি সর্গাদ্যকালীনমিত্যর্থঃ। তৎ-
'কালে অন্য কোন অভিঘাতের সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে
'জিজ্ঞাস্য এই, অদৃষ্টের ভাব কি? শব্দার্থ, যাহা দৃষ্ট নহে, ক্ত
'প্রত্যয়ান্ত প্রযুক্ত বিশেষণ কহিতে হইবে, কিন্তু দার্শনিক
'পণ্ডিতগণের পরিভাষায় ইহা বিশেষ্য, আর ইহাতে চেতনা-
'চেতন পদার্থ নিষ্ঠ সংস্কার বা শক্তি বিশেষকে বুঝায়,
'সচেতন পদার্থ নিষ্ঠ হইলে ইহাতে শারীরিক ও মানসিক
'সংস্কার ও প্রবৃত্তি বিশেষকে বুঝায়, অচেতন পদার্থ নিষ্ঠ
'হইলে ইহাতে সেই পদার্থ গত শক্তি বিশেষকে বুঝায়।
'দেহির পক্ষে এই অদৃষ্ট শক্তি দ্বারা চিত্তবৃত্তি ও শারীরিক
'চেষ্টা নিয়মিত হয়। যথা শ্রীহর্ষ কবির উক্তি, অদৃষ্টমপ্যর্থ-
'মদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিং। স্বপ্নেতে
'অদৃষ্ট বল দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থেরও দৃষ্টি হয়। এবং পার্ব্ব-
'তীর বিদ্যালাভের বিষয়ে কালিদাস লিখিয়াছেন তাং
'হংসমালা শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ
'স্থিরোপদেশামুপদেশ কালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্ম বিদ্যাঃ।
'শরৎ কালে যেমন হংস শ্রেণী গঙ্গাতে আইসে এবং
'রজনীতে যেমন ওষধির আত্মভাস প্রাপ্তি হয় তদ্রূপ
'উপদেশকালে পার্ব্বতীর পূর্ব্বজন্মের বিদ্যালাভ হয়।
'আর শারীরিক চেষ্টার বিষয়ে কুসুমাঞ্জলির টীকাকার
'লিখিয়াছেন, অদৃষ্টাকৃষ্টৈরের শরীরেন্দ্রিয়াদিভিস্তদ্ভোগজন-
'নাৎ। স্বর্গ ভোগ জনন হেতু অদৃষ্টাকৃষ্ট শরীরেন্দ্রিয়াদি
'দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনাদি হয়। দেহির পক্ষে এই অদৃষ্ট
'বল পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়া বশতঃ প্রকটিত হয়, তন্নিমিত্ত

'ইহাকে কখন২ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মও কহা যায়। কণাদ
'যেমন অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ কহিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহার
'টীকাকার শঙ্করমিশ্র সংসারকে ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত কহেন,
'যথা সংসারমূলকারণয়ো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পরীক্ষা। কণাদ
'কহেন দেহির দেহান্তর প্রাপ্তি অদৃষ্ট বশতঃ হয়, অপসর্পণ
'মুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্য
'দৃষ্টকারিতানি। গোতম বলেন উহা কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন
'হয়, পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। অচেতন পদার্থ গত
'অদৃষ্টে সংস্কার বা বেগ বিশেষ বুঝায় যথা কণাদের উক্তি
'মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারণকং।

'অদৃষ্টের অর্থ এই বটে কিন্তু কণাদের এইমাত্র অভিপ্রায়
'যে নৈসর্গিক কারণের মধ্যে ইহা আদিম, ইহা ঈশ্বরের প্রতি-
'যোগি নহে, অদৃষ্ট তাঁহার যন্ত্রমাত্র, তিনি আপনি যন্ত্রী'।

সরস্বতীকুমারের এই উক্তি শুনিয়া তর্ককাম কহিলেন,
"অহো কেমন অদ্ভুত শাস্ত্র বুদ্ধি! অর্থতঃ ও সরস্বতীকুমারই
বটে, সরস্বতী পুত্র না হইলে কি এমন বুদ্ধি সম্ভবে। তবে
সত্যকাম, এখন তো বুঝিলা, আর কণাদকে মানস কল্পনাতেও
নিরীশ্বরবাদী কহিও না। মহর্ষি নিন্দা শ্রবণেও পাপ
আছে, ন কেবলং যো মহতোপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ
স পাপভাক্"।

সত্যকাম। "সরস্বতীকুমার শাস্ত্রী স্বয়ং বিদ্যা স্থান
অত্র সন্দেহো নাস্তি কিন্তু তাঁহার বিচারে এই মাত্র স্থির
হইল যে অদৃষ্ট শব্দে প্রাক্তন সংস্কার অথবা শক্তি বিশেষ
প্রতিপন্ন হয়, আর তাহা চেতনাচেতন পদার্থ মাত্রেই থাকে।

পদার্থক্রিয়া কখন ২ স্বনিষ্ঠ কখন বা পরনিষ্ঠ অদৃষ্টবলে হইয়া থাকে। কেহ ২ স্বনিষ্ঠ অদৃষ্টবলে স্বয়ং আত্মোপযোগি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় কেহ বা পরনিষ্ঠ দৈবশক্তিতে অন্যের ভোগাথ চালিত হয়, যথা এবং শপ্তাঃ স্মো ভবগবন্ পিত্রা দৈববশাৎ পুরা। অপর শ্রীহর্ষের উক্তি, সেয়মুস্করতা দুরিতা-নামন্য জন্মনি ময়ৈব কৃতানাং। যুষ্মাদীয়মপি যা মহিমানং জেতুমিচ্ছতি কথা পথপারং। কিন্তু সরস্বতীকুমার ইহার কোন মীমাংসা করেন নাই যে কণাদোক্ত পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম স্বনিষ্ঠ বা পরনিষ্ঠ অদৃষ্টবলেতে সম্পন্ন হয়”।

ন্যায়রত্ন। “সে মীমাংসার এখানে অপেক্ষা কি? স্বনিষ্ঠ অদৃষ্ট হউক কিম্বা পরনিষ্ঠই হউক, সরস্বতীকুমারের সিদ্ধান্তে কাণাদি দর্শনের সেশ্বরবাদ সপ্রমাণ হইয়াছে”।

সত্যকাম। “এ কথার মীমাংসার অবশ্য অপেক্ষা আছে কিন্তু কণাদের সেশ্বর বাদ কি রূপে সপ্রমাণ হইল?”

তর্ককাম। “আচ্ছা আমরা এই স্থির করিলাম যে স্বনিষ্ঠ অদৃষ্টবলে পরমাণুর কার্য্য হয়”।

সত্যকাম। “তবে সে অদৃষ্টবলকে ঈশ্বরের যন্ত্র কি রূপে বলিতেছ। আদৌ তো ঈশ্বর শব্দই কাণাদ সূত্র মধ্যে পাঁওয়া যায় না। দুই সূত্রেতে টীকাকারেরদের মতে ঈশ্বর শব্দ উহ্য আছে যথা তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং। তদ্বচনাৎ অর্থাৎ ঈশ্বর বচনাৎ কিন্তু শঙ্করমিশ্র আপনি আবার কহিয়াছেন যে তদ্বচনাৎ এ শব্দে বিকল্পে ধর্ম্ম বচনাৎ বুঝাইতে পারে আর আমরা কাপিল সাংখ্যেতে দেখিয়াছি মহর্ষিরা নিরীশ্বরবাদী হইয়াও বেদ প্রামাণ্য

স্বীকার করিতে পারেন। নিরীশ্বর মীমাংসকেরা ধর্ম্মবচন বলিয়াই বেদ প্রামাণ্য করেন। সুতরাং উক্ত সূত্রে কণাদের সেশ্বরবাদ অসংশয় হয় না আর সেশ্বরবাদ যদি সংশয়াপন্ন রহিল তবে তদুক্ত পরমাণুর স্বনিষ্ঠ অদৃষ্টবল ঈশ্বরের যন্ত্র কহা সাহস মাত্র"।

ন্যায়রত্ন। "সত্যকাম তুমি কি জান না যে গৌতম সূত্র যেমন আদ্য ন্যায়শাস্ত্র তদ্রূপ কাণাদ সূত্র উত্তর ন্যায়। আদ্য খণ্ডে সেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন হইয়াছে অতএব উত্তর খণ্ডে তাহা উহ্য হইবে ইহাতে বাধা কি?"

সত্যকাম। "আমি জানি কাণাদ সূত্র উত্তর ন্যায়। গৌতম সূত্রেতে যাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে বৈশেষিক সূত্রেতে যাহার বিরোধ না থাকিলে উহ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু গৌতম সূত্রের কোন্ স্থলে ঈশ্বরাস্তিত্বের পোষক শব্দ আছে?"

তর্ককাম। "গৌতম সূত্রে কি ঈশ্বর শব্দ নাই"

সত্যকাম। "আছে, গগণকুসুম শব্দের ন্যায় আছে"।

তর্ককাম। "প্রহেলিকা যে আরম্ভ করিলা"।

সত্যকাম। "ক্ষন্তু মর্হসি। ঈশ্বর শব্দ আছে, কিন্তু ঈশ্বরাস্তিত্ব সংশয়াপন্ন করাই সে শব্দের তাৎপর্য্য পুর্ব্ব পক্ষোক্ত ঈশ্বর শব্দ প্রয়োগ আছে, কিন্তু সূত্রকার স্বয়ং সিদ্ধান্ত করেন যে ঈশ্বর জগৎকারণ নহেন, পুরুষ কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টই জগৎকারণ। এস্থলে আপাততঃ এমন বোধ হয়, কপিলের ন্যায় গোতমেরও অভিপ্রায় যে ঈশ্বর অদৃষ্টের প্রতিযোগী। পরন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন

যে গোতমের মতে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী। বৃত্তিকারের কথা গ্রাহ্য করিলেও এইমাত্র কহা যাইতে পারে, যে গৌতম সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্বের সঙ্কেত মাত্র আছে যেমন পরমাণু বাদেরও সঙ্কেত আছে। কাণাদ দর্শন উত্তর ন্যায়, ঈশ্বর-বাদ প্রতিপন্ন করা যদি কণাদের অভিপ্রায় হইত, যেমন পরমাণুবাদ প্রতিপন্ন করা তাঁহাব অভিপ্রায় ছিল, তবে পর-মাণুবাদ যেমন স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঈশ্বরবাদও তেমনি করিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল অদৃষ্টের কারণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন তবে এস্থলে গৌতম সূত্র স্মরণে ঈশ্বর বাদের অনুবৃত্তি কি রূপে হইতে পারে, অর্থাৎ যদি বিশ্বনাথের বৃত্তিকে প্রমাণ করা যায়”।

তর্ককাম। “যদি বিশ্বনাথের বৃত্তি প্রমাণ করা যায়! বটে, একথার গভীর অর্থ আছে কেননা অপর টীকাকারেরা ত্রিসূত্রের অর্থান্তর প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার কথা তো এখনো কিছু বল নাই”।

সত্যকাম। “এখনো সে কথা বলি নাই তাহার কারণ এই, যে এতক্ষণ প্রচলিত ন্যায় সূত্র বৃত্তির প্রসঙ্গ হইতেছিল। তুমি উদ্দ্যোতকর মিশ্রাদির টীকার প্রসঙ্গ করিলা। আমি তাহার উল্লেখ করি নাই কেননা তাহা বড় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নহে, অখিল বঙ্গ ভূমিতে চারি খান পুথি আছে কি না বলা যায় না, কিন্তু বিশ্বনাথের বৃত্তি মুদ্রিত হওয়াতে সর্ব্বত্র দেখা যায়। ফলেও গৌতম সূত্রের বিচার হইতেছে, আধুনিক নৈয়ায়ি-কেরদের মতের নহে। আধুনিক নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বর-বাদী তাহা তো আমি অস্বীকার করি নাই। বিশ্বনাথ বৃত্তিকার

মাত্র, কেবল অনবৃত্ত্যাদি দেখাইয়া সূত্রার্থ করিতে উদ্যত। কিন্তু উদ্দ্যোতকর মিশ্র সূত্রের উপর স্বকপোল কল্পিত কথা বাহুল্য রূপে বিস্তার করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরবাদী বটেন, এবং তদ্বাদানুসারে ত্রিসূত্রের অর্থ করিয়াছেন। গোতমের পক্ষে তাঁহাকে সাক্ষী করিতে চাহ, কর, কিন্তু তাহাতে কণাদ একেবারে নাস্তিক শিরোমণি সাব্যস্থ হইবেন, কেননা উদ্দ্যোতকর অদৃষ্টকে সরস্বতী কুমারের ন্যায় ঈশ্বরের যন্ত্র না কহিয়া তবিপরীতে অদৃষ্ট সম্বলিত পরমাণুবাদকে নিরীশ্বরবাদ স্থির করিয়াছেন, যথা

যে পরমাণুং পুরুষকর্ম্মাধিষ্ঠিতত্বাৎ জগৎকারণত্বেন বর্ণয়ন্তি তান প্রতীদমুচ্যতে পরমাণবঃ প্রবর্ত্তেত ইতি সততং প্রবৃত্ত্যা ভবিতব্যং অথ বিশেষাপেক্ষাঃ প্রবর্ত্তন্তে। * * * ক্ষীরাদিবদচেতনস্যাপি প্রবৃত্তিরিতি চেৎ যথাপুত্রভরণার্থং ক্ষীরাদেরচেতনস্যাপি প্রবৃত্তিরেবং পরমাণবোঽচেতনাঃ পুরুষার্থে প্রবর্তিষ্যন্ত ইতি তন্ন যুক্তং সাধ্যসমত্বাৎ যথৈব পরমাণবঃ স্বতন্ত্রাঃ প্রবর্তন্ত ইতি সাধ্যং তথা ক্ষীরাদ্যচেতনং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্তত ইতি যদি স্বতন্ত্রং ক্ষীরাদি প্রবর্ত্তেত স্বতেষ্বপি প্রবর্ত্তেত ন তু প্রবর্ত্ততে॥

"অস্যার্থ, যাঁহারা বলেন পুরুষ কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টের অধিষ্ঠানেতে পরমাণুর প্রবৃত্তি হয় তাঁহারদিগকে এই জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমাণুর চলন কি নিত্য প্রবৃত্তি দ্বারা হয়, কিম্বা তাহা বিশেষাপেক্ষা, যদি বল ক্ষীরাদি পদার্থ অচেতন হইলেও স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, অপত্য ভরণার্থ যেমন নব প্রসূতির স্তনে অচেতন দুগ্ধাদির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অচেতন পরমাণুও পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রবৃত্ত হয়, ইহার উত্তর এই, যে ইহা সাধ্যসম হওয়াতে যুক্তি সঙ্গত কথা হইল না। অচেতন পরমাণু স্বতন্ত্র প্রবৃত্ত হয়, ইহা তোমার সাধ্য,

এস্থলে নব প্রসূতির স্তনে দুগ্ধের স্বতন্ত্র উদ্রেক দৃষ্টান্ত করিয়াছ। দুগ্ধ যদি স্বতন্ত্র উদ্রিক্ত হইত তবে মৃত দেহেও তদ্রূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব উদ্দ্যোতকরকে সাক্ষী করিয়া গোতমকে রক্ষা করিলে কণাদকে সদ্যো বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

"ইহাও স্মর্ত্তব্য যে উদ্দ্যোতকরের মতে অদৃষ্টের কারণত্ব মাত্র নাই। তৎকারিত্বাদহেতুঃ এই গৌতম সূত্রের অর্থ করেন, যে জগৎ ঈশ্বরের কারিত হওয়াতে পুরুষ কর্ম্ম অহেতু হইল। কণাদও ঐ অদৃষ্টকে আবার সৃষ্টির কারণ করিয়া ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। উদ্দ্যোতকরের ভাষ্যানুসারে গোতম ঈশ্বরকে অদৃষ্টের প্রতিযোগী করিয়া অদৃষ্টকে অহেতু করিয়াছেন, তবে কণাদ সেই অদৃষ্টকে হেতু করত গোতমের স্পষ্ট বিরোধী হইয়াছেন, এমত স্থলে গোতমের অনুরোধে কণাদকে কি রূপে ঈশ্বরবাদী করা যায়। ভাষ্যকারের কথা প্রমাণ গোতমকে ঈশ্বরবাদী করিলে ন্যায় এবং বৈশেষিক পরস্পরের স্পষ্ট প্রতিযোগী হয়। ন্যায়ের মতে তবে জগৎ ঈশ্বরকারিত এবং অদৃষ্ট অহেতু, এবং বৈশেষিকের মতে জগৎ অদৃষ্টকারিত, অদৃষ্টই প্রসিদ্ধ হেতু"।

তর্ককাম। "তুমি পুনঃ২ বলিতেছ কণাদ ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। তোমার কি মনে নাই পঞ্চভূতের সঙ্গা কর্ম্ম বিষয়ে তিনি কি কহেন, তাহাতো তিনি স্পষ্টই ঈশ্বর কারিত কহিয়াছেন। তিনি বল্লেন বায়ু অপ্রত্যক্ষ প্রযুক্ত আগমিক, এবং তৎসঙ্গা কর্ম্ম ঈশ্বর কৃত"।

সত্যকাম। “তুমি কি ভাই অত্যুক্তি করিলা না? কণাদ তো স্বয়ং ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই, তাঁহার উক্তি এই মাত্র, বায়ু সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাৎ দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে। তস্মাদাগমিকং। সংজ্ঞাকর্ম্মত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং॥ সঙ্গা কর্ম্ম অস্মদ্বিশিষ্টেরদের চিহ্ন। এই বাক্যের উপর টীকাকার কৌশল পূর্ব্বক ঈশ্বরবাদ অধ্যারোপ করিয়াছেন যথা অস্মদ্বিশিষ্টানাং ঈশ্বরমহর্ষীণাং সত্ত্বে লিঙ্গং। সঙ্গা করণ আমারদের হইতে বিশিষ্টতর ঈশ্বর মহর্ষিগণের চিহ্ন। আমারদের হইতে বিশিষ্টতর শব্দ প্রয়োগে ঈশ্বরবাদের চিহ্ন তো আমি কিছুই দেখি না। নাস্তিকেরাও আপনারদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক আছে তাহা অস্বীকার করে না, কাপিল দর্শন বেত্তারা কপিলের গুরুত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কণাদও তদ্রূপ এইমাত্র লিখিয়াছেন যে সঙ্গাকর্ম্ম উৎকৃষ্টতর জন গণের কার্য্য কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ কোথায়? টীকাকারই বা কি প্রমাণ বশতঃ ব্যাখ্যা করিলেন যে ইহাতে সঙ্গাকর্ত্তা ও জগৎ কর্ত্তার অভেদ সূচনা হইল। সঙ্গা কর্ত্তু র্জগৎ কর্ত্তুশ্চাভেদ সূচনার্থং। যঃ শব্দো যত্রেশ্বরেণ সঙ্কেতিতঃ স তত্র সাধুঃ। এব্যাখ্যায় আর এক বাধা এই যে কণাদ এক সঙ্গা কর্ত্তার প্রসঙ্গ না করিয়া বহুবচনে অস্মদ্বিশিষ্টানাং প্রয়োগ পূর্ব্বক নানা সঙ্গা কর্ত্তার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে ঈশ্বর বাদের চিহ্ন কি? ঈশ্বর মহর্ষীণাং এশব্দের প্রমাণ কি?”

তর্ককাম। “তুমি কি স্বীকার কর না ভাষা ও শব্দ ঈশ্বর মূলক, অতএব কণাদ ঈশ্বর বর্জ্জিয়া অস্মদ্বিশিষ্টানাং

কেন কহিবেন। কোন২ শব্দ মহর্ষিরদের দ্বারা সৃষ্ট কোন২ শব্দ ঈশ্বরকৃত। আর যে২ শব্দ মনুষ্য কৃত তাহারও মূল কারণ ঈশ্বর কেননা দ্বাদশ দিবসে পিতার দ্বারা নামকরণ হইবে ইহা ঈশ্বরের বিধান। যাপি * * সাপি দ্বাদশেহনি পিতা নাম কুর্য্যাদিত্যাদি বিধিনা নূন মীশ্বর প্রযুক্তৈব"।

সত্যকাম। "এক্ষণে জগৎ সৃষ্টির কথা হইতেছে এস্থলে শব্দ সৃষ্টির প্রকরণ আনিলে কেবল গোলযোগ বাড়িবে। জগৎ সৃষ্টির প্রকরণে যিনি ঈশ্বরবাদের সূচনা করেন নাই তিনি শব্দ সৃষ্টির প্রকরণে তাহা করিবেন এমত সম্ভবে না, তবে কি তুমি বৌদ্ধদিগের উপদেশ মান্য করিয়া কহিবা যে জগতের বীজ অক্ষর। কণাদ জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধে ঈশ্বরের কারণত্ব প্রতিপন্ন করেন নাই শব্দ সৃষ্টিতে তাহার অনুবৃত্তি আছে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত গ্রাহ্য করা যায় না। আর শঙ্কর মিশ্রের টীকা প্রমাণ করিলেও অস্মদ্বি-শিষ্টানাং বহু বচন শব্দে পরাৎপর পরমেশ্বর বুঝাইতে পারে না। তাহাতে কেবল সামান্য জন্য দেব বুঝাইতে পারে যেমন কপিলও স্বয়ং স্বীকার করীতেন যথা ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা।

"কিন্তু এ সকল কথাতে আমারদের প্রতিজ্ঞাত বিচারের সংস্রব নাই। প্রতিজ্ঞাত বিচার এই যে সরস্বতী কুমারের মীমংসা গ্রাহ্য কি না, সরস্বতী কুমার লিখিয়াছেন যে অদৃষ্ট পরমাণুনিষ্ঠ ঐশ্বরিক যন্ত্র বিশেষ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য কোন সময়ে ঐ অদৃষ্টবল পরমাণুগত হইল? পরমাণুকে

তোমরা অনাদি ও নিত্য কহিয়া থাক অতএব অদৃষ্ট এই নিত্য পদার্থের স্বাভাবিক শক্তি হইতে পারে না কেননা কহিতেছ তাহা ঈশ্বর দত্ত। তবে কোন্ কালে দত্ত হয়? যদি বল সৃষ্টি কালে ঐ শক্তি দত্ত হওয়াতে পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম হয়, উত্তর, কণাদের এ অভিপ্রায় হইলে সেই শক্তি প্রদানকেই আদ্য অভিঘাত কহিয়া অদৃষ্টকে কারণ না করিয়া শক্তিদাতা ঈশ্বরকে কারণ করিতেন। যদি বল অদৃষ্টকে মূল কারণ কহেন নাই কেবল সামান্য কারণ করিয়াছেন, উত্তর, শঙ্কর মিশ্রের টীকাতে অদৃষ্টই মূল কারণ যথা সংসার মূল কারণয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পরীক্ষা।

"অধিকন্তু শঙ্করাচার্য্যের বচন প্রমাণ কণাদ অদৃষ্টকে ঈশ্বরের প্রতিযোগি মূল কারণ করিয়াছেন যথা।

বিভাগাবস্থানাং তাবদণূনাং সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষোভ্যুপগন্তব্যঃ কর্ম্মবতাং তন্ত্বাদীনাং সংযোগদর্শনাৎ কর্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বান্নিমিত্তং কিমপ্যভ্যুপগন্তব্যং অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবান্নাণুষ্বাদ্যঙ্কর্ম্ম স্যাৎ অভ্যুপগমেপি যদি প্রযত্নোভিঘাতাদিবা যথা দৃষ্টং কিমপি কর্ম্মণো নিমিত্তমভ্যুপগম্যেত তস্যাসম্ভবান্নৈবাণুষ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ ন হি তস্যামবস্থায়ামাত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সংভবতি শরীরাভাবাৎ শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনস্যাত্মমনঃসযোগে সত্যাত্মগুণঃ প্রযত্নো জায়তে এতেনাভিঘাতাদ্যপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাতব্যং সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্ব্বং নাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তং সংভবতি অথাদৃষ্টমাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তমিত্যুচ্যেত তৎপুনরাত্মসমবায়ি বা স্যাদণুসমবায়ি বা উভয়থাপি নাদৃষ্টং নিমিত্তমণুষু কর্ম্মাবকল্পেত অদৃষ্টস্যাচেতনত্বাৎ ন হ্যচেতনং চেতনেনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বেতি সাঙ্খ্যপরীক্ষায়ামভিহিতং আত্মনশ্চানুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যামবস্থায়ামচেতনত্বাৎ আত্মসমবায়িত্বাভ্যুপগমাচ্চ নাদৃষ্টমণুষু কর্ম্মণো নিমিত্তং স্যাৎ অসংবন্ধাৎ অদৃষ্টবতা পুরুষেণাস্ত্যণূনাং সংবন্ধ ইতিচেৎ সংবন্ধসাতত্যাৎ প্রবৃত্তিসাতত্যপ্রসঙ্গ নিয়ামকান্তরাভাবাৎ তদেবং নিয়তস্য কস্যচিৎ কর্ম্মনিমিত্তস্যাভাবান্নাণুষ্বাদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগো ন স্যাৎ সংযোগাভাবাচ্চ তন্নিবন্ধন দ্ব্যণুকাদিকার্য্যজাতং ন স্যাৎ।

"অস্যার্থ, বিভাগাবস্থায় পরমাণু সমূহের সংযোগ কর্ম্মাপেক্ষ হয় কেননা কর্ম্মবিশিষ্ট তন্তু প্রভৃতিরই সংযোগ দেখা যায়.এবং কর্ম্মের কার্য্যত্ব প্রযুক্ত কোন নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন থাকে। নিমিত্ত কারণ স্বীকার না করিলে অণু সমূহের আদ্য কর্ম্ম অসম্ভব হয়। আর স্বীকার করিলেও যদি তাহাতে কোন প্রত্যক্ষ প্রযত্ন অভিঘাতাদি নিমিত্ত কারণ গ্রহণ করাযায় তথাপি তাহার অসম্ভব প্রযুক্ত অণু সমূহের আদ্য কর্ম্ম অসম্ভব হয়। প্রযত্ন আত্মগুণ প্রযুক্ত সে অবস্থাতে অসম্ভব হয় কেননা তখন শরীরের অভাব। শরীর প্রতিষ্ঠার উত্তর কালে আত্ম মনের সংযোগ প্রযুক্ত আত্মগুণ প্রযত্নাদি উৎপন্ন হয়। এই বাক্যেতে প্রত্যক্ষ অভিঘাতাদি নিমিত্ত কারণ অপ্রমাণ হইল। সৃষ্টির উত্তর কালেতে প্রত্যক্ষ অভিঘাতাদি সম্ভবে আদি কর্ম্মেতে সম্ভবে না যদি বল অদৃষ্টই আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত কারণ হউক, কিন্তু সে অদৃষ্ট আত্ম সমবায়ি কিম্বা অণু সমবায়ি। উভয়থাই অদৃষ্ট অণুর আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না কেননা অদৃষ্ট অচেতন পদার্থ, অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থের অধিষ্ঠান ব্যতীত স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না অন্য কোন বস্তুকেও প্রবৃত্ত করিতে পারে না ইহা আমরা সাঙ্খ্য দর্শন পরীক্ষা কালীন উপপন্ন করিয়াছি। অপিচ তৎকালে আত্মার চৈতন্য অনুৎপন্ন প্রযুক্ত আত্মা সে সময় অচেতন হইয়া থাকেন অতএব আত্মসমবায়ি অদৃষ্ট স্বীকার করিলেও সে অদৃষ্ট অণুর আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না কেননা ইহার মধ্যে সম্বন্ধ নাই যদি বল অদৃষ্টবান্

পুরুষ এবং অণুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে, উত্তর তবে সম্বন্ধ সাতত্য প্রযুক্ত প্রবৃত্তি সাতত্য সম্ভবে, কেননা অন্য কোন নিয়ামক নাই অতএব কোন নিয়ত কর্ম্ম নিমিত্ত না থাকাতে অণুর আদ্য কর্ম্ম সম্ভবে না এবং কর্ম্মাভাবে তন্নিবন্ধন সংযোগ অসাধ্য হয় তথা সংযোগাভাবে তন্নিবন্ধন দ্ব্যণুকাদিও হইতে পারে না।

"অতএব আপনারা দেখুন দর্শন বিশারদ শঙ্করাচার্য্যও কণাদ সূত্রে ঈশ্বরের কোন চিহ্ন পায়েন নাই এবং তৎ-প্রোক্ত অদৃষ্টকে ঈশ্বরের যন্ত্র কহিতে পারেন নাই, ফলে কণাদ স্বীয় সূত্রে পরাৎপরের কোন স্থান রাখেন নাই"।

ন্যায়রত্ন। "সত্যকাম, এ সকল অসংলগ্ন তর্ক। উদ্দ্যোতকর মিশ্র এবং শঙ্করাচার্য্য কণাদের বিষয়ে যাহা বলুন কিন্তু আমরা ন্যায়শাস্ত্র ব্যবসায়ী, আমরা এমত কহি না যে কোন অচেতন শক্তির অভিঘাতে পরমাণুর আদ্য প্রবৃত্তি হওয়াতে জগৎ উৎপন্ন হইল। কণাদও বস্তুতঃ এমত উপদেশ করেন নাই, সূত্র লইয়া বিচারের প্রয়োজন কি? আমরা নৈয়ায়িক, অস্মদ্গুরুর বিষয়ে আমারদেরই বাক্য প্রমাণ করিতে হইবে, তুমি তো গোতম কণাদের শিষ্য নহ, তবে অনধিকারচর্চ্চা কেন কর? আমরা নিরীশ্বর-বাদ প্রচার করি না, আর আমরা চিরকাল উক্ত মহর্ষি-দ্বয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি। তুমি বল আমরা তাঁহারদের উপদেশকে অন্যথা করিয়াছি। এমন কখন হইতে পারে না। কোন্ কালে কি প্রকারে আমরা স্বীয় গুরূপদেশে নূতন কথা আরোপ করিয়াছি তাহা বল দেখি।

সত্যকাম। "আপনারা স্বীয় গুরূপদেশেতে নূতন কথা আরোপ করিয়াছেন, তাহার এক প্রমাণ এই যে গোতম এবং কণাদ কেবল আত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রভেদ করেন নাই। তাঁহারা সকল আত্মাকেই নিত্য পদার্থ কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে পরমাত্মা এক জন আছেন ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে আপনারা পরমাত্মা জীবাত্মার প্রভেদ করিয়া ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করেন; কিন্তু আপনারদের আদ্য মহর্ষিরা তাহা করেন নাই, যদি ঈশ্বর বাদ তাঁহারদের অভিপ্রায় হইত তবে ভূরি ২ সামান্য বিষয়ে এমত সূক্ষ্ম প্রভেদ করিয়া কি এবম্ভূত গুরুতর বিষয়ে বিশেষ উপদেশ করিতেন না"?

ন্যায়রত্ন। "সত্যকাম গোতম এবং কণাদ আমারদের পরমপূজ্য, তাঁহারদের নিন্দা শ্রবণে মহা পাতক হইবার সম্ভাবনা, অতএব আমি এ সকল কথার বিচার করিব না,-কোন উত্তরও দিব না"।

তর্ককাম। "তুমিই তো বারম্বার কহিয়াছ, সূত্রকার মহর্ষিরা তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকে উপদেশ করেন নাই। অপর লোকের পক্ষে তাঁহারদের সূত্র রুদ্ধ-দ্বার গৃহ তুল্য, কেহই তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, তবে তুমি দ্বার ভগ্ন করিয়া তস্করবৎ প্রবেশ করিতে প্রয়াস কর কেন? অনধিকার চর্চ্চা আর করিও না, আমারদের কথা প্রমাণ কর, এবং গোতম অথবা কণাদকে নাস্তিক কপিলের ন্যায় নিরীশ্বরবাদী বলিও না"।

তর্ককামের এই উক্তি শ্রবণানন্তর সত্যকাম কিঞ্চিৎ কাল মৌনবলম্বন করিলেন; কিন্তু আর একটা প্রমাদ উপস্থিত হইল, কাপিলাভিধেয় সাংখ্যশাস্ত্রী, যিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনব্রত হইয়া একাগ্রচিত্তে এই বিচার শুনিতে ছিলেন, তিনি সম্প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিষণ্ণ বদনে আরক্ত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, "অহো কলির কি বিষম শক্তি! ভূসুর পণ্ডিতের চিত্ত ক্ষেত্রেও মাৎসর্য্য বীজ বপন করে!" কাপিলের এই খেদোক্তি শুনিবা মাত্র তর্ককাম অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে২ ভাবিয়া বুঝিলেন যে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক মহর্ষি কপিলের নাম করাতে সাংখ্যশাস্ত্রী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, অতএব তৎক্ষণাৎ অনুশোচন পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে আত্ম দোষ স্বীকার করত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কাপিলের মনঃক্ষোভ ক্ষণমাত্রে শমতা পাইবার নয়, তিনি অভিমান পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, "না না আমার ক্রোধের বিষয় কি? যাহা ইচ্ছা বলুন, কপিলের যশ এমন নয় যে একটা কটু শব্দ প্রয়োগে তাহা একেবারে মলিন হইয়া যাইবে। আমি ক্ষুব্ধ হই নাই, আমি জানি পরের নিন্দাবাদ আপনকারদের উদার চিত্তের অভিমত নহে। তবে আমার এইমাত্র ক্ষোভ যে যাদৃশ বুদ্ধি কৌশলে ন্যায়ের পোষকতা করিলেন, তাদৃশ কৌশলে যদি কপিলের সাপক্ষতা করিতেন তবে সকলেই বুঝিতে পারিত সাংখ্যদর্শনে ন্যায়দর্শনাপেক্ষা অধিক নিরীশ্বরবাদ নাই"। কাপিলশাস্ত্রী এই কথা বলিয়া ক্ষণমাত্র মৌনাশ্রয় করিয়া পরে বিলক্ষণ ঔৎসুক্য সহ কহিতে লাগিলেন,

"মহর্ষি কপিলকে তোমরা নাস্তিক বলিয়া থাক, তাঁহার বিচারে কখন মনঃসংযোগ করিয়াছ? তাঁহার নিরীশ্বরবাদের হেতু কি, জান? বিচারে সেশ্বরবাদে কি বাধা আইসে তাহা কি জান না? সচেতন আত্মা প্রবৃত্তি বিরহে কার্য্য তৎপর হয়েন না সুতরাং নিমিত্ত কারণও হইতে পারেন না, আর কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে প্রবৃত্তিও সম্ভবে না। জগৎ কর্ত্তাকে আকাঙ্ক্ষাবান্ কহিলে তাঁহার পূর্ণ-কামত্বে ও নিরপেক্ষতায় ব্যাঘাত প্রযুক্ত দোষারোপ হয়, দোষ সত্ত্বে সৃষ্টি ক্ষমতা সম্ভবে না। আবার আকাঙ্ক্ষাবান্ না কহিলে প্রবৃত্ত্যভাবে সিসৃক্ষু কহাও যায় না। গোতম কি এই বাধা জানিতেন না? তিনি আপনি প্রবৃত্তি দুঃখ এবং দোষকে অপবর্গের বিরোধি করিয়াছেন এবং প্রবর্ত্তনাকে স্পষ্ট দোষমূলক কহিয়াছেন, তবে তিনি কিরূপে সচেতন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসঙ্গ করিতে পারেন, শঙ্করাচার্য্য এই বলিয়াই জগদ্ব্রহ্মের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন, জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইল তবে ন্যায় সূত্রের মতেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষযুক্ত কহিতে হইবে, কেননা স্বার্থেই হউক কিম্বা পরার্থেই হউক কেহ কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা দোষ অবশ্য থাকিবে যথা, অপিচ প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা ইতি ন্যায়বিৎসময়ঃ নহি কশ্চিদদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। * * স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্যানীশ্বর-প্রসঙ্গাৎ।

"এই বাধা দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে জগদ্ব্রহ্ম অভেদ, কপিল সে সিদ্ধান্তেও প্রকাণ্ড বাধা

দেখিয়া স্থির করিলেন যে অচেতন প্রকৃতিই জগৎ কারণ। ন্যায়সূত্রকারও সেই বাধা দেখিয়াছেন; কিন্তু কপিলের ন্যায় স্পষ্টোক্তিতে কাতর হইয়া সঙ্কেতে নিরীশ্বরবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন”।

ন্যায়রত্ন। “ কাপিল, তুমি আমারদের পরমসুহৃৎ আমরা এক্ষণে সত্যকামের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি অতএব তোমার সহিত বিচার করিতে চাহি না। তুমি স্বীকার করিয়াছ যে মহর্ষি কপিলের নিন্দাবাদ তর্ককামের অভিপ্রেত নহে, তর্ককাম তোমার ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন অতএব ক্ষান্ত হও, আর বিবাদের আবশ্যক নাই।

“ সত্যকাম, তোমাকেও একটী কথা বলি অবধান কর, মহর্ষিগণের কুৎসা বাদ ভাল নহে। আমারদের দার্শনিক মত আমরাই প্রতিপন্ন করিবার অধিকারী। আমরা কহি যে পরমাণু জগতের সমবায়ি কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। আমি শুনিয়াছি যে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও পরমাণুবাদের পোষক, ফলে পরমাণুবাদ স্বীকার না করিলে এই বিচিত্র জগতের ব্যাপার কখন প্রতিপন্ন হয় না।

“ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে খগোল ও গণিত বিশারদ স্যার আইজেক নিউটন পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কণাদের শিষ্য কহিলেও হয়।

“ আমারদের আধুনিক উপদেশ আদৌ গোতম ও কণাদ দ্বারা প্রচারিত হয়, আমরা স্বকপোল কল্পিত কথার

প্রসঙ্গ করি না, এমত স্বৈরতা আমারদের অভিপ্রেত নহে, আমরা অদ্যাবধি চলিত প্রাচীন ঋষি বাক্যই অবলম্বন করি, তাহাতে ভ্রান্তি সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন ঋষি বাক্য এই যে পরাৎপর বিশ্বনিয়ন্তা নিত্য কঠিনতর অবিভজ্য অবিনশ্বর অণুরাশি সংযোগ করিয়া জগতের রচনা করিয়াছেন প্রথম সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, পরে দ্ব্যণুক ত্রয়ে ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়।

"পরমাণুবাদের হেতু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবা। ভৌতিক দ্রব্য বিভাগ অশেষ পরিমাণে হইতে পারে না বিভাগের সীমা ধার্য্য করিতে হইবেক, যে ক্ষুদ্রতম অবয়ব আর বিভাগ হয় না তাহাকেই আমরা অণু কহি। অশেষ বিভাগ স্বীকার করিলে সুমেরু পর্ব্বত সর্ষপ তুল্য হয়। সর্বেষামনবস্থিতাবয়বত্বে মেরুসর্ষপয়োস্তুল্যপরিমাণত্বাপত্তিঃ। পরমাণুবাদে যদি দোষ দেখাইতে না পার তবে ন্যায়শাস্ত্রের বৃথা নিন্দা করিও না"।

সত্যকাম। "আপনারা আপনারদের শাস্ত্রার্থ প্রতিপাদনে অধিকারী তাহা আমি অস্বীকার করি না, যদি সূত্র বিচার আপনারদের প্রেয়ঃ না হয় আচ্ছা সে বিচারে আর প্রয়োজন নাই। তবে কি না কোন্ কথা কোন্ ঋষি কি প্রকারে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা উচিত কিন্তু সে কথায় আর কাজ নাই। আমি জানি যে আধুনিক নৈয়ায়িকেরা নিরীশ্বরবাদী নহেন তথাপি আপনারা পরমাণুকে অকারণ নিত্য কহেন। সদকারণবন্নিত্যং"।

ন্যায়রত্ন। "তাহাতে হানি কি? অবশ্য সদকারণবন্নিত্যং। কণাদের এই সূত্র তো আমারদের প্রকৃত মত, ইহাতেই অন্যান্য দর্শনের উপর ন্যায়ের উৎকর্ষ"।

সত্যকাম। "অণু যদি অকারণবৎ তবে উৎপন্ন হইল কেমনে?"

ন্যায়রত্ন। "অকারণবন্নিত্যং। পরমাণুর উৎপত্তি নাই, তাহা নিত্য, তোমার এ প্রশ্ন অতি অসঙ্গত, নিত্য পদার্থের কারণান্বেষণ আর বন্ধ্যা স্ত্রীর অপত্যান্বেষণ, দুই সমান কথা"।

সত্যকাম। "আপনারা কহেন আত্মা নিত্য পদার্থ এবং ভৌতিক পরমাণুও নিত্য হইল, তবে বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর বস্তুতঃ কিছুরই উৎপত্তি করেন নাই, কেবল পরমাণু রাশির সংযোগ করিয়াছেন"।

ন্যায়রত্ন। "ইহার ঊর্দ্ধ আর কি করিতে পারেন? অণুর কি সৃষ্টি হইতে পারে? অসৎ হইতে কি সৎ হয়? তক্ষক কি কাষ্ঠাভাবে পর্য্যঙ্ক করিতে পারে"।

সত্যকাম। "তক্ষক ক্ষীণজীবি পরিচ্ছিন্নশক্তি মর্ত্য মাত্র, তাহার এই পর্য্যন্ত শক্তি সম্ভবে যে কাষ্ঠ পাইলে তোমার অভীষ্ট শয়নাসনাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে কিন্তু বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন শক্তি। তাঁহার সামর্থ্যের সীমা নাই। এই অচিন্ত্য জগৎ রচনা দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার এক সর্ব্বজ্ঞ এবং অসীমপরাক্রমশালী স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃত-

স্যানেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্ত-ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ, অতএব জগৎকর্ত্তাকে যদি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তি কহিতে হইল তবে তাঁহাকে নিত্য পরমাণুর সহকারিতা ব্যতীত জগৎ রচনায় অক্ষম বলিলে তাঁহার ক্ষমতার সীমা বন্ধন করা হয়, আর তাঁহার সর্ব্বশক্তিত্বে দোষ পড়ে। পরিচ্ছিন্ন শক্তি সর্ব্বশক্তির প্রতিযোগী, পরমাণু না থাকিলে তিনি সৃষ্টিক্ষম হয়েন না এ কথা বলিলে তাঁহার মহিমার হানি হয়, ভৌতিক জড় বস্তু পরমাণুরূপে নিত্য এবং তাঁহার তুল্য ও নিরপেক্ষ কহিলে তাঁহাকে সাপেক্ষ করা হয়। তাঁহার আপনার বহির্ভূত বস্তু বিশেষ ব্যতীত যদি তিনি কিছু করিতে না পারেন তবে তাঁহার পরকীয় পদার্থ বিশেষের অভাব আছে, যাঁহার পরকীয় পদার্থের অপেক্ষা থাকে তিনি স্বতন্ত্র কিম্বা নিরপেক্ষ হয়েন না, তিনি অবশ্য পরতন্ত্র ও সাপেক্ষ।

"তত্ত্ববিদ্যার এক প্রধান নিয়ম এই যে কারণ গৌরব পরিহার্য্য, যে স্থলে এক কারণ নির্দ্দেশ দ্বারা কার্য্য মীমাংসা হয় সেখানে অনেক কারণ নির্দ্দেশ্য নহে। এক সর্ব্বশক্তি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ঐশ্বরিক কারণ উদ্দেশ করিলেই জগৎ সৃষ্টির বিচারাবসান হয়। অতএব আর এক নিত্য এবং স্বতন্ত্র জড় পদার্থ কল্পনা করিলে প্রথমতঃ তত্ত্ববিদ্যার নিয়ম লঙ্ঘন হয়, দ্বিতীয়তঃ তাহা মানসিক বিবেক বিরুদ্ধ। শুদ্ধমতি হইলে সকলেই অন্তরে বুঝিতে পারে পরমেশ্বরের অপার এবং অসীম মহিমা। ইহা অন্তঃ-

করণের সহজ জ্ঞানের মধ্যে গণ্য। কেমন ন্যায়রত্ন এ কথা যথার্থ নহে ?”

ন্যায়রত্ন। “ও কথা অবশ্য যথার্থ”।

সত্যকাম। “দেখ তোমরা সকলেই স্বীকার কর যে চক্ষু কর্ণাদি বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তবে বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন প্রমাণ মনও তদ্রূপ প্রমাণ। ফলে মনের অভাবে বাহ্যেন্দ্রিয় জনিত জ্ঞানও প্রাপ্য হয় না। বাহ্য ভৌতিক পদার্থের পক্ষে যেমন বাহ্যেন্দ্রিয় অসংশয় প্রমাণ তদ্রূপ অন্তরীণ জ্ঞানের পক্ষে মনও অটল প্রমাণ। সেই মনের বিবেচনায় পরাৎপর বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর পরম মহিমাস্পদ। প্রাতঃ স্নান করিয়া যে জাহ্নবী তট হইতে এখন আইলা তাহার সত্তা কল্পে যেমন চাক্ষুষ প্রমাণ উপাদেয় ঐ সর্ব্ব মহিমাস্পদ বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বরের সত্তা কল্পে তোমার মানসিক প্রমাণও তদ্রূপ উপাদেয়”।

ন্যায়রত্ন। “একথায় আমার কোন আপত্তি নাই”।

সত্যকাম। “তবে ঐ মানসিক প্রমাণ বশতঃ নিত্য পরমাণু বাদে মহাবাধা দেখা যায়। নিত্য এবং স্বতন্ত্র জড় পদার্থ ঈশ্বরের দোসর কারণ রূপে কল্পনা করিলে তাঁহার অতুল মহিমার হানি হয়”।

ন্যায়রত্ন। “তবে মহাত্মা নিউটন কি পরমাণু বাদ কল্পনা করিয়া ঐশ্বরিক মহিমার হানি করিয়াছেন”।

সত্যকাম। “নিউটন এমত হানি করেন নাই। তিনি তোমারদের ন্যায় নিত্য পরমাণুর কল্পনা করেন নাই। ঈশ্বর ব্যতীত তিনি অন্য কোন পদার্থকে অকারণবান

কিম্বা নিত্য কহেন নাই। তাঁহার বিবেচনায় ঐ এক অকারণবান্ নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বর স্বয়ং সকল পদার্থের সৃষ্টি ক্ষম। তাঁহার উক্তি এই—এপ্রকার বিবেচনায় বোধ হয় যে পরমেশ্বর আদৌ ভৌতিক পদার্থ দৃঢ়তর অভেদ্য অণুরূপে সৃষ্টি করেন”।

ন্যায়রত্ন। “অসৎ অবস্থা হইতে সত্তা কিরূপে সম্ভাব্য”

সত্যকাম। “সর্ব্বশক্তির পক্ষে অসাধ্য কি?”

ন্যায়রত্ন। “কেহ কখন দেখে নাই যে অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে”।

সত্যকাম। “অণুত্ব হ্রস্বত্ব সংযোগে মহত্ত্ব দীর্ঘত্বের উৎপত্তিও কেহ কখন দেখে নাই। পরমাণুর দৈর্ঘ্য বিস্তারাদি নাই তথাপি সংযোগানন্তর দৈর্ঘ্য বিস্তারাদির সত্তা অসত্তা অবস্থা হইতে হয় কহিয়া থাক। এ কথা যদি অবাধে কহিতে পার তবে ঐশ্বরিক শক্তিতে অসত্তা হইতে জগৎসত্তা সম্ভাব্য ইহা বুঝিবার বাধা কি?”

“অপিচ, দেখ শঙ্করাচার্য্য কেমন তোমারদের পরমাণু-বাদ খণ্ডন করিয়াছেন যথা

পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালমনারব্ধকার্য্যা যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ড-ল্যপরিমাণাস্তিষ্ঠন্তি। তে চ পশ্চাদদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাশ্চ সন্তো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ কৃৎস্নং কার্য্যজাতমারভন্তে কারণগুণাশ্চ কার্য্যে গুণান্তরং। যদা দ্বৌ পরমাণূ দ্ব্যণুকমারভেতে তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ো দ্ব্যণুকে শুক্লাদীনপরানারভন্তে। পরমাণুগুণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যমপরমারভতে দ্ব্যণুকস্য পরিমাণান্তরযোগাভ্যুপগমাৎ। অণু-ত্বহ্রস্বত্বে হি দ্ব্যণুকবর্ত্তিনীপরিমাণে বর্ণয়ন্তি। যদাপি দ্বে দ্ব্যণুকে চতুরণু-কমারভেতে তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবায়িনাং শুক্লাদীনামারম্ভকত্বং। অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈবারভেতে চতুরণুকস্য মহত্ত্বদীর্ঘত্ব-পরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ॥

"অস্যার্থ, পরমাণু রাশি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোন কার্য্যোদ্যম না করিয়া যথাযোগ্য রূপাদিমান হইয়া পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ অবস্থায় থাকেন, পরে অদৃষ্টাদি সংযোগ পটু অমাত্য বিশিষ্ট হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমেতে সমুদয় কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হয়েন তাহাতে কারণ গত গুণ কার্য্যেতে গুণান্তর আরম্ভ করেন। যখন দুইটী পরমাণু দ্ব্যণুকের আদ্যকৃতি করেন তখন পরমাণু গত শুক্লাদি রূপ স্বরূপ গুণ দ্ব্যণুকেতে অপর শুক্লাদি গুণ সৃষ্টি করে কিন্তু পরমাণুর বিশেষ গুণ যে পারিমাণ্ডল্য তাহা দ্ব্যণুকেতে অপর পারিমাণ্ডল্য উৎপন্ন করে না কেননা ইহাঁরা স্বীকার করেন যে দ্ব্যণুকের অন্য পরিমাণ হয়, বলেন যে দ্ব্যণুকে অণুত্ব এবং হ্রস্বত্ব হয়। এবং যখন দুই দ্ব্যণুকের সংযোগে চতরণু আরম্ভ হয় তখনও ঐ প্রকারে দ্ব্যণুক গত শুক্লাদি রূপ চতুরণুতে অপর শুক্লাদি রূপ উৎপন্ন করে কিন্তু দ্ব্যণুক সমবায়ি অণুত্ব এবং হ্রস্বত্ব চতুরণুতে আরব্ধ হয় না কেননা ইহাঁরা বলেন চতুরণুতে মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব পরিমাণের যোগ হয়।

"শঙ্করাচার্য্যের সহিত আপনারদের যে বিবাদ তাহাতে আমার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আপনি আজ্ঞা করিলেন সমবায়ি কারণ বিরহে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভবে না অতএব জগদুৎপত্তিতেও সমবায়ি কারণের অপেক্ষা থাকে তন্নিমিত্তই আপনারা নিত্য পরমাণুর কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য তাহার মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব নাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতীস্থ তাবৎ

দ্রব্যেরই মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব আছে, অণুদ্বয় সংযোগে যখন দ্ব্যণুক হয় তখন দ্ব্যণুকের হ্রস্বত্ব উৎপত্তির তো কোন সমবায়ি কারণ নাই, এবং পরে যখন দুই দ্ব্যণুক সংযোগে চতুরণু হয় তখনও চতুরণুর মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব কোন সমবায়ি কারণ বিরহে উৎপন্ন হয়। অতএব জগতীস্থ তাবৎ দ্রব্যের পরিমাণ যদি সমবায়ি কারণ বিরহে উৎপাদ্য হয় তবে অখিল জগৎ পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ বিশিষ্ট পরমাণু ব্যতীত কেবল পরাৎপর বিশ্বপাতার ইচ্ছা বলেতে উৎপাদ্য কেন হইবে না। মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব যদি সমবায়ি কারণ ব্যতীত সম্ভাব্য তবে গগণ কুসুমবৎ পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ বিশিষ্ট নিত্য পরমাণুর কল্পনা না করিয়া কেবল এক পরাৎপর পরমেশ্বরকে অখিল বস্তুর আদি কারণ বলাতে বাধা কি? এক শুদ্ধ বুদ্ধ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বরের শক্তিতে যাবদীয় সত্তার সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে কারণ গৌরবও হয় না এবং অখিল কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশও হয়, কিন্তু অগণনীয় নিত্য পরমাণুর কল্পনা করিলে অসংখ্য কারণ কল্পনা হয়, এবং সে কারণও তোমার প্রতিজ্ঞানুযায়ি কার্য্যোপযোগি হয় না কেননা কার্য্যের মহত্ত্ব দীর্ঘত্ব আছে পরমাণু তাহাতে বিরহিত। পরমেশ্বর যদি সমবায়ি কারণাভাবে মহত্ত্ব দীর্ঘত্বের সৃষ্টিক্ষম হইলেন তবে পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ পরমাণুও তদ্রূপ তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা বলাতে বাধা কি?

"দেখুন মহাশয় আদ্য সৃষ্টি অপরিচ্ছিন্ন শক্তি বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বরের কার্য্য, তাহা মানুষিক কার্য্যের তুল্য নহে সম-

বায়ি কারণ না থাকিলে মনুষ্য কিছুই করিতে পারে না কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছাবলে সকলি করিতে পারেন।

"আপনি এমত মনে করিবেন না যে আমি পরমাণুবাদ মাত্রেই আপত্তি করিতেছি, অকারণবৎ নিত্য পরমাণুর কথাই আমার অসঙ্গত বোধ হয়, নচেৎ ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্গের ন্যায় সৃষ্ট ও জন্য পরমাণুর কথাতে আমার নিতান্ত আপত্তি নাই।

"বৈশেষিক পরমাণুবাদে অন্য প্রকার বাধাও আছে তাহা পঞ্চীকরণের কথাতেই প্রকাশ পায় যথা, দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চপঞ্চ তে। তবে কি অবিভজ্য পরমাণুর বিভাগ সম্ভবে?

"পরমাণুবাদের আর এক বাধা শঙ্করাচার্য্য এই রূপে উক্ত করিয়াছেন,

সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গোদৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ প্রদেশবতোদ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ একদেশেনচেৎ সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ॥

"অস্যার্থ, দুই অণুর পরস্পর সংযোগ সর্ব্বাত্মভাবে কিম্বা একদেশভাবে সম্ভাব্য। যদি বল সর্ব্বাত্মভাবে সংযোগ হইয়া থাকে তবে উপচয়ের অসম্ভব প্রযুক্ত সংযোগেও অণুমাত্রত্ব এবং দৃষ্টবিপর্য্যয় ভাব থাকিবে কেননা কোন প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের অন্য প্রদেশ বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগ হইলেই তাহা দৃষ্ট পদার্থ হয়। যদি বল অণুর

এক দেশ ভাবে সংযোগ হয়, উত্তর, তাহা হইলে অণুর সাবয়বত্ব উপপন্ন হইল।

শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য নৈয়ায়িকেরদের মতে পারিমাণ্ডল্য কিছুরই কারণ হইতে পারে না, যথা পারিমাণ্ডল্য ভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতং। পারিমাণ্ডল্য শব্দার্থ অণু পরিমাণ। কোন পরিমাণ অন্য পরিমাণের কারণ হইলে কার্য্য ভূত পরিমাণ কারণভূত পরিমাণ হইতে স্বজাতীয় ভাবে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব অণু পরিমাণ কারণ ভূত হইলে তৎ কার্য্য ভূত পরিমাণ অণুতর হইবে, যথা

পারিমাণ্ডল্যং অণুপরিমাণং কারণত্বং তদ্ভিন্নানামিত্যর্থঃ অণুপরিমাণং ন তু কস্যাপি কারণং পরিমাণস্য স্বসমানজাতীযোৎকৃষ্টপরিমাণজনকত্বাৎ মহত্ত্বারব্ধস্য মহত্তরত্ববৎ অণুজন্যস্যাণুতরত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ॥

"সুতরাং সর্ব্বাত্মক অণু সংযোগ স্বীকার করিলে তাহাতে হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব মহত্ত্ব হইবার সম্ভাবনা নাই কেননা কারণভূত অণুর কার্য্য অণুতর হইবারই সম্ভাবনা শঙ্করাচার্য্যের এই অভিপ্রায় কিন্তু ইহার দোষগুণ বিবেচনার অধিকারী আমি নহি আপনারা তাহার মীমাংসা করুন।

"জন্য অণুসদ্ভাব অস্বীকার করা আমার প্রতিজ্ঞা নহে অকারণবৎ নিত্য অণুই আমি অস্বীকার করি।

"আপনারা জীবাত্মা পরমাত্মার প্রভেদ করিয়া আদ্য সূত্র শোধন করিয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে যেমন আপনারা জীবাত্মা পরমাত্মার প্রভেদ করিয়া ঈশ্বরবাদ স্থাপন করিয়াছেন তেমনি আবার সেই পরম বিশ্বকৃৎ ঈশ্বরের যথার্থ মাহাত্ম্য স্বীকার করুন

বিবেচনা করিলে দেখিবেন যে অপরিচ্ছিন্ন শক্তি সর্ব্বেশ্বর সত্ত্বে অন্য কোন অকারণবৎ নিত্য পদার্থ কল্পনা করিলে কারণ গৌরব হয়। কারণ গৌরব দর্শন শাস্ত্রে মহা দোষ বলিয়া গণ্য। আর দেখুন অকারণবৎ নিত্য দ্রব্যান্তর কল্পনা করিলে পরমেশ্বরের সর্ব্বেশ্বরত্বের হানি সম্ভবে কেননা যদি কোন পদার্থ তাঁহার কৃত না হয় তবে তাঁহার স পেক্ষও নয় তাঁহার ইচ্ছাধীনও নয়, সুতরাং তিনি উহার ঈশ্বর হইতে পারেন না, আর যদি তিনি কোন পদার্থের ঈশ্বর ও কর্ত্তা না হন তবে তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বকর্ত্তা কি রূপে বলা যাইতে পারে অতএব নিত্য দ্রব্যান্তরের কল্পনা ছাড়িয়া কেবল একমাত্র নিত্য কারণের মহিমা করুন যিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বর বিশ্বনিয়ন্তা"।

ন্যায়রত্ন। "সত্যকাম তুমি যে কথা বলিলা তাহা অসঙ্গত নহে বটে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি কেবল একটী মাত্র নিত্য পদার্থ স্বীকার কর তবে জীবাত্মার কি মীমাংসা করিলা। জীবাত্মা তো জন্য পদার্থ নহে তবে কি তুমি বেদান্তিরদিগের ন্যায় অদ্বৈত বাদী হইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ নষ্ট করিবা, তাহা না করিলেই বা কি রূপে একমাত্র নিত্য পদার্থ নির্ণয় করিবা, আর অদ্বৈত বাদ পরিহার করিলে ন্যূন কল্পে জীবাত্মাকেও দ্বিতীয় নিত্য পদার্থ কহিতে হইবে নচেৎ তোমার বাক্য বেদান্তিরদিগের প্রতিপাদিত ঔপনিষদ বচন সদৃশ হইবে যথা আত্মৈবেদমগ্র আসাৎ পুরুষবিধঃ সোনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোপশ্যৎ অত্রহি এতে সর্ব্বে একং ভবন্তি"।

সত্যকাম। "বেদান্তিরদিগের পথানুযায়ি হইবার আমার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যদিও আমি জগদ্ ব্রহ্মের ঐক্য অস্বীকার করি তথাপি সৃষ্ট্যগ্রে কেবল এক মাত্র আত্মা ছিলেন ইহা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি। আর কিছুই তৎ-কালে ছিলনা অপর সকল পদার্থই জন্য। জীবাত্মাও জন্য পদার্থ, জীবাত্মা নিত্য নহেন, কেবল পরমাত্মাই নিত্য, অপর দ্রব্যান্তর সকলি তাঁহার সৃষ্ট, জীবাত্মাও তাঁহার সৃষ্ট, আপ-নারা কহেন জীবাত্মাকে দ্বিতীয় নিত্য পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহার ভাব কি? দেখিতেছি আপনিই অর্দ্ধ বেদান্তী হইয়াছেন বেদান্তিরাই কেবল সমষ্টি ভাবে এক আত্মার প্রসঙ্গ করেন, জীবাত্মার সমষ্টি কি রূপে সম্ভাব্য জীবাত্মা ব্যষ্টি ভাবে এক২ দেহের দেহী হয়েন সুতরাং বহুল জীবাত্মা স্বীকার করিতে হইবেক। যত মানবীয় দেহ ততই জীবাত্মা। তবে কহ দেখি কত দেহীকে নিত্য করিবা। প্রত্যেক দেহীই কি নিত্য?"

তর্ককাম। "হানি কি? তাহাই যদি হয়"।

সত্যকাম। "এমন কত দেহী আছে"।

তর্ককাম। "যত মানবীয় দেহ"।

সত্যকাম। "পৌরাণিকেরা কহেন অনেক মনুষ্য তির্য্যক যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল তবে পাশব দেহীও নিত্য"।

তর্ককাম। "অবশ্য সমুদয় দেহী, পাশব দেহীও"।

সত্যকাম। "এবং দৈব দেহী?"

তর্ককাম। "হাঁ দৈব দেহী"।

সত্যকাম। "আসুরিক দেহী?"

তর্ককাম। "অবশ্য"

সত্যকাম। "দেহী কখন২ উদ্ভিজ্জ অবয়বও আশ্রয় করেন, যথা বাল কৃষ্ণ দ্বারা উৎপাটিত যমলার্জ্জুন। তথাচ শ্রুত্যুক্তি, যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ স্থাণুমন্যেনুসংযান্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং। তবে কি তরুবর দেহীও নিত্য?"

তর্ককাম। "সুতরাং, দোষ কি?"

সত্যকাম। "তবে সুরাসুর, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, সকলেরি দেহী নিত্য, নিত্য দেহির কোন সংখ্যা আছে?"

তর্ককাম। "সংখ্যা অবশ্য থাকিবে। ঋষিরা যোগ বলে বলিতে পারেন"।

সত্যকাম। "এ শুষ্ক তর্কে আর কাজ নাই, কিন্তু ন্যায়রত্ন, আপনি বিচার করুন যে স্থলে এক নিত্য পরমেশ্বর স্বীকার করিলেই তর্কাবসান সম্ভবে সেখানে এমত অসংখ্যেয় নিত্য দেহী এবং নিত্য পরমাণুর কল্পনাতে কি প্রকাণ্ড কারণ গৌরব হয় না। আর দেখুন এ প্রকার কল্পনাতে কেমন পাষণ্ডতা এবং কুনীতির সম্ভাবনা। জিজ্ঞাসা করি যদি কেহ বলে পরমেশ্বর আমার স্রষ্টা অথবা স্বর্গীয় জনক নহেন, তবে তাহাকে কি বলিবেন?"

ন্যায়রত্ন। "এমন বক্তাকে প্রকৃত পাষণ্ড কহিতে হইবে"।

সত্যকাম। "সংসারস্থ জনক জননীকে অশ্রদ্ধাকারী অপেক্ষাও পামর"।

ন্যায়রত্ন। "বটেই তো"।

সত্যকাম। "আচ্ছা তবে দেখুন দেখি জীবাত্মাকে নিত্য কহিলে কেমন পাষণ্ডতা ও কুনীতি সম্ভবে। সকল দেহী যদি নিত্য হইল তবে সকলেই অকারণবান্‌ কেহই কারণ পরতন্ত্র নহে, কেহই জন্য নহে, সৃষ্ট নহে, সকলেই অসৃষ্ট। আর সকলেই যদি অসৃষ্ট হইল তবে সকলেই স্বয়ম্ভূ। যদি সকলকে স্বয়ম্ভূ কহ, তবে সুতরাং তাহারা নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র-ভাব হইল। তাহা হইলে পরমেশ্বরকে কর্ত্তা কিম্বা স্রষ্টা কহিবার প্রয়োজন কি? আর তিনি যদি স্রষ্টা কিম্বা কর্ত্তা না হইলেন যদি সকলেই স্বয়ম্ভূ এবং স্বতন্ত্র-ভাব হইল তবে তিনি নিয়ন্তা ও শাস্তাই বা কি রূপে হইবেন। সকল প্রাণীই তবে এক প্রকার দেবতা আর পরমেশ্বরকে বিশ্বকৃৎ কিম্বা বিশেষ করিয়া স্বয়ম্ভূ বলাও বিধেয় হয় না। দেখুন জীবাত্মাকে নিত্য কহিলে কেমন পাষণ্ড মত হইয়া পড়ে।"

ন্যায়রত্ন। "বলিতে কি সত্যকাম আমারদের সৌত্রিক আর্ষ উপদেশানুযায়ি জীবাত্মাকে আমরা নিত্য কহিয়া থাকি। ঐ উপদেশে মহা বাধা দেখিতেছি বটে, কিন্তু এ সকল আমরা আদৌ বিবেচনা করি নাই। জীবাত্মাকে নিত্য কহিলে অখিল প্রাণিকে স্বয়ম্ভূ বলা হয় বটে, আর অখিল প্রাণিকে স্বয়ম্ভূ বলিলে ঘোরতর পাষণ্ড শিক্ষা হয় তাহাতে সন্দেহ কি? বেদান্তের অদ্বৈত বাদ স্বীকার না করিলে নিত্য জীবাত্মাকে ব্যষ্টিভাবে স্বতন্ত্র করা হয়। জীবাত্মার সমষ্টি নাই ইহা সত্য। সমষ্টি ভাবে জীবাত্মার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ

করাযায় কিন্তু সে সমষ্টি ধর্ম্ম ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেকের অধিকৃত হইবে সুতরাং নিত্য কহিলে সকলকেই নিত্য স্বয়ম্ভূ করা হয়। তোমার কথাতে সৌত্রিক উপদেশে সংশয় উৎপন্ন হইল তুমি এক প্রকার নূতন শিক্ষা দিয়া আমার হিতকারী হইলা কিন্তু এক্ষণে ঐ সংশয় চ্ছেদ করিতে না পারিলে আর মনঃ স্থৈর্য্য সম্ভবে না। কি করিব আচার্য্যের গঙ্গা লাভ হইয়াছে নচেৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিতাম জীবাত্মা স্বয়ম্ভূ ও স্বতন্ত্রভাব না হইলে কি প্রকারে নিত্য হইতে পারেন।"

সত্যকাম। "ন্যায়রত্ন তোমার অতীব সারল্য স্বভাব। কিন্তু যদিও তোমার আচার্য্য সংসার লীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন তথাপি তুমি তো এখনও বর্ত্তমান তুমি তাঁহার পদাভিষিক্ত দেশ-গুরু। তোমাকেই এখন এ প্রশ্নের মীমংসা করিতে হইবেক। তুমি সর্ব্ব নৈয়ায়িকেরদের পূজ্য। জীবাত্মার নিত্যত্ব পোষক সৌত্রিক উপদেশ তোমাকেই শোধন করিতে হইবে তাহা করিলে মহোপকার সাধন হইবে। অস্মদীয় ন্যায়শাস্ত্রের সহস্র গুণ আছে কিন্তু পর-মেশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব হানি কর সৌত্রীয় উপদেশ দোষে সে সহস্র গুণ তিরোহিত হওয়াতে ন্যায় শিক্ষা এক্ষণে পাষণ্ড প্রায় দোষ প্রধান হইয়াছে তুমি সে দোষ মোচন করিয়া শাস্ত্র উজ্জ্বল কর। তত্ত্ব বিদ্যার আদ্য তাৎপর্য্য এই যে, আদি কারণের বাহুল্য না হয়। এক বিশ্বকৃৎ শুদ্ধ বুদ্ধ পরমেশ্বর স্বীকার করিলে সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য কারণ নির্দ্দেশ হয়, কারণান্তরের গবেষণ করিবার প্রয়োজন থাকে-

না। অসংখ্যেয় নিত্য পরমাণু এবং নিত্য জীবাত্মার কল্পনাতে কেবল কারণ গৌরব মাত্র সম্ভবে।

"আর এ প্রকার প্রকাণ্ড কারণ গৌরবে ঈশ্বর ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত হয় এবং শ্রদ্দধান চিত্তের ক্ষোভ জন্মে। পরমেশ্বরের প্রকৃত মাহাত্ম্য স্বীকার করিলে অপর নিত্য পদার্থের অপেক্ষা থাকে না, তবে এত দোসর কল্পনার কারণ কি?"

ন্যায়রত্ন জীবাত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে সৌত্রিক আর্ষ উপদেশ এক প্রকার পরিহার করাতে সভাস্থ সকলের চমৎকার বোধ হইল। আগমিক মনে করিলেন যেন মস্তকে বজ্রপাত হইল তাঁহার মুখে বাক্য রহিল না। তর্কনাম কাপিলের মনঃ ক্ষোভ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনি তো পূর্বেই ক্ষুব্ধ ছিলেন পরে ন্যায়রত্নকে দ্বিতীয় বিভীষণ ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ফলে সকলেই অবাক হইলেন। অপর সভাস্থ দ্বিজবৃন্দ কিয়ৎ কাল মৌনব্রত পালন করিয়া সমকালীন গাত্রোত্থান পূর্বক ব্রহ্মণেভ্যোনমঃ কহিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

অতীত দিবসে অকস্মাৎ বিচার ভঙ্গ হইয়াছিল। ন্যায়-রত্ন বারম্বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়, তবে কি আমরা এত কাল পর্য্যন্ত জীবাত্মাকে নিত্য কহিয়া প্রাণি মাত্রকেই স্বয়ম্ভূ করিয়াছি। তাঁহার আক্ষেপ শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়াছিলেন কেহই আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। তর্ককামেরও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিল। অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে নমস্কারাদি করিয়া সকলেই বিদায় হইয়াছিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে প্রাতঃ স্নানের নিমিত্ত শাস্ত্রিরা জাহ্নবী তীরে সমাগত হইয়াছিলেন। স্নান আহ্নিক সমাপনানন্তর সকলেই সত্যকামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কেবল ন্যায়রত্ন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না তিনি পূর্ব্ব দিবসেই স্বকীয় গ্রামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

আগমিক কহিলেন "অতীত রজনীতে আমার নিদ্রা হয় নাই, আমি কেবল ন্যায়রত্নের আক্ষেপের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম, অখিল প্রাণীকে স্বয়ম্ভু জ্ঞান করা পাষণ্ডের লক্ষণ বটে অথচ জীবাত্মার নিত্যত্ব সর্ব্বর্ষি সম্মত উপদেশ,

এস্থলে সমাধা কি হইতে পারে না? দেখ, সত্যকাম, কল্য তোমার বক্তৃতা জালে বদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু আমারদের সর্ব্বর্ষি সম্মত কথা দোষাবহ নহে ইহার বিলক্ষণ সমাধান হইতে পারে, শুন, জীবাত্মা নিত্য বটেন, জন্য নহেন, কিন্তু শরীর বিশিষ্ট না হইলে তাঁহার কার্য্য শক্তি হয় না, বিগ্রহ প্রাপ্তির পরে আত্মমনঃ সংযোগে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সম্ভবে ঐ সংযোগই বস্তুতঃ জীবের সৃষ্টি ও আদ্যকৃতি। অগ্রিম সত্তা বাস্তবিকী নহে, অব্যক্ত ও বাচনিক মাত্র, কেননা তৎকালে শরীর ও মনের অভাবে জীবাত্মার চৈতন্য কিম্বা কার্য্যশক্তি থাকে না সুতরাং তাঁহাকে স্বয়ম্ভু কহা যাইতে পারে না কেননা তাঁহার বাস্তবিকী সত্তা ঈশ্বর পরতন্ত্র"।

সত্যকাম। "কি বলিলে আগমিক, শরীর ও মনের সংযোগাগ্রে জীবাত্মার সত্তা বাস্তবিকী নহে, এই কি যথার্থ সর্ব্বর্ষি সম্মত উপদেশ?। তবে ভগবদ্গীতাতে ঐ অগ্রিম অবস্থার এমত মাহাত্ম্য কেন? ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নভূয়ঃ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অবাস্তবিকী বাচনিকী অবস্থার কি এমত মাহাত্ম্য সম্ভবে? আর ঋষিরা পরমপুরুষার্থ কাহাকে বলেন? তাঁহারা কি ঐ অগ্রিম অবস্থাকেই প্রধান পুরুষার্থ কহেন নাই? দেহ এবং মন হইতে জীবাত্মার নিত্য বিচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়, আর ঐ দুএর সংযোগেতেই বন্ধ হয়। গোতম আপনি জন্ম ও দুঃখ এবং দোষকে সদৃশ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ সকলের রাহিত্যকেই নিঃশ্রেয়স কহেন। দর্শন বিচারের তাৎপর্য্য

শরীর ও মন হইতে আত্মার নিত্য বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদই পরমপুরুষার্থ। অতএব শরীর ও মনের সংযোগ যদি সর্ব্ব অনর্থের হেতু হইল, তবে কেবল সেই সংযোগের কারণ ঈশ্বরকে সৃষ্টি কর্ত্তা কহিলে বড় ভক্তি প্রকাশ হয় না এবং সেই সংযোগের নিত্য লোপার্থ অস্থির হইয়া পরমাণু এবং মনের আদ্য কর্ম্মের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপণ দ্বারা আত্মাকে শরীর ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায় প্রচার করাতে ঈশ্বর পরায়ণতা ব্যক্ত হয় না। দেখ তুমি যে কৌশলে ন্যায়ের পোষকতা করিলা তাহাতে ঐ দর্শনের সেশ্বরবাদ কোন মতে দেদীপ্যমান হয় না"।

তর্ককাম। "আপনারা কেবল শুষ্ক তর্ক করিতেছেন। ন্যায়ের সারকথার বিচার ত্যাগ দেখিয়া কএক অবান্তর কথা লইয়া গোলযোগ করিবার তাৎপর্য্য কি? ন্যায় তো ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে, তবে ঈশ্বর পরায়ণতার আড়ম্বর কেন কর? এ বিষয়ে আমার যাহা অসংশয় বোধ হয় তাহা বল তো ব্যাখ্যা করি কিন্তু বল দেখি ন্যায়ের বাস্তবিক প্রতিজ্ঞা পরিহার করিয়া মিথ্যা এত বাদানুবাদ কেন?"

আগমিক। "আমারও মত এই যে ন্যায় ধর্ম্ম শাস্ত্র নহে তথাপি সর্ব্ব দর্শনের সঙ্কল্প এই কি না যে সেশ্বরবাদের পোষকতা হয়"।

সত্যকাম। "এক্ষণে তো আমারদের এই মাত্র বিচার যে কোন দর্শনে কি পর্য্যন্ত সেশ্বরবাদের পোষকতা আছে। কিন্তু তর্ককাম তোমার যে অসংশয় বোধের প্রসঙ্গ করিলা তাহা ব্যাখ্যা কর আমরা শুনি"।

তর্ককাম। "যাহার যে প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প তাহার তদনুসারেই বিচার ও পরীক্ষা করা উচিত কি না"।

সত্যকাম। "বাঢ়ং। প্রস্তাবিত দর্শন যে পরিমাণে নিজ প্রতিজ্ঞাত সঙ্কল্প পূরণ করে তাহারি বিচার কর্ত্তব্য।"

তর্ককাম। "তবে দেখ দেখি ন্যায়ের প্রতিজ্ঞা এই কি না যে তত্ত্বজ্ঞানের উপায় প্রচারিত হয় তন্নিমিত্ত ইহাতে হেতুবাদের উপদেশ আছে হেতুবাদের মধ্যে প্রমাণ সার কথা তন্নিমিত্ত গোতম প্রমাণের বিশেষ উপদেশ করত তাহা চতুর্বিধ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান এবং শব্দ। প্রমেয় বিষয়েতে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ কহেন তাহাতে অন্তরীণ মানস প্রত্যক্ষও উহ্য হয়, কিন্তু দোষাবিষ্ট ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বর্জ্জিত। অনুমান প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক হয় তাহাও ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ শেষবৎ এবং সামান্যত দৃষ্ট। যথা তৎ-পূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ। এই অনুমান দ্বারা বস্তু পরীক্ষা ও তর্ক পরীক্ষা উভয়ই সম্ভবে। এ পরীক্ষাতে দোষ স্পর্শ হইলে সত্যে আঘাত হইতে পারে তন্নিমিত্ত ভ্রম সংশোধনের ও অসত্য খণ্ডনের নানাবিধ উপায় ও ধারা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন কথায় সত্যাসত্য মিশ্রিত থাকিলেও অনুমান বিলোড়ন দ্বারা অমৃতরত্ন সত্য ও কালকূট সংকাশ মিথ্যার প্রভেদ স্পষ্ট প্রকটিত হইতে পারে। উপমান সহকারে দৃষ্ট পদার্থ দ্বারা অদৃষ্ট পদার্থ নির্ণয় সম্ভবে। এবং আপ্তোপদেশকে শব্দ কহা যায়।

"অনুমান বিলোড়ন দ্বারা মিথ্যার মথন দৃঢ়তর করি-

বার নিমিত্ত মহর্ষি আরো অনেক পদার্থের উপদেশ ও পরীক্ষা করিয়াছেন যথা সংশয় দৃষ্টান্ত বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস ইত্যাদি।

"চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহজ ব্যাপার। শারীরিক কোন ব্যাধি না থাকিলে চক্ষু কর্ণাদির সন্নিকর্ষে ভ্রম সম্ভাবনা হয় না। জলেতে স্থল জ্ঞান কিম্বা গৃহেতে তড়াগ ভাণ মনুষ্য সমাজে অতি বিরল। দুর্য্যোধনের পক্ষে এমত হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহা কদাচিৎ সম্ভবে। বেদের উক্তিই এই যে মুখেতে অসত্য বচন সম্ভবে মনেতে অনৃত কল্পনা সম্ভবে কিন্তু চক্ষু দ্বারা সত্যই প্রকাশ পায় তন্নিমিত্ত কোন যাত্রী যদি কহে আমি সচক্ষে দেখিয়াছি তবে তাহা সত্যরূপে গ্রাহ্য হয় যথা।

অনৃতং বৈ বাচা বদতি। অনৃতং মনসা ধ্যায়তি। চক্ষুর্বৈ সত্যং। অদ্রাক্ষমিত্যাহ। অদর্শমিতি। তৎসত্যং।

"কিন্তু অনুমান এমত সহজ নহে তাহাতে ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি অতি ব্যাপ্তি প্রভৃতির পরীক্ষা না করিলে মীমাংসায় দোষ পড়ে। তন্নিমিত্ত গোতম অনুমানের বিস্তারিত উপদেশ করিয়াছেন। তিনি অনুমানকে পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন যথা প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ উপনয় নিগমন।

"ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মতাজ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি কহা যায় তাহারি করণ অনুমান। পর্ব্বত বহ্নিমান এই জ্ঞানকে অনুমিতি বলা যায়। তাহাতে ধূম আছে এবং ধূমেতে অগ্নির ব্যাপ্তি এই জ্ঞান ঐ অনুমিতির করণ,

ইহাই অনুমান। সুতরাং অনুমানকে লিঙ্গ পরামর্শও কহা যায় যথা

তত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণমনুমানং তচ্চ লিঙ্গপরামর্শঃ

"পঞ্চাবয়বের পরীক্ষা যে প্রসিদ্ধ উদাহরণ দ্বারা হইয়া থাকে তাহার প্রসঙ্গ করিলে পুনরুক্তি বোধ হইতে পারে কিন্তু আমি শুনিয়াছি কোন২ ম্লেছ পণ্ডিতেরা কহেন পঞ্চ অবয়ব করা গোতমের পক্ষে অতিরিক্ত হইয়াছে যাবনিক অনুমান বিভাগ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। কিন্তু যবন পণ্ডিত অরিস্ততিলির প্রতিজ্ঞা তর্ক পরীক্ষা মাত্র, গোতমের প্রতিজ্ঞা বস্তু পরীক্ষা। অনুমান প্রমাণের মধ্যে গণ্য, প্রমায়াঃ করণং প্রমাণং। প্রমার করণ প্রমাণ। প্রমার লক্ষণ যথার্থানুভব। যথার্থের লক্ষণ, যে যাহার আধার তাহাতেই তাহার আরোপ। তদ্বতি তদবগাহিত্বং যথার্থং। অতএব তর্ক পরীক্ষাতে অনুমানের কার্য্যাবসান হয় না, বস্তু পরীক্ষারও অপেক্ষা থাকে। উদাহরণ এবং হেতু পরীক্ষাও আবশ্যক।

"লোকে বলে পঞ্চাবয়ব করাতে পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে কিন্তু ইহা স্মরণ করা উচিত যে মহর্ষি গোতমের কালে পাষণ্ড মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল সুতরাং ভ্রম সংশোধনই তাঁহার প্রকৃত প্রতিজ্ঞা অতএব অবিবেচক লোক যাহাকে পুনরুক্তি দোষ কহে তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া যাহাতে আশু ভ্রম সংশোধন হয় তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। লোকের আস্পর্দ্ধার কথা কি কহিব?

বুদ্ধ বাণী চতুর্ব্বেদেতেও ঐ দোষারোপ করিয়াছে কিন্তু গোতম আপনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে শ্রুতিতে পৌনরুক্ত্য দোষ নাই নিষ্প্রয়োজন পৌনরুক্ত্যই কেবল দূষ্য কিন্তু শ্রুতির মধ্যে যে পৌনরুক্ত্য আছে তাহাতে কেবল বেদকর্ত্তার প্রজা হিতৈষা প্রকাশ পায় কেননা ঐ পৌনরুক্ত্য দ্বারা লোক সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভব। যথা

অনুবাদোপপত্তেশ্চ। ন পৌনরুক্ত্যং নিষ্প্রয়োজনত্বে হি পৌনরুক্ত্যং দোষঃ উক্তস্থলে ত্বনুবাদস্য উপপত্তেঃ প্রয়োজনস্য সম্ভবাৎ।

" অতএব গোতম উপদেশ করিলেন যে অনুমান পঞ্চ অবয়বি। আদ্য দুই অবয়ব প্রতিজ্ঞা এবং হেতু সংক্ষেপে তর্কাবসায়ক হইয়া থাকে যথা পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। যে স্থলে প্রতিবাদী উপস্থিত না থাকে সে স্থলে এই সংক্ষেপ তর্ক ব্যবহার হইয়া থাকে দর্শন ভাষ্যাদি গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকার তর্কই সামান্যতঃ দেখা যায় কিন্তু প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া নিরঙ্কুশ মুখে তর্ক করিলে অবশিষ্ট তিন অবয়বের প্রয়োজন হয় কেননা এমত স্থলে প্রতিজ্ঞা ও হেতুর উদ্দেশ করণানন্তর হেতুবাদ প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয় তন্নিমিত্ত তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ ব্যবহার্য্য। উদাহরণ দ্বিবিধ, অন্বয়ি ও ব্যতিরেকি। অন্বয়ির লক্ষণ এই সাধ্যসাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণং। ব্যতিরেকির লক্ষণ, তদ্বিপর্য্যযাদ্বা বিপরীতং ব্যতিরেক্যুদাহরণং। যথা ধূম সত্ত্বে বহ্নির সত্তা যেমন মহানসে, এই অন্বয়ি উদাহরণ। মেঘাভাবে বৃষ্টির অভাব এই ব্যতিরেকি উদাহরণ। চতুর্থাবয়ব উপনয়, ইহার অর্থ সাধ্য পক্ষেতে উদাহরণাপেক্ষ

উপসংহার, যথা পর্ব্বতে উদাহরণবৎ ধূমের সত্তা। পঞ্চমাবয়ব নিগমন, ইহার অর্থ হেতু স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি যথা পর্ব্বত বহ্নিমান্। চতুর্থ এবং পঞ্চম অবয়ব ক্রমশঃ দ্বিতীয় এবং প্রথমের প্রতিপাদন পূর্ব্বক দ্বিরুক্তি, যাহাতে আর সংশয় স্থল সম্ভবে না।

যদি বল প্রতিজ্ঞা সাধনের অঙ্গ নহে কেননা প্রমাণাভাবে তাহাকে প্রতিপন্ন করা যায় না সুতরাং প্রমাণের অপেক্ষা প্রযুক্ত প্রমাণই প্রথম অবয়ব হওনের উপযুক্ত, উত্তর, এমত নহে। বিপ্রতিপত্তির অগ্রে মধ্যস্থ কিম্বা বাদী সময় বন্ধনানন্তর কহিতে পারেন 'শব্দের অনিত্যত্ব সাধ দেখি' এই আকাঙ্ক্ষায় আদৌ সাধ্য নির্দ্দেশ করা যায় ফলেও সাধ্য নির্দ্দেশ না হইলে হেতুবাদই কি রূপে হয় যথা

ননু প্রতিজ্ঞা ন সাধনাঙ্গং বিপ্রতিপত্তেঃ পক্ষপরিগ্রহে তত্র প্রমাণাকাঙ্ক্ষায়াং হেত্বভিধানস্য প্রাথম্যাদিতি চেন্ন বিপ্রতিপত্ত্যগ্রে সময়বন্ধনানন্তরং শব্দানিত্যত্বং সাধয়েতি মধ্যস্থস্য বাদিনো বাকাঙ্ক্ষায়াং শব্দানিত্যত্বং সাধ্যং নচ সাধ্যনির্দ্দেশং বিনা হেতুবাক্যং নিষ্প্রতিযোগিকমন্বয়ং বোধয়িতুমীষ্টে।

"লৌকিক ব্যবহারও এই রূপ, বিচারালয়ে গিয়া বাদি প্রতিবাদিকে প্রথমতঃ স্ব২ বাদ কিম্বা প্রতিবাদ নির্দ্দেশ করিতে হয় পরে প্রমাণের বিবেচনা। তৃতীয় অবয়বের বিষয়ে কেহ২ লিখিয়াছেন যে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপ্তি বোধ সম্ভাব্য হয় না, কিন্তু এ স্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে ব্যাপ্তিগ্রহে উদাহরণের আকাঙ্ক্ষা মাত্র থাকে কিন্তু উদাহরণের দ্বারা ব্যাপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না। উদাহরণের

অভাবে ব্যাপ্তির সম্ভব হয় না কিন্তু শত২ উদাহরণেও আবার ব্যাপ্তিগ্রহ না হইতে পারে।

সেয়ং ব্যাপ্তি র্ন ভূয়োদর্শনগম্যা দর্শনানাং প্রত্যেকমহেতুত্বাৎ আশু বিনাশিনাং ক্রমিকাণাং মেলকাভাবাৎ। ** শতশোদর্শনেপি ব্যাপ্ত্যগ্রহাৎ। ** সহচারদর্শনব্যভিচারাদর্শনসহকৃতঃ স এব ব্যাপ্তিগ্রাহকোস্তু আবশ্যকত্বাৎ কিং ভূয়োদর্শনেন নচ তেন বিনা তর্ক এব নাবতরতি প্রথমদর্শনে ব্যুৎপন্নস্য তর্কসম্ভবাৎ।

"অবিবেচক লোকের আপত্তির কথা কি কহিব? চতুর্থ এবং পঞ্চমাবয়বের বিষযে কহিয়াছে যে তাহা নিষ্প্রয়োজন কেননা আদ্য অবয়ব ত্রয়েতেই তর্কাবসান হয়। ফলে তাহা নহে কেননা যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয়াবয়বে হেতু এবং উদাহরণ নির্দ্দেশ আছে তথাপি সাধ্য পক্ষে উদাহরণাপেক্ষ ধর্ম্মের সত্তা চতুর্থেতেই বিশিষ্ট রূপে উক্ত হয় এবং পঞ্চমেতে উপসংহার পূর্ব্বক অবাধে উক্ত হয় যে সাধ্য সাধন পর্য্যাপ্ত হইল, যে পর্ব্বতের বিষয় বিচার হইতেছে তাহা অশংসয় বহ্নিমান।

নচ হেতুবচনাদেব তদবগমঃ তস্য কো' হেতুরিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং প্রবৃত্তত্বেন হেতুস্বরূপোপস্থাপকস্যাতৎপরত্বাৎ।

নচ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতায়াশ্চতুর্ভিরেবাবয়বৈঃ পর্য্যাপ্তেঃ কিং তেনেতি বাচ্যং অবাধিতাসৎপ্রতিপক্ষত্বয়োরলাভে চতুর্ণামপ্যপর্য্যবসানাৎ।

"দেখ সত্যকাম জগৎ পূজ্য গোতমের কেমন অদ্ভুতপূর্ব্ব উপদেশ ইহাতে অজ্ঞান তিমির সংহারের কেমন সম্ভাবনা আর এই উপদেশের আলোচনাতেই মহর্ষির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবা"।

সত্যকাম। "মহর্ষি গোতমের অনুমান খণ্ডের যে প্রশংসা

করিলা তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। ভৌতিক তত্ত্ব এবং প্রমাণ সম্বন্ধে গোতম এবং কণাদ যে উপদেশ করিয়াছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট, কোন২ স্থলে অনুত্তম বলিলেও হয়। গোতমের চতুর্বিধ প্রমাণ, কপিলের ত্রি-বিধ, কণাদের দ্বিবিধ, এস্থলে উত্তম মধ্যম নির্ণয় করা আ-মার অভিপ্রেত নহে, অথচ নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্যেরা যে প্রকারে পঞ্চ অবয়বের প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে পৌনরুক্ত্য দোষ মাত্র নাই ইহাও আমার বক্তব্য নহে, তর্ক সংগ্রহেতে স্বার্থ এবং পরার্থ বলিয়া অনুমানের যে প্রভেদ প্রতিপাদন হইয়াছে তাহার প্রতিপক্ষতা করা যায় না বটে কিন্তু ইহাও বলিতে হইবেক যে ন্যায় সূত্রের মধ্যে ঐ প্রকার প্রভেদের কোন সূচনা নাই।

"গোতমের আর এক মহৎ গুণ এই যে তিনি বহুবিধ অপ্রামাণিক কুতর্কিদিগের বাক্ছল খণ্ডন করিয়াছেন। কোন২ ভাক্ত পণ্ডিত মহা পুরুষেরা কহিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ সিদ্ধ নহে কেননা তাহাতে ত্রৈকাল্য অসিদ্ধি। প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্ব্ব হয় তবে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষ সিদ্ধি কি রূপে হইল এবং দ্রব্য সত্তার পুর্ব্বে দ্রব্য প্রমাণ কহা হয়। যদি বল, পশ্চাৎ, তবে তো প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধি হইল না। যদি বল, যুগপৎ, তবে বুদ্ধির ক্রমবৃত্তির অভাব হয়। অপরে বলি-য়াছেন যে প্রমাণ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণান্তরের প্রয়োজন অতএব সকল প্রমাণের ধারা বাহিক প্রমাণান্তর আবশ্যক এবং তদভাবে কোন প্রমাণ সিদ্ধ নহে। কেহ২ বলি-

য়াছেন যে সংশয় মাত্রই অসিদ্ধ অথবা সকল সংশয়ই সিদ্ধ। গোতম এই সকল কুতর্কের উত্তরে সংক্ষেপে কহেন যে কোন প্রমাণ সিদ্ধ না হইলে কুতর্কির প্রতিষেধও সিদ্ধ নহে। যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা কোন প্রমেয় সিদ্ধি না হয় তবে কুতর্কির বাক্য প্রয়োগও প্রলাপ মাত্র আর মূল প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য কেননা তাহা প্রদীপ প্রকাশবৎ স্বতঃ সিদ্ধ হয়।

প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ। পূর্ব্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধিঃ ২। ৯ পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়সিদ্ধিঃ ২॥ ১০ যুগপৎসিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম ২। ১১ ত্রৈকা-ল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ ২॥ ১২ সবপ্রমাণপ্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ ২॥ ১৩ তৎপ্রামাণ্যে বা ন সর্ব্বপ্রতিষেধঃ ২॥ ১৪ ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ২॥ ১৫ প্রমেয়তাচ তুলাপ্রামাণ্যবৎ ২॥ ১৬

যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ সংশয়ে নাসংশয়ো নাত্যন্তসংশয়ো বা॥ ৬॥

প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তরসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ ২॥ ১৭ তদ্বিনিবৃত্তের্ব্বা প্রমাণসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধিঃ॥ ১৮

ন প্রদীপপ্রকাশসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ ২॥ ১৯

“এস্থলে আক্ষেপের বিষয় এই যে ভাষ্যকারেরা গোত-মোক্ত শব্দ প্রমাণের সূত্র উত্তম রূপে প্রতিপন্ন করেন নাই। গোতম কহিয়াছিলেন যে আপ্তোপদেশই শব্দ। বাৎসায়ন কহেন

আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিস্তয়া বর্ত্ততে ইত্যাপ্ত ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণং তথাচ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি এবমেভিঃ প্রমাণৈ র্দেবমনুষ্যতিরশ্চাং

ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে মাতোপদেশেতি স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ যস্যেহ দৃশ্যতেঽর্থঃ স দৃষ্টার্থো যস্যামুত্র প্রতীয়তে সোঽদৃষ্টার্থ এবমৃষিলৌকিকবাক্যানাং বিভাগ ইতি।

"ইহার তাৎপর্য্য। কোন পদার্থ সাক্ষাৎ কৃত করিয়া যেমন স্বয়ং দেখিয়াছিলেন তেমনি পরকে বুঝাইতে উদ্যত উপদেশককে আপ্ত কহা যায়। কোন পদার্থের সাক্ষাৎ করণ, সেই আপ্তি, যিনি তৎসম্পন্ন তিনি আপ্ত ইহা ঋষি আর্য্য ম্লেচ্ছ সকলের সমান লক্ষণ, সকলের এই রূপ ব্যবহার, দেব মনুষ্য তির্য্যক্‌যোনি সকলের এই রূপ প্রমাণ দ্বারা কার্য্য হইয়াছে, প্রমাণান্তর নাই। শব্দ প্রমাণ দৃষ্টাদৃষ্ট অর্থ ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। যাহা এই সংসারে দৃষ্ট হয় তাহা দৃষ্টার্থ পরত্র যাহার প্রতীতি তাহা অদৃষ্টার্থ। ঋষি এবং লৌকিক বচনের এই রূপ বিভাগ। কিন্তু ঋষি আর্য্য ম্লেচ্ছাদির বাক্যের তথ্য পরীক্ষার কোন ধারা এস্থলে উক্ত হয় নাই।

"শব্দার্থ বিষয়ে অনেক ব্যর্থ বিচার হইয়াছে কোন২ পণ্ডিতাভিমানী পুরুষেরা কহিয়াছেন যে শব্দার্থ নিশ্চয় করা কঠিন কেননা অনেক শব্দ দ্ব্যর্থ আছে। এ সকল বাক্‌ছল মাত্র কেননা দ্ব্যর্থ শব্দ থাকিলেও বস্তুত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা কি স্বাভিপ্রায় উক্ত হয় না? গোতম কহেন আপ্তোপদেশের সামর্থ্যেতে শব্দার্থে সম্যক্ প্রত্যয় হয়। বৃত্তিকার কহেন শব্দ প্রযুক্ত অমুক অর্থে আমার প্রতীতি হয়। এ কথা অকাট্য বটে কিন্তু কি প্রকার লক্ষণ দ্বারা আপ্তোপদেশকের যথার্থ আপ্তত্ব পরীক্ষা হইতে পারে তাহার কোন বিচার দেখা যায় না।

" গোতম সূত্রে আরো অনেক বিচার আছে এস্থলে তাহার প্রসঙ্গ করা গেল না। পঞ্চভূতের বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে এই বক্তব্য যে ভূত পদার্থ কেবল পঞ্চ নয় আরো অনেক আছে আর দেশ এবং শূন্যের প্রতিযোগি শব্দগুণ আকাশের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অমূলক বোধ হয় তথাপি আমি তোমার বাক্য প্রমাণ স্বীকার করিতেছি যে গৌতম এবং কাণাদ সূত্রেতে ভূত তত্ত্ব বিচারার্থ অপূর্ব্ব ধারা আছে কিন্তু এস্থলে ইতর লোকদিগের একটা কথা স্মরণ হইল 'মোশালজী আপনি কানা'। যাঁহারা তত্ত্ব জিজ্ঞসার এমত উত্তম কৌশল প্রচার করিয়া পরকে জ্ঞান জ্যোতি প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা আপনারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই"।

তর্ককাম। "এ কি কথা! স্থির হইয়া কথা কহ। কোন্ বিষয়ে উহাঁরা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই"।

সত্যকাম। "দেখুন মহাশয় প্রমাণ আর প্রমার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। প্রমাণ প্রমার করণ মাত্র কিন্তু প্রমা যথার্থাবগতি। গোতম এবং কণাদ প্রমাণ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রমা প্রাপ্ত হয়েন নাই"।

তর্ককাম। "স্পষ্ট করিয়া কহ কি প্রকার প্রমা লাভ করিতে পারেন নাই"।

সত্যকাম। "তবে শুনুন আপনি কহিয়াছেন ভৌতিক তত্ত্ব প্রকাশই তাঁহারদের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতি পাদন তাঁহারদের অভিপ্রেত ছিল না। তথাপি তাঁহারা ঐ ভৌতিক তত্ত্ব দ্বারা মুক্তি পথ প্রস্তুত করিবার প্রসঙ্গ করিয়াছেন

গোতম লিখিয়াছেন যে তদীয় ষোড়শ পদার্থ জ্ঞানে মুক্তি হয় এবং কণাদ লিখিয়াছেন যে তাঁহার ষট্ পদার্থই মুক্তির উপায়। ভৌতিক তত্ত্বের সহিত মুক্তির সংস্রব কি?"

তর্ককাম। "তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা কি মানব জাতির উন্নতি হয় না।"

সত্যকাম। "হয় বটে, কিন্তু মুক্তির সহিত ভৌতিক তত্ত্বের কি সংস্রব? গোতম কহেন।

প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসছলজাতিনিগ্রহস্থানানাম্তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

"এ সকল পদার্থে তর্ক নৈপুণ্য জন্মিতে পারে কিন্তু তাহা মুক্তির উপায় কি রূপে হইবে। যদি বল দ্বিতীয় পদার্থ প্রমেয়, তাহাতে সকল তত্ত্বই উহ্য হয় সুতরাং মুক্তি সাধক তত্ত্বও আইসে, উত্তর, মহা সাগরেও ঐ রূপে কাল কূট এবং অমৃত উভয়ই আছে তন্নিমিত্ত কি অমৃত পিপাসুকে কহিবা সাগরে গিয়া এক ঢোক লবণাম্বু পান কর"।

তর্ককাম। "কি বলিলে? দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় কি বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় না আর বুদ্ধির প্রাখর্য্য কি নিঃশ্রেয়স সাধনের উপায় নহে?"

সত্যকাম। "দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় বটে, কিন্তু মুমুক্ষুকে ঐ আলোচনা চক্রে প্রবেশ করিতে কহা আর রোগিকে ঔষধ পথ্য সেবনার্থ আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া দুই সমান"।

তর্ককাম। "এ সকল শুষ্ক তর্কের অবসান কর, গৌতম দর্শনে দোষ কি দেখিয়াছ তাহা বল"।

সত্যকাম। "আচ্ছা, শুন, গোতম জন্ম এবং প্রবৃত্তিকে মুক্তি বাধক দোষের মধ্যে গণ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে এ সকল খণ্ডন না করিলে মুক্তি হয় না এবং জন্মকে স্পষ্টতঃ দূষ্য করিয়াছেন, যথা।

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥ ত্রিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখং জন্মোৎপত্তিঃ।

"তবে জন্ম কি অনিষ্ট হইল এবং প্রবৃত্তি কি অধর্ম্ম?"

তর্ককাম। "জন্ম দ্বারা প্রাণী কি অশেষ দুঃখভাক্ হয় না?"

সত্যকাম। "জন্মকে অনিষ্ট কহিলে কি প্রসঙ্গতঃ জগৎ স্রষ্টার এবং বিশেষতঃ আপনারদের স্ব২ জন্মদাতার ও গর্ভধারিণীর নিন্দা হয় না?"

আগমিক। "অত্যুক্তি করিলে হয় বটে"।

সত্যকাম। "গোতম কি অত্যুক্তি করেন নাই, তিনি জন্মকে সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু কহিয়াছেন। অদৃষ্টবাদ বশতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কেননা তাঁহার মতে নাস্ত্যসাবিহ সংসারে যোন দৈবেন বাধ্যতে। কিন্তু দার্শনিক ঋষির পক্ষে আদৌ অদৃষ্টের তথ্যাতথ্য পরীক্ষা করিয়া পরে সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। অপর তিনি প্রবৃত্তিকে দূষ্য করিয়াছেন এবং প্রবৃত্তির লক্ষণ এই, প্রবৃত্তি বাগ্ বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ"।

আগমিক। "গোতম প্রবৃত্তিকে দূষ্য করেন নাই এই উপদেশ করিয়াছেন যে মোক্ষার্থ প্রবৃত্তির ধ্বংস আবশ্যক"।

সত্যকাম। "তবে প্রবৃত্তি মোক্ষের প্রতিযোগী হইল সুতরাং কাজে কাজেই দূষ্য আর তিনি স্পষ্টই কহিয়াছেন প্রবর্ত্তনা লক্ষণা দোষাঃ। তবে কি বাক্য প্রয়োগ এবং বুদ্ধির আলোচনা স্বভাবতঃ দূষ্য হইল"।

তর্ককাম। "দূষ্য এই কারণ, যে তাহাতে পরম পুরুষার্থ সাধন হয় না"।

সত্যকাম। "ভাল, ভাল। এই বলিলা যে দর্শন শাস্ত্র বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্ভব প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়সের হেতু, আবার বলিতেছ যে বুদ্ধির আলোচনায় পরম পুরুষার্থ সাধন হয় না। অপর তোমারদের মতে বাগ্ বুদ্ধি শরীরারম্ভই কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টি, তিনি আত্মার স্রষ্টা নহেন তবে যে প্রবৃত্তি দান প্রযুক্ত তিনি আমারদের স্রষ্টা হইলেন সেই প্রবৃত্তিকেই অনিষ্ট কহিতেছ"।

আগমিক। "মানব জাতি ঈশ্বর দত্ত প্রবৃত্তিকে বিকৃত করিয়াছে তন্নিমিত্ত দূষ্য, দেখ উপাদেয় অমৃত যদি বিষাক্ত হয় তবে জীবন নাশক হইয়া পড়ে, সুতরাং হেয় হয়"।

তর্ককাম। "জয় রামচন্দ্র! আগমিক তুমি উত্তম কহিয়াছ, উপাদেয় অমৃতও বিষাক্ত হইলে হেয় হয়। সত্যকাম তুমি কহিলা গোতম অবিবেচনা পূর্ব্বক জন্ম ও প্রবৃত্তিকে দূষ্য করিয়াছেন, তাহা নয় ভাই, তিনি বহু দর্শন পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়াছেন। তুমি তাঁহার দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পার নাই আমি পূর্ব্বেই এমত আশঙ্কা করিয়াছিলাম তন্নিমিত্ত বাৎসায়ন ভাষ্যের এক পত্র সঙ্গে আনিয়াছি। দেখ তিনি কেমন অর্থ করিয়াছেন। সকল

ঋষির মধ্যে আদৌ গোতম মানব প্রকৃতির যথার্থানুভব সংক্ষেপে সূত্রিত করিয়াছিলেন যথা দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। বাৎস্যায়ন ইহার এই প্রকার অর্থ করেন যথা।

মিথ্যাজ্ঞানমনেকপ্রকারকং বর্ত্ততে আত্মনি তাবন্নাস্তি ইতি অনাত্মন্যাত্মেতি দুঃখে সুখমিতি অনিত্যে নিত্যমিতি অত্রাণে ত্রাণমিতি সভয়ে নির্ভয়মিতি জুগুপ্সিতেঽভিমতমিতি হাতব্যে প্রতিহাতব্যমিতি প্রবৃত্তৌ নাস্তি কর্ম্ম নাস্তি কর্ম্মফলমিতি দোষেষু নায়ং দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি প্রেত্যভাবে নাস্তি জন্তুর্জীবো বা সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেয়াৎ প্রেত্য চ ভবেদিতি অনিমিত্তং জন্ম অনিমিত্তো জন্মোপরম ইত্যাদিমান্ প্রেত্যভাবোঽনন্তশ্চেতি নৈমিত্তিকঃ প্রেত্যভাব ইতি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাসন্তানোচ্ছেদপ্রবন্ধাভ্যাং নিরাত্মকঃ সন্নকর্ম্মনিমিত্তঃ প্রেত্যভাব ইতি অপবর্গো ভীষ্মঃ খল্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ সর্ব্ববিপ্রয়োগোঽপবর্গো বহুত্র ভদ্রকং লুপ্যত ইতি কথং বুদ্ধিমান সর্ব্বসুখোচ্ছেদমচৈতন্যমমুমপবর্গং রোচয়েদিতি। এতস্মান্মিথ্যাজ্ঞানাৎ অনুকূলেষু রাগঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ রাগদ্বেষাধিকরণাশ্চাসূয়ের্ষ্যামায়ালোভাদয়ো দোষা ভবন্তি। দোষৈঃ প্রযুক্তঃ শরীরেণ প্রবর্ত্তমানো হিংসাস্তেয়প্রতিষিদ্ধমৈথুনম চরতি বাচানৃতপরুষসূচনাসংবদ্ধানি মনসা পরদ্রোহং পরদ্রব্যাভীপ্সানাস্তিক্যঞ্চেতি সেয়ং পাপাত্মিকা প্রবৃত্তিরধর্ম্মায় অথশুভং শরীরেণ দানং পরিত্রাণং পরিচরণঞ্চ বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঞ্চেতি মনসা দয়ামস্পৃহাং শ্রদ্ধাঞ্চ সেয়ং ধর্ম্মায়। অথ প্রবৃত্তিসাধনৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবৃত্তিশব্দেনোক্তৌ। যথান্নসাধনাঃ প্রাণাঃ অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণাং ইতি সেয়ং প্রবৃত্তিঃ কুৎসিতস্যাভিপূজিতস্য চ জন্মনঃ কারণং। জন্ম পুনঃ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধীনাং নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ অস্মিন সতি দুঃখং তৎপুনঃ প্রতিকূলবেদনীয়ং বাধনা পীড়াতাপ ইতি ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা ধর্ম্মা অবিচ্ছেদেন প্রবর্ত্তমানাঃ সংসার ইতি। যদা তু তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযন্তি দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি জন্মাপায়ে দুঃখমপৈতি দুঃখাপায়ে আত্যন্তিকোঽপবর্গো নিঃশ্রেয়সমিতি। তত্ত্বজ্ঞানন্তু খলু মিথ্যাজ্ঞানবিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যাতং আত্মনি তাবদস্তীত অনাত্মনি অনাত্মেতি এবং দুঃখেঽনিত্যেঽত্রাণে সভয়ে জুগুপ্সিতে হাতব্যে চ যথাবিষয়ং বেদিতব্যং প্রবৃত্তৌ অস্তি কর্ম্মাস্তি কর্ম্মফলমিতি দোষেষু দোষনিমিত্তঃ সংসার ইতি প্রেত্যভাবে খল্বস্তি

জন্তুর্জীবঃ সত্ত্ব আত্মা বা যঃ প্রেত্যভাবো ইতি নিমিত্তবজ্জন্ম নিমিত্তবান্ জন্মোপরম ইত্যনাদিঃ প্রেত্যভাবোঽপবর্গান্ত ইতি নৈমিত্তিকঃ সন্ প্রেত্যভাবঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তঃ ইতি সাত্মকঃ সন দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিবেদনাসন্তানোচ্ছেদপ্রতিসন্ধানাভ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি অপবর্গান্ততঃ খল্বয়ং সর্ব্ববিপ্রয়োগঃ সর্ব্বোপরমোঽপবর্গ ইতি বহুত্র কষ্টং ঘোরং পাপকং লুপ্যত ইতি কশ্চ বুদ্ধিমান্ সবদুঃখচ্ছেদং সবদুঃখাসম্বিদমপবর্গং ন রোচয়েদিতি তদ্যথা মধুবিষসংপৃক্তান্নমনাদেয়মিতি এবং সুখদুঃখানুষক্তমনাদেয়মিতি।

“অস্যার্থ, মিথ্যাজ্ঞান অনেক প্রকার, আত্মার বিষয়ে যে তাহা নাই, অনাত্মার বিষয়ে যে তাহা আছে, দুঃখে সুখভাণ, অনিত্যে নিত্যভাণ, অত্রাণে ত্রাণ, সভয়ে নির্ভয়, নিন্দিতে অভিমত, ত্যাজ্যে অত্যাজ্যজ্ঞান, প্রবৃত্তি বিষয়ে যে কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল ও নাই, দোষের বিষয়ে যে সংসার দোষ নিমিত্ত নহে, প্রেত্যভাব বিষয়ে যে জীব জন্তু নাই, সত্ত্ব আত্মাও নাই, যাহা মরণের পর পুনর্জাত হয়, জন্ম অনিমিত্ত, মৃত্যুও অনিমিত্ত, প্রেত্যভাবের আদিআছে কিন্তু অন্ত নাই, প্রেত্যভাব নৈমিত্তিক অতএব কর্ম্ম নিমিত্ত নহে, প্রেত্যভাব নিরাত্মক কেননা তাহাতে দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, বেদনার বিস্তার এবং উচ্ছেদ আছে, অপবর্গ ভয়ানক কেননা ইহাতে সকল কর্মের লোপ, সকল বিষয়ের বিরহ, ইহাতে অনেক উত্তম বস্তুর নাশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান লোক সর্ব্ব সুখ ভ্রষ্ট ঐ অচৈতন্য মুক্তির অবস্থা বাঞ্ছা করিবেক।

“এই মিথ্যা জ্ঞানেতে অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে এবং রাগদ্বেষের অধিকৃত অসূয়া ঈর্ষ্যা, মায়া, মদ, অভিমান লোভ ইত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয়, দোষাশ্রিত হইলে শারীরিক প্রবৃত্তি দ্বারা লোকে হিংসা,

চৌর্য্য, লাম্পট্য আচরণ করে মুখেতে মিথ্যা কটু এবং নিন্দা বাক্য কহে মনেতে পরহিংসা, পরদ্রব্য লোভ এবং নাস্তিক্য ধারণ করে, এই পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি হইতে অধর্ম্ম সম্ভবে, কিন্তু শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ, পরিচর্য্যা করা, মুখেতে সত্য, হিত, প্রিয়বাক্য কহা এবং বেদাধ্যয়ন করা, মনেতে দয়া, শ্রদ্ধা করা এবং নিস্পৃহ হওয়া ইহাতে ধর্ম্ম সম্ভবে, এই প্রবৃত্তি সাধন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি শব্দেতে উক্ত হয়, যেমন অন্নসাধন প্রাণ, অন্ন শব্দ বাচ্য হয়। এই প্রবৃত্তি কুৎসিত এবং অভিপূজিত জন্মের কারণ। শরীর, ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধির সাকার প্রাদুর্ভাবকে জন্ম কহে, জন্ম হইলে দুঃখ হয়, তাহাতে অনিষ্ট বেদনা, বাধা, পীড়া অনুভূত হয়, এই সকল মিথ্যা জ্ঞানাদি দুঃখ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রবর্ত্তমান ধর্ম্মকে সংসার কহা যায়।

“ কিন্তু যখন তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হয়, তখন মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, প্রবৃত্তির নাশে জন্ম নষ্ট হয়, জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয়, দুঃখের নাশে আত্যন্তিক অপবর্গ, তাহাই নিশ্রে-য়স অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ। তত্ত্ব জ্ঞানের ব্যাখ্যা মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত কহাতেই হইল, অর্থাৎ আত্মার বিষয়ে যে তাহা আছে, অনাত্মার বিষয়ে তাহা আত্মা নহে, দুখ, অনিত্য, অত্রাণ, সভয়, নিন্দিত, ত্যাজ্য এই সকল বিষয়েও যথা সম্ভব বুঝা যাইবেক, প্রবৃত্তির বিষয়ে কর্ম্ম আছে, ও কর্ম্ম ফল ও আছে, দোষ বিষয়ে সংসার দোষ নিমিত্ত, প্রেত্যভাব বিষয়ে জন্তু, জীব, সত্ত্ব, কিম্বা আত্মা অবশ্য

আছে, যাহা মরণের পর পুনর্ব্বার জন্মে, জন্মের কারণ আছে, মৃতুর ও কারণ আছে, ইহাতে প্রেত্যভাব অনাদি ও অপবর্গ পর্য্যন্ত, প্রেত্যভাব নৈমিত্তিক, প্রবৃত্তি ইহার কারণ, প্রেত্যভাব সাত্মিক এবং অপবর্গ পর্য্যন্ত, দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বেদনার উচ্ছেদ এবং পুনরুক্তিতে বর্ত্তমান এই অপবর্গে সকল বিষয়ের বিচ্ছেদ, সকল বিষয়ের নাশ ইহাতে ঘোরতর পাপ ও ক্লেশ নষ্ট হয়, কোন্ বুদ্ধিমান লোক সর্ব্ব দুঃখ নাশক এই অপবর্গকে ইচ্ছা না করিবেক যেমন মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ত্যাজ্য হয় তদ্রূপ সুখ দুঃখ মিশ্রিত জন্মও ত্যাজ্য হয়।

"বাৎসায়নের ভাষ্য এবম্বিধ। দেখ আগমিক ঠিক বলিয়াছেন অমৃত যদি বিষাক্ত হয় তবে হেয় হইয়া পড়ে। সংসার কেবল অবিদ্যা এবং অমঙ্গল রাশি মাত্র। এ কথা প্রত্যক্ষ সত্য, অনুভব মাত্র নহে। সংসারের যদি যথার্থ আখ্যান করা যায় তবে তাহাকে অমঙ্গল ব্যতীত আর কি কহা যাইতে পারে। যে শরীর আমরা ধারণ করি যদিও তাহা প্রমোদ মত্ত লোকের নয়নে রম্য বোধ হয় কিন্তু তাহাকে বিনাশি ব্যতীত আর কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে। রক্ত মাংসময়স্যাস্য সবাহ্যাভ্যান্তরং মুনে নাশৈক ধর্ম্মিণো ব্রূহি কৈব কায়স্য রম্যতা। শরৎ কালীন মেঘ গন্ধর্ব নগর এবং অচিরপ্রভা সৌদামনীতে যে স্থৈর্য্য আরোপ করিতে পারে সেই শরীরেতে বিশ্বাস করুক। তড়িৎসু শরদভ্রেষু গন্ধর্ব নগরেষুচ স্থৈর্য্যং যেন বিনির্ণীতং স বিশ্বসিতু বিগ্রহে। দেখ সকলি স্থির, মৃত্যুজন্য জন্ম

আবার জন্ম জন্য মৃত্যু। জায়তে মৃতয়ে লোকো ম্রিয়তে জননায় চ অস্থিরাঃ সর্ব্ব এবেমে সচরাচর চেষ্টিতাঃ। আয়ুর প্রার্থনা কাহারা করে? কেবল যাহারা বিষয় কাল সর্প সঙ্গে বিষাক্ত চিত্ত হইয়াছে। বিষয়াশীবিষাসঙ্গ পরিজর্জ্জর-চেতসাং অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণং। শারীরিক লাবণ্য মানসিক প্রাধান্য এবং কার্য্যদক্ষতাদির যত প্রশংসা কর কিন্তু ভারাক্রান্ত লোকের উপর নূতন ভার সংযোগ করিলে যেমন হয় এ সকলি তদ্রূপ। রূপ মায়ুর্মনো বুদ্ধি রহঙ্কারঃ স্থিরোহিতং ভারো ভারধরস্যেব সর্ব্বং দুঃখায় দুর্ধিয়ঃ। জন্ম লাভ করিয়া বাল্যকালে কার্য্যভাব তরঙ্গ বিশিষ্ট তরলাকার সংসার সাগরে দুঃখ পাইতে হয়। পরে যৌবন কালে নানা প্রকার মানস উদ্বেগে নিপাত, আর বার্দ্ধক্যের কথা কি কহিব? তখন একে জরা এবং শক্তি বিরহ তাহাতে আবার বিষয় লিপ্সার অতীব প্রাবল্য। এমত দুঃখ ও বেদনা আর কোথায় আছে

লব্ধ্বাপি তরলাকারে কার্য্যভাবতরঙ্গিণি। সংসারসাগরে জন্ম বাল্যং দুঃখায় কেবলং॥ বাল্যানথমথ ত্যক্ত্বা পুমানভিহিতাশয়ঃ। আরোহতি নিপাতায় যৌবনং সংভ্রমেণ তু॥ দুষ্প্রেক্ষং জরঠং দীনং হীনং গুণপরাক্রমৈঃ। গৃধ্রে হুক্ষমিবাদীর্ঘং গদ্ধোপ্যভ্যেতি বার্দ্ধকং॥

"অতএব শ্রীরাম চন্দ্র কহিলেন আমি এমত দেহ গৃহে বাস করিতে চাহি না যাহাতে বৃথা তৃষ্ণাই গৃহিণী ইন্দ্রিয় গণই পশু এবং চিত্তই ভৃত্য। অখিল সংসার দুখের মধ্যে তৃষ্ণাই দীর্ঘ দুঃখদায়িকা যাহা অন্তঃপুরের মধ্যেও সঙ্কট যোজনা করে। অহো উহারাই সাধু যাহারা এবম্ভূত সংসারে

আর জন্ম গ্রহণ করেনা অবশিষ্ট সকলেই জঠর গর্দ্দভ জানিবা।

পংক্তিবদ্ধেন্দ্রিয়পশুং ফল্গুতদ্ধীগৃহাঙ্গনং। চিত্তভুল্লকৃতানন্দং নেষ্টং দেহগৃহং মম॥ সর্বসংসারদুঃখানাং তৃষ্ণৈকা দীর্ঘদুঃখদা। অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যপি সঙ্কটে॥ জাতাস্তএব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ। যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দ্দভাঃ॥

"সংসারে সুখের অত্যন্তাভাব আমরা কহিনা এবং ধর্ম্ম ও সৎপ্রবৃত্তিও সত্তবে কিন্তু দুঃখ ও অমঙ্গলের প্রাবল্য প্রযুক্ত আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি মাত্রকে দোষ কহি কেননা তাহাতে কর্ম্মের উৎপত্তি আর কর্ম্ম হইতে জন্ম। এই আমারদের ঘোরতর বন্ধন তন্নিমিত্ত সর্ব বর্জ্জন পূর্বক নির্বাণ মুক্তিই নিঃশ্রেয়স। মধু পূর্ণ পাত্রেতে কালকূট সংযুক্ত হইলে সমুদয় পাত্র ত্যাজ্য হয়।"

সত্যকাম। "তর্ককাম তুমি কি ঠিক জান তোমার পাঠ্যমান তুলৎ বাৎসায়ন ভাষ্যের পত্র এবং ইহা ন্যায়সূত্রকার গোতম ঋষির তাৎপর্য্য প্রকাশক। সিদ্ধার্থ গোতম শাক্যমুনির বচন তো নয়?"

আগমিক। "ছি২ মহাভারত২! এ কি কথা, বেদের অবিরোধি ব্রহ্মর্ষি গোতমকে বেদ বিদ্বেষি দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক বৃদ্ধের তুল্য করিলা; এমত বাক্য পরিহাসে কহিলেও মহাপাতক হয়।"

সত্যকাম। "ক্ষন্ত মহর্ষি আগমিক। ফলে বেদের অবিরোধি ব্রহ্মর্ষি গোতম এবং বেদ বিদ্বেষি দেব ব্রাহ্মণ নিন্দক গোতম এ দুএর উপদেশে আমি বড় প্রভেদ দেখি

নাই তন্নিমিত্ত ভ্রম অসম্ভব নয়। উহাঁরদের সিদ্ধান্তকে সোদর বলিলেই হয়। ব্রহ্মর্ষি গোতম বলেন অপবর্গ জ্ঞানাপেক্ষ, ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমেরও ঐ মত যথা

মোহকলুষান্ধকারং প্রজ্ঞাপ্রদীপেন বিধমথা সর্বং। সানুশয়দোষজালং বিদারয়ত জ্ঞানবজ্রেণ॥

*   *   *   *   *

মোহান্ধস্থবিরবিদ্যাঘাতকো হিরিশিরিভরিতো। ত্বং বৈদ্য কুশলচিকিৎসকো হৃষ্টতত্থদদো

*   *   *   *

জ্ঞানিং জ্ঞানকথাপ্রধারকা জ্ঞাপর্যাসি ত্রিভবে ত্রৈবিধ্য বিমোক্ষদেশকা ত্রিমল-মলানুদা।

"ব্রহ্মর্ষি গোতম কহেন মিথ্যা জ্ঞান দোষ এবং প্রবৃত্তির হেতু এবং তৎপ্রযুক্ত জন্মের কারণও হয়, ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমেরও ঐ উপদেশ। ব্রহ্মর্ষি গোতম বলেন সংসার ইষ্টানিষ্ট সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মে মিশ্রিত তন্নিমিত্ত সকলি ত্যাজ্য এবং অপবর্গই পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমও কহেন সংসার ধর্ম্মাধর্ম্ম কুশল অকুশলে মিশ্রিত এবং নির্ব্বাণই সর্ব্ব দুঃখের এক উপায়, তিনিও ব্রহ্মর্ষি গোতমের ন্যায় উপদেশ করেন জন্ম মরণাদি সংসার বন্ধনের উপয়ান্তর নাই।

মোক্ষং তে চ অমৃং সর্ব্বে ছিত্ত্বা বৈ ক্লেশবন্ধনম্। যাস্যন্তি নিরুপাদানাঃ ফলপ্রাপ্তি বরং শুভম॥ দক্ষিণীয়াশ্চ তে লোকে আহুতীনাং প্রতিগ্রহাঃ ন তেষু দক্ষিণা ন্যূনা সত্ত্বানির্বাণহেতুকী॥

(দুঃখা জাতিপুনঃ পুনঃ)

জাতিজরামরণদুঃখক্ষয়ং সংসারবন্ধনং বিমোক্ষয়িতুং। চরিতুং বিশুদ্ধ-গমনাক্তসমং তং শুদ্ধসত্ত্বমনুবধ্যরত॥

"বাৎসায়নভাষ্যে যেমন ব্রহ্মর্ষি গোতমের তাৎপর্য্য প্রকাশ ও জন্মের সহিত মিথ্যা জ্ঞানের এবং অপবর্গের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত, তদনুরূপ ললিত বিস্তরে ব্রহ্মবিদ্বেষি গোতমের তাৎপর্য্যও তাদৃশ দেখা যায় যথা ।

কস্মিন সতি জরামরণং ভবতি । কিং প্রত্যয়ং চ পুনর্জরামরণম্ ।। জাত্যাং সত্যাং জরামরণং ভবতি । জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণম্ ।। কস্মিন্ সতি জাতির্ভবতি কিম্প্রত্যয়া চ পুনর্জাতিঃ ।। ভবে সতি জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া চ পুনর্জাতিঃ ।। কস্মিন্ সতি ভবো ভবতি কিম্প্রত্যয়শ্চ পুনর্ভবঃ ।। উপাদানে সতি ভবো ভবত্যুপাদানপ্রত্যয়ো হি ভবঃ ।। কস্মিন্ সত্যুপাদানং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ পুনরুপাদানম ।। তৃষ্ণায়াং সত্যামুপাদানং ভবতি তৃষ্ণাপ্রত্যয়ং হ্যুপাদানম্ ।। কস্মিন্ সতি তৃষ্ণা ভবতি কিম্প্রত্যয়া চ তৃষ্ণা ।। বেদনায়াং সত্যাং তৃষ্ণা ভবতি বেদনাপ্রত্যয়া চ তৃষ্ণা ।। কস্মিন্ সতি বেদনা ভবতি কিম্প্রত্যয়া পুনর্বেদনা ।। স্পর্শে সতি বেদনা ভবতি স্পর্শপ্রত্যয়া হি বেদনা ।। কস্মিন্ সতি স্পর্শো ভবতি কিম্প্রত্যয়শ্চ পুনঃ স্পর্শঃ ।। ষডায়তনে সতি স্পর্শো ভবতি ষডায়তনপ্রত্যয়ো হি স্পর্শঃ ।। কস্মিন্ সতি ষডায়তনং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ পুনঃ ষডায়তনম্ ।। নামরূপে সতি ষডায়তনং ভবতি নামরূপ-প্রত্যয়ং হি ষডায়তনম্ ।। কস্মিন্ সতি নামরূপং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ পুনর্নাম-রূপম্ ।। বিজ্ঞানে সতি নামরূপং ভবতি বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং হি নামরূপম্ ।। কস্মিন সতি বিজ্ঞানং ভবতি কিম্প্রত্যয়ঞ্চ বিজ্ঞানম্ সংস্কারেষু সৎসু বিজ্ঞানং ভবতি সংস্কারপ্রত্যয়ঞ্চ বিজ্ঞানম্ ।। কস্মিন্ সতি সংস্কারা ভবন্তি কিম্প্রত্যয়াশ্চ সংস্কারাঃ ।। অবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কারা ভবন্তি অবিদ্যাপ্রত্যয়া হি সংস্কারাঃ ।।

"অর্থাৎ কি হইলে জরা মরণ হয়, এবং জরা মরণের প্রত্যয় কি ; জন্ম হইলে জরা মরণ হয়, জরা মরণের প্রত্যয় জন্ম ।

কি হইলে জন্ম হয়, এবং জন্মের প্রত্যয় কি ; সংসার হইলে জন্ম হয়, জন্মের প্রত্যয় সংসার ।

কি হইলে সংসার হয়, এবং সংসারের প্রত্যয় কি; উপাদান অর্থাৎ আসক্তি হইলে সংসার হয়, সংসারের প্রত্যয় উপাদান।

কি হইলে উপাদান হয়, এবং উপাদানের প্রত্যয় কি; তৃষ্ণা হইলে উপাদান হয়, উপাদানের প্রত্যয় তৃষ্ণা।

কি হইলে তৃষ্ণা হয়, এবং তৃষ্ণার প্রত্যয় কি; বেদনা হইলে তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ণার প্রত্যয় বেদনা।

কি হইলে বেদনা হয়, এবং বেদনার প্রত্যয় কি; স্পর্শ হইলে বেদনা হয়, বেদনার প্রত্যয় স্পর্শ।

কি হইলে স্পর্শ হয়, এবং স্পর্শের প্রত্যয় কি; ষড়িন্দ্রিয় হইলে স্পর্শ হয়, স্পর্শের প্রত্যয় ষড়িন্দ্রিয়।

কি হইলে ষড়িন্দ্রিয় হয়, এবং ষড়িন্দ্রিয়ের প্রত্যয় কি; নামরূপ হইলে ষড়িন্দ্রিয় হয়, ষড়িন্দ্রিয়ের প্রত্যয় নামরূপ।

কি হইলে নামরূপ হয়, এবং নামরূপের প্রত্যয় কি; বিজ্ঞান হইলে নামরূপ হয়, নামরূপের প্রত্যয় বিজ্ঞান।

কি হইলে বিজ্ঞান হয়, এবং বিজ্ঞানের প্রত্যয় কি; সংস্কার হইলে বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞানের প্রত্যয় সংস্কার।

কি হইলে সংস্কার হয়, এবং সংস্কারের প্রত্যয় কি; অবিদ্যা হইলে সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রত্যয় অবিদ্যা।

"এই রূপে জরা মরণের হেতু সমূহ ক্রমশঃ বর্ণন করিয়া শাক্য সিংহ তাহার নিরোধের উপায় পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তর ধারায় স্থির করিয়াছিলেন যথা

কস্মিন্নসতি জরামরণং ন ভবতি কস্য বা নিরোধাজ্জরামরণনিরোধঃ ॥
জাত্যাং অসত্যাং জরামরণং ন ভবতি জাতিনিরোধাজ্জরামরণনিরোধঃ ॥

কস্মিন্নসতি জাতির্ন ভবতি কস্য বা নিরোধাজ্জাতিনিরোধঃ ॥ ভবেঽসতি জাতির্ন ভবতি ভবনিরোধাজ্জাতিনিরোধঃ ॥ কস্মিন্নসতি বিস্তরেণ যাবৎসংস্কারা ন ভবন্তি । কস্য বা নিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ ॥

অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্ত্যবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ সংস্কার নিরোধাদ্বিজ্ঞাননিরোধঃ ॥

কিসের অভাব হইলে জরা মরণের অভাব হয়, এবং কিসের নিরোধেতে জরা মরণের নিরোধ হয়; জন্মের অভাব হইলে জরা মরণের অভাব হয়, জন্ম নিরোধেতে জরা মরণ নিরোধ ।

কিসের অভাব হইলে জন্মের অভাব হয়, এবং কিসের নিরোধেতে জন্ম নিরোধ হয়; সংসারের অভাব হইলে জন্মের অভাব হয়, সংসারের নিরোধেতে জন্ম নিরোধ হয় ।

অন্ততঃ কিসের অভাব হইলে সংস্কারের অভাব হয়, এবং কিসের নিরোধেতে সংস্কারের নিরোধ হয়; অবিদ্যার অভাব হইলে সংস্কারের অভাব হয়, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধেতে অবিদ্যার নিরোধ ।

"অতএব ভায়া তর্ককাম গোতম যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহাতে শাক্য সিংহের অতিরিক্ত কিছুই নাই দুই গোতমেরই অবিকল এক মত" ।

তর্ককাম । "শাক্য সিংহ কেবল জরা মরণ বিষয়ে দুই এক কথা লিখিয়াছিলেন, আর কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই । সংসারের জ্বালা সকলকেই ভোগ করিতে হয় বৌদ্ধেরা কি এবিষয়ে মুক্ত ছিলেন তাহা নহে তাঁহারদিগকেও সংসার যাতনা সহিতে হইত কিন্তু ঐ যাতনা মোচনের কোন উপায় জানিতেন না সুতরাং কেবল ত্রাহি২

বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা সংসার যাতনার অনুভব পাইয়া অবিদ্যা বশতঃ কোন উপায় করিতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন বলিয়া কি আমারদের তুল্য হইতে পারেন। অস্মদীয় মহর্ষি গোতম দুঃখ শান্তির উপায়ও করিয়াছেন তিনি কেবল অসুখের বর্ণনা করিয়া অন্ধ তমসের দর্শন দিয়াছিলেন এমত নহে দুঃখাপনোদের উপায়ও শিখাইয়াছেন এবং দিপ্তির দর্শন দিয়াছেন। সুচিকিৎসকের ন্যায় রোগের নিদান ব্যবস্থা পথ্য সকলি উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা জরা মরণাদি সংসার জ্বালাতে সন্তপ্ত হইয়া কেবল হাহাকার ধ্বনি করিয়াছেন মাত্র, তাপ শান্তির উপায় কিছুই জানিতেন না মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক গুরুকে বৈদ্য কুশল চিকিৎসক উপাধি দিয়াছিলেন কিন্তু সে বৈদ্য কুশল চিকিৎসক যে উপদেশ করিয়াছিলেন গ্রাম্য চাসারাও তাহা বলিতে পারিত তিনি এই মাত্র শিখাইয়াছিলেন যে সকলেই হতভাগ্য দুঃখী আর নিপাত ব্যতীত দুঃখ শান্তির উপায়ান্তর জানিতেন না ভিষগ্বন্ধু শিরোমণির মতে বিনাশই আত্মার পথ্য, নির্ব্বাণ বই আর কিছু জানিতেন না কিন্তু নিত্য আত্মার কি ধ্বংস সম্ভবে। অস্মদীয় মহর্ষি অপবর্গ এবং মুক্তির শিক্ষা দিয়াছিলেন"।

সত্যকাম। "অপবর্গ ও নির্ব্বাণ ভিন্ন২ শব্দ বটে যেমন অচল এবং নগ, কিন্তু অর্থের ভেদ তো কিছু দেখি না। অপবর্গের লক্ষণ কি?"

তর্ককাম। অপবর্গের অর্থ দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও

মিথ্যা জ্ঞানের অপবর্জ্জন—ত্যাগ। তাহা শুদ্ধ সুখাবস্থা"।

সত্যকাম। "তোমরা কহিয়া থাক অপবর্গ কালে আত্মা জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন তোমারদের মতে সে অবস্থায় আত্মাতে শরীর ও মনের সংযোগ থাকে না সুতরাং চৈতন্য ও প্রবৃত্তিও সম্ভবে না। তবে অপবর্গ নিতান্ত অচৈতন্য অবস্থা। এমত অবস্থায় সুখ কি প্রকারে সম্ভবে, আর তাহা বৌদ্ধোক্ত নির্ব্বাণ হইতে কি প্রকারে প্রভিন্ন তাহাও বুঝিতে পারি না"।

তর্ককাম। "সত্যকাম এমন২ তত্ত্ব আছে তাহা মানুষিকী ভাষাতে বর্ণন করা যায় না এবং মানুষিকী বুদ্ধিরও অগম্য। এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বেতে কেবল আত্মার অনুভূতি সম্ভবে যাহারদের হৃদয়ঙ্গম হয় তাহারাই বুঝিতে পারে অতএব অপবর্গের লক্ষণ করা যায় না তাহাতে ভাষা ও শব্দের অবসান হয় তবে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উহা পরম সুখাবহ উহাতে তাবৎ অমঙ্গল শোক দুঃখ যন্ত্রণা ব্যথা সকলেরি নিত্য শান্তি। সরস্বতীও এমত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এবং শাশ্বত সুখের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না, বৃহস্পতিও অবিমুক্ত অবস্থায় তাহার অনুভব করিতে পারেন না। এমত অনির্ব্বচনীয় আনন্দাবস্থাকে বুদ্ধোক্ত নির্ব্বাণের অবিশেষ কহিলে দুর্বুদ্ধির সীমা থাকে না"।

সত্যকাম "আমাকে একটী কথা বলিতে হইল তুমি যেমন অপবর্গকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ কহিলা বৌদ্ধেরাও নির্ব্বাণের অবিকল তদনুরূপ বর্ণনা করেন। পালীয় শাস্ত্রে

নির্ব্বাণের লক্ষণ এই যে তাহা জরা মরণ ব্যাধি হইতে নির্মুক্ত এবং পরম সুখ সম্পন্ন । ব্রহ্ম দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতেরা কহেন নির্ব্বাণ অবস্থায় কোন দুঃখ থাকে না কোন দ্রব্য কিম্বা আশ্রম সহকারে উহার প্রকৃত উপমা হয় না কেবল এই মাত্র বলা যায় যে নির্ব্বাণ হইলে সমুদয় দুঃখ শান্তি ও মুক্তি এবং পরম সুখলাভ হয় । বুদ্ধ উপদেশ করিয়াছিলেন ।

ইহ তে কামক্রোধা মোহপ্রভবা জগৎপরিনিকাসাঃ । সাহৃতা ইব চৌরা বিনাশিতা যে নিরবশেষাঃ ॥ ইহ সা অকার্য্যকর্ত্রী ভবতৃষ্ণাচারিণী তথাঽবিদ্যা । সানুশয়মূলজালা মহাজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধা ॥ ইহ সা অহং মমেতি চ কালিপাশ-দুরানুগাচলিতমূলা । নীবরণকঠিনগ্রন্থিশ্ছিন্না মম জ্ঞানশস্ত্রেণ ॥ কাঙ্ক্ষা বিমতিসমুদয়া দৃষ্টিজলজনিতা অশুভমূলা । তৃষ্ণানদী তিবেগা প্রশোষিতা মে জ্ঞানসূর্য্যেণ ॥ কুহনলপনপ্রতাপং মায়ামাৎসর্য্যদোষইর্ষ্যাচ্ছং । ইহ তে ক্লেশারণ্যং ছিন্নং বিনয়াগ্নিনা দগ্ধম্ ॥ সর্ব্বভববন্ধনানি চ মুক্তানি ময়েহ তানি সর্ব্বাণি । প্রজ্ঞাবলেন নিখিলান্যবিধমিহ বিমোক্ষমাগম্য ॥ ইহ রাগমদন-মকরং তৃষ্ণোর্ম্মিজলং কুদৃষ্টিনক্রাহম্ । সংসারসাগরমহং সন্তীর্ণো বীর্য্যবলনাবা ॥ ইহ তন্ময়াঽনুবুদ্ধং সর্ব্বপরপ্রবাদিভিরদধ্রাপ্যং । অমৃতং শোকিতার্থং জরা-মরণশোকদ্রাস্তং ॥ ইহ তন্ময়াঽনুবুদ্ধং যদ্বুদ্ধং প্রাক্তনৈর্জিনৈরপরিমাণৈঃ । যস্য মধুরোঽভিরুত্যঃ শব্দো লোকেষু বিখ্যাতঃ ॥

“ ইহাতে মোহজাত জগদ্ভ্রামক কাম ক্রোধ দোষীকৃত চোরের ন্যায় নিরবশেষে বিনাশিত হইল । ইহাতে অকার্য্য করী ভবতৃষ্ণা এবং অবিদ্যা, অনুশয় মূল সমূহের সহিত মহা জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইল । ইহাতে কঠিন বিষয় গ্রন্থি যুক্ত অহং মমরূপ কঠোর কালপাশ আমার জ্ঞান শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হইল । কুমতি হইতে উদিতা এবং দৃষ্টি জল দ্বারা বর্দ্ধিতা যে অশুভ মূলা অতি বেগবতী তৃষ্ণা নদী তাহা আমার জ্ঞান সূর্য্য দ্বারা শোষিত হইল । ইহাতে

প্রবঞ্চনা নিন্দা কুৎসাদি মায়া মাৎসর্য্য ঈর্ষ্যারূপ ক্লেশারণ্য বিনয়াগ্নিতে দগ্ধ হইল। ইহাতে আমি প্রজ্ঞাবল দ্বারা ত্রিবিধ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব সংসার বন্ধন মুক্ত করিলাম। ইহাতে আমি বীর্য্য বল পোত দ্বারা সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইলাম যাহা কুদৃষ্টি সঙ্গ্রহে রাগ ও কাম এবং তৃষ্ণা তরঙ্গ রূপ নক্র চক্র সঙ্কুল দেখা যায়। ইহাতে আমি লোক হিতার্থ অন্যান্য প্রবাদ পর লোকের অপ্রাপ্য জরামরণ শোক দুঃখান্ত অমৃত হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ইহাতে আমি ঐ পরম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলাম যাহা অগণনীয় পূর্ব্ব জিন বৃন্দের হৃদয়ঙ্গত হইয়াছিল এবং যাহার মধুর রমণীয় শব্দ সর্ব্বলোক বিখ্যাত”।

তর্ককাম। “এত তর্কের তাৎপর্য্য কি? বৌদ্ধ শিক্ষা কি মহর্ষি প্রণীত ন্যায় শাস্ত্রের তুল্য হইবে। গোতমোক্ত উপমান অবলম্বন করিয়াই গোতমের হিংসা করিতেছ। তুমি কি জান না কোন২ তত্ত্ব এমত জাজ্বল্যমান যে দিবাকরের ন্যায় স্বতঃ সিদ্ধ এবং জগদ্দীপক হইয়া থাকে। জড় বুদ্ধি লোকে যদি তাহার অনুভব না পায় তাহাতে তাদৃশ তত্ত্বের হানি হয় না যেমন পেচকাদি অপকৃষ্ট জন্তু মধ্যাহ্নে অন্ধ থাকিলেও তাহাতে অংশুমালির নিন্দা নাই, কিন্তু স্থূল বুদ্ধি মূর্খ লোকেও এমত পরম তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ অনুভব পাইতে পারে সে অনুভবে ঐ তত্ত্বের মহিমা হানি হয় না বরং সত্যতার দার্ঢ্য হয় অতএব মহর্ষি গোতম যে পরম তত্ত্ব আদৌ উপদেশ করেন বৌদ্ধেরা যদি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া থাকে তাহাতে কি তাহারদের প্রাধান্য হইবে”।

সত্যকাম। "তুমি যথার্থতঃ কি বলিতে পার যে বৌদ্ধেরা গোতমোক্ত ন্যায়সূত্র প্রতিপাদিত "পরম তত্ত্বের" যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র পাইয়াছিল। শাক্য সিংহের শিষ্যেরা বরং কহিতে পারে তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্ব অভূত পূর্ব্ব, পূর্ব্বে অশ্রুত ছিল। প্রত্যুতঃ অস্মৎপূর্ব্বেরদের মধ্যে তত্ত্ববিচারি পণ্ডিতবর্গ বহুকালাবধি সংসারের বিবিধ অমঙ্গল দর্শনানন্তর বৈদিক ক্রিয়া কলাপে তৎশান্তি অসম্ভব জ্ঞান করিয়াছিলেন প্রজ্বলিত অগ্নি কুণ্ডে আহুতি দিলেই দুঃখ শান্তি হইবে ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন নাই সুতরাং মন্ত্র ব্রাহ্মণের উপদেশাতিরিক্ত পুরুষার্থের বাসনা মধ্যে২ তাহাঁরদের হৃদয়ে উদিত হইত। এই প্রকার মনোবৃত্তি বহুদিবসাবধি এতদ্দেশীয় কোবিদ্ বৃন্দের মধ্যে প্রবল ছিল। গোতম সর্ব্বাগ্রে তাহা সূত্র বদ্ধ করেন বলিলে কেবল সাহসের কথা হয় কেননা বৌদ্ধ মত ন্যায় সূত্রের অগ্রে প্রচার হইয়াছিল ইহাতে সংশয়াভাব। একথাকে সর্ব্ববাদি সম্মত বলিলেও হয় তোমরা আপনারা এই বলিয়া গোতমের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক যে বৌদ্ধ মত খণ্ডনই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায়। অপিচ জাতি দুঃখ ও অপবর্গ অথবা মুক্তির আনন্দ বর্ণন যাদৃশ বৌদ্ধ মত সঙ্গত তাদৃশ ন্যায় দর্শন সঙ্গত হইতে পারে না। বৌদ্ধ শব্দে সহজেই এই২ ভাব স্মৃতিপথারূঢ় হয় যথা সংসারের লক্ষণ অনিত্য দুঃখ অনাত্ম, এবং নির্ব্বাণ পরম সুখ। ন্যায় শাস্ত্র শব্দে প্রমাণ প্রমেয় অনুমান ব্যাপ্তি প্রভৃতি চিত্তক্ষেত্র গত হয়। অতএব সংসারের দুঃখ ও অপবর্গ কিম্বা নির্ব্বাণ বিষয়ে যদি ন্যায় এবং বৌদ্ধ মতে

কোন নির্ব্বিশেষ সামান্য শিক্ষা পাওয়া যায় তাহাতে এই মাত্র সম্ভবে যে শাক্য সিংহ আদৌ সে শিক্ষা প্রচার করেন পরে গোতম স্বয়ং তাহা গ্রাহ্য করেন।

"তর্ককাম তুমি কেমন করিয়া বলিলা যে জাতি দোষ ও নির্ব্বাণ সুখ আদৌ ন্যায় সূত্রে প্রতিপাদিত হয়। তুমি কি জান না যে ন্যায় সূত্র রচনার পূর্ব্বে শাক্য সিংহের চরিত্রেতেই তাহার প্রতিপাদন দেখা যায়। তাঁহার জীবন চরিতে জরা মরণের দুঃখ এবং অপবর্গ ও নির্ব্বাণের আনন্দ বর্ণন ব্যতীত প্রায় আর কোন বৃত্তান্ত নাই বাল্যা-বস্থাবধি তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাণের সাধনে ছি-লেন ঐ প্রকার বৈরাগ্য বর্ণন এবং নির্ব্বাণের সাধন শাক্য সিংহের পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রোক্ত পুরুষের চরিত্রে দেখা যায় না"

আগমিক। "শ্রীরামচন্দ্র তো বাল্যকালেই সংসারে বিরক্ত হইয়া মুক্তির সাধন করিয়াছিলেন তিনি কি শাক্য সিংহের পূর্ব্বে ছিলেন না"

সত্যকাম। "যোগ বাশিষ্ঠে ঐ রূপ বর্ণনা আছে বটে কিন্তু যোগ বাশিষ্ঠ আধুনিক গ্রন্থ কহিতে হইবেক। বাল্মীকি তাহার গ্রন্থকার ছিলেন এমত বোধ হয় না। গ্রন্থকার শাক্য সিংহের ন্যায় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন বটে এবং জরা মরণ তৃষ্ণা প্রভৃতি বৌদ্ধ শব্দও প্রয়োগ করিয়া-ছেন কিন্তু সে বৌদ্ধেরদের নকল মাত্র আর তাহা বাল্মীকি রামায়ণের বিরুদ্ধ। বাল্যাবস্থায় রামচন্দ্রের মনে যদি শাক্য সিংহের ন্যায় বৈরাগ্য ভাব জন্মিয়া থাকে তবে

তাহা বহুকাল ব্যাপী ছিল না। শাক্য সিংহের বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি শীল হওয়াতে তিনি পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ সাধনার্থ প্রব্রিব্রাজক হয়েন। কিন্তু রামচন্দ্রের যে প্রকার চরিত্র রামায়ণে বর্ণিত আছে তাহাতে বোধ হয় না যে বাল্য কালে তাঁহার মনে কোন বৈরাগ্য ভাব জন্মিয়াছিল যদি জন্মিনা থাকে তবে দশরথের কৌল পুরোহিত বশিষ্ঠাদি ঋষি-দিগকে রাজা সুধোধনের সভা পণ্ডিতবৃন্দাপেক্ষা চতুরতর কহিতে হইবে কেননা সুধোধনের পণ্ডিতেরা শাক্য সিংহকে নিরস্ত করিয়া গৃহাশ্রমে রাখিতে পারেন না কিন্তু রামচন্দ্র সংসার ধর্ম্মপালনে আশু স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কাক পক্ষধর অবস্থাতেই রাক্ষস বধার্থ বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গিয়াছিলেন পরে ঋষি সমভিব্যাহারে জনক রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া ধনুর্ভঙ্গ পূর্ব্বক সীতার পাণিগ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন পরে পিতৃআজ্ঞায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে সম্মত হয়েন সে অভিষেকে যে ব্যাঘাত হয় তাহা তাঁহার বৈরাগ্য বশতঃ নহে কিন্তু কৈ-কেয়ীর কৌটিল্য হেতুক। পরে যখন তাপস বেশ ধারণ করিয়া অরণ্য যাত্রী হয়েন তখন জাতি জরা মরণাদি দোষে সংসারে বিরক্ত হইয়া বনবাস করেন এমত কহা যাইতে পারে না কেননা তখনও সংসারের দোষ বশতঃ বৈরাগ্য ভাব প্রচার করেন নাই বরঞ্চ সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে পিতৃ সত্য পালনার্থ অরণ্য বাস করিতেছেন। আর অরণ্য বাসেও দার সমভিব্যাহারে ছিলেন। বিমাতার ঈর্ষ্যায় বহুতর ক্লেশ ভোগ হইলেও এবং পরে লঙ্কাধিপতি

কাপুরুষ রাবণ সীতা হরণ করিলেও রামচন্দ্রের মনে বৈরাগ্য ভাবোদয় হয় নাই এবং বিরহ ভাবের লক্ষণ ব্যক্ত আছে অনন্তর তিনি সহধর্ম্মিণীর উদ্ধারার্থ বিশেষ যত্ন করিয়া রাবণ বধ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যাভিষেক গ্রহণ করেন।

"শাক্য সিংহের চরিত্র তদ্রূপ নহে পিতা মাতাদি আত্মীয় বর্গের এবং পৌরজনগণের মহা আদরান্বিত ও স্নেহ-ভাজন হইলেও অবাধে রাজ্যাধিকার করিবার সম্ভব স্থলে তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক হইয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে সংসার ও জীবন কেবল দুঃখ রাশি অতএব সর্ব্ব পরিহার করিয়া নির্ব্বাণ সাধন কর্ত্তব্য। তিনি কোন ক্রমে সংসার ধর্ম্ম পালনে স্বীকৃত হইলেন না, তাঁহার সংসার ত্যাগ বৈরাগ্য এবং নির্ব্বাণ সাধন এমত প্রসিদ্ধ কথা যে তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত নেপাল তিব্বৎ ব্রহ্ম সিংহল শ্যাম চিণ তাতার প্রভৃতি দেশেও সাধারণের বিদিত হইয়াছে।"

আগমিক। "সত্যকাম, আমি দেখিতেছি তুমি সামান্য দর্শনে বড় পটু বিশেষ দর্শনে তাদৃশ পটু নহ নচেৎ বুঝিতা যে বৌদ্ধেরা ঈশ্বর এবং আত্মা মানে না এবং বেদ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে"।

সত্যকাম। "নাস্তিকতা বৌদ্ধদিগের সাধারণ লক্ষণ নহে, কেননা তাহারদের এক সম্প্রদায় ঐশ্বরিক নামে বিখ্যাত, উহারা আদি বুদ্ধ নামে এক স্বয়ম্ভু ঈশ্বর স্বীকার করে। তাহারা আত্মাও নিতান্ত অস্বীকার করে না, ফলে

ভাবি সুখ দুঃখের প্রসঙ্গ করিলে বস্তুত আত্মা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বৌদ্ধেরা ভাবি সুখ দুঃখের প্রসঙ্গ করিয়া থাকে, তাহাতে সংশয়াভাব। তাহারা কহে অবিশ্বাসির দ্বিবিধ দণ্ড, হয়তো নরক গামী হইবে নচেৎ পশু হইয়া জন্মিবে। জ্ঞানির দ্বিবিধ পুরস্কার হয়তো দেব লোকে যাইবে নচেৎ মানব যোনিপ্রাপ্ত হইবে। যাহারা বুদ্ধের দর্শন পায় তাহারদের সহস্র কল্প পর্য্যন্ত কোন দুর্গতি হয় না।

যেষাং ত্বদ্দর্শনং সৌখ্যং এজাতে পুরুষর্ষভ। ন তে কল্পসহস্রাণি জাতু যাস্যন্তি দুর্গতিং ॥

"তাহারদের বেদ নিন্দার কথা যাহা উল্লেখ করিলা তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে তাহারা বেদবিহিত যাগ যজ্ঞের প্রণালী পালন করে না বটে সুতরাং বেদকে এক প্রকার নগণ্য করিয়াছে, কিন্তু বেদনিন্দা যে তাহারদের সাধারণ লক্ষণ এমন কহা যাইতে পারেনা বিবাদ স্থলে শ্রুতি পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের নিকট তিরস্কৃত হইলে তাহারাও কঠোরোক্তি করিয়া বেদকে বঞ্চক পুরুষ কৃত কহিয়া থাকিবে, কিন্তু বিবাদ মুখে ক্রোধ ভরে সে সকল কঠোরোক্তি করিয়াছিল তাহা ধর্ত্তব্য নহে কেননা দেবর্ষি নারদ যিনি স্বয়ং বিষ্ণু পূজার প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন তিনিও একদা ক্রোধপরবশ হইয়া নারায়ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত কি তাঁহাকে বিষ্ণুনিন্দক কহিবা। যথা তুলসীদাস কৃত রামায়ণের উক্তি

सुनत वचन उपजा अति क्रोधा। मायावश न रहा मन बोधा॥ परसंपदा सकहु नहि देखी। तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिन्धु रुद्रहि बौरायेहु। सुरन प्रेरि विष पान करायेहु॥ असुर सुरा विष शंकरहि आपु रमा मणि चारु। स्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपटव्यवहार॥

“বৌদ্ধেরা বেদকে যেমন নগণ্য করিয়াছেন বৈদিক ঋষিরাও সে বিষয়ে ত্রুটি করেন নাই এবম্বিধ বেদ নিন্দা ভগবদ্গীতাতেও আছে যথা

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ * ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

“অর্থাৎ হে পার্থ অপণ্ডিত বেদোক্তি পরায়ণ লোকেই এই পুষ্পিত বাক্য প্রয়োগ করত কহে তার কোন পরমগতি নাই কিন্তু বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয় মাত্র হে অর্জ্জুন তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। শাক্য সিংহ ইহার অধিক আর কি কহিয়াছেন তিনিও এইমাত্র উপদেশ করেন যে বৈদিক প্রণালী দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। গোতম এবং কপিল মহর্ষিরদের উপদেশও ঐরূপ, তবে বৌদ্ধেরদের বিশেষ দোষ কি।

“ব্রাহ্মণ নিন্দার বিষয়ে যাহা কহিয়াছ তাহাতেও স্মরণ করিতে হইবে যে ব্রহ্ম নিন্দা বৌদ্ধেরদের সার কথা নহে শাক্য সিংহ এমত উপদেশ করেন নাই যে ব্রাহ্মণ নিন্দা করিলেই মুক্তি হইবে। তাঁহার উপদেশে জাত্যভিমানের চিহ্ন ছিলনা বটে তিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি করিতেন কিন্তু উত্তম বর্ণের উৎকর্ষ অস্বীকার করেন নাই কেননা তিনি উপদেশ করিয়াছিলেন যে নরঘাতক লোক পঞ্চ খণ্ড ভস্ম

হইলে নরক গামী হইবে অথবা যদি কোন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুন্য বশতঃ মানব কুলে জন্ম লাভ করে তবে অন্ত্যজ জাতি হইয়া জন্মিবে কিম্বা যদি উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হয় তবে তাহার-দের আয়ুক্ষয় ও অকাল মৃত্যু হইবে। যদি কেহ জীব-হিংসায় বিরত হইয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রক্তপাত না করে এবং যাবদীয় প্রাণির উপর দয়া ও কৃপা করে তবে মরণান্তে দেব লোক প্রাপ্ত হইবে অথবা নর লোকে আসিয়া ক্ষত্র ব্রহ্মাদি উত্তম বর্ণ লাভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে।

"শাক্য সিংহ ব্রাহ্মণদিগের দৈবপ্রভাব স্বীকার করেন নাই বটে কিন্তু বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়েতেও ব্রাহ্মণদিগের দৈবপ্রভাব সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নহে ইহাঁরা জাতি বর্ণ ভেদ না করিয়া সর্ব্ব প্রকার লোককে স্বীয় সম্প্রদায় ভুক্ত করেন বৌদ্ধেরাই বা ইহার অধিক কি করে। তাহারা কেবল এই মাত্র প্রচার করিয়া থাকে যে ব্রাহ্মণ সেবাতে পরম গতি লাভ হয় না, নির্ব্বাণ মুক্তিই পরম গতি।

"নির্ব্বাণ মুক্তি বাদে অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু নৈয়ায়িক অপবর্গবাদ হইতে বৌদ্ধ নির্ব্বাণবাদ অপেক্ষাকৃত উত্তম। বৌদ্ধ এবং নৈয়ায়িক উভয় মতেই সংসার দুঃখরাশি মাত্র এবং কর্ম্ম বশতঃ জন্ম, কিন্তু বৌদ্ধেরা নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় এমত কহে না যে সৎকর্ম্মে নির্ব্বাণের ব্যাঘাত হয় কেননা সৎকর্ম্ম করিলেও শুভ ফল ভোগার্থ জন্ম অবশ্যম্ভব। বৌদ্ধেরা এমত কহে না যে সদসৎ কর্ম্ম উভয়ই হেয়। নৈয়ায়িকদিগের তুল্য তাহারা অকুশল অর্থাৎ অধর্ম্মকে ঐহিক এবং পারত্রিক দুঃখ কর কহে বটে

কিন্তু কুশল অর্থাৎ ধর্ম্মকে পরমপুরুষার্থের বাধক কহে না তাহারদের মতে ধর্ম্মেতে দেবলোক ব্রহ্মলোক অথবা মার্গ চতুষ্টয় প্রাপ্তি হয় মার্গ চতুষ্টয় নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থা। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণের উপায় রূপেই নানাবিধ সদসৎ বিধি নিষেধের নিয়ম করিয়াছে।”

“কিন্তু ন্যায় সূত্রকার গোতম এমত সদসৎ বিধি নিষেধের নিয়ম করিতে পারেন নাই তিনি ধর্ম্মসাধনের প্রবৃত্তি দিতে পারেন নাই কেননা তাঁহার মতে ধর্ম্মসাধনের ফল অপবর্গের বাধক হয়। তিনি যম নিয়মাদি যোগাভ্যাসের বিধি দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত অধর্ম্ম নিবারণার্থ, অপবর্গার্থ নহে। ধর্ম্মসাধনের ফলে যে অপবর্গের বাধা হয় তাহা তিনি এই রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যথা পূর্ব্বপক্ষ

ঋণক্লেশপ্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ।

“অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্ম বশতঃ তিন ঋণ গ্রস্থ হয়েন ব্রহ্মচর্য্যার্থ ঋষিরদের ঋণী, যজ্ঞার্থ দেবতাদের, অপত্যার্থ পিতৃলোকের। এই সকল ঋণ পরিশোধ করিলে পুণ্য লাভ হয় সুতরাং তৎফল ভোগার্থ স্বর্গাদি গমন পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম আবশ্যক। পরিশোধ না করিলে অধর্ম্ম হয়, তাহারও ফল ভোগার্থ নরকাদি গমন পূর্ব্বক জঘন্য জন্ম অবশ্যম্ভাবি। তবে পুনর্জ্জন্ম নিরোধ কিরূপে হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে গোতম এমত শিক্ষা দেন না যে ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে অপবর্গের ব্যাঘাত নাই তিনি কেবল ঋণ পরিশোধ বিধির গৌণার্থ প্রতিপন্ন করেন। যথা

প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দেনানুবাদো নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ ॥

"পরে অন্য এক পূর্ব্ব পক্ষ স্মরণ করেন ননগ্নিহোত্রস্য প্রতিবন্ধকত্বেপি, তৎফলঃ স্বর্গ এবাপবর্গ প্রতিবন্ধকঃ স্যাৎ অগ্নিহোত্রের ফল স্বর্গ তাহাও তো অপবর্গের প্রতিবন্ধক, ইহার উত্তর।

পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ ॥

"ব্রাহ্মণের অন্তিম আশ্রম ভিক্ষুত্ব সে আশ্রমে যজ্ঞের স্রুচাদি পাত্র সঞ্চয় সম্ভবে না। পাত্রাভাবে জ্ঞানির যজ্ঞসম্পাদনাভাব সুতরাং তৎফলাভাব। যজ্ঞের সঙ্কল্লাভাব না থাকাতে অধর্ম্মাভাব। অতএব ঐ আশ্রমে জ্ঞানির পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাভাব প্রযুক্ত অপবর্গের প্রতিবন্ধক হয় না। ন্যায় শাস্ত্রের এই মীমাংসা যে চতুর্থাশ্রমি ভূসুর ভিক্ষু ব্যতীত আর কাহারাও অপবর্গ সম্ভবে না কেননা অন্য সকলেই বিবিধ বিষয়ে ঋণী সে ঋণ পরিশোধ করিলে ধর্ম্মলাভ এবং তদ্বশতঃ পুনর্জন্ম। পরিশোধ না করিলেও সদ্য অধর্ম্মপ্রাপ্তি ও পরিণামে নরকাদি দুঃখ ভোগ। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং যুবক ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ন্যায় সূত্রোক্ত অপবর্গোপায় নাই। বৌদ্ধ দর্শন ভূরি২ দোষ সংসক্ত হইলেও ন্যায়াপেক্ষা উত্তম বোধ হয় কেননা তাহাতে আপামর সাধারণ লোকের উপদেশ সম্ভাব্য এবং সকলেই ধর্ম্মসাধন পূর্ব্বক নির্বাণের অধিকারী হইতে পারে।"

তর্ককাম। "সত্যকাম তুমি তো আপনি ক্ষপণক নহ। আমার মনে শঙ্কা হইতেছে তুমি বুঝি গোপনে

শাক্য সিংহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে আমারদিগ-কেও তৎপথাবলম্বি করিতেছে। আগমিক দেখিও যাহাই যেন অন্ধ হইয়া পাষণ্ড কূপে পতিত না হও।"

সত্যকাম। "এমত শঙ্কা করিতে হইবেক না, আমি শাক্য সিংহের শিষ্য নহি। তবে আমার নিজ মত কি তাহা এক্ষণে বিবাদ মুখে ব্যক্ত করিতে চাহি না যদি বিবাদিত বিষয় বিবেচনার পর তোমার শুশ্রূষা হয় তবে পরে আত্ম মত ব্যক্ত করিব সম্প্রতি বক্তব্য এই যে তোমার-দের মহর্ষি গোতম স্বয়ং তোমারদিগকে অন্ধ করিয়া শাক্য সিংহ গোতমের পাষণ্ড কূপের গভীর তলেই আনিয়াছেন। তাঁহার উপদেশেতে বৌদ্ধ শিক্ষার অবশিষ্ট আর কি আছে? তাঁহার মতে সংসার জন্ম জীবন সকলি দুষ্য, আত্মাকে প্রবৃত্তি ও চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অণু এবং মনের আদ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে যে অচেতন অবস্থায় ছিলেন তাহাতে পুনশ্চ প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবেক নচেৎ নিস্তার নাই এবং কেবল অন্তিমাশ্রমি ভিক্ষু ব্রাহ্মণ অপবর্গের অধিকারী যাহারা পাত্রচয়াভাবে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হওতঃ ধর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়। যদি ষোড়শ এবং ষট পদার্থ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে তবে তাহারাই অপবর্গের অধিকারী"।

তর্কবাম। "সত্যকাম তুমি বিদ্রূপ কর আর না কর কিন্তু সংসার নানা দোষাকীর্ণ ইহা কি অস্বীকার করিতে পার। সংসারারণ্য কেবল বিষ বৃক্ষেতে পরিপূর্ণ মহর্ষি গোতমের সূত্রেতে অত্যুক্তি কিছুই নাই। এই কুসংসার নিত্য নিরঞ্জন আত্মার ঘোরতর যন্ত্রণা দায়ক, শরীর এবং মনের

সহিত ইহাঁর নিত্য সংযোগ নাই কেননা সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয় কালে ইনি শরীর ও মনেতে সংসক্ত থাকেন না, যাহা নিত্য নহে কেবল ক্ষণিক মাত্র তাহা নশ্বর, ভগবান বাসুদেব আপনি কহিয়াছেন নসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। অতএব আত্মার পক্ষে শরীর ও মনের ভার হইতে নিত্য মুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে, আত্মার নিত্য অপবর্গ হইতে পারে, কেননা প্রলয় কালে এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে উনি মুক্ত থাকেন প্রলয় কালের মুক্তি নিত্য নহে কিন্তু কি রূপে ঐ ক্ষণিক মুক্তিকে নিত্য মুক্তি করা যাইতে পারে ইহাই দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ বিবেচনা কর্ত্তব্য যে নিত্য মুক্তির ব্যাঘাত কি? প্রলয় কালে আত্মা যে মুক্তি ভোগ করেন তাহা কি নিমিত্ত নিত্য হয় না তাহার অবসান কেন হয়? অবসানের কারণ অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয় জানা যাইবে যে সদসৎ কর্ম্ম বশতঃ পাপ পুণ্যের সঞ্চারে শুভাশুভ ফল ভোগ অবশ্যম্ভব হওয়াতে আত্মার পুনশ্চ শরীর পরিগ্রহ হয় সুতরাং সৃষ্টি এবং সংসারের আবৃত্তি। অপবর্গের উপায় অন্বেষণ করিলে আদৌ সৃষ্টি ও সংসার নিরোধের উপায় চেষ্টা করিতে হইবে এই চেষ্টায় শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ অত্যাবশ্যক। পুণ্য পাপের পরিহার কিপ্রকারে হয় তাহাই বিবেচ্য, পুণ্য পরিহার করিলে পাপ স্পর্শ হয় এবং পাপ পরিহার করিলে পুণ্য স্পর্শ হয় কেননা জন্মতঃ আমরা বিবিধ বিষয়ে ঋণী। ঋণ পরিশোধ করিলে পুণ্য, পরিশোধ না করিলে পাপ অবশ্যম্ভব হয় এখন কি করা যায় এমত অকষ্ট বদ্ধ

অবস্থায় গোতমের উপদেশ এই যে ভূসুরকে অন্তিম আশ্রমে ভিক্ষু হইতে হয় তবে যজ্ঞ সমাপনার্থ পাত্রচয় তিনি সঙ্গ্রহ করিতে নাও পারেন ভিক্ষু অবস্থায় উপকরণাভাবে ঋণ পরি-শোধে ত্রুটি হইলে পাপসংসক্তি হইতে পারে না এবং যজ্ঞ সমাপনের ফলও এড়ান যাইতে পারে এই রূপে শুভা-শুভ ফলের শেষ হইলে সুতরাং মুক্তি হইবে তখন স্বপ্নদর্শন রহিত সুপ্ত পুরুষের ন্যায় বিমুক্ত আত্মার অক্ষয় সুখ হইবে, সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদর্শনে ক্লেশাভাববদপবর্গঃ।”

আগস্মিক। “তর্ককাম বলিতে কি এ প্রকার অপবর্গের সাধন আমার মনে বড় ভাল লাগে না। এ সকলি বাক্-ছল বোধ হয় মহর্ষি সূত্রকার এবং জগদ্গুরু বিপ্র বর্গের পক্ষে এবম্বিধ বাক্ছল উপযুক্ত হয় না তন্নিমিত্ত তোমার দর্শনশাস্ত্রে আমার বড় শ্রদ্ধা হয় না। বেদ বিধি-তেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য স্বর্গকামো যজেত অশ্বমেধেন এই স্পষ্ট শ্রুত্যুক্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গকামনা করাই প্রধান পুরুষার্থ ইহার পর আবার অপবর্গের ফন্দি কেন? ইন্দ্রত্ব লাভ কি ক্ষুদ্র বিষয়? অপবর্গের ফন্দিতে কেবল শ্রুতির বিরুদ্ধে শ্রুতি ধৃত করা হয় অন্তিম আশ্রমে ভিক্ষু হইতে হয় এই বলিয়া পাত্র চয়ের অভাব হলে দেবতাবদের ঋণ পরিশোধার্থ যজ্ঞ সমাপন করিবা না—এ কি কথা?”

তর্ককাম। “আগস্মিক সাবধান যেন পাষণ্ড গর্ত্তে পড়িও না ইন্দ্রত্ব লাভ ক্ষুদ্র কথা নহে বটে কিন্তু স্বর্গভোগে আনন্দের পর্য্যাপ্তি হইতে পারে না দেখ স্বর্গও পৃথিবীর ন্যায় অনিত্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র সকলেই বিনাশের পথে পথিক

হইয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতি জাতয়ঃ নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানাব বাড়বং। অপবর্গ ব্যতীত নিত্য আনন্দ ও সুখ নাই”।

সত্যকাম। “অপবর্গের এত আড়ম্বর করিতেছ, অপবর্গের লক্ষণ কি? অপবর্গে আত্মার শারীরিক ও মানসিক শক্তির অভাব সুতরাং বাগ্বুদ্ধি চেতন কিছুই থাকেনা তাহা স্বপ্ন দর্শনাভাব সুষুপ্তি তুল্য। এমত অবস্থাতে আনন্দ ভোগ কি রূপে সম্ভাব্য। অপবর্গে আত্মার সত্তা থাকে ইহারই বা প্রমাণ কি? চৈতন্য এবং প্রবৃত্তি শূন্য আত্মার সত্তা থাকে ইহা কেমন করিয়া বলিতে পার। চৈতন্য ইচ্ছাদ্বেষ প্রয়ত্নাদি লিঙ্গ দ্বারা আত্মার সত্তা অনুমেয় হয় যে স্থানে সে সকল লিঙ্গাভাব সে স্থলে আত্মার সত্তা পক্ষেও প্রমাণাভাব। চৈতন্য প্রযত্নাদির অত্যন্তাভাবে আত্মিকী সত্তার কোন উদাহরণ নাই। তবে জড় প্রস্তরের আত্মিকী সত্তা আছে বলিলেও হয়”।

তর্ককাম। “আমি তোমাকে বলিয়াছি সৃষ্ট্যগ্রের ন্যায় অববর্গাবস্থায় আত্মার সত্তা”।

সত্যকাম। “এবম্ভূত সত্তার লক্ষণ কি? চৈতন্য প্রবৃত্ত্যাদি রহিত আত্মিকী সত্তা কি রূপে সম্ভবে। তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় ফলে এমত শব্দের কোন অর্থই নাই। তোমরা কেবল আপনারদের কএক বচন রক্ষার্থ এমত অযুক্তি জাল কল্পনা করিয়াছ। প্রবৃত্তিকে নিতান্ত দূষ্য করিয়াছ সুতরাং অপবর্গকালে তাহার সদ্ভাব কহিতে পার না প্রবৃত্তিকে আবার চিত্তের সহিত সংযুক্ত করিয়াছ

সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে চৈতন্যের সত্তা উপদেশ করিতে পারনা তন্নিমিত্ত গগণ পুষ্প তুল্য চৈতন্য রহিত আত্মা কল্পনা করিয়া তাহাই বিমুক্ত বলিয়া আড়ম্বর করিতেছ।

"কিন্তু প্রবৃত্তিকে নিতান্ত দূষ্য করা কখন যুক্তি সঙ্গত হয় না অসৎপ্রবৃত্তিতে অধর্ম্ম জন্মে এবং তাহা নিতান্ত দূষ্য কিন্তু সৎপ্রবৃত্তি দূষ্য নহে আর সদসৎ প্রবৃত্তি উভয়কেই একেবারে হেয় করা বিবেকের চিহ্ন নহে বিষাক্ত অমৃতের কথা যাহা বলিলাহ তাহা বাকছল মাত্র। অপিচ দার্শনিক পণ্ডিতের কার্য্য এই যে সদসৎ প্রভেদ করিয়া সৎকে উপাদেয় এবং অসৎকে হেয় করেন এবং বিজ্ঞান বিলোড়ন দ্বারা বিষাক্ত অমৃতকেও মথিত করিয়া বানকূট পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুধা রক্ষা করেন সদসৎ প্রবৃত্তি উভয়কে হেয় করা পণ্ডিতের লক্ষণ নহে। শ্রীরামচন্দ্র কি রাবণ বিভীষণ উভয়ই রাক্ষস বলিয়া দুই জনকে নষ্ট করিয়াছিলেন হিরণ্য কশিপু ও প্রহ্লাদ উভয়েই দৈত্য বলিয়া কি সম দূষ্য হইবে? মানুষিকী প্রবৃত্তি অসৎ উপদেশ ও শাসনে অতি কদর্য্য হয় বটে কিন্তু সদুপদেশ ও সৎশাসনে ধর্ম্মসম্পাদিকা এবং শ্রেয়স্করী হইতে পারে।

"মানুষিকী প্রবৃত্তি অসৎ শাসনে অতীব দূষ্য হয় বটে কিন্তু এই বলিয়া তাহা নিতান্ত অপবর্জন করিবার কল্পনা অসাধ্য কল্পনা মাত্র কেননা আত্মিকী সত্তা কখন চৈতন্য ও প্রবৃত্তির অভাবে থাকিতে পারে না। মহর্ষি কণাদ কহিয়াছেন গুণ কর্ম্ম ব্যতীত দ্রব্যের সত্তা নাই আত্মাও দ্রব্যের মধ্যে গণ্য সুতরাং আত্মারও গুণ কর্ম্মের অভাব

হইতে পারে না আত্মা অবিনাশী তন্নিমিত্ত চৈতন্য প্রবৃত্ত্যাদি আত্মিক গুণ কর্ম্মও সুতরাং অবিনাশী। তোমরা যে প্রকার অপবর্গের কল্পনা করিয়াছ তাহা শশ বিষাণবৎ শব্দ মাত্র এবং গগণ পুষ্প গন্ধর্ব নগরাদির ন্যায় অবস্তু।

"যদিও এবম্ভূত অপবর্গ সম্ভবে তথাপি তাহা শ্রেয়স্কর নহে। পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ একেবারে হেয় করাতে কাহারও মঙ্গল হয় না তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ি সংশোধন করিয়া স্ব২ নিয়মিত কর্ম্ম সম্পাদনই প্রাণির পক্ষে শ্রেয়। মানুষিকী প্রকৃতিতে বিবিধ দোষ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রকৃতি সংশোধনের উপায় অন্বেষ্টব্য। প্রবৃত্তি মাত্রকে দূষ্য করা যায় না নচিকেতা যখন পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন তখন এমত পিতৃ ভক্তিকে কি দোষ কহা যাইতে পারে হরিশ্চন্দ্র রাজার মহিষী শৈব্যা যখন পতি ঋণ বিমোচনার্থ স্বয়ং দাসীত্ব স্বীকার করিলেন তখন এমত পতিপরায়ণতাকে কি দোষ কহা যাইতে পারে? ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে অদোষ ছিলেন তাহাতো বলিতেছি না কিন্তু পিতৃ ভক্তি পতিপরায়ণতাদি প্রবৃত্তিকে নিতান্ত দূষ্য করাই দোষ। রাগ দ্বেষ প্রযুক্ত বিবিধ অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি কিন্তু সদ্বিষয়ের অনুরাগ ও অসদ্বিষয়ের বিদ্বেষে কখন অমঙ্গল কিম্বা দুঃখ সম্ভবে না।

"ন্যায় সূত্রের বৃত্তিকার রাগদ্বেষের যথার্থ বর্ণনা করেন নাই তিনি কেবল দূষ্য পক্ষ বর্ণনা করত সপ্তবিধ রাগ ও ষড়্‌বিধ দ্বেষ গণনা করিয়াছেন যথা

তত্র রাগপক্ষঃ কামো মৎসরঃ স্পৃহা তৃষ্ণা লোভো মায়া দম্ভ ইতি কামো রিরংসা।

"এস্থলে পিতৃভক্তি মাতৃস্নেহ প্রজা পুত্র বাৎসল্য স্বামি ভক্তি দয়া দাক্ষিণ্যাদির কোন উল্লেখ নাই এমত বর্ণনায় কেবল পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয় নচেৎ মানুষিকী প্রকৃতিতে এতদ্ভিন্ন বহুবিধ সৎপ্রবৃত্তি আছে। কামের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু সদ্বিষয়ের কামনা বিস্মরণ পূর্ব্বক কামের 'রিরংসা' মাত্র লক্ষণ করিয়াছেন। ফলে মানুষিকী প্রবৃত্তি যদি অবিকল এই প্রকার হইত তবে এত দিন পর্য্যন্ত সংসারের স্থিতি হইতে পারিত না। বৃত্তিকার দ্বেষ পক্ষে লিখিয়াছেন।

দ্বেষপক্ষঃ ক্রোধ ঈর্ষ্যাঽসূয়া দ্রোহোঽমর্ষোঽভিমান ইতি ক্রোধোনেত্রলৌহিত্যাদিহেতু দোষবিশেষঃ

"এস্থলেও স্মরণ করা উচিত যে পাপ এবং অধর্ম্মাদির হিংসায় কোন দোষ নাই পাপ এবং অধর্ম্ম নির্ম্মূল করণার্থ চেষ্টা বরং প্রশংসনীয়।

"কঠ উপনিষদে অন্যান্য অনেক দোষ থাকিলেও রাগ দ্বেষের উত্তম বর্ণনা আছে যথা

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥

"শরীরকে রথ রূপ জানিও আত্মা রথী বুদ্ধি সারথি মন রশ্মি ইন্দ্রিয় গ্রাম ঘোটক বিষয় তাহারদের গোচর। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞ এবং সর্ব্বদা অযুক্ত মনা থাকে তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাম দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবশীভূত হয় যে ব্যক্তি যুক্ত

মনের দ্বারা সর্ব্বদা বিজ্ঞানবান্ থাকে তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাম সদশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়। অশ্বের মধ্যে সদসৎ আছে কোন২ অশ্ব শাসন দোষে অতীব দুরন্ত হয় তন্নিমিত্ত কি অশ্ব জাতিকে নিতান্ত দূষ্য বলিয়া একেবারে অশ্বারোহণ কিম্বা রথারোহণে বিমুখ হইবা? তদ্রূপ মানুষিকী প্রবৃত্তিতে দোষ সম্ভবে বলিয়া একেবারে সকলি দূষ্য করা উচিত নহে। দয়া ভক্তি দাক্ষিণ্য কিছু দূষ্য নহে এবম্ভূত সৎ প্রবৃত্তি জনিত সুখ অপবর্গ নাম্নিত সুখাপেক্ষা অতীব উৎকৃষ্ট, ফলেও তোমরা বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ মুক্তির অনুকরণপূর্ব্বক অপবর্গ সুখের কল্পনা করিয়াছ বস্তুতঃ উহা শব্দ মাত্র মহর্ষি কপিল এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুও স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারদের মতে অপবর্গ অবস্থায় কেবল দুঃখের অভাব মাত্র সুখের বাস্তবিকী সত্তা নাই, তবে মূর্খের চিত্ত সন্তোষের নিমিত্ত অপবর্গের প্রশংসার্থ উহাকে সুখ ও আনন্দ কহা চাটুক্তি মাত্র যথা দুঃখনিবৃত্ত্যাত্মনি শ্রৌত আনন্দ শব্দো গৌণঃ। বিমুক্তি প্রশংসা মন্দানাং। মন্দানজ্ঞান্ প্রতি দুঃখনিবৃত্তি রূপামাত্ম স্বরূপ মুক্তিং সুখত্বেন শ্রুতিঃ স্তৌতি প্ররোচনার্থমিত্যর্থঃ। তবে বস্তুতঃ তোমারদের কল্পিত অপবর্গ আত্মার বিনাশ মাত্র। কেবল অজ্ঞান লোককে ভুলাইবার নিমিত্ত তাহার সুখরূপ বর্ণনা ইহা উক্ত বচনে স্বীকৃত হইয়াছে অতএব অপবর্গ এক প্রকার নির্ব্বাণ হইতেও অধম। কিন্তু বস্তুতঃ মানবী প্রকৃতিতে এমত বিনাশ সম্ভবে না আত্মার চৈতন্য প্রবৃত্ত্যাদি গুণ নিত্যই থাকিবে।

“তবে এমত মিথ্যা অপবর্গের আড়ম্বর কেন কর। প্রবৃত্তি

নাশ কখন হইতে পারে না যাঁহারা ইন্দ্রিয় নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেবল দয়া দাক্ষিণ্য নিরোধ করিয়াছিলেন মাত্র নচেৎ অন্যান্য পক্ষে বিলক্ষণ বিষয়াক্ত ছিলেন ইহা ভূরি২ মহর্ষির বৃত্তান্তে প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

"মানবী প্রকৃতি সংশোধনার্থ প্রবৃত্তিকে দূষ্য করিয়া একান্ত হেয় বলিয়া অপবর্গের সাধন উপদেশ করাতে কেবল উপদেশকের অক্ষমতা প্রকাশ পায় যতি সন্নিপাত রোগ চিকিৎসক কোন বৈদ্যরাজ আসিয়া দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত উপদেশ করেন যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বার সর্ব্ব দোষের মূল কেননা তদ্দ্বারা অন্তরে কফ শ্লেষ্মা জনক বায়ুর প্রবেশ হয় তাহাতেই শরীর রুগ্ন হয় সুতরাং নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বার নষ্ট করিলেই রোগ নাশ ও শরীর সৌস্থ্য হইবে, যদি কোন বৈদ্য বন্ধু আসিয়া এমত ব্যবস্থা করত নিশ্বাস রোধ দ্বারা রোগির প্রাণ নাশনে উদ্যত হয় তবে তাহাকে কি উত্তর দিবা? অথবা যদি কোন চিকিৎসক আসিয়া কহেন যে আহারের দোষেই বায়ু পিত্ত কফের বৈগুণ্য হয় তাহাই রোগের কারণ তন্নিমিত্ত একেবারে আহার ত্যাগ করা উচিত তবে এমত বৈদ্য রাজকে কি কহিবা। বোধ হয় তাহার ঔষধ গ্রহণের পূর্ব্বেই অর্দ্ধ চন্দ্র দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিবা।

"আত্ম শুদ্ধ্যর্থ গোতমের ব্যবস্থাও তদনুরূপ। কি উপায়ে প্রবৃত্তি শোধন সম্ভবে কি উপায়ে আত্মিক রোগের চিকিৎসা হইতে পারে তদ্বিষয়ে কিছু না বলিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে প্রবৃত্তি নিতান্ত দূষ্য, প্রবৃত্তি ও চৈতন্য নিরোধ কর্ত্তব্য। বৌদ্ধদিগের পাষণ্ডতাও বোধ হয় এমত

ব্যাপক নহে তোমরা শাক্য সিংহকেও জিতিয়াছ কেননা তোমরাও বৌদ্ধেরদের ন্যায় জরামরণব্যাধির দোষ ঘোষণা করিয়া জন্ম নিরোধ সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছ তোমরাও উহারদের ন্যায় অপবর্গ রূপ নির্ব্বাণের কল্পনা করিয়াছ আর উহারদের অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সদসৎ প্রবৃত্তি উভয়কেই দূষ্য করিয়াছ"।

আগমিক। "ভ্রাতঃ তর্ককাম বলিতে কি, সত্যকামের উক্তি নিতান্ত অমূলক নহে। আমার তো আদৌ দার্শনিক পণ্ডিত গণের বিরুদ্ধে মহা সংশয় ছিল সে সংশয় অদ্য আরো দৃঢ়তর হইল। মন্ত্র ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত কথার প্রসঙ্গ করাতেই সূত্রকারেরা বৌদ্ধ পাষণ্ড কূপে পতিত হইয়াছেন, কেবল আপনারা পতিত হইয়াছেন এমত নহে আপামর সাধারণ সকলকেও সেই মতি ভ্রম কূপে আকর্ষণ করিতেছেন। মন্ত্র ব্রাহ্মণে যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক স্বর্গ লাভের স্পষ্ট সাধন আছে ঐ যাগ যজ্ঞকে কর্ম্ম কাণ্ড বলিয়া অবহেলা করা বৌদ্ধ কল্প ব্যবহার কহিতে হইবে। যাগ যজ্ঞ অবহেলা করিয়াই বা অধিক সিদ্ধান্ত কি করিলে? কেবল খপুষ্প এবং নরশৃঙ্গের তুল্য বৃথা অপবর্গ ও নির্ব্বাণের কল্পনা করিলে। স্বর্গলাভকে অবহেলা করাতে সামান্য আস্পর্দ্ধা প্রকাশ হয় না। তোমরা যা বল কিন্তু আমার ভাই এমত নির্ব্বাণে কাজ নাই স্বর্গ লাভ হইলেই আমার সন্তৃপ্তি হইবে তবে তোমরা আমার নিমিত্ত এই মাত্র প্রার্থনা কর যেন আমি স্বর্গ লাভের উপযুক্ত পাত্র হই"।

সত্যকাম। "তথাস্তু আগমিক। তুমি যেন স্বর্গ

লাভের উপযুক্ত পাত্র হও। অসৎসঙ্গাসক্ত অপ্সরো গণের আস্ফালন স্থান নন্দন কাননাদি ইন্দ্র পুরী প্রাপ্ত হও আমি এমত বাসনা করি না কিন্তু পূর্ব্বেরা স্বর্গের পর্য্যায়ে কোন২ স্থলে সুবর্গ লিখিয়াছেন যথা

তেনৈবাগ্নিরূপেণ যজমানং সুবর্গং লোকমেতি।

সুবর্গ শব্দেতে ঐ সাধুবর্গের স্থান বুঝায় যাঁহারা ঈশ্বর প্রসাদাৎ সংসারের বিবিধ দোষ ও ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে অনন্ত বিশ্রাম পাইয়াছেন তুমিও যেন পাপ ক্ষালনার্থ ঈশ্বর নিরূপিত সত্য যজ্ঞ যজন পূর্ব্বক সেই অনন্ত শুদ্ধ সুবর্গ প্রাপ্ত হও" ।

স্বর্গ লাভের বিষয়ে আগমিক যে উক্তি করিলেন তৎ শ্রবণে সকলের অন্তঃকরণে বিচিত্র ভাবোৎপত্তি হইল। তর্ককাম দর্শন শাস্ত্র প্রশংসায় সদা অনুরক্ত হইয়া স্বর্গ সুখকে অনিত্য বলিয়া অনাদর করিতেন তিনিও আগমিকের উক্তি শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন হায় ধর্ম্মপরায়ণ আপামর সাধারণ জনগণকে স্বর্গ ভোগাদি বিষয় মৃগ তৃষ্ণায় বিড়ম্বিত বলিয়া আমি তো বিপরীত মরীচিকা সহকারে আত্ম বিড়ম্বনা করি নাই। সত্যকাম সুবর্গ শব্দ সমন্ধে যাহা বলিলেন তাহা আপাততঃ আমি বুঝিতে পারি নাই কিন্তু আগমিক তদর্থ গ্রহ করিয়া থাকিবেন কেননা তৎক্ষণাৎ সম্মতি সূচক বদন ভঙ্গিমা সহ তিনি সত্যকামের মুখের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিলেন আগমি-কের মুখ ভঙ্গিমা যদিও আমার চিত্তক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত

দেদীপ্যমান আছে কিন্তু সে বিষয় বর্ণনায় আমার লেখনী অসমর্থা হইলেন। তর্ককামের ক্ষণিক অনুশোচনের কথা শুনিয়া সম্প্রতি আমার চিত্ত স্থৈর্য্য নাই মনের মধ্যে বিপরীত ভাবোদয় হইতেছে আমিও অতীব বিহ্বল হইয়াছি অতএব এমত অবস্থায়—অলং বিস্তরেণ।

ষষ্ঠ সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

অতীত পত্র চিত্ত বিহ্বলাবস্থায় লিখিয়াছিলাম। ‘পাপ ক্ষালনার্থ ঈশ্বর নিরূপিত সত্য যজ্ঞ’ শব্দের তাৎপর্য্য কি তাহা তৎকালে সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ এবং স্বর্গ ও সুবর্গ শব্দের অর্থভেদ কিছু আছে কিনা তাহার আলোচনার্থ কল্য সত্যকামের নিকেতনে গিয়াছিলাম কিন্তু গিয়া দেখিলাম আগমিক এবং সাংখ্য শাস্ত্রী কাপিল উপস্থিত হইয়া সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন। বিচারের আদ্য কথা তো আমি শুনি নাই কিন্তু উপস্থিত হইবা মাত্র সত্যকামের এই কথা আমার কর্ণগত হইল যথা “শঙ্করাচার্য্য তোমারদের প্রতিকূলে যে তর্ক করিয়াছেন তাহা অকাট্য”।

কাপিল। “কি বলিলে? তোমার এরূপ উক্তিতে আমার বিস্ময় জন্মিল। শঙ্করাচার্য্যের বাক্ ছল কি বুঝ নাই? আমরা প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ কহিয়া থাকি বেদান্তি শিরোমণি তাহা জানেন তথাপি ঈক্ষা ও

কামনা পূর্ব্বক সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কএকটা বচন উপনিষদে পাওয়া যায় তাহাই মুহুর্ম্মুহু আবৃত্তি করিয়া আমারদিগকে উন্মত্ত প্রলাপি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যেন আমরা অচেতন প্রধান পক্ষে ঈক্ষা ও কামনা কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু আমরা তো প্রকৃতিকে নিমিত্ত কারণ কহি না, প্রকৃতি উপাদান মাত্র। ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য আমারদের প্রতিপক্ষে শ্রুত্যুক্তি মার্গণে কোন ত্রুটি করেন নাই যেখানে যাহা পাইয়াছেন সকলি উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু আমারদের অনুকূল যে২ বচন আছে তাহা যেন দেখিয়াও দেখেন নাই, শারীরিক ভাষ্যেতে তাহার প্রসঙ্গ মাত্র নাই। আমরা শঙ্করের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিব না, কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি যে কোন২ ঔপনিষদ বচন আপাততঃ স্থূল বিবেচনায় আমারদের প্রতিকূল হয় বটে। ঐ বচন গুলা ধরিয়া শঙ্কর আমারদিগকে বিজাতীয় তিরস্কার করিয়াছেন। এপ্রকার তিরস্কারে অসূয়া মাত্র প্রকাশ পায় কেননা কে না জানে যে শ্রুতির মধ্যে দুই পক্ষেরই বচন আছে, আমারদের বিবেচনায় অস্মৎপক্ষীয় বচনের প্রাধান্য, সেই বচনের তাৎপর্য্যানুযায়ি অন্যান্য বচনের অর্থ প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যে২ বচনে অচেতন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান রূপে বর্ণিত দেখা যায় তাহাই বেদের মুখ্যোক্তি অন্যান্য শ্রুতি উহার উপকারিণী মাত্র। অস্মদীয় মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে সর্ব্ব মূলের মূলে অমূল মূল কহিয়াছেন, ঔপনিষদ বচন সকলি এই তাৎপর্য্যানুযায়ী প্রতিপন্ন করিতে হইবেক। বেদান্ত সূত্রকার ব্যাস এবং তদ্ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য

আমারদের প্রতিকূলে কহেন যে জগদ্ব্রহ্মে অভেদ বাচিকা শ্রুতিই বলবতী। অন্যান্য শ্রুতির তদনুযায়ি প্রতিপাদন করিতে হইবে। এখন আপনারা কাহার মুখাপেক্ষা না করিয়া বিবেচনা করুন সৃষ্টির লক্ষণ কি? জগতের অন্তরে চেতনাচেতন উভয়বিধ বস্তু আছে তন্মধ্যে আত্মা চৈতন্য সম্পন্ন, অন্যান্য বস্তু সমূহ অচেতন জড় পদার্থ। আত্মার সম্বন্ধে আমারদের এবং বেদান্তিরদের মত নির্বিশেষ, উভয়পক্ষেরই সিদ্ধান্ত এই যে আত্মা অজ নিত্য এবং অসৃষ্ট। আত্মার উৎপত্তি নাই সুতরাং চেতন বস্তুর মূলকারণ আমারদের উদ্দেশ্য নহে। অচেতন জড় পদার্থময় জগতের সৃষ্টি কি হইতে হইল, সকলের উপাদান কারণ কি, কিসের পরিণামে সৃষ্টি হইল, ইহাই আমারদের উদ্দেশ্য। মহর্ষি কপিল মীমাংসা করিয়াছেন আত্মা অর্থাৎ পুরুষ নিত্য শুদ্ধ এবং মুক্ত, তাঁহাতে বিকার নাই, তবে তিনি কি রূপে অচেতন জড় পদার্থের উপাদান হইতে পারেন? নিত্য মুক্ত আত্মার কি বিকার সম্ভবে, আর বিকার সম্ভব হইলেও কি তৎপরিণামে অচেতন জড় পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। এমত উক্তি করিলে চেতনাচেতন আত্মানাত্মার প্রভেদ নষ্ট করিয়া বিবেকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। অপিচ জগতকে আত্মাজাত কহিলে এই বলা হয় যে শুদ্ধের পরিণামে অশুদ্ধ হইল, সুতরাং সৃষ্টির দ্বারা কারণের অপকর্ষ প্রাপ্তি বলা হয়। একি কথা? সৃষ্টিতে উপাদান কারণের উৎকর্ষই সম্ভবে, বীজ হইতে কি তদুৎপন্ন শাখা পল্লব ফল পুষ্প সম্বলিত তরুবর অপকৃষ্ট হইতে পারে? কিন্তু আত্মাকে

জগতের উপাদান বলিলে সৃষ্টিকে অপকর্ষ কার্য্য. বলা হয় । সচেতন পদার্থ অচেতন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় ইহার ভুরি দৃষ্টান্ত আছে যথা স্বেদজ দংশ মশকাদি । কিন্তু সচেতন পদার্থ হইতে অচেতন জড় বস্তু হয় ইহার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি নাহি । লোকে বলিয়া থাকেন আমরা নাস্তিক এবং অধার্ম্মিক, কিন্তু অশুদ্ধ জড় পদার্থ সম্পন্ন জগতকে আমরা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মার স্বরূপ না কহিয়া জগতের সমজাতীয় অন্য কোন পদাথকে জগৎকারণ কহিয়া থাকি ইহাতে অধর্ম্মের কথা কি হইল ? জগতের নিমিত্ত কারণ কি ইহা তো আমারদের উদ্দেশ্য নহে । উভয় পক্ষের মীমাংসাতে উহা ক্ষুদ্র কথা মাত্র, আমরা উভয় পক্ষেই স্বীকার করি যে জগৎ ক্ষীরবৎ স্বীয় কারণ হইতে স্বতঃ উৎপাদ্য । নিন্দাবাদ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ যুক্তি বলে কেহ তর্ক করিলে আমরা কোন ভয় করি না, আমরা জানি যে উপাদান কারণানুসন্ধান স্থলে আমারদের যুক্তিই বলীয়সী ।

“ বেদ ব্যাস ঋষি ও শঙ্করাচার্য্য কোন২ স্থলে নিমিত্ত কারণ উদ্দেশ্য করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে কেবল তাঁহারদের অব্যবস্থা প্রতীয়মান হয়, অব্যবস্থিত তর্ক মুখে আমারদের নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া কি তাহারদিগকে জয় পতাকা বিস্তার করিতে দিব”।

সত্যকাম । “ আমি শঙ্করাচার্যের তর্ক স্মরণ করিয়া যে উক্তি করিয়াছি তাহাতে যুক্তি মাত্র আমার অবলম্বন । শঙ্করাচার্যের শ্রুত্যুক্তি প্রতিপাদন অদোষ তাহা আমি বলি নাই । শ্রুতিপরায়ণা বেদান্ত মীমাংসা তোমারদের

মীমাংসা হইতে উৎকৃষ্ট তাহাও আমি কহি নাই। ঔপনিষদ শস্ত্র দ্বারা সংগ্রাম করিলে তোমরা পরাস্ত না হইতে পার। বেদোক্তি অঙ্কুশাঘাতে যুক্তির শাসন করিলে হয়তো তোমারদেরই মীমাংসা বলবতী হইবে কেননা উপনিষদে এমত২ উক্তি আছে যদ্দ্বারা কাপিল সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতে পারে না যথা

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং অজোহ্যে-কোজুষমাণোনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ ॥

"এস্থলে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা অজা শব্দে সত্ত্বরজস্তমো গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি সহজেই বোধ্য হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা তৎস্বরূপ জগৎ সৃষ্টি সূচিত হয়। কিন্তু বেদেতে নিরীশ্বর উপদেশ আছে বলিয়া কি ঈশ্বর অগ্রাহ্য এবং বেদ গ্রাহ্য হইবে? বেদের প্রমাণ শক্তি কি ঈশ্বরকে অতিক্রমণ করিতে পারে? তবে বেদের বিড়ম্বনায় কেন বিড়ম্বিত হও, বেদে যদি এমত অসৎ শিক্ষা থাকে তবে বেদকে নমস্কার করিয়া বিদায় লওনা কেন? প্রাণি হিংসা সম্বলিত বেদবিহিত যাগ যজ্ঞ তো তোমারদের আচার্য্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন তবে নিরীশ্বর উপদেশ হেয় করণে সঙ্কোচ কি?

"অপিচ, নিমিত্ত কারণকে উপেক্ষাইবা কি প্রকারে করিতে পার। শঙ্করাচার্য্য যদি স্বয়ং অব্যবস্থিত বাদী হইয়াও কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ কথার প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন তন্নিমিত্ত কি সে প্রমাণ কথা হেয় হইতে পারে সে প্রমাণ বাক্য দ্বারা তাঁহার অন্যান্য অব্যবস্থিত তর্ক গ্রাহ্য না হইতে

পারে কিন্তু বক্তার দোষে প্রমাণ বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে না। মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে শ্রদ্দধান ব্যক্তি নীচ জনের মুখেও শুভ বিদ্যার কথা গ্রহণ করিবেক এবং পামর লোক হইতে পরম ধর্ম্ম লওয়া যাইতে পারে আর দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং বিষ নিঃসৃত অমৃতও হেয় হয় না যথা।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং॥

"দেখ জগতের উপাদান উদ্দেশ্য করা অতি অসঙ্গত। এই অচিন্ত্য রচনার উপর নেত্র পাত করিলে আদৌ কি সমবায়ের বিচিত্রতা মনো মধ্যে প্রবেশ করে? না, নিয়মের অপূর্ব্বতা? উর্দ্ধে নভস্থল অধোতে ভূমি তল, ইহার মধ্যে যে প্রতিনিয়ত দেশ কাল ও দ্রব্যের গতি তাহাই চমৎকারক হইয়া উঠে। নভস্থলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র দেখা যায় ভূতলে প্রাণি সমূহ, মধ্যস্থলে বায়ু। নভস্তলে প্রকাণ্ডাকার গ্রহরাশি অনবরত ভ্রমণ করিতেছে তথাপি কেহ কখন অন্যের পথে পড়িয়া অভিঘাতাদি জন্মায় না, সকল অবাধে স্ব২ বর্ত্মে চলিতেছে, আর ইহারদের চলনে ভূমি তলস্থ প্রাণি বর্গের কুশল এবং সুখ বিধান হইতেছে। পৃথিবী হইতে বহুল পরিমাণে বৃহত্তর গ্রহগণ অজস্র অণ্ডাকার পদবী বিশেষে বিষম বেগে ভ্রমণ করিতেছে এবং মধ্যে২ কিঞ্চিৎ পথাতিক্রমণও হইতেছে তথাপি পরস্পরের কোন অভিঘাত হয় না, তবে কাহার কৌশলে এমত নিয়মিত ভ্রমণ সৃষ্ট হইয়াছে?

"বিবস্বানের রশ্মিতে পৃথিবী আলোকময়ী হইয়া স্বীয়

মেরুদণ্ডের উপর এমত পরিমাণে ঘুরিতেছেন যে তদ্দ্বারা সহকারে দিবা রাত্রির নিয়ত সমাগম হইয়া থাকে এবং দিবাকরকে আবার এমন নিয়মে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতেছেন যে তাহাতে সাম্বৎসরিক ঋতু ভেদ উৎপন্ন হয়। এরূপ গতির পরিমাণে কেমন কৌশল সপ্রমাণ হয় তাহা বিবেচনা কর, সে কৌশল শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মা ব্যতীত কি অচেতন জড় পদার্থে সম্ভবে? অপর আমরা দিবাকরকে বারিতস্কর ও মেঘকে জলদ কহিয়া থাকি, ইহার তাৎপর্য্য দিবাকরের উত্তাপে পৃথিবীস্থ নদ নদী সমুদ্র তড়াগাদির জল বাষ্পেতে পরিণত হইয়া আকাশ মার্গে উড্ডীন হয়, সেই বাষ্প সংযোগে মেঘ উৎপন্ন হইলে পবন যখন তাহার ভার বহনে অসমর্থ হয়েন তখন সেই বাষ্প সংহতি পুনশ্চ জল বিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হয়, ইহাকেই বৃষ্টি কহা যায়। যদি উত্তাপের লঘুতায় বৎসরের মধ্যে অত্যল্প মাত্র জল বাষ্পভাবে উড্ডীন হয় তবে সুতরাং মেঘের সঞ্চার ও বারি পতনও অত্যল্প হয়, যদি অধিক জল নভস্তলগত হয় তবে ভূতলও অধিক বর্ষা প্রাপ্ত হয়। অধিক বৃষ্টিকে আমরা অতিবৃষ্টি এবং অল্প বৃষ্টিকে অনাবৃষ্টি কহিয়া থাকি, উভয়ই আমারদের অনিষ্ট কর, অতিবৃষ্টি হইলে যেমন শস্যাদি পচিয়া যায় অনাবৃষ্টি হইলে আবার তেমনি শস্যাদি শুষ্ক হইয়া যায়, তন্নিমিত্ত উভয়কেই আমরা ঈতি কহি, উপযুক্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হইলেই পৃথিবী নিরীতিভাব প্রাপ্ত হয়েন। এই নিরীতিভাব সামান্যতঃ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই হইয়া থাকে নচেৎ এতদ্দিন পর্য্যন্ত ধরাতলস্থ প্রাণিবর্গ রক্ষা পাইত না। অতএব

উত্তাপ এবং বায়ুর কেমন প্রতিনিয়ত গুণ পরিমাণ বিবেচনা কর। উত্তাপ কেবল এতাবৎ মাত্র জল গগণ পথে আকর্ষণ করেন যাহাতে সেই বাষ্পীভূত জল সংহতিতে মেঘ উৎপন্ন হইলে অস্মৎ প্রয়োজনানুযায়ি বৃষ্টি হইতে পারে, এবং পবনের এতাবৎ মাত্র ধারণ শক্তি আছে যে আমারদের কুশলোপযোগি মেঘ সংহতি হইলেই বৃষ্টিপাত সম্ভবে। এইরূপে পর্য্যায় ক্রমে জলের উর্দ্ধোধঃ সঞ্চালন না হইলে সংসার সদ্যো বিনাশ প্রাপ্ত হইত, অতএব বৃষ্টি প্রকরণে কি সামান্য কৌশল লক্ষিত হয়? প্রাণি সমূহের অবয়ব এবং ক্ষিত্যপ্তেজাদি পঞ্চ ভূত আবার এমত পরিমাণে সৃষ্ট হইয়াছে যে প্রজা মাত্রেই স্ব২ স্থানে সুখে কাল হরণ করিতে পায়। মনুষ্য পশ্বাদি ভূচর পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ ভূমিতলে স্থির থাকে এবং বায়ুর সঞ্চালনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করে, ইহাতে এমত প্রতিনিয়ম দেখা যায় যে কোন অংশে সে নিয়মের ব্যত্যয় হইলে প্রাণ ধারণ অসাধ্য হয়, আকর্ষণ শক্তির আধিক্য হইলে গমনাগমন অসাধ্য হইত, সকলকেই আলান বদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় এক স্থানে পড়িয়া থাকিতে হইত, আর সে শক্তির শৈথিল্য হইলে পবন কাহাকে কখন কোন স্থানে তৃণ তুল্য হরণ করিয়া লইয়া যাইত তাহার গণনা করা যায় না। পবনের আবার বেগের তারতম্য হইলে জীবের প্রাণ হানি হইত কেননা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি উভয়ই অনিষ্ট কর হয়। খেচর জলচরের পক্ষেও ঐ রূপ চিন্তনীয়, যে প্রাণি যে স্থানে থাকে তাহার তদনুযায়ি অবয়ব। আহারাদির বিষয়েও ঐ রূপ কৌশল, যাহার জঠরানল যে দ্রব্য

সহজে পাক করিতে পারে তাহার তদনুযায়ি বুভুক্ষা এবং খাদ্য চর্ব্বণাদির উপযোগি দন্তাদি। এবম্ভূত কৌশল অচেতন প্রকৃতি হইতে সম্ভবে না তাহা নিঃসন্দেহ এক শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মার কার্য্য।

“ প্রকৃতিপরায়ণ হইয়া শঙ্করাচার্য্য তোমারদের যে দোষোদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে অসূয়ার ছিদ্র থাকিতে পারে কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিলে শঙ্করের তর্ক যুক্তি সঙ্গত কহিতে হইবে এ বিষয়ে তিনি সত্যেরই পোষকতা করিয়াছেন আমিতো তোমারদের দলাদলির মধ্যে নহি আমি কি রূপে তাঁহার তর্কে দোষারোপ করিতে পারি। সত্যই আমার উদ্দেশ্য, সত্য এবং যথার্থ যেখানে দৃষ্ট হউক দর্শন মাত্রে অনুরাগ ভাজন হয়। শঙ্করাচার্য্যের উক্তি শ্রবণ কর যথা

যদিদৃষ্টান্তবলেনৈবৈতন্নিরূপ্যতে নাচেতনং লোকে চেতনেনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্ব্বর্ত্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্ গেহপ্রাসাদশয়নাসনবিহারভূম্যাদয়োহি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভির্যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যা রচিতা দৃশ্যন্তে তথেদং জগদখিলং পৃথিব্যাদিনানাকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যম্ বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদি নানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসমনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভির্মনসাপ্যালোচয়িতুমশক্যং সৎ কথমচেতনং প্রধানং রচয়েৎ লোষ্টপাষাণাদিষ্বদৃষ্টত্বাৎ মৃদাদিষ্বপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকাররচনা দৃশ্যতে তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণমবধারণীয়ং নবাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণেতি কিংচিন্নিয়ামকমস্তি নচৈবং সতি কিঞ্চিদ্বিরুধ্যতে প্রত্যুত শ্রুতিরনুগৃহ্যতে চেতনকারণত্বসমর্পণাৎ অতোরচনানুপপত্তেশ্চ হেতোর্নাচেতনং জগৎ কারণমনুমাতব্যং ভবতি॥

“ অস্যার্থ যদি দৃষ্টান্ত বল দ্বারা তর্ক নিরূপণ সম্ভবে তবে সংসারের মধ্যে এমত কুত্রাপি দেখাযায় নাই যে

চেতন পদার্থের অনধিষ্ঠিত অচেতন জড় পদার্থ স্বতন্ত্র আত্ম বিকার দ্বারা বিশিষ্ট পুরুষার্থ সাধন দ্রব্য রচনা করিয়াছে। দেখ সংসারের মধ্যে ইহাই দেখা যায় যে বিজ্ঞ শিল্পকারেরা অট্টালিকা শয়নাগার উপবেশন বিহার ভূম্যাদি দেশ কাল বিবেচনানন্তর সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহারের উপযোগি করিয়া রচনা করে। তবে এই ব্রহ্মাণ্ড জগৎ যন্মধ্যে পৃথিব্যাদি নানা কর্ম্ম ফলের ভোগ ভূমি এবং বাহ্যাত্মিক মাধ্যাত্মিক প্রতি নিয়ত অবয়ব বিন্যস্ত নানা শরীরাদি জাতি এবং অনেক কর্ম্ম ফলানুভবের অধিষ্ঠান দৃশ্য হইতেছে এবং সম্ভব পক্ষে পরম বিজ্ঞ শিল্পিকরেরাও মনের মধ্যে যাহার কোন কল্পনা করিতে পারে না এমত অচিন্ত্য রচনা অচেতন প্রকৃতির কার্য্য কিরূপে হইতে পারে লোষ্ট্র পাষাণের মধ্যে ইহার তো কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। মৃত্তিকাদিতে কুম্ভকারাদি শিল্পির চেষ্টায় বিশিষ্টাকার দেখা যায় তবে অচেতন প্রকৃতির কল্পনা করিলে কোন স্বতন্ত্র সচেতন পুরুষের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। আর এমত কোন নিয়ম নাই যে মৃত্তিকাদি স্বরূপ উপাদান ব্যপাশ্রয় ধর্ম্ম দ্বারা মূল কারণ অবধারণ করিতে হইবে এবং কুম্ভকারাদি বাহ্য কারণ ব্যপাশ্রয় করিতে হইবে না? আর আমারদের মীমাংসায় কোন বিরোধ নাই প্রত্যুত তাহাতে শ্রুতি পোষকতা হয় কেননা শ্রুতিতে চেতন কারণ ব্যক্ত হইয়াছে অতএব রচনা এবং কারণের অনুপপত্তি হেতুক অচেতন জগৎ কারণ অনুমান করা যাইতে পারে না।

“আপনারা কহিয়া থাকেন যে শঙ্করাচার্য্যের এ উক্তি অযুক্ত কেননা আপনকার দিগের অভিপ্রায়ে অচেতন প্রকৃতি উপাদান মাত্র, নিমিত্ত কারণ নহে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যথার্থ কহিয়াছেন যে বাহ্য নিমিত্ত কারণ উপেক্ষা করিয়া এমত স্বরূপ উপাদান কল্পনা করিবার প্রয়োজন বিরহ। জগতের উপাদান উদ্দেশ্য করিবার কিছু মাত্র আবশ্যক নাই উহার নিমিত্ত কারণ কি তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য যথার্থ উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিয়া নিষ্প্রয়োজনে জগতের স্বরূপ উপাদানের উদ্দেশে পণ্ডশ্রম করাই তোমারদের আদ্য ভ্রম তাহাতে আবার তোমরা নিমিত্ত কারণ নির্দ্দেশ কুত্রাপি কর নাই।

“ফলেও তোমরা যাদৃশী স্বতন্ত্রা প্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছ তাহা শ্রুত্যুক্তি হইতে অনুমেয় হয় না অচেতন প্রকৃতির উল্লেখ আছে বটে কিন্তু যে২ বচন তোমরা আপনারাই উদ্ধৃত করিয়া থাক তাহাতে এমত উপদেশ নাই যে সচেতন পুরুষের অনধিষ্ঠানে অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি ক্ষম হয়েন পরন্তু মহর্ষি কপিল মুক্ত কণ্ঠে স্বতন্ত্র প্রকৃতিকে জগৎ স্রষ্ট্রী কহিয়াছেন এবং পুরুষের অধিষ্ঠান নগণ্য করিয়াছেন যথা।

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনা যোদাহবৎ। অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য। কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্বা কালাদেঃ প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। নিত্যত্বেঽপি নাত্মনোযোগ্য স্বাভাবাৎ। সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বং॥

“অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক কারণ, পুরুষের কারণত্ব অধ্যাস মাত্র। প্রকৃতি সংযোগ হইলেও পুরুষের কারণত্ব

নাই যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহের দাহিকা শক্তি হয় না অগ্নি-রই দাহিকা শক্তি। প্রকৃতি অচেতন হইলেও তৎকার্য্যে কোন বাধা নাই যেমন দুগ্ধ স্বতঃ দধি হয় এবং যেমন কালাদির কার্য্য। প্রকৃতিই আদ্য উপাদান, অন্য সকলের কার্য্য রূপে বর্ণনা শ্রুত হইয়াছে, পুরুষ নিত্য বটেন কিন্তু যোগ্যতা শূন্য হওয়াতে কারণ হয়েননা প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্বত্র আছে তন্নিমিত্ত প্রকৃতির বিভুত্ব।

"তোমরা যে২ ঔপনিষদ বচন সাহস পূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়া থাক তন্মধ্যে দ্বৈতবাদ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে তোমরা যেমন অচেতনত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সংযোগ করিয়াছ তাহা উক্ত বচনে পাওয়া যায় না যথা

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা। অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্ম মেতৎ ॥

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

"দুই সুপর্ণ সংযুক্ত হইয়া সখিভাবে সমান বৃক্ষ আলিঙ্গন করেন এক জন ফল ভোগ করেন অন্য জন অনশনে চাহিয়া থাকেন

দুই অজ পুরুষ আছেন অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ ঈশ এবং অনীশ এবং ভোক্তৃ ভোগ্যার্থ যুক্তা এক অজা আছেন। আত্মা যখন এই ব্রহ্ম ত্রয় প্রাপ্ত হয়েন তখন অনন্ত বিশ্ব-রূপ এবং অকর্ত্তা হয়েন।

এক অজ সংযুক্ত হইয়া লোহিত কৃষ্ণ শুক্লা এবং বহুল স্বরূপ প্রজা উৎপাদিকা এক অজাকে ভোগ করেন অন্য অজ ভুক্ত ভোগ্যা অজাকে ত্যাগ করেন।

"তোমরাই এই কএক বচন অবলম্বন করিয়া থাক কিন্তু ইহাতে তোমারদের সাম্প্রদায়িক মতের পোষকতা দেখি না তবে এই কএক বচনে দ্বৈতবাদ আছে বটে কিন্তু তোমরা জগৎ কারণকে নিতান্ত অচেতন করাতে তোমারদের বেদান্তি প্রতিপক্ষেরা পথ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই সুতরাং তোমরাই এক প্রকার তাঁহারদের ঘোর অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক হেতু হইয়াছ অনেকে তোমারদের অচেতন জগৎ কারণ স্বীকারে মহা বাধা দেখিয়া সহজেই বেদান্ত কূপে পতিত হইয়াছেন, মনে করেন বেদান্ত আশ্রয় না করিলে জগৎ কারণকে অচেতন কহিতে হয়।

"তোমারদের সিদ্ধান্ত অভিনব নৈয়ায়িক দিগের অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, ন্যায় শাস্ত্রের মূল সূত্রের উপদেশ যাহা হউক কিন্তু অভিনব নৈয়ায়িকেরা সচেতন জগৎ কারণ অস্বীকার করেন না ইহাঁরা নিত্য পরমাণুকে উপাদান কহেন বটে কিন্তু নিমিত্ত কারণ পরমাত্মাকে অমান্য করেন না। সে দিবস তুমি ন্যায় রত্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট যাহা কহিয়াছিলা তাহা নিতান্ত অলীক নহে কেননা ঈশ্বর বাদ প্রতিপাদনে গোতম কিম্বা কণাদ কপিলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমত কহা যায় না। আধুনিক নৈয়ায়িকেরা গৌতম এবং কাণাদ সূত্রকে ঈশ্বরবাদের অবিরোধ ভাবে প্রতিপন্ন করেন কিন্তু তোমরা আচার্য্যের সূত্রানুসারে সাহস পূর্ব্বক প্রচার করিয়া থাক যে

স্বতন্ত্র প্রকৃতিই জগৎ কারণ, প্রকৃতি স্বয়ং পরিণত হইয়া জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন যেমন দুগ্ধ পরিণাম দ্বারা স্বয়ং দধি হয়। এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য তোমারদের প্রতিপক্ষে যাহা কহিয়াছেন তাহার প্রত্যাখ্যান করা যায় না, তবে কি না তিনি সেই উক্তি দ্বারা নিজ মতের মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছেন কেননা দধি দুগ্ধের ঐ উপমা তাঁহার অদ্বৈত মতেরও অবলম্বন হইয়াছে"।

কাপিল। "শঙ্করের কথা কি বলিব? আমরা দধি দুগ্ধের উপমা উল্লেখ করিয়াছিলাম বলিয়া আমারদিগকে মূর্খ জ্ঞান করিয়াছেন কিন্তু আপনার অদ্বৈত মতের পোষকতা করণার্থ আপনি ঐ উপমার প্রসঙ্গ করিয়াছেন যথা

যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে যথাহি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে ঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। নন্থ ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি॥ নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবর্তাঞ্চ পরিণামমাত্রামনুভবত্যেব ত্বার্য্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়॥ যদিচ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যান্নৈবৌষ্ণ্যাদিনাপি বলাদ্দধিভাবমাপদ্যেত। নহি বায়ুরাকাশোবৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপদ্যতে॥

"অর্থাৎ আত্মার স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব দুগ্ধবৎ দ্রব্য স্বভাব বিশেষ বশত উপপন্ন হয় সংসারের মধ্যে যেমন দুগ্ধ এবং জল বাহ্য সাধন উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং পরিণত হইয়া দধি এবং হিম হয় আত্মারও কর্ত্তৃত্ব তদ্রূপ। যদি বল দুগ্ধাদি দ্রব্য বাহ্য সাধন ঔষ্ণ্যাদি সম্পন্ন হইয়াই দধি প্রভৃতি দ্রব্যান্তরে পরিণত হয়, তবে দধি দুগ্ধের উপমা কি প্রকারে

সঙ্গত হইবে। উত্তর, উহাতে বাধা কি? দুগ্ধ স্বয়ং যাদৃশ পরিমাণে দধি ভাবে পরিণাম্য সেই পরিমাণেই ঔষ্ণ্যাদি দ্বারা সত্বর হয় মাত্র। দুগ্ধ যদি দধি ভাবে স্বয়ং পরিণামশীল না হইত তবে ঔষ্ণ্যাদি সংযোগের বলেতেও দধি হইত না। বায়ু কিম্বা আকাশ তো ঔষ্ণ্যাদি সংযোগ বলে দধি ভাব প্রাপ্ত হয় না। শঙ্করের এই মীমাংসা, তথাপি আমরা দধি দুগ্ধের উপমা উল্লেখ করিয়াছ বলিয়া আমার দিগকে দূষ্য করিয়াছেন"।

সত্যকাম। "শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতে অযুক্তি আছে সন্দেহ নাই কিন্তু তোমরা অপরিছিন্ন কৌশলের চিহ্ন সম্পন্ন জগৎকে অচেতন প্রকৃতির কার্য্য কহিয়া থাক তন্নিমিত্তই তিনি তোমারদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তোমারদের সিদ্ধান্তে প্রকৃতি সত্ত্ব রজস্তমের সাম্যাবস্থা। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কখন দ্রব্যীভূত হইতে পারেনা তাহা গুণের অবস্থা মাত্র, কিন্তু গুণাধার দ্রব্য হইতে পারে না, তবে গুণকে দ্রব্য কি প্রকারে কহিতে পার? আর দ্রব্য ব্যতীত গুণই বা কি? অপিচ প্রকৃতি স্বয়ং যাহা হউক পুরুষের সত্তা ও চৈতন্য স্বীকার করিয়া কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার কি প্রকারে কর? মহর্ষি কপিলোক্ত সূত্র চক্ষে না দেখিলে এবং তোমারদের মুখে তৎপোষক বাক্য সকর্ণে না শুনিলে আমার কখন বিশ্বাস হইত না যে কোন দার্শনিক বিজ্ঞ পণ্ডিত এমত বিরুদ্ধ বচন লিপি বদ্ধ করিতে পারেন। ত্রিগুণের সেই সাম্যাবস্থাকে আবার কার্য্য শক্তি সম্পন্ন কর এবং কার্য্য শক্তিতে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা উক্ত হয় বলিয়া পুরুষকে অকর্ত্তা করিয়াছ

ইহাতে বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকে না, কার্য্য শক্তিতে যদি প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা উহ্য হয় আর প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা যদি রজো গুণের অতিরেক বশতঃ উৎপন্ন হয় তবে জগৎ-কর্ত্রী প্রকৃতিতে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কিরূপে রহিল? তবে তো রজোগুণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া গুণ বৈষম্য হইল?

"তোমরা কহিয়া থাক যে প্রকৃতি উপাদান কারণ মাত্র সুতরাং অচেতনত্বে বাধা কি? নিমিত্ত কারণ হইলে সঙ্কল্পাদি উহ্য হওয়াতে অচেতনত্বে বাধা জন্মে বটে। কিন্তু তোমরাই আবার কহিয়া থাক যে প্রকৃতির কার্য্যের তাৎপর্য্য আছে পুরুষের মুক্তি সঙ্কল্প করিয়া প্রকৃতির কার্য্য হয় যথা

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য
প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ
নর্ত্তকীবৎপ্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ॥ বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সুদবৎ পাকে। অন্যুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ। বিমুক্তবোধাৎ নসৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ। দোষ বোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ॥

"অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য বিমুক্ত মোক্ষার্থ অথবা আত্মার্থ, প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ, আপনি ভোক্তা নহেন, উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুম বহন করে, চরিতার্থ হইলে নর্ত্তকীর নিবৃত্তির ন্যায় প্রকৃতির নিবৃত্তি। বিমুক্ত বিবিক্ত আত্মা সংসারে ভোগে নিবৃত্ত হওয়াতে প্রকৃতির সৃষ্টি নিবৃত্তি, যেমন পাক সাঙ্গ হইলে পাচকের নিবৃত্তি হয়। উপভোগ না হইলেও পুরুষার্থই তাঁহার সৃষ্টি, উষ্ট্রের পক্ষে কুঙ্কুম বহন তুল্য। বিমুক্ত বোধ হইলে আর প্রকৃতির সৃষ্টি হয় না। দোষ

প্রকাশ হইলে কুলবধূ যেমন স্বামি সমীপে আর উপসরণ করেন না প্রকৃতিও তদ্রূপ।

"প্রকৃতিতে তোমরা এই রূপে যে অভিপ্রায় সঙ্কল্পাদি আরোপ কর তাহা সচেতন আত্মা ব্যতীত কোন জড় পদার্থে সম্ভবে না। অচেতন প্রকৃতি কোন বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ব্বক কার্য্য করেন এ কথাই বিরুদ্ধোক্তি কেননা সঙ্কল্প এবং তাৎপর্য্যেতে বিবেচনা চেষ্টাদি মানস ব্যাপারের অপেক্ষা থাকে। অচেতন প্রকৃতি কোন বিশেষ ফলের উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ইষ্ট লাভ হইলেই নিবৃত্ত হয়েন এ কথাতেই অব্যবস্থা"।

কাপিল। "অব্যবস্থার আভাস তো বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই ইহার সমাধান করিতে পারিবে। প্রকৃতি অভ্যাস সংস্কার বশত ঐ প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন যেমন কোন প্রভুভক্ত দাস অভ্যাস বশতঃ বিশেষ অভিসন্ধি না করিয়াও স্বামি সেবা করে। অভ্যাস এবং সংস্কার বশতঃ কেমন কঠিন ২ কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বিবেচনা কর। চেতনাচেতন পদার্থে তাহা বিলক্ষণ দেখা যায়। অশ্ববলেতে রথের গমন হয় বলীবর্দ্দ যুগ আকর্ষণ করে হস্তি ভার বহন করে ইহারা অজ্ঞ পশু মাত্র কিন্তু অভ্যাস বলে এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারদের শাসক সারথ্যাদি আছে বটে, কিন্তু ইহারা কি মুহুর্ম্মুহু কশাঘাত কিম্বা অঙ্কুশাঘাত করিয়া থাকে, তাহা কথনই নয়, ইহারা কেবল নিরীক্ষণ মাত্র করে। অশ্বাদি পশুগণ অভ্যাস বলে আপনার ই প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে অভ্যাস বল না থাকিলে

কোন সারথি তাহারদের শাসন করিতে পারিত না। দোষ সম্পন্ন অসংস্কৃত ঘোটককে শাসন করা কেমন দুষ্কর তাহা তো জান অতএব অভ্যাস বশতঃ অচেতন প্রকৃতি অজ্ঞ ঘোটকের ন্যায় প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে ইহাতে বাধা কি?

"যদি বল অশ্বাদি পশু অজ্ঞ হইলেও জীব এবং প্রাণী বটে, কিন্তু প্রকৃতি নির্জীব এবং অপ্রাণ, উত্তর, বাঢ়ং, সংস্কার বশতঃ অপ্রাণ বাষ্প শক্তি কীদৃশী তাহা বিবেচনা কর। বাষ্প বলে চালিত রেলওএর শকট কে না দেখিয়াছ? এক দিনের মধ্যে বারাণসী যাইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন হইতে পারে। বাষ্পতো জড় পদার্থ বটে, তদ্রূপ প্রকৃতিও অচেতন হইয়া অভ্যাস বশতঃ আত্ম কার্য্য সম্পন্ন করেন। চৈতন্য নাই বটে কিন্তু কার্য্য শক্তি আছে। বৎসার্থ যেমন গাভীর দুগ্ধ স্রব তদ্রূপ পুরুষার্থ প্রকৃতির কার্য্য। স্রোতস্বতী যেমন মনুষ্যের হিতার্থ নিম্নগা হয় তদ্রূপ পুরুষের নিঃশ্রেয়সার্থ প্রকৃতি জগৎ স্রষ্ট্রী হয়েন।

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ। ধেনুবদ্বৎসায়। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য। পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥ ৫৭ ॥ সাং কাং ॥

সত্যকাম। "আদ্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে অভ্যাস এবং সংস্কারের কথা কি রূপ কহা যাইতে পারে, তখন অদৃষ্টেরই বা শক্তি কি? ভুয়ো ভুয়ো কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর অভ্যাস ঘটিতে পারে আদ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে সে প্রকার কার্য্য সম্ভবে না আর প্রাক্তনাভাবে তখন অদৃষ্টই বা কোথায়

তবে কি তোমরাও গোতমের ন্যায় বীজাঙ্কুর বৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিত্য আবৃত্তি কহিবা ? তোমারদের আচার্য্য কর্ম্ম ফলে সংস্কার বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বীজাঙ্কুরের উপমা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন যথা

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যং। ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ।

“অবিবেকী জীব অভ্যাস বশতঃ বিবেকির ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সে অভ্যাস বিবেকী ব্যক্তির শাসনাধীন শিক্ষাপেক্ষ। ঘোটকাদি পশুকে বহুদিবস পর্য্যন্ত উপদেশ করিলে অভ্যাস বলে উপদেষ্টার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারে এবং অচেতন জড় পদার্থও চৈতন্য সম্পন্ন বিবেকি পুরুষের অভিঘাতে সংস্কার বশতঃ বিশিষ্ট কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু বিবেকি পুরুষের উপদেশ অভিঘাতাদি বিরহে পশু কিম্বা জড় বস্তু কোন প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতে পারে না। হস্তি অশ্ব বলীবর্দ্দ বুদ্ধি জীবি শাসকদিগের শিক্ষা বিরহে নিষ্কর্ম্মণ্য হইত কিন্তু তোমরা জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে তাদৃশ শিক্ষা কিম্বা শাসন কিঞ্চিৎ মাত্র স্বীকার না করিয়াও মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাক যে প্রকৃতির চেষ্টা পুরুষের উপকারার্থ।

“যদি জঙ্গল হইতে একটা বন্য ঘোটক আইসে তবে সে কি স্বতঃ রশ্মি বল্গাদি ধারণ করিয়া রথাকর্ষণ পূর্ব্বক তোমার অভিপ্রেত স্থানে গিয়া স্থির হইবে ? তোমারদের আচার্য্য প্রকৃতির কার্য্যকে উষ্ট্রের কুঙ্কুম বহনের তুল্য করিয়াছেন কিন্তু উষ্ট্র কি বিবেক ও চৈতন্য বিশিষ্ট নিয়ন্তার শাসন বিরহে আপনি কুঙ্কুম বহন করে ? তাৎপর্য্য অভিপ্রায়

সঙ্কল্প এ সকলি চিত্ত বৃত্তি। বুদ্ধি বিহীন পশু এবং অচেতন জড় পদার্থ দ্বারা সঙ্কল্প সিদ্ধি হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সচেতন বিবেকি পুরুষের শাসনের অপেক্ষা থাকে।

"তুমি রেলওয়ে সংক্রান্ত বাষ্প চালিত শকটের প্রসঙ্গ করিয়াছ এবং তোমারদের আচার্য্য বৎসের পোষণার্থ গাভীস্তন্য নিঃসরণ এবং সংসারের হিতার্থ বারি ধারার নিম্নগা হওনের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়াছেন। এবিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের উত্তর শ্রবণ কর যথা

নৈতৎ সাধূচ্যতে যতস্তত্রাপি পয়োম্বুনোশ্চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিরিত্যনু-মিমীমহে উভয়বাদিপ্রসিদ্ধেঃ রথাদাবচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ। শাস্ত্রং চ যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যোঽপোঽন্তরো যময়তি এতস্যবা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে। চেতনায়াশ্চ ধেনোঃ স্নেহেনেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ বৎসচোষণেন চ পয়স আকৃষ্যমাণত্বাৎ। নচাম্বুনোঽপ্যত্যন্তমনপেক্ষা। নিম্ন ভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য।

"অর্থাৎ এ সাধু উক্তি নহে, কেননা কেবল চেতনাধিষ্ঠিত দুগ্ধ এবং জলের প্রবৃত্তি অনুমেয় হয় আমরা উভয় পক্ষেই স্বীকার করি যে নিতান্ত অচেতন রথাদিতে কোন প্রবৃত্তি নাই শাস্ত্রেতেও লিখিত আছে হে গার্গি যিনি জল মধ্যে অধিষ্ঠান করত জল হইতে স্বতন্ত্র এবং জলের নিয়ন্তা সেই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে প্রাচ্যাদি নদী পাত হইয়া থাকে। এবং চৈতন্য বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ বৎস বাৎসল্য প্রযুক্ত ইচ্ছা বশতঃ নিঃসৃত হয় এবং বৎসের চোষণেও আকর্ষিত হয়। অপিচ, জল নিতান্ত নিরপেক্ষ হইয়া বাহিত হয় না কেননা নিম্ন ভূম্যাদির অপেক্ষা থাকে।

"শঙ্করাচার্য্যের তর্কের সারাংশ প্রত্যাখ্যেয় নহে,

তিনি দুই নিমিত্ত কারণের প্রসঙ্গ করেন অপ্রত্যক্ষ মূল কারণ এবং অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণ, নৈসর্গিক নিয়ম হইতেছে অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণ, এবং সর্ব্ব নিয়ন্তা শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মা অপ্রত্যক্ষ মূল কারণ। কেবল প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক নিয়মকে স্মরণ করিলে তোমারদেরই কথার পুনরুক্তি হয় বটে। নিম্ন ভূমি পাইলেই জল বাহিত হয় এবং বাধন প্রাপ্ত হইলেই বাষ্প বল প্রকটিত হয় ইহা কেবল নৈসর্গিক কার্য্য বর্ণন মাত্র কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম স্বতঃ নিরূপিত নহে পরমাত্মা তাহার মূল কারণ। তাঁহার আদেশে ঐ নিয়ম হইয়াছে এবং তাহাতেই দুগ্ধ জল বাষ্প তদধীন কার্য্য করে। শঙ্করের অদ্বৈত বাদ ত্যাগ করিলে ঔপনিষদ বচনানুসারে কহা যাইতে পারে যিনি জলের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন সেই পরমাত্মার শাসনে স্রোতস্বতী নিম্নগাদি প্রবাহ হইয়া থাকে।

"বাষ্পের শক্তি অতি বিচিত্র বটে তাহা প্রত্যহ বারাণসী হইতে আগত শকট শ্রেণীতেই বিলক্ষণ অনুমেয় হয় কিন্তু ঐ শকট শ্রেণী চালনার্থ কীদৃশ বুদ্ধি বিবেকের অনুশীলন হইয়াছে তাহা ভুলিও না। প্রথমতঃ বিবেচনা কর রেলওএ সৃষ্টি করণের সঙ্কল্পে কেমন দূরদর্শিতা প্রকাশ হইয়াছে পরে সঙ্কল্প সিদ্ধির নিমিত্ত কত চেষ্টা ও কৌশল হইয়াছে শকট শ্রেণীর গমনার্থ পথ প্রস্তুত করা কি ক্ষুদ্র বুদ্ধির কার্য্য? শোণ নদীর উপর সেতু বন্ধনে কেমন কৌশল লক্ষিত হয় তাহা সাধারণ লোকে শীঘ্র বুঝিতেও পারে না। আর শকট চালন যন্ত্র নির্ম্মাণে কি পর্য্যন্ত

বুদ্ধি প্রকাশ হইয়াছে তাহাও সহজে পরিমাণ করা যায় না। রেলওএতে আশ্চর্য্য বাষ্প শক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি দূরদর্শী পণ্ডিত ব্যতীত কি কেহ এতাদৃশ শক্তি অবলম্বন দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিত।

"বারাণসী হইতে যে শকট শ্রেণী আইসে তাহা কি সুবুদ্ধি শাসক ব্যতীত আপনা আপনি আসিতে পারে, জলাধার এবং অনলাধারে কি জল এবং জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়মিত পরিমাণে নিয়মিত সময়ে আপনা আপনি প্রবেশ করিয়া বাষ্প উৎপন্ন করত শকট চালন করে? যদি কেহ তোমার নিকট আসিয়া বলে যে তোমার সটীক কাপিল সূত্র কোন রচক কিম্বা লেখক ব্যতীত কেবল বস্ত্রখণ্ড হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, কতক বস্ত্র চীর দৈবাৎ অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া কজ্জলীভূত হয় অবশিষ্ট চীর দধি দুগ্ধ পরিণাম বৎ আর্দ্র হইয়া কাগজ হয় পরে সেই কাগজে ঐ কজ্জল দিগ্ধ হওয়াতে সিতাসিত অক্ষর চিহ্নিত হইয়াছে তুমি তাহাই সটীক কাপিল সূত্র বলিয়া আবৃত্তি করিয়া থাক কিন্তু ফলে ঐ গ্রন্থ পৌরুষেয় নহে উহা কেবল বস্ত্রচীর মাত্র। যদি কোন কোবিৎ শিরোমণি আসিয়া সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যোৎপত্তির এই রূপ কারণ নির্দ্দেশ করত কহে যে ঐ স্বতঃ উৎপন্ন কজ্জল ঐ কাগজের উপর এমত ২ বর্ণ চিহ্ন করিল যে তাহাতে সূত্র এবং ভাষ্য উভয় প্রকটিত হইল পরে কাগজ গুলা আপনা আপনি পুস্তক পরিমাণ পত্রীভূত হইয়া গ্রথিত হইল ইহাতে কোন পৌরুষেয়ী চেষ্টা ছিলনা সূত্রকার ভাষ্যকার কাগজকর মসীকর লেখক প্রভৃতি কোন চৈতন্য সম্পন্ন

নিয়ন্তা বা নিৰ্ম্মাতার প্রয়োজন হয় নাই শুষ্ক বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ঐ গ্রন্থ উৎপন্ন হইয়াছে। যদি এমত কথা কেহ তোমার নিকট প্রচার করে তবে তুমি তাহাকে কি উত্তর দেও?”

কাপিল। “এই প্রশ্নে কেবল বিতণ্ডা প্রকাশ। সাংখ্য সূত্র মহর্ষি কপিলের রচনা ইহা জগদ্বিখ্যাত, তবে উক্ত কল্পিত বার্ত্তা আমরা কি রূপে বিশ্বাস করিতে পারি?”

সত্যকাম। “আচ্ছা, যদি কেহ তোমার অবিদিত কোন পুস্তক আনিয়া তদ্রচনার ঐ রূপ বর্ণন করে তবে কি তাহার কথা গ্রাহ্য করিবা বিশেষতঃ যদি সেই পুস্তকে প্রগাঢ় দার্শনিক বুদ্ধি এবং অলঙ্কার জ্ঞানের চিহ্ন থাকে”।

কাপিল। “যদি প্রগাঢ় দার্শনিক বুদ্ধির চিহ্ন থাকে তবে তাহাতেই উপপন্ন হইবে উহা তাদৃশ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন পুরুষের রচনা। কোন গ্রন্থে যদি কিঞ্চিৎ মাত্র উৎকর্ষ থাকে তবে প্রথমতঃ গ্রন্থকর্ত্তার ভাব প্রকটিত হইবে, দ্বিতীয়তঃ সেই ভাব প্রকৃত উপযুক্ত শব্দ বদ্ধ হইবে, তৃতীয়তঃ ব্যাকরণ সূত্র সঙ্গত পদ শুদ্ধি, চতুর্থতঃ অদোষ অন্বয় সম্পন্ন পদ বিন্যাস, পঞ্চমতঃ বর্ণ শুদ্ধি সম্বলিত লেখন। এ সকল কাৰ্য্য বস্ত্র খণ্ডের আকস্মিক পরিণামে সম্ভবে না, উত্তম গ্রন্থ হইলেই তাহাতে জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের চিহ্ন থাকিবে তাহা সুতরাং পৌরুষেয়। বুদ্ধি চিহ্ন সম্পন্ন গ্রন্থের সুপণ্ডিত রচক থাকিবে ইহাতে প্রশ্ন করিবার বিষয় কি? অপ্রষ্টব্য প্রশ্ন করাতে বোধ হইল তোমার আর কোন কথা নাই”।

সত্যকাম। “কথা অনেক আছে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

বিষয়ে কহিলা তাহাতে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের চিহ্ন অবশ্য থাকিবে। আর তাহা বস্ত্র খণ্ডের আকস্মিক পরিণামে সম্ভবে না একথা প্রমাণ বটে কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে কি জ্ঞান ও বুদ্ধি কৌশলের চিহ্ন নাই, ইহা কি প্রকৃতির আকস্মিক পরিণামে সম্ভবে? বিবিধ নৈসর্গিক নিয়ম সম্পন্ন এই জগৎ দর্শনে কি নিশ্চয় প্রমাণ হয় না, যে ঐ সকল নিয়মের এক শুদ্ধ বুদ্ধ নিয়ন্তা আছেন। গ্রন্থের মধ্যে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সঙ্গত পদ বিন্যাস দেখিয়া তোমার অনুমান হয় যে তাহা ব্যাকরণ অলঙ্কারে ব্যুৎপন্ন কোন পণ্ডিতের রচনা হইবে তবে এই ব্রহ্মাণ্ডের অগণনীয় নিয়ম এবং প্রতিনিয়ম দেখিয়া কি স্পষ্টতর অনুমান হয় না যে ইহারও কোন অচিন্ত্য শক্তি এবং বুদ্ধি সম্পন্ন নিয়ন্তা থাকিবেন। বর্ণ হইতে শব্দ সৃষ্টি এবং শব্দ বিন্যাস দ্বারা ভাব প্রকটন ব্যাকরণ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত বিরহে সম্ভবে না তবে কি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র পৃথিবী বায়ু কোন শুদ্ধ বুদ্ধ নিয়ন্তার অভাবে আপনা আপনি এমত নিয়ম এবং প্রতিনিয়ম পূর্ব্বক স্ব২ স্থল গতি আকর্ষণ শক্তি এবং অন্যান্য গুণ সঙ্গ্রহ করিয়াছে যে তাহাতে ঠিক আমারদের প্রয়োজনানুযায়ি এবং জীবন ধারণোপযোগি অহো রাত্র ঋতুভেদ এবং দীপ্তি উত্তাপাদি উৎপন্ন হয়? সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ব্যতীত পুস্তক রচনা সম্ভবে না, যদি কেহ বলে যে সম্ভবে তাহাকে বাতুল কহিবা, তবে এই জগৎ রচনা কি সুবিজ্ঞ পরমাত্মার চেষ্টা বিরহে সম্ভবে? ইহা কি অচেতন জড় পদার্থের উৎপাদ্য হইতে পারে—তাহা আবার পুরুষের মোক্ষার্থ?

" তুমি বলিতেছ যে চেতনের অনধিষ্ঠিত অচেতন প্রকৃতি হইতে এই শোভন বিচিত্র জগৎ রচনা হইয়াছে কিন্তু এই জগতের মধ্যে এমত কৌশল আছে যে নিপুণতম মানবও তাহা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হয়, এমত অসংখ্য প্রকরণে বিচিত্র পদার্থের পরস্পর প্রতিনিয়ম যে কোন বিজ্ঞতম পণ্ডিত যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিলেও তাহার সর্ব্বাংশ বুঝিতে পারে না, প্রাণির অবয়ব রচনা এমত বিচিত্র যে ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক অঙ্গের স্বতন্ত্র কার্য্য আছে এবং সমষ্টিভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহে জীবন রক্ষা ও প্রাণির সুখানুভব হইয়া থাকে। এমত রচনাকে তুমি সচেতন নিয়ন্তা এবং সঙ্কল্পক বিরহে উৎপাদ্য জ্ঞান কর। কীদৃশী রচনাকে এমত আকস্মিক কহিতেছ তাহা পুনশ্চ ভাবিয়া দেখ। ঊর্দ্ধে দিবাকর বিরাজমান, তাহা হইতে দীপ্তি এবং তেজ উৎপন্ন হয়, ইহাতে প্রাণিবর্গের অপরিমেয় উপকার দর্শে। কিন্তু ভুবর্লোকে তদুপযোগী বায়ু না থাকিলে ঐ দীপ্তি এবং তেজের ব্যাপ্তি হইতে পারিত না গৃহের অভ্যন্তরাদি অসূর্য্যম্পশ্য স্থল মধ্যাহ্ন কালেও অমাবস্যার নিশীথ তুল্য অন্ধকারাবৃত হইত এবং হিমালয় শেখরবৎ শীতল হইত আর রৌদ্র পাত স্থল সাক্ষাৎ অগ্নি কুণ্ড হইত। গৃহের বাহিরে গেলে একেবারে যেন হিম গহ্বর হইতে অগ্নি কুণ্ড এবং নিবিড় অন্ধ তিমির হইতে প্রখর দীপ্তি প্রাপ্তি হইত। এমত অবস্থায় অস্মদ্বিধ প্রাণির জীবন সঙ্কট তাহা সহজেই বুঝিতে পার। সহস্ররশ্মি হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইলে যদি বায়ু সহকারে

তাহার বিস্তার না হইত তবে সংসার রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িত। অতএব দিবাকর এবং পবন এই রূপে পরস্পর প্রতিনিয়ত গুণ সম্পন্ন হইয়াছেন, এমত গুণ সম্পাদন মহর্ষি কপিলেরও বুদ্ধি অতি ক্রমণ করে তবে কি তাহা অচেতন প্রকৃতি দত্ত হইতে পারে?

"প্রভাকর পৃথিবী গ্রহাদির মধ্যস্থলে স্থির থাকেন। যদিও আমরা পৃথিবীকে অচলা কহিয়া থাকি কিন্তু ফলে কেবল সূর্য্যই স্থির ইহা স্বীকার না করিলে খগোলীয় বিবিধ ব্যাপার সিদ্ধান্তে কারণ গৌরব জন্মে। সূর্য্য রাশি চক্রের মধ্যে থাকিয়া আকর্ষণ শক্তি দ্বারা গ্রহ গণকে স্ব২ পদবীতে নিয়মিত করিয়া রাখেন এবং তাহারদের বেগের পরিমাণ করিয়া দেন। এই সকল নিয়মে সংসার রক্ষা হয় ইহা এমত প্রসিদ্ধ কথা যে ইহার প্রসঙ্গ করা বাহুল্য মাত্র। এস্থলে কেবল একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। পৃথিবীর অবস্থান এবং গতি এমত নিয়মে হইয়া থাকে যে বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ তৎমেরুদ্বয় এক২ বার সূর্য্যাভিমুখে কিয়দংশ প্রবণ হয় তাহাই ঋতু ভেদের কারণ। ঋতুভেদ না হইলে সংসারের কি দুর্গতি হইত তাহা বিবেচনা কর। কালিদাসাদি মহা কবিবৃন্দ মধুমাসের যে প্রকার উৎকর্ষ বিস্তার করুন এবং নিত্য বসন্তের যে ভাবুক বর্ণন করুন কিন্তু বস্তুতঃ নিত্য বসন্ত সম্ভব হইলে বিজাতীয় দুর্গতি হইত। প্রভাকরের পক্ষে কেবল দীর্ঘিকাস্থ কমলোন্মেষ যোগ্য তেজ বিস্তার এবং পবনের পক্ষে কেবল তালবৃন্ত ব্যজনোপযোগি বায়ু বহন এবং শীতোষ্ণের অত্যন্তাভাব এই সকল

কাব্য রসের উক্তি যদি বাস্তবিকী সত্যতা প্রাপ্ত হয় তবে ফলে সুখানুভব দূরে থাকুক সংসারে জীবন ধারণ পর্য্যন্ত অশক্য হইয়া পড়ে। সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা পৃথিবীর রস ঊর্দ্ধে আকর্ষিত না হইলে বর্ষার সম্ভব হয় না, বর্ষা অসম্ভব হইলে শস্য সম্ভব হয় না। এবং বায়ুর চিরমান্দ্য হইলে অশেষ বৈগুণ্য সম্ভব হয় সুতরাং চির বসন্ত প্রযুক্ত কেবল সংসার ধ্বংস সম্ভাবনা। অতএব পৃথিবীর মেরু দণ্ড এতাদৃশ প্রবণ করাতে অশেষ গুণ উপকার দর্শে কিন্তু অচেতন প্রকৃতি পক্ষে কি এমত সঙ্কল্প সম্ভব হয়।

"অপিচ জরায়ুজ অণ্ডজ উদ্ভিজ্জাদি অবয়বের শৃঙ্খলা বিবেচনা করিয়া দেখ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরূপ হইলেও আবার এমত বিচিত্র, সজাতীয় হইলেও আবার এমত বিজাতীয়, যে তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ স্বতন্ত্র২ দুরূহ বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। শরীরের মধ্যে মাংস অস্থি নাড়ী শিরাদি এমত বিচিত্র রূপে সংযুক্ত হইয়াছে যে বহুকাল পর্য্যন্ত মনোনিবেশ না করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সমষ্টিভাবে বুঝা দূরে থাকুক কোন২ অঙ্গ ব্যষ্টিভাবে বুঝিতেও বহুকাল বিলম্ব হয়। চক্ষুর গঠন এবং সৌষ্ঠাসৌষ্ঠের নিদান এমত বহু দর্শন সাধ্য যে যাহারা তাহাতেই অনন্যমনা হয় কেবল তাহারাই চক্ষুরোগ চিকিৎসায় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। কীট পতঙ্গাদি রহস্য যাহারা বিশেষ করিয়া অভ্যাস করিয়াছে কেবল তাহারাই সৌষ্ঠব প্রকারে অবগত হয়। উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি উদ্দেশ্য হইলে তাহাতেই বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়। এ সকলের তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য পশু

পক্ষ্যাদির অবয়ব এবং তরুলতা গুল্মাদির শাখা পল্লব সংসার রক্ষার্থ এমত কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে যে সাক্ষাৎ পরীক্ষার পূর্ব্বে নিপুণতম শিল্পিও তাহার অণুমাত্র অনুভব করিতে পারিত না এবং পরীক্ষার পরেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও তাৎপর্য্য অতীব যত্ন না করিলে বুঝিতে পারে না। দেখ ক্ষুদ্রতম কীট শরীরেও খাদ্য আহরণার্থ তুণ্ড পরিপাকার্থ জঠর এবং অপত্য উৎপাদনার্থ নির্দ্দিষ্ট অবয়ব দেখা যায়। প্রাণি বর্গের মধ্যে আবার যে আহার যাহার পোষক পথ্য হয় সে তাহাতেই অনুরক্ত এবং অখাদ্য দ্রব্যান্তরে বিরক্ত হয়। এমত সূক্ষ্ম কৌশল এবং দূর দৃষ্টি পূর্ব্বক অবয়ব সৃষ্টি এবং খাদ্যাখাদ্যে অনুরাগ বিরাগ অর্পণ কি অচেতন প্রকৃতিতে সম্ভবে? যাহার স্বকীয় চৈতন্য নাই সে কি এমত প্রতিনিয়ত গঠন করিয়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকে হিতকর দ্রব্যে প্রবৃত্তি এবং অহিতকর দ্রব্যে নিবৃত্তি দান করিতে পারে? সে কি এমত শরীর যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে যাহাতে মৃত্তিকা লোষ্টাদির রসের পরিণামে শাখা পল্লবাদি ফল পুষ্প উৎপন্ন হয় এবং শাখা পল্লবাদি ফল পুষ্পের রসে রক্ত মাংস মজ্জাদি প্রভূত হয়, যৎকরণক জলও বায়ুর পরিণামে ফল পুষ্প এবং ফল মূলের পরিপাকে দুগ্ধসৃষ্টি হয়।

“গ্রন্থ রচনায় ব্যাকরণ সাহিত্যাদি বুৎপত্তির চিহ্ন থাকাতে তোমার বিবেচনায় তাহা বস্ত্র চারের স্বাভাবিক পরিণামে সম্ভবে না সে তো যথার্থ কথা বটে তবে জগৎ-রচনায় এমত সূক্ষ্ম কৌশলের চিহ্ন সত্ত্বে অচেতন প্রকৃতিকে কি প্রকারে মূল কারণ কহিতে পার? জগৎ রচনা কি

সাংখ্য সূত্র হইতে ক্ষুদ্রতর কৌশলাপেক্ষ? তোমারদের অভিপ্রায় গ্রহণে আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল"।

কাপিল। "আমারদের এই মাত্র অভিপ্রায় যে প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ? পুরুষের কার্য্য তৎপরতা সম্ভব হয় না, প্রকৃতির কার্য্য অহঙ্কারে ক্রিয়া-তৎপরতা সম্ভবে, পুরুষে সম্ভবে না, অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ। উপাদান ব্যতীত কি কার্য্য হইতে পারে ইষ্টক না থাকিলে কি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পার?"

সত্যকাম। "আমি পারি না বটে কিন্তু সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন জগৎকর্ত্তা পারেন, আর ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই বা কি প্রকারে দ্রব্যের উপাদান হইতে পারে? যে স্বয়ং দ্রব্য নহে সে দ্রব্যের উপাদান কি রূপে হইবে?"

এস্থলে কাপিল আচার্য্য যৎকিঞ্চিৎ চকিত হওয়াতে আগমিক কহিলেন যে প্রকৃতি শব্দে স্বভাবকে বুঝায়। প্রকৃতির প্রথম কার্য্য মন, দ্বিতীয় অহঙ্কার, পরে অহঙ্কার হইতে অবশিষ্ট তত্ত্বান্তরের সৃষ্টি। বোধ হয় মহর্ষি কপিলের এই মাত্র অভিপ্রায় যে নিত্যাত্মা পুরুষ প্রকৃতি বশতঃ অর্থাৎ স্বভাবতঃ চিত্ত এবং অহঙ্কার সম্পন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

সত্যকাম। "এ অভিপ্রায় সম্ভবে বটে আর মৎস্য পুরাণে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে একা মূর্ত্তিস্ত্রয়া দেবা বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবিশেষ করিয়াছেন যথা

সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতং। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ কেচিৎপ্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টে

বিখ্যাতা বসবোঽপিচ ॥ গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়োদেবা বিজজ্ঞিরে। একা মূর্তিস্ত্রয়োদেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে। মহানিতি ততঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা ॥ অহংকারশ্চ মহতো জায়তে মানবর্দ্ধনঃ। ইন্দ্রিয়াণি ততঃ পঞ্চ বক্ষ্যে বুদ্ধিবশানি তু ॥ প্রাদুর্ভবন্তি চান্যানি তথা কর্মবশানি তু। মন একাদশং তেষাং কাম বুদ্ধিগুণান্বিতম্ ॥

"কিন্তু আমার বিস্ময়ের এক বিশেষ কারণ এই যে মহর্ষি কপিল অচেতন প্রকৃতিকে জগৎ স্রষ্টা বলিয়া ঘোষণানন্তর বৎস পোষণার্থ গাভীর দুগ্ধ নিঃসরণের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়াছেন। ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার স্বীয় মত খণ্ডনই সম্ভব হয়। তাঁহার মতে প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠান বিনা পুরুষার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে, যেমন বৎসের উপকারার্থ গাভীর দুগ্ধ স্বতঃ প্রকটিত হয় কিন্তু সে প্রকটনার্থ গাভী শরীরে কেমন বিচিত্র উপকরণ আছে তাহা বিবেচনা করা উচিত। তৃণ পল্লবাদি আদৌ চর্ব্বণ পুরঃসর জঠরস্থ হইয়া পরিপাকানন্তর রস বিশেষাকারে শোণিতাশয় গত হইয়া শোণিতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। যে উপকরণ যন্ত্র দ্বারা তৃণ পল্লবাদি এই রূপ শোণিতত্ত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্মতা। শোণিতের মধ্যে কিঞ্চিৎ কর্ক্কর থাকিলে যদি তদভিঘাতে শোণিতাশয়ের পীড়া জন্মে তন্নিমিত্ত জঠর যন্ত্র গুণে পরিপাকের বিচিত্র নি[illegible] হয়। ইহার অল্প ব্যত্যয় হইলেও প্রাণির অসুস্থতা প্রকটিত হয়।

"অপর তৃণ পল্লবাদি খাদ্যের পরিণামে রুধির সঞ্চয় হইলে সেই রুধির হইতে আবার নিত্য নৈমিত্তিক বিবিধ রস নিঃসরণ হইয়া থাকে। যে২ রস নিঃসরণ জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক তাহা নিত্যই হইয়া থাকে

এবং যাহার অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হয় তাহা নৈমিত্তিক। স্ত্রী জাতি অন্তঃসত্ত্ব হইলে ঐ রুধির হইতে অপত্য পোষণার্হ এক নূতন রস নিঃসৃত হয় তাহাকেই আমরা দুগ্ধ কহিয়া থাকি। ঐ অপত্য পোষক নৈমিত্তিক রস ধারণার্থ পয়োধর প্রয়োজিত থাকে এবং পয়োধর পর্য্যন্ত তৎ সঞ্চালনার্থ বিশেষ প্রণালিকা দৃষ্ট হয় তবে দেখ দেখি বৎস্য পোষণার্থ দুগ্ধ নিঃসরণের কেমন বিচিত্র কৌশল সূচক সূক্ষ্ম উপকরণ আছে। এমত কৌশল এবং প্রতিনিয়ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি অচেতন পদার্থ হইতে আকস্মিক উৎপন্ন হইতে পারে?”

কাপিলাচার্য্য এই উক্তি শ্রবণানন্তর কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া পরে কহিলেন, “সত্যকাম তুমি স্বীকার করিয়াছ যে আমারদের চির বৈরি শঙ্করাচার্য্যের তর্কে অনেক অযুক্তি আছে এ বিষয়ে তোমার পক্ষপাতিত্ব বিরহ দেখিয়া আমার মনে আশ্বাস হইল যে আমারদের মত বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিলে তুমি তাহার উৎকর্ষ স্বীকার করিবা। অবোধ লোকে আমারদের যৎপরো নাস্তি নিন্দা করিয়া থাকে, মনে করে আমারদিগকে নিরীশ্বর বলিয়া মাৎসর্য্য প্রকাশ করিলেই তাহারদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইবে ফলে আমারদের কেমন সূক্ষ্ম মীমাংসা ঐ বকব্রতী পণ্ডিতম্মন্য মহা পুরুষেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝেন না তথাচ বিজ্ঞতর কোবিদৃন্দ স্বীকার করিয়াছেন যে আমারদের দর্শনেই বিশিষ্ট জ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে যথা শ্রীরাম ভক্ত তুলসীদাস কবির উক্তি

आदि देव प्रभु दीन दयाला। जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला॥ सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। तत्त्व बिचार निपुण भगवाना॥

"এ কথা যথার্থ বটে আমারদের দর্শন তত্ত্ব বিচার প্রধান। আমারদিগকে নিরীশ্বর অধার্ম্মিক নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করা কেবল সাহস মাত্র। বিচারাক্ষম লোকেরা অবশেষে এই রূপে ঈশ্বরের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। কিন্তু আপনারা বিচারে বিলক্ষণ নিপুণ, আমারদের তর্কের মর্ম্ম বিবেচনা করুন। শঙ্করাচার্য্য শয়নাসন বিহার ভূমি সম্পন্ন প্রাসাদাদির প্রসঙ্গ করিয়াছেন এবং আপনও গাম্ভীর অবয়ব বর্ণনা করিয়াছেন। বাঢ়ং। ইহাতে অপূর্ব্ব কৌশল আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি নাই কিন্তু জগৎ রচনায় যে কৌশল দেদীপ্যমান আছে অট্টালিকা নির্ম্মাণে তদপেক্ষা অধিক হইতে পারে না, জগৎ রচনায় যে কৌশল দেদীপ্যমান তাহা আমারদের প্রতিপক্ষ অপেক্ষা বরং আমরা আরো অধিক সমাদর করিয়া থাকি। তবে এ সকল কথা পুনঃ২ আমারদের সম্মুখে আবৃত্তি করিবার প্রয়োজন কি? আমারদের যথার্থ তর্ক কি তাহা বিবেচনা কর। মানব জাতীয় সহজ জ্ঞানের কথা মধ্যে২ আমারদের কর্ণ গত হইয়া থাকে আমরা তাহার প্রতিপক্ষতা করি না তবে আমরা এই মাত্র বলিয়া থাকি যে জগৎ রচনায় প্রকৃতি ব্যতীত কারণান্তর গবেষণের প্রয়োজন নাই প্রকৃতি এবং তৎকৃত তত্ত্ব সমূহের নৈসর্গিক শক্তি এবং নিয়ম বশতঃ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিলক্ষণ সম্ভবে। ঐ সকল নিয়ম প্রযুক্ত ত্রিভুবনের তাবৎ বস্তুর স্থিতি এবং

সংসার রক্ষা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। ভূগোল খগোল উভয় স্থলের সকল ব্যাপারেই প্রকৃতি মূল কারণ। প্রকৃতির কার্য্য দ্বারা দিবাকরের স্থিতি এবং চন্দ্র ও গ্রহগণের নিয়মিত গতি তথা ভূতলস্থ পদার্থসমূহের প্রকটন। ভূতলস্থ পদার্থসমূহ স্বভাবতঃ ক্রমশঃ বিলম্বে২ প্রকটিত হইয়াছে, দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃ দধিত্ব প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি কপিলের এই অনুভব এক্ষণে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতেরাও অগত্যা স্বীকার করেন এবং পৃথিবীর মধ্যে যত নূতন২ দ্রব্য প্রকাশিত হইয়াছে ততই ঐ অনুভব স্পষ্টতর উপপন্ন হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে আয়ুর্বেদ প্রতিপাদনার্থ যে ম্লেচ্ছ বিদ্যা মন্দির আছে তথায় আমার জনৈক কুটম্ব অধ্যয়ন করিয়া থাকেন তিনি কৃতবিদ্য হইয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন তাঁহার মুখে আমি শুনিয়াছি যে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতেরা ভূতলস্থ পদার্থ প্রকটন বিষয়ে মহর্ষি কপিলের মতানুযায়ি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সকল বস্তুই দধির ন্যায় স্বাভাবিক পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাঁরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে বসুন্ধরাতলে আদৌ কেবল জড় পদার্থ ছিল পরে স্বাভাবিক পরিণামে তাহা হইতে উদ্ভিজ্জাদি অবয়ব সম্পন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। জড়পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জ হইতে স্বেদজ অণ্ডজ এবং জরায়ুজ। যথা কস্যচিৎ ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের উক্তি 'বৃক্ষ গুল্মাদি অবয়বি পদার্থের প্রকটনে উৎকর্ষই প্রতিপন্ন হয়। আদৌ ক্ষুদ্র পরে ক্রমশঃ বৃহৎ অবয়ব দৃষ্ট হয়, উদ্ভিজ্জ পদার্থ সম্বন্ধে প্রথমতঃ সিন্ধুজাত পরে স্থলজাত গুল্ম প্রকাশ হয়'। প্রাণি সমূহের মধ্যেও

আদৌ ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ সৃষ্ট হয়, পরে ক্রমিক পরিণামে অন্যান্য বিবিধ প্রাণি, অবশেষে জরায়ুজ।

"দেখ এতকালের পর ম্লেচ্ছদিগের সিদ্ধান্তেও মহর্ষি কপিলের মত জাজ্বল্যমান হইল। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্রমশঃ উৎকর্ষ ভাব প্রাপ্তি দর্শনে তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন যে মূল প্রকৃতি সকলের আদি কারণ। বেদান্তিরা আত্মাকে যাবদীয় পদার্থের উপাদান করিয়া সৃষ্টিতে অপকর্ষ ভাব প্রাপ্তি স্থির করিয়াছিলেন ব্রহ্মবিৎ শিরোমণিরা যাহা কহুন কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মার পরিণামে জড়বস্তুর উৎপত্তি কখন সম্ভবে না। অস্মদীয় মহর্ষি তন্নিমিত্ত উপদেশ করিলেন, যে অচেতন প্রকৃতি সকল পদার্থের মূল কারণ এবং সৃষ্টি দ্বারা অপকর্ষের উৎকর্ষ লাভ হয়, আত্মা তো জন্য পদার্থ নহেন তদ্ব্যতীত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির কার্য্যাধীন অধম অবস্থা হইতে উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবত প্রকটিত হয়। এমত জ্ঞানের কথা অল্প বুদ্ধি লোকে সহজে বুঝিতে পারে না সুতরাং তাঁহাকে নিরীশ্বর বলিয়া আপনারদের স্থূল বুদ্ধি গোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কাপিল দর্শন এক্ষণে জগৎ পূজ্য হইয়াছে। ম্লেচ্ছেরদেরও তাদৃশই মীমাংসা"।

সত্যকাম। "ইউরোপীয় কতিপয় পণ্ডিতদিগের নাম লইয়া তুমি সাংখ্য শাস্ত্রের যে প্রকার গরিমা করিলা তাদৃশ আমি অন্যত্র কোথায়ও দেখি নাই কিন্তু আর্য্য ম্লেচ্ছ সংযোগে সাংখ্য দর্শন বস্তুতঃ বল প্রাপ্ত হইল না। যে ইউরোপীয় ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের তুমি নাম স্মরণ করিয়াছ তিনি কপিলের

ন্যায় ঈশ্বর অস্বীকার করেন নাই নিরীশ্বর উপদেশও প্রচার করেন নাই তিনি অপ্রত্যক্ষ মূল কারণ পরমাত্মাকে উপেক্ষা না করিয়া কেবল অব্যবহিত প্রত্যক্ষ কারণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর এক প্রকার দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরের প্রকটন বিষয়েও সমূহ ইউরোপীয় পণ্ডিত বৃন্দের তাদৃশ মত নহে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মতে ঐ প্রকার বিজাতীয় দ্রব্য প্রকটন সম্ভব হয় না, কিন্তু সে বিষয়ের প্রসঙ্গ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য তুমি স্বমত পোষকতার নিমিত্ত যে পণ্ডিতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছ তিনি নৈসর্গিক নিয়মের অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান সম্পন্ন স্রষ্টা ও নিয়ন্তাকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার অপর উক্তি শ্রবণ কর, ' এই সকল বিবেচনায় চিত্ত স্থৈর্য্য হইলে নৈসর্গিক নিয়মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম প্রযুক্ত যদিও ঐ স্থলে আমারদের পরীক্ষাবসান হয় কিন্তু বুদ্ধিজীবি মানব এমত স্থলে পরীক্ষাবসান করিতে পারেন না। নিয়মের পর নিয়মের কারণ কি তাহা প্রষ্টব্য। এই সকল সুচারু নিয়ম কোথা হইতে হইল? মতপ্রশ্নে দর্শন শাস্ত্র অবসিত হয়েন কিন্তু অব্যবহিত পরেই প্রমাণান্তর হইতে মীমাংসা করেন যে এক সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন মূল কারণ আছেন অন্যান্য কারণ তাঁহার উপকরণ মাত্র। নৈসর্গিক নিয়ম তাঁহার আদেশ। সে পরমাত্মার ধাম এবং তত্ত্ব কে বর্ণন করিতে পারে? মানব জাতি এমত প্রগাঢ় বিষয়ে নিস্তব্ধ হইয়া কেবল স্তব এবং আরাধনা মাত্র করিবার অধিকারী। সকলি নিয়মের কার্য্য দৃষ্ট হওয়াতে এক সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন নিয়ন্তার সদ্ভাব

অবশ্যম্ভু হয় কেননা অন্য কোন কারণ হইতে এমত নির-বশেষ কার্য্য নিয়মের সৃষ্টি সম্ভবে না যেহেতুক সে সৃষ্টিতে অচিন্ত্য কৌশলের অপেক্ষা থাকে সুতরাং এই সকল দর্শনে সৃষ্টা এবং ধাতা উভয়ই প্রতিপন্ন হয়'।

"অতএব দেখ যে বিচক্ষণ পণ্ডিতকে তুমি আপনি সাক্ষী করিয়াছ তাঁহারই কথা প্রমাণ তোমারদের মীমাংসা খণ্ডন হইল প্রকৃতিপর এক সর্ব্ব স্রষ্টা সর্ব্ব বিধাতা পুরুষ আছেন ইহা তিনি মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। ফলে নিয়ন্তা ব্যতিরেকে নিয়ম কি প্রকারে সম্ভবে? তোমারদের পরিকল্পিত অচেতন প্রকৃতি কখন মূল কারণ হইতে পারে না"।

কাপিল। "ঈশ্বরের তত্ত্ব আমরা কিছুই জানি না নৈসর্গিক নিয়ম আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমারদের শাস্ত্র দর্শন শাস্ত্র, যাহা দ্রষ্টব্য তাহারই মীমাংসা আছে যাহা অদৃশ্য তাহার মীমাংসা নাই। কপিলের এই মাত্র উপদেশ যে জগতীস্থ দ্রব্য প্রকটন নৈসর্গিক নিয়মেই প্রতি-পন্ন হয়। আমি যে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের নাম স্মরণ করিয়াছি এবং যাঁহার গ্রন্থ হইতে তুমি বচন উদ্ধৃত করিলা তিনিই তো কহিয়াছেন যে ঈশ্বর-তত্ত্ব দর্শন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তাহা দর্শনাতীত। কপিল দর্শন শাস্ত্রের সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই"।

সত্যকাম। "কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মে পরীক্ষাবসান করা বুদ্ধি জীবি পুরুষের অসাধ্য। তাহা করিলে সামান্য পদার্থ বিদ্যার উপর যে আর এক মহত্তর বিদ্যা আছে তাহার প্রতিপক্ষতা করা হয়"।

কাপিল। "এ কথার আবার ভাব কি?"

সত্যকাম। "অবধীয়তাং। দ্রষ্টব্য বিষয় জ্ঞান কি রূপে পাওয়া যায়? প্রত্যক্ষ পদার্থের উপলব্ধি কি প্রকারে হয়? চক্ষু উন্মীলিত করিলে কিম্বা ঘোর অন্ধকার হইলে কিছুই দৃষ্ট হয় না কিন্তু আলোক তরঙ্গমালা নেত্রের উপর পড়িলে সন্নিহিত আকার হৃদয়ঙ্গম হয়। অভিহত আকাশ অথবা বায়ু কর্ণ কুহর গত হইলে শব্দের অনুভব হয়। সন্নিকৃষ্ট দ্রব্যে ত্বক্ সংযোগ হইলে স্পর্শানুভব হয়। জ্ঞানকে শক্তি কহা যায় কিন্তু তদুৎপত্তিও শক্তি জন্য, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ শক্তি বশতঃ হয়, বাহ্য পদার্থের সন্নিকর্ষ রূপ অভিঘাত ইন্দ্রিয় গত হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইন্দ্রিয়ে কোন দোষ কিম্বা ব্যাধি না থাকিলে সে জ্ঞান অসংশয় হয় কিন্তু চক্ষু কর্ণাদি যেমন পঞ্চ বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে তদ্রূপ অন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনও আছে সেই মনকে তোমরা মহত্তত্ত্ব কহিয়া থাক। চক্ষু কর্ণাদি জনিত জ্ঞানকে যদি অসংশয় কহা যায় ঐ মহত্তত্ত্ব জনিত জ্ঞানও তাদৃশ অসংশয়। চক্ষু কর্ণাদির সন্নিকর্ষ বশতঃ যদি জগতের আকার প্রকার ও ভূরি২ পদার্থের বিচিত্র নিয়ম উপলব্ধ হয় এবং তোমারদের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হয় যে পুরুষের হিতার্থ প্রকৃতির কার্য্য, তবে অন্তরীণ ঐ মহত্তত্ত্ব বল দ্বারা তোমারদিগকে আর এক পরম মূল কারণের উদ্দেশ করায়। ঐ মহত্তত্ত্ব দ্বারা এই অপর জ্ঞান জন্মে যে অভিপ্রেত এবং নিয়মিত কার্য্য বুদ্ধি কৌশল সম্পন্ন কারণ ব্যতীত কখন সম্ভবে না। ঐ মহত্তত্ত্ব দ্বারা আরো এক অব্যাহত উপ-

লব্ধি হয় যে অচেতন জড়পদার্থ কখন চৈতন্য ও বুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। চেতন কখন অচেতনকে আপনার জনক বলিয়া স্বীকার করিবে না। অতএব দর্শন শাস্ত্রকেই প্রতিপন্ন করিতে হয় যে যেমন জগতের সদ্ভাব আছে তদ্রূপ জগৎস্রষ্টা চেতন কারণেরও সদ্ভাব অপ্রত্যাখ্যেয়।

"চেতনাচেতন পদার্থের মুখ্য প্রভেদ কি বিবেচনা কর? চেতন পদার্থের প্রবৃত্তি এবং গতি আছে অচেতন পদার্থের প্রবৃত্তি গত্যাদি কিছুই নাই। অচেতন পদার্থের নিবৃত্তি কোন বাহ্য অভিঘাত বশতঃ নিরাকৃত না হইলে তৎপদার্থের গতি কিম্বা অন্য ক্রিয়া সম্ভবে না এবং অভিপ্রেত সঙ্কল্প বিশিষ্ট অভিঘাত বুদ্ধি চৈতন্য ব্যতীত হইতে পারে না। জড়পদার্থের স্বতন্ত্র গমন কিম্বা কার্য্য শক্তি কহাতেই অযুক্তি এবং বিরোধ আছে। অভিপ্রায় সঙ্কল্প তাৎপর্য্যে এ সকলি মানসিক ব্যাপার। জড়পদার্থে তাহা আরোপ করিলে বালক এবং উন্মত্ত তুল্য প্রলাপ করা হয়"।

আগমিক। "মহর্ষি কপিল সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা এক পুরুষ স্বীকার করিয়াছেন সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। তাহাতেই কি সুতরাং স্বীকার করা হইল না যে পরমাত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা?"

সত্যকাম। "বিজ্ঞান ভিক্ষু ঐ সর্ব্বকর্ত্তাকে আদিপুরুষ কহিয়াছেন সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদিপুরুষোভবতি। কপিলের ঐ বচনকে সেশ্বরতার লক্ষণ বলিয়া আনন্দ করা যাইতে পারিত কিন্তু সূত্রকার আপনি আমারদিগকে সে

আনন্দে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি মুহুর্মুহু এই শিক্ষা দিয়াছেন যে জগৎস্রষ্টা সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর নাই এবং হইতেও পারে না। তিনি ঈশ্বরের অত্যন্তাভাব উপদিষ্ট করিয়াছেন। আপনি যে সর্ব্বকর্ত্তার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আবার আপনি লিখিয়াছেন ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা এমত ঈশ্বর আছেন বটে, ভাষ্যকার কহেন ইহার অর্থ জন্য ঈশ্বর, জন্যেশ্বরস্য সিদ্ধিঃ। প্রথম অধ্যায়ে সূত্রকার উপদেশ করিয়াছেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে বদ্ধ মুক্তের অন্যতর হইবেন। যদি মুক্ত হয়েন তবে রাগাদি প্রবৃত্তি রহিত সুতরাং কার্য্যাক্ষম, যদি তাঁহাতে রাগাদি প্রবৃত্তি থাকে তবে তিনি মুক্তাত্মা নহেন, বদ্ধাত্মা। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন শক্তি হইতে পারেন না। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে ঈশ্বর বাচক শব্দ আছে তাহা কেবল চাটূক্তি মাত্র অর্থাৎ মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা ব্রহ্মাবিষ্ণ্বাদি জন্য দেবতার উপাসনা মাত্র।

• মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা।

সিদ্ধস্য ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদেরেবানিত্যেশ্বরস্যাভিমানাদিমত্তোপি গৌণনিত্যত্বাদিমত্ত্বান্নিত্যত্বাদ্যুপাসাপরা।

"ঈশ্বরের অভাবে বেদ কি রূপে প্রমাণ হইতে পারে ইহার মীমাংসার্থ লিখিয়াছেন যে বেদ বাক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়াতে আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় তৎপ্রমাণ। পঞ্চমাধ্যায়ে ঐ নিরীশ্বর তর্ক প্রসঙ্গে পুনশ্চ লিখিয়াছেন যে ফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা হয় না, তাহা কর্ম্ম দ্বারা হয়, আবশ্যক কর্ম্ম দ্বারা। ঈশ্বরের যদি কার্য্য শক্তি থাকে

তবে অভিপ্রায়ও থাকিবে কিন্তু অভিপ্রায় তাৎপর্য্য থাকিলে তিনি সাংসারিক ঈশ্বর হইবেন, সাংসারিক ঈশ্বর অজ্ঞানের বিড়ম্বনার্থ কেবল পরিভাষা মাত্র। রাগ বিরহে সৃষ্টি সম্ভবে না কিন্তু রাগ থাকিলে নিত্য মুক্তত্বের হানি হয়। রাগের অর্থ উৎকটেচ্ছা, ঈশ্বরে যদি উৎ-কটেচ্ছা সম্ভবে তবে তিনি আমারদের ন্যায় বিষয়াসক্ত হইলেন তাঁহার সত্তা আছে বলিয়া যদি ঈশ্বর কহ তবে সকল পদার্থকেই ঈশ্বর কহিতে হইল অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধি হইল না। ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই। অনুমান প্রমাণও সম্ভবে না কেননা সম্বন্ধাভাব। এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রকৃতিই সিদ্ধ হয়

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।

আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফলনিষ্পত্তিসম্ভবাৎ।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ। লৌকিকেশ্বরবদিতরথা। পারিভাষিকো বা।

সংসারসত্ত্বেপি চেদীশ্বরস্তর্হি সর্গাত্তু ৎপন্নপুরুষে পরিভাষামাত্রমস্মাকমিব ভবতামপি স্যাৎ।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।

তদ্যোগেপি ন নিত্যমুক্তঃ। রাগস্তুৎকটেচ্ছা। প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্য্যং।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।

ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং।

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য।

“এমত স্পষ্ট উক্তির পর আর কি বলা যাইতে পারে যে কপিলের উপদেশ নিরীশ্বর নহে?”

কাপিল। “আপনারা মহর্ষি কপিলের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া যাহা বলিতে হয় বলুন। কপিলের দোষ

এই মাত্র যে তাঁহার বচনে প্রতারণাভাব তিনি যথার্থ সত্য-বাদী এবং এমত গুরুতর বিষয়ে ছলাত্মক দ্ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগাদি না করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরমেশ্বর শব্দে নিত্য মুক্তাত্মা বুঝায়, যিনি কাহারও অধীন নহেন, প্রবৃত্তি রাগাদি-পরতন্ত্র সত্তা বুঝায় না। তবে পরমেশ্বরকে সর্ব্ব কর্ত্তা বলিয়া প্রবৃত্তি পরবশ কেমন করিয়া করা যাইতে পারে। যাবতীয় দর্শন শাস্ত্রে ইহারই মীমাংসা সর্ব্বকঠিন। চেতনাত্মা অভিপ্রায় বিরহে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, আবার অভিপ্রায় পরবশ হইলে বন্ধনের লক্ষণ প্রকাশ হয়। ন্যায় বেদান্ত বেত্তারা সেশ্বর-বাদের এই বাধা বিলক্ষণ জানেন কিন্তু মানসিক কৌটিল্য প্রযুক্ত স্বীকার করেন না। অপর বেদান্তিরা মীমাংসিতব্য বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল কএকটা অসংলগ্ন উক্তি করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কিরূপে সেশ্বর বাদী হইলেন তাহা বিবেচনা করুন। তাঁহারদের মতে ঈশ্বর অবিদ্যা যোগে জগৎ সৃষ্টি করেন। বিশ্বনিয়ন্তাতে অবিদ্যা আরোপ করিয়া ঈশ্বরবাদী হইলেন, জগৎ স্রষ্টার অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান এবং কৌশল অস্বীকার করিয়া সেশ্বরবাদ উপদেশ করেন। ঐ মাৎসর্য্য-সাগর মহাপুরুষেরা আবার কপিলকে নিরীশ্বর বাদী কহেন। অবিদ্যা কি তবে প্রকৃতি অপেক্ষা অধিক বিদ্যাবতী এবং চৈতন্য সম্পন্না হইলেন। শঙ্করাচার্য্য আমারদের হিংসাকালে মাথায় হাত দিয়া ভাবেন এই বিচিত্র জগৎ কি প্রকারে অচেতন প্রকৃতি করণক সম্ভবে, কিন্তু আপনি আবার মুক্ত কণ্ঠে উপদেশ করেন যে জগৎ

অবিদ্যা কৃত! জগৎ সৃষ্টি যদি জ্ঞানের প্রতিযোগিনী অবিদ্যার সাধ্য হইল তবে অচেতন প্রকৃতির অসাধ্য কেন হইবে?

"শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, কপিলের মতে পুরুষ নিঃসঙ্গ। কপিল অযুক্ত উপদেশনে কাতর হইয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে নিঃসঙ্গ পুরুষ জগৎ স্রষ্টা হইতে পারেন না। শঙ্কর নির্বোধ লোকের ভয়ে কাতর হইয়া নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় করত উপদেশ করিয়াছেন যে পরমাত্মা নির্গুণ, প্রবৃত্তি পরবশ নহেন, কিন্তু অবিদ্যা যোগে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বেদান্তিদের অভিপ্রায় বুঝা সহজ নহে। পরমাত্মাতে অবিদ্যারোপকে আবার অবিদ্যা কৃত কহেন। অবিদ্যা প্রযুক্ত পরমাত্মাতে অবিদ্যারোপ হয়। কপিল এমত অবিদ্যার সহিত সংশ্রব না রাখিয়া একেবারে স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন যে জগৎ অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি।

নাবিদ্যাযোগোনিঃসঙ্গস্য। তদ্যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বং॥

"শঙ্করের মতে আত্মাতে অবিদ্যারোপ করা অবিদ্যার কার্য্য সুতরাং বস্তুতঃ আত্মা অবিদ্যা সংযুক্ত নহেন, তিনি যদি অবিদ্যা যোগ ব্যতীত সৃষ্টি করিতে না পারেন তবে তো তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলাও অবিদ্যার কার্য্য সুতরাং অবিদ্যা একাকিনী জগজ্জননী হইলেন। বেদান্তিরদের সরল ভাব থাকিলে স্পষ্ট রূপে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতেন। ঐ সিদ্ধান্ত কাপিল সিদ্ধান্ত হইতে বড় পৃথক নহে, তবে কি না কপিলের সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধোক্তি নাই"।

আগমিক। "বন্ধো কাপিল, তুমি কি পুরুষের কোন

কার্য্য স্বীকার কর না? পুরুষের তো অনেক কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তবে সৃষ্টি অস্বীকার কর কেন?"

কাপিল। "বস্তুতঃ আমরা পুরুষের কোন কার্য্য স্বীকার করি না। পুরুষ নিত্যমুক্ত, কার্য্যকরী প্রবৃত্তি পরবশ নহেন। শরীর এবং মন যাহা প্রবৃত্তি স্থান তাহার সহিতও তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ নাই। শরীর এবং মনেতে যে পুরুষের নৈমিত্তিক সম্বন্ধ তৎপ্রযুক্ত তিনি ক্রিয়াবান্ রূপে প্রতীয়মান হয়েন যেমন কুসুম সংযোগে নির্ম্মল স্ফটিক লোহিত বর্ণ বোধ হয়। শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যেতে পুরুষ আসক্ত কিম্বা বদ্ধ হয়েন না। ক্ষণকাল মাত্র মনের সন্নিহিত, সেই কারণ আসক্তি এবং বন্ধনের আভাস, কিন্তু প্রবৃত্ত্যাদি মনের বিকার মাত্র, পুরুষের নহে।

কুসুমবচ্চ মণিঃ। তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। অসঙ্গোয়ং পুরুষঃ ইতি। ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ জবাস্ফটিকযোরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ।

"আর এই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে সঙ্গাভাস হয় তাহা পদ্ম পত্র গত জল তুল্য যথার্থ সঙ্গ নহে এবং সে সঙ্গাভাসও নিত্য নহে।

শ্রুতিস্মৃতিষু পদ্মপত্রস্থজলেনেব পদ্মপত্রস্যাসঙ্গতায়াঃ পুরুষাসঙ্গতায়াং দৃষ্টান্ততাশ্রবণাচ্চ।

"অপিচ, পুরুষ সাক্ষী, কেবল, মধ্যস্থ, দ্রষ্টা, এবং অকর্ত্তা। গুণ সমূহের কর্তৃত্ব আছে সাক্ষির প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই নাই। পুরুষ উদাসীন মাত্র, গুণেরই কর্তৃত্ব, পুরুষের কেবল কর্তৃত্বাভাস। গুণের কর্তৃত্ব প্রযুক্ত পুরুষের কর্তৃত্বাভাস হয়।

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥

গুণা এব কর্ত্তারঃ প্রবর্ত্তন্তে সাক্ষী ন প্রবর্ত্ততে নাপি নিবর্ত্তত এব ॥

"অতএব আমরা পুরুষের কার্য্যকারিতা নিতান্ত অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিত্য মুক্ত কহিয়া থাকি। অপর যদিও আমরা সামান্য ব্যাপারে পুরুষের কার্য্য কারিতা স্বীকার করিতাম তথাপি সেই কারণ প্রযুক্তই তিনি জগৎ রচনায় অক্ষম হইতেন কেননা যিনি প্রবৃত্তি অভিলাষাদি পরবশ হইয়া সাংসারিক বিষয় মত্ত হয়েন তিনি সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বনিয়ন্তা কিরূপে হইতে পারেন"।

আগমিক। "কাপিল, তুমি তো আপনি এক্ষণে কারিকা এবং গৌরপাদের ভাষ্যকে প্রমাণ করিলা কিন্তু ঈশ্বর কৃষ্ণ এবং গৌরপাদ আপনারাই পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন্ যথা

সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

অধিষ্ঠানাচ্চেহ লঙ্ঘনপ্লবনধাবনসমর্থরশ্বৈর্যুক্তো রথঃ সারথিনাঽধিষ্ঠিতঃ প্রবর্ত্ততে তথাত্মাঽধিষ্ঠানাচ্ছরীরমিতি। তথা চোক্তং ষষ্টিতন্ত্রে পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ত্ততে ॥

"কারিকার মতে অধিষ্ঠানের প্রয়োজন, গৌরপাদ কহেন রথেতে যে ঘোটক যুক্ত থাকে তাহারা লঙ্ঘন প্লবন ধাবন পর, কিন্তু সারথির অধিষ্ঠানে রথের গমন হয়। তথাচ ষষ্ঠী তন্ত্রের উক্তি পুরুষের অধিষ্ঠান প্রযুক্তা প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব।

"অতএব দেখ তোমারদের আচার্য্যেরাই জগৎ স্রষ্টা

এবং জগৎ নিয়ন্তা পরমাত্মাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন”।

কাপিল। “এ কেবল শুষ্ক তর্ক মাত্র। সাংখ্য দর্শন বিজ্ঞান প্রধান। আমরা বিজ্ঞান এবং সত্যের অধিকারী। সৃষ্টি প্রকরণ পরম শ্রদ্ধাস্পদ তদ্বিষয়ে যথার্থ বিচার না করিয়া গড্ডালিকার ন্যায় লোক প্রবাদপর হইলে বিজ্ঞান এবং সত্যেতে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। আমিতো আপনি স্বীকার করিয়াছি যে জগৎ রচনায় বিচিত্র কৌশলের লক্ষণ আছে কিন্তু প্রবৃত্তি ও রাগপরবশ স্রষ্টাতে এতাদৃশ কৌশল সম্ভবে না। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মাতে প্রবৃত্তি ও রাগের আরোপ করিলে আমারদের সাংখ্য উপাধি ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ”।

সত্যকাম। “কি বলিব কাপিল আমার চমৎকারের অতীব বৃদ্ধি হইল। তুমি সৃষ্টি প্রকরণকে পরম শ্রদ্ধাস্পদ কহিয়া এবং পরমাত্মার সর্ব্বোৎকর্ষের উল্লেখ করিয়া আমারদের মনের ভাবকে ঊর্দ্ধে উঠাইলা কিন্তু অবলম্বনাভাবে সেই ভাবকে আবার সদ্যো অধগত করিলা। পরমাত্মার সর্ব্বোৎকর্ষের প্রসঙ্গ করিলা কিন্তু ফলে উপদেশ করিতেছ যে জগৎ নিয়ন্তা পরমাত্মার সত্তাই নাই এবং মানসিক ব্যাপারে পুরুষের কোন সংশ্রব না থাকাতে উৎকর্ষ কি অপকর্ষ কিছুই সম্ভবে না। এ সকল কেবল গন্ধর্ব্ব নগর তুল্য শব্দ মাত্র। সৃষ্টি প্রকরণকে আবার পরম শ্রদ্ধাস্পদ কহিলা, কিন্তু যদি জগৎ কর্ত্তা পরমেশ্বরই নাই তবে শ্রদ্ধার বিষয় কি? কাঁহাতে শ্রদ্ধা করা যায়। ঈশ্বরাভাবে বিজ্ঞান এবং সত্যে-

রই বা মাহাত্ম্য কি ? এবং মানসিক ব্যাপারে পুরুষের সংশ্রব না থাকিলে বিজ্ঞান এবং সত্যেতে জলাঞ্জলিই বা কে দেয় ?

" জগৎ সৃষ্টিতে বিচিত্র কৌশলের লক্ষণ আছে তাহা স্বীকার করিতেছ কিন্তু প্রবৃত্তি রাগ পরবশ হইলে পুরুষ সৃষ্টি ক্ষম হয়েন না বলিয়া পরমাত্মার স্রষ্টৃত্ব অস্বীকার করিলা ।

" পরমাত্মার বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং রাগ শব্দোল্লেখ করাই অসঙ্গত। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার অভিপ্রায় এবং তাৎপর্য্য কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে আর যে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না সে বিষয় এপ্রকারে উল্লেখ করাই অবিধেয়।

" নিয়ম এবং কৌশল থাকিলে বুদ্ধি কুশল নিয়ন্তার সত্তা অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহা লৌকিক প্রবাদ নহে, শুদ্ধ বিজ্ঞানের কথা। এ কথা স্বীকার না করিলে বিজ্ঞান শাস্ত্র ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু প্রবৃত্তি এবং রাগাদির বিষয়ে যাহা কহিলা তাহা তোমারদের স্বকপোল কল্পিত বার্ত্তা মাত্র যদ্যপি বেদান্ত এবং ন্যায় দর্শনেরও ঐ রূপ মীমাংসা তথাপি প্রবৃত্তি এবং রাগাদির এই কল্পিত বার্ত্তার প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত বুদ্ধি কুশল নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ লক্ষণ সত্ত্বে তৎ সদ্ভাব অস্বীকার করা বিজ্ঞানের কার্য্য নহে। জগৎ রচনায় বিচিত্র কৌশলের লক্ষণসত্ত্বে বুদ্ধি কুশল স্রষ্টা এবং নিয়ন্তার সদ্ভাব অকাট্য প্রমাণ সিদ্ধ কথা, যেমন পর্ব্বতে ধূম প্রত্যক্ষে অগ্নির সদ্ভাব। বুদ্ধি কুশল

জগৎ স্রষ্টার সদ্ভাব এই রূপে মূল সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত স্রষ্টার প্রবৃত্ত্যাদির বিচারাপেক্ষ নহে। তাঁহার গুণ নির্ণয় কালে প্রবৃত্ত্যাদির বিচার সম্ভবে কিন্তু সত্তা নির্ণয় কালে সম্ভবে না।

"অপিচ জগৎ স্রষ্টার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় নির্ণয় কালে আমারদের স্মরণ করা উচিত যে আমরা তাঁহার সম্মুখে কীটস্য কীট, তাঁহার অচিন্ত্য রচনার মধ্যে ধরাতল বালুকা কণা তুল্য এবং আমরা এই ধরাতলের উপর আবার ধূলার তুল্য। তবে আমরা তাঁহার কি রূপে গুণ নির্ণয় ক্ষম হইতে পারি। তাঁহার অপরিমেয় সৃষ্টির কেবল অণুমাত্র আমরা স্বীয় ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি। তাঁহার গুণ বর্ণনা—তাঁহার মহিমা পরিমাণ—কি প্রকারে আমারদের সাধ্য হইতে পারে সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গ সাহস পূর্ব্বক করিলে কেবল ব্যলীকতা প্রকাশ হইবে আমরা কি এমত কহিতে পারি যে তাঁহার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় দ্বারা তাঁহার স্বতন্ত্রতার হ্রাস হয়?

"সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রকরণে করুণাই তাঁহার প্রবৃত্তিমূলক, এবং তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হইতে পারে না যেমন নিজ অঙ্গ কাহারও ব্যবধায়ক হইতে পারে না।

করুণয়া প্রবৃত্তিরস্ত্যেব * * ন চ স্বাতন্ত্র্যভঙ্গঃ শঙ্কনীয়ঃ স্বাঙ্গং স্বব্যবধায়কং ন ভবতীতি ন্যায়েন ॥

"একথাতেই এবিষয়ের সমস্ত তর্কাবসান হয় করুণা প্রযুক্ত ঈশ্বরের প্রবৃত্তি তাঁহার আপনার কোন অভাব নাই

তিনি নিত্যই আপ্ত কাম, করুণাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হইতে পারে না। ইহার অধিক কে বুঝিতে পারে?

"নিত্য মুক্তাত্মার প্রবৃত্তি অসম্ভব এ বাক্য সাধ্য সম-মাত্র, এবং ইহার অবলম্বনে কোন দর্শন মীমাংসা করিলে কেবল স্বৈরিতা প্রকাশ হয়। অস্মদ্দেশীয় ঋষিরা সকলেই ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া উহা সত্য হইতে পারে না। বেদান্তিরা বিরুদ্ধোক্তি করিয়াছেন বলিয়া ঈশ্বরের মহিমা হানি কিম্বা তাঁহার অস্তিত্বে সংশয় জন্মিতে পারে না। ঈশ্বরো নাস্তি এই মীমাংসা করাতেই কি তোমারদের বিজ্ঞান প্রকাশ হয়।

"আত্মার ইচ্ছা অভিপ্রায় তাৎপর্য্য নাই এই কথা বলাতেই তো তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হয়। অচেতন আত্মা কহিলে বিরুদ্ধোক্তি হয়, চেতনা থাকিলে মনও থাকিবে, এবং ইচ্ছা অভিপ্রায়াদি মানস ধর্ম্মও অবশ্য থাকিবে। ইচ্ছা অভিপ্রায়াদি মানস ধর্ম্ম না থাকিলেই বা স্বাতন্ত্র্য কি প্রকারে থাকে? স্বাতন্ত্র্যের ভাব কি? ইচ্ছা অভিপ্রায় মানস সক্তি সত্ত্বে যাহা বিহিত বোধ হয় তাহাতে অনুরাগ এবং যাহা অবিহিত তাহাতে বিরাগ, ইহাই যথার্থ স্বাতন্ত্র্য, যথার্থ স্বাধীনতা। নচেৎ অনুরাগ বিরাগের অত্যন্তাভাব যদি স্বাতন্ত্র্য হয় অথবা চেষ্টা চলৎ শক্তির অভাব যদি স্বাধীনতা হয় তবে রাস্তার ধূলীকে স্বতন্ত্র কহিলেও হয় এবং অচল পঙ্গুকে স্বাধীন বলাই ভাল"।

কাপিল। "তুমি কহিলা যাহা বিহিত বোধ হয় তাহাতে অনুরাগ এবং যাহা অবিহিত তাহাতে বিরাগ

যথার্থ স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু বিহিতাবিহিত বিবেক কে করে? মনুষ্য ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া বিহিতাবিহিত বিবেক শূন্য হইয়াছে"।

সত্যকাম। "তবে কি দর্শন শাস্ত্রে জলাঞ্জলি দেওয়াই উচিত? সদসৎ বিবেকই তো দর্শন শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু যদিও দর্শন শাস্ত্রে জলাঞ্জলি দেও তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বিধাতার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধনে কাহারও স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ হইতে পারে না আর বিধাতার অভিপ্রায় মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম হইতে যথেষ্ট অনুমেয় হয়। রাগ দ্বেষ যদি মনের নিত্য ধর্ম্ম হয় তবে বিধাতার অভিপ্রায় সুতরাং এই যে বিহিত বিষয়ে অনুরাগ ও অবিহিত বিষয়ে দ্বেষ করিবে। এপ্রকার রাগ দ্বেষে আত্মার স্বাতন্ত্র্য হানি হয় না। এবম্ভূত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে কোন দুঃখ নাই, কেবল নির্ম্মল সুখ।

"সংসারে বিবিধ দোষ এবং অমঙ্গল আছে সন্দেহ নাই তন্নিমিত্ত সকল বিষয়ে প্রবৃত্তির সুপরীক্ষা করা বিবেকি পুরুষের কর্ত্তব্য এবং চিত্ত শুদ্ধি চেষ্টা সকলেরি উচিত কিন্তু শোধনের অর্থ নাশন নহে আর নৈসর্গিক ধর্ম্মের নাশনও সাধ্য নহে যেমন কপিল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন স্বভাবস্যানপায়িত্বাৎ"।

কপিল। "রাগ দ্বেষ মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম ইহা আমরা অস্বীকার করি না আমরা স্পষ্টই কহিয়া থাকি বিবেক এবং রাগ উভয় মানস ধর্ম্ম উভয়াত্মকং মনঃ। কিন্তু আত্ম মনঃ সংযোগ তো নিত্য নহে, তাহা নৈমিত্তিক মাত্র"।

সত্যকাম। "তোমার কি এই অভিপ্রায় যে বিবেক এবং রাগ আত্মার নিত্য ধর্ম্ম নহে তবে আত্মার যে স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ করিলা তাহাতে যথার্থ সাত্ত্বিকতা উহ্য হয় না, সে কেবল কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ স্বাতন্ত্র্য। যদি শক্তির অভাবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অভাবকে স্বাতন্ত্র্য কহা যায় তবে পক্ষাঘাত রোগির রোগ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি কহা যাইতে পারে। সৎপ্রবৃত্তি অভাবে যথার্থ সাত্ত্বিকতা সম্ভবে না এবং সদসৎ বিবেক পূর্ব্বক উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জ্জন শক্তির অভাবে সৎ প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগ অনুভব পূর্ব্বক দমন করিতে পারে সেই যথার্থ জিতেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় হীন প্রযুক্ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শূন্য* তাহাকে জিতেন্দ্রিয় কহা যায় না।

"তোমরা আত্মার সাত্ত্বিকতা পিঙ্গলা বেশ্যার তুল্য করিয়াছ তাহাতে আত্মার যথার্থ মাহাত্ম্য কিছুই নাই

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ।

আশাং ত্যক্ত্বা পুরুষঃ সন্তোষাখ্যসুখবান্ ভূয়াৎ পিঙ্গলাবৎ। যথা পিঙ্গলা নাম বেশ্যা কান্তার্থিনী কান্তমলব্ধ্বা নির্বিণ্ণা সতী বিহায়াশাং সুখিনী বভূব তদ্বৎ॥

"পিঙ্গলা বেশ্যা ঘোরতর কামুকী হইয়াও কান্তাভাবে আশা ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়াছিল আত্মাকে তাহার তুল্য করিয়াছ ইহাতে মাহাত্ম্যের লক্ষণ কিছুই নাই। কারাবদ্ধ চোর দস্যু বৃত্তিতে অসমর্থ বলিয়া কি তাহাকে সাধু কহা যাইতে পারে। এমত অগত্যা নিবৃত্তিতে কোন প্রশংসা নাই।

তোমারদের সিদ্ধান্ত কি আশ্চর্য্য? আত্মার এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়া জগৎ রচনায় বুদ্ধি কৌশলের জাজ্বল্যমান চিহ্নের উপেক্ষা করত জগৎকে নিরীশ্বর করিলা। অচেতন জড় পদার্থকে সৃষ্টিক্ষম করিলা কিন্তু সচেতন পুরুষকে তৎকার্য্যে অসমর্থ স্থির করিলা। আর এই উপদেশ প্রচার করিয়া আবার পাষণ্ড দমন করিতে চাহ কিন্তু পাষণ্ডদিগের নিকৃষ্টতম মীমাংসার পোষকতা করিতেছ। স্বাভাবিক নামে প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় অন্যান্য বৌদ্ধ হইতে অধম। তাহারা জগৎস্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কহে সকলি স্বভাবতঃ হইয়াছে। তোমারদেরও মত অবিকল তত্তুল্য"।

আগমিক। "কি! মহর্ষি কপিলের মত কি এতাদৃশ অধম?"

সত্যকাম। "আপনিই তাহার বিচার করুন। স্বাভাবিকেরা কহে সকলি স্বভাবতঃ হইয়াছে কপিল বলেন সকলি প্রকৃতির সৃষ্টি। স্বভাব এবং প্রকৃতিতে বিশেষ কি? স্বাভাবিকেরা আরো বলে কর্ম্ম দ্বারা শুভাশুভ নিষ্পত্তি, ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অস্বীকার করে, বলে ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হয়েন তবে কর্ম্ম এবং যত্নের ফল কি? কপিলেরও ঐ রূপ সিদ্ধান্ত। কর্ম্মকে ঈশ্বরের প্রতিযোগি করিয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কেবল কপিলের দোষ উদ্ঘাটন করা উচিত নহে, অন্যান্য দর্শনেরও ঐ রূপ উপদেশ। সংসারে নানা অমঙ্গল দেখিয়া ঋষিরা সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু দোষ শোধনের উপায় চেষ্টা না করিয়া বৌদ্ধদিগের ন্যায় সদ্যঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে জন্ম জীবন

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সকলি দূষ্য, কর্ম্ম বশতঃ জগৎ শাসন হয়, ঈশ্বরের স্বতন্ত্র বিধান নাই, ঈশ্বরও স্বয়ং স্রষ্টা নহেন । অপবর্গই আত্মার এক উপায় । তন্নিমিত্ত ধ্যান করা বিহিত কহেন কিন্তু ধ্যেয় কে তাহার কোন পরিচয় নাই । বৌদ্ধেরদের কোন২ সম্প্রদায়ও এই রূপ উপদেশ করিয়াছিল, এবং কপিলও তদনুযায়ি মত প্রচার করিয়াছেন । কিন্তু ঈশ্বর অভাবে ধ্যান কি রূপে করা যায় তাহা বুঝা ভার, ধ্যেয় না থাকিলে ধ্যান কি প্রকারে সম্ভবে ?”

কাপিল । “তোমার বাক্য নিতান্ত অমূলক নহে কিন্তু ধ্যানের বিষয়ে আমারদের মত কি তাহা শুন । আমারদের আচার্য্য উপদেশ করিয়াছিলেন যে বিজ্ঞানই অপবর্গের এক উপায় কিন্তু রাগদ্বেষাদি চিত্তবিকার বিজ্ঞানের বাধক । তন্নিমিত্ত তিনি উপদেশ করিয়াছেন যে ধ্যান অবলম্বন করিলে রাগদ্বেষের দমন এবং মনঃশান্তি ও বিজ্ঞান লাভ হইতে পারে যথা

রাগোপহতির্ধ্যানং ।
জ্ঞানপ্রতিবন্ধকো যো বিষয়োপরাগশ্চিত্তস্য তদুপঘাতহেতুর্ধ্যানং ।।

“ধ্যানের লক্ষণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ ধ্যেয়ের অতিরিক্ত বৃত্তি নিরোধ, তাহা বিশেষ প্রকারে উপবেশন এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস দমন ও জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা এবং বৈরাগ্য দ্বারা সম্ভবে ।

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ ।।
ধ্যেয়াতিরিক্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ সম্প্রজ্ঞাতযোগেন তৎসিদ্ধির্ধ্যানস্য নিষ্পত্তি র্জ্ঞানাখ্যফলোপধানরূপা ভবতি ।।

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ। নিরোধশ্ছর্দিবিধারণাভ্যাং। স্থিরসুখমাসনং। স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং। বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ॥

সত্যকাম। "ধ্যান এবং বিজ্ঞানের কথা কহিলা কিন্তু তোমারদের মতে ঈশ্বর নাই তবে ধ্যেয়ই বা কে, বিজ্ঞেয়ই বা কে?"

কাপিল। "ধ্যানের অর্থ মনকে সকল পদার্থ হইতে নিরস্ত করা"

সত্যকাম। "তবে কি ধ্যান কালে মনের মধ্যে কোন বৃত্তি থাকে না অর্থাৎ ধ্যানের লক্ষণ ধ্যেয় ব্যতিরেকে ধ্যান, কোন পদার্থ ধ্যান না করা, সকল বিষয় হইতে নিরস্তি"।

কাপিল। "বটে—তাহাই বটে। ভাষ্যকার ধ্যেয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বটে কিন্তু সূত্রের মধ্যে ধ্যেয় শব্দ নাই আর কপিল স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"।

সত্যকাম। "এমত ধ্যানের অর্থাৎ অ-ধ্যানের ফল কি?"

কাপিল। "অহো কপিল কেমন অন্তর্যামী! তোমরা এই রূপ প্রশ্ন করিবা আশঙ্কা করিয়া তিনি কহিয়াছেন যে উপরাগ নিরোধ ধ্যানের ফল।

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেন্নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ।

মনকে নির্বিষয় করিলে সুতরাং উপরাগ দমন হইবে"।

সত্যকাম। "তবে ধ্যানের অর্থ কোন বিষয় ধ্যান না করা। মনঃসংযোগকে তবে ধ্যান বলা যায় না, কিন্তু মনকে শূন্য করাই ধ্যান। তোমারদের ধ্যান যেমন ধ্যেয়

বিরহে অকর্ম্মক বিজ্ঞানও তদ্রূপ বিজ্ঞেয় বিরহে অকর্ম্মক। কারিকার উক্তি এই যে কিছুই নাই আমিও নাই আমারও কিছু নাই।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্তি ম মে নাহমিত্যপরিশেষং অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবল-মুৎপদ্যতে জ্ঞানং

অতএব তোমারদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নাস্তিক্য”।

কাপিল। “সংসার এবং সংসারস্থ সকল পদার্থ অসার এবং মিথ্যা, এই আমারদের সার কথা আর এ কথা যথার্থতঃ সত্য। ইহাকে নাস্তিক্যই বল আর [illegible]াই বল, কিন্তু মিথ্যার মিথ্যাত্ব উপদেশ করা পণ্ডিতে অকর্ত্তব্য নহে”।

সত্যকাম। “মিথ্যার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা আবশ্যক বটে তাহার তাৎপর্য্য এই যে তদ্দ্বারা সত্যের সত্যত্ব প্রকাশ পায়। সত্যের বাধক মিথ্যা তন্নিমিত্ত মিথ্যার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য কিন্তু তোমারদের মতে ঈশ্বর নাই এবং কাহারও সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই তবে বিজ্ঞেয় কে? বিজ্ঞেয় না থাকাতে সত্যাসত্য প্রভেদেরই বা তাৎপর্য্য কি? সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিধাতার অভাবে বিজ্ঞানের এমত আড়ম্বর বৃথা”।

কাপিল। “বলিতে কি সাংখ্য শাস্ত্র বেদান্তের প্রতিযোগী রূপেই দেদীপ্যমান। বেদান্তিরা অবিদ্যা কল্পনা করেন আমরা বলি প্রকৃতি। অন্য কোন প্রকারে আমি সাংখ্য শাস্ত্রের আলোচনা করি নাই কিন্তু এখন করিব এবং যদি কিছু বক্তব্য থাকে ইহার পর কহিব”।

সপ্তম সংবাদ

লেখক পূর্ব্ববৎ।

আমরা ইতি মধ্যে এক মহা বিবাহের কৌতুকে ব্যাপৃত ছিলাম। আমারদের নৃপনন্দিনী গৃহীত-পাণি হইয়াছেন। রাজবাটীর মধ্যে তো প্রত্যহ সমারোহ হইয়া থাকে লোহিত-বসন-পরিচ্ছন্ন শস্ত্রধারী বিকট মর্ত্তি সাক্ষাৎ কৃতান্তাবতার সেপাহিরা অনুদিন প্রহরি কার্য্যে দণ্ডায়মান থাকে। উদ্যান তড়াগাদির শোভায় অনুক্ষণ নন্দন কাননেরও ক্ষোভ হইয়া থাকে। রজনীতে দীপের ছটায় কুমুদিনী নায়ক পর্য্যন্ত মলিন হইয়া পড়েন এবং সূর্য্যোদয় ভাণে নলিনীর বিকাস হয়। ইহা তো নিত্যই হইয়া থাকে তাহাতে আবার জ্যেষ্ঠা কুমারীর পরিণয় কালে যে অতিরিক্ত নৈমিত্তিক শোভা হইয়াছিল তদ্বর্ণনায় লেখনী হতাশ হইয়া যায়েন। বর যখন সামন্ত সমভিব্যাহারে রাজ ভবন প্রবেশ করিলেন 'তখন তারাবলী কলিত ইন্দুরিব বভাসে'। বোধ হইল যেন নক্ষত্র সমভিব্যাহারে নিশা-পতি স্বয়ং রাজধানীর শোভা দর্শনার্থ অবতীর্ণ হইলেন অথবা যেন অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের অন্যতর বিবিধ পেয়াত্মক সোমরস পিপাসু হইয়া রাজদ্বারে আইলেন।

বঙ্গদেশীয় রীত্যনুসারে দেশ দেশান্তরে আচার্য্য পণ্ডিতাদির ভবনে নিমন্ত্রণ পত্র গিয়াছিল রেলওএর সুযোগে চতুর্দ্দিক হইতে লোকের সমাগম সহজেই হইয়া থাকে সুতরাং বিবাহ সমাজ যেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সভা হইয়া উঠিল। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের গণনা ছিল না, বিদায়ের লোভ, বিদ্যা প্রকাশের লোভ, গীত বাদ্য শ্রবণের লোভ, অমরাবতী কল্প রাজধানী দর্শন লোভ, সুধাকল্প ষটরস ভোজনের লোভ, প্রভৃতি প্রবর্ত্তক কারণের সীমা ছিল না।

বরের শুভাগমন এবং নির্দ্দিষ্টাসনে উপবেশন হইলে পর পণ্ডিতবৃন্দ সকলেও সুখাসীন হইলেন। তর্ককাম আমাকে দেখিয়া নিকটস্থ হইয়া কহিলেন “ ঐ দেখ সত্যকাম বরযাত্রিদের সহিত আসিয়াছেন। আমারদের যে সকল দার্শনিক বিচার হইয়াছে তাহাতে অস্মৎপক্ষে এক মত ভ্রম হইয়াছে ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য এ সকল কেবল বিদ্যার সাধন। মহর্ষি প্রণীত বলিয়া আমরা মান্য করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ মুমুক্ষু লোকে ঐ সকল দশনের চর্চা করেন না বেদান্তই মুমুক্ষুর শরণ্য। তাহা একেবারেই উহাঁকে বলা উচিত ছিল, এখনও তো বলা যাইতে পারে”।

তর্ককাম এই রূপ কহিতেছেন এমত সময়ে মহা কোলাহল শব্দ আমারদের কর্ণগত হইল। অভ্যাগত পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে অনেকেই রাজপুরুষদিগের নিকট প্রতিপন্ন হইবার প্রত্যাশায় চীৎকার শব্দ করিয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুত তাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন তাহা নহে কিন্তু জিগীষা প্রযুক্ত বিচার করিতেছিলেন সুতরাং পাণ্ডিত্য

প্রকাশ বিলক্ষণ হইয়াছিল কিন্তু সত্যানুসন্ধানের লেশও ছিল না।

একজন তর্কচূড়ামণি কহিলেন প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগেই জগৎ সৃষ্টি হয় এবং চন্দ্রচূড়ামণিই পরম পুরুষ। আর একজন কহিলেন "না হে না, শিব পরমাত্মা নহেন, বিষ্ণুই পরমাত্মা, অহো মাহেশ্বরদিগের কি মতিভ্রম! বাণ রাজাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পার্ব্বতীনাথ আপনি গোপীনাথের নিকট অপরাধ মার্জ্জন কি প্রার্থনা করেন নাই"।

শ্রীরুদ্র উবাচ। * * অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরং ॥

একজন সাংখ্য যোগী কহিলেন "তোমারদের সকলেরি মহাভ্রম। মাহেশ্বর ভাগবত কেহই কিছু জানে না পুরুষের কি কর্ত্তৃতা আছে? প্রকৃতি একাকিনী জগৎকারিকা" অপর একজন কহিলেন প্রকৃতি কি একাকিনী সৃষ্টিক্ষম হইতে পারেন? বরঞ্চ পুরুষ একাকী সৃষ্টিক্ষম। প্রকৃতিতে কি প্রয়োজন? অসৎ হইতেই সৎ"। "কি বলিলে? অসৎ হইতে সৎ। তবে কৃষকের বীজ বপন আবশ্যক নহে কুলালেরও মৃত্তিকা সংস্কারের প্রয়োজন নাই এবং তন্তুবায়ও শ্রম ব্যতীত বস্ত্র লাভ করুক"।

কৃষীবলস্য ক্ষেত্রকর্ম্মণ্যপ্রযতমানস্যাপি সস্যনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ কুলালস্য মৃৎসংস্ক্রিয়ায়ামপ্রবর্ত্তমানস্যাপি অমত্রোৎপত্তিশ্চ তন্তুবায়স্যাপি তন্তূনতন্বানস্যাপি তন্বানস্যেব বস্ত্রলাভং ॥

কিন্তু ভাগবত নামে একজন চৈতন্য উপাসক বৈষ্ণব

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাচাল হইয়াছিল। সে ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ি একজন বেদান্তির সহিত তর্ক করিতেছিল। কহিলেক ভগবান কথনই নিরাকার নহেন তাঁহার নিত্য বিগ্রহ আছে যাহা কোন মনুষ্যের অনুভূয় নহে। নিত্য বিগ্রহ অস্বীকার করিলে তাঁহার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। মায়াবাদিরা তাঁহাকে নিরাকার কহে কিন্তু মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মাত্র যাহাতে বেদ এবং দেব নিন্দা হয়। ওঁ বিষ্ণুঃ"।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ॥

পঞ্চরাত্র উপাসক ভাগবত এই রূপে মায়াবাদের প্রত্যাখ্যান করিতেছেন এমত সময়ে পশ্চাৎ শ্রেণী হইতে এক জন পণ্ডিত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মুখ ভঙ্গিমা এবং পরিচ্ছদ বঙ্গীয় লোকদিগের ন্যায় নহে। পরে শুনিলাম তিনি নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ আচায্য, তথাকার একজন রাজপুরুষের সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আসিয়াছেন এবং রাজবাটীর নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া নেপাল রাজপুরুষের সঙ্গে বিবাহ সমাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ আচার্য্য অগ্রসর হইয়া কহিলেন, ভো ভাগবত, আপনারদের বিচারে আমরা এমত অধম হইলাম যে আমারদের নাম ধরিয়া প্রতিপক্ষের অনুযোগ করিতে হইল। আচ্ছা, বসুন্ধরা সর্ব্বংসহা, আমরাও আপনারদের তিরস্কার সহিষ্ণুতা করিব কিন্তু স্বমত রক্ষার্থ দুই একটা কথা নিবেদন করিতে পারি?"

ভাগবত। "আমি তো আপনাকে কিছু বলি নাই কিন্তু আপনার যাহা বক্তব্য আজ্ঞা করুন"।

বৌদ্ধ। "আমারদিগকে বেদ এবং দেবনিন্দক কহিলেন আমরা যদি বেদ এবং দেবনিন্দা করিয়া থাকি আপনারদের ভগবান্ বাসুদেবও কি তাহা করেন নাই"।

বৌদ্ধ মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্রে বৈষ্ণব দলস্থ সকলেই একেকালে চীৎকার শব্দ করিয়া কহিতে লাগিল "ঐ পাষণ্ডের কথা শুনিও না, ভগবানের নিন্দা করিতেছে, রাধামাধব! ভগবান দেবনিন্দক! এমত কি হইতে পারে?"

বৈষ্ণবেরা এই বলিয়া মহা কোলাহল উপস্থিত করিল। হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। একজন রাজপুরোহিত আসিয়া রাগোন্মত্ত বৈষ্ণবগণকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "এ কি? রজোগুণ প্রধান যুবক লোকে কখন২ বিবাহ সমাজকে কুরুক্ষেত্র করিয়া থাকেন কিন্তু আপনারা সাত্ত্বিক এবং প্রবীণ, মহারাজ শুনিলে কি বলিবেন, ক্ষান্ত হউন"।

তখন সকলে ক্ষান্ত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্রিকে মুক্তকণ্ঠে স্বমত ব্যক্ত করিতে অনুমতি করাতে তিনি বলিলেন, "বিচার কালে যদি বাহুবল কি বাকশক্তির উপর নির্ভর রাখিতে হয় তবে তো আমাকে একেবারেই নিরস্ত হইতে হইবে, আমি বিদেশী, নিঃসহায়, একক, কিন্তু যদি যুক্তিপরায়ণ তর্ক আপনারদের অভিমত হয় তবে শ্রবণ করুন। আমরা যদি কখন দেব নিন্দাবাদ করিয়া থাকি ভগবান বাসুদেবও তাহাতে ত্রুটি করেন নাই। ইন্দ্রপূজা রহিত করণার্থ তিনি কি কহিয়াছিলেন তাহাতে অবধান করুন।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং

কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাং। কর্ত্তারং ভজতে সোপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হিসঃ ॥ কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বং স্বং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং। অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাং ॥ স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে। স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং ॥ দেহানুচ্চাবচান জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা। শত্রু র্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ। অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতং ॥ আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি। ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্য্যসতী যথা ॥

" অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা জন্তুর জন্ম, কর্ম্মদ্বারা প্রলয়। সুখ দুঃখ ভয় কুশল কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হয় অন্যের কর্ম্মের ফল রূপী যদি কোন ঈশ্বর থাকেন তবে তিনিও কর্ম্মিকে ভোগ করেন তিনি অকর্ম্মির প্রভু নহেন। স্ব ২ কর্ম্ম সাধকদিগের পক্ষে ইন্দ্র কে? তিনি মনুষ্যগণের স্বভাব বিহিত ফলের অন্যথা করিতে পারেন না। সকলেই স্বভাবের বশীভূত, স্বভাবের অনুবর্ত্তী। দেবাসুর এবং মনুষ্য সকলেই স্বভাবস্থ। কর্ম্ম দ্বারা উত্তমাধম শরীরের প্রাপণ এবং বিসর্জন হয়। কর্ম্মই শত্রু মিত্র উদাসীন গুরু এবং ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ হইয়া আপন ২ কর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক কর্ম্মেরই পূজা করা যাউক। যে যাহার যোগ্য সেই তাহার দেবতা। যে একভাবে থাকিয়া অন্য ভাবের উপজীবন করে সে তাহাতে কুশল প্রাপ্ত হয় না যেমন উপপতি সেবায় কুলস্ত্রীর কুশল হয় না"।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বচন আবৃত্তি করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রী কহিলেন, "আপনারা পণ্ডিত, অলং বিস্তরেণ, বিবেচনা করুন শাক্যসিংহের দেববিরোধি বচন কি নন্দদুলালের

এই উক্তি অতিক্রমণ করিতে পারে? অপর আপনারা বেদ নিন্দার যে প্রসঙ্গ করিলেন, বিবেচনা করুন উপনিষৎ মধ্যেই চতুর্বেদ অপরা বিদ্যা বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে এবং শিশু শিক্ষার্থ ব্যাকরণাদির তুল্য গণিত হইয়াছে যথা।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যথা তদক্ষরমধিগম্যতে॥

"আমরা কি ইহার অধিক কোন কথা বলিয়াছি। শাণ্ডিল্য মহর্ষিও ঐ রূপ বেদ নিন্দা করিয়াছেন যথা শঙ্করাচার্যের উক্তি।

চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবানিত্যাদিবেদ নিন্দা দর্শনাৎ॥

"এবং ভগবান বাসুদেবও কহিয়াছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্য দস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২॥ কামাত্মনঃ স্বর্গপরাজন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়া-বিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি॥ ৪৩॥ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপ হৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪॥ ত্রৈগুণ্য-বিষয়াবেদানিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

"সমাধি নির্ব্বাণ প্রভৃতি শব্দ ভগবদ্গীতায় মুহুর্মুহু দেখা যায় আপনারা তাহা আমারদের নিকট শিক্ষা করি-য়াছেন সন্দেহ নাই"।

ভাগবত। "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তো অন্যস্থলে বেদের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেবল জ্ঞানকাণ্ডে কর্ম্মকাণ্ডের উপেক্ষা দেখা যায়"।

বৌদ্ধ। "সে যেন কোন ব্রাহ্মণকে পদাঘাতে নিপাত করিয়া পরে বিষ্ণবে নমঃ কহা। ফলেও ঐ কর্ম্মকাণ্ডে

আবার দেবোপাসনার প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন। তবে তোমারদের এবং আমারদের আর প্রভেদ কি? তোমরা স্বেচ্ছানুসারে বেদ এবং দেবতার কখন বা নিন্দা কখন বা স্তুতি করিয়া থাক আমরা বিরুদ্ধভাব পরিহার করিয়া স্পষ্ট কহিয়া থাকি যে বেদ এবং দেবোপাসনা উপলক্ষে নিঃশ্রেয়স সম্ভবে না। ভগবান শাক্য সিংহ যখন পূর্ব্ব অশ্রুত উপদেশ প্রচার করিয়া কহিলেন যে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ দ্বারা জন্ম মরণাদি সংসার দুঃখ পরিহার হয় না তখন তোমরা অভিমান পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলা না, পরে তাঁহার তর্কবলে পরাভূত হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহারি শিক্ষা স্তেয় করিয়া কর্ম্মবন্ধ সমাধি নির্ব্বাণাদির প্রসঙ্গ করিতে লাগিলা অথচ বেদ এবং বৈদিক ক্রিয়ারও আড়ম্বর ত্যাগ করিলা না, কিন্তু সত্য মিথ্যা জল তৈল বৎ বিষম জাতীয় হওয়াতে একত্র মিশ্রিত হয় না সুতরাং তোমারদের উপদেশ বিরুদ্ধভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তোমারদের চতুর্ব্বেদে জন্ম মরণ কর্ম্মবন্ধাদির দোষ বর্ণনা কিছুই নাই এবং তোমারদের উপনিষদের ভূরি২ স্থলেতেও কেবল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখেরই বিবরণ আছে যথা

য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন স্বর্গ্যেণ লোকেন ॥

অতোঽত্রাপি য এবং বেদ সন্ধীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গান্তৈঃ প্রজাদিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥

আর যে২ উপনিষদে কর্ম্মবন্ধ সমাধি নির্বাণাদির প্রসঙ্গ আছে তাহা শাক্য সিংহের পর রচিত হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহারি উপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছে”।

ভাগবত এবং বৌদ্ধের মধ্যে এই রূপ বাদানুবাদ শ্রবণানন্তর তর্ককাম কহিলেন চল আমরা অন্যত্র গিয়া বসি এ সকল গোলযোগ শ্রবণে কর্ণসুখ নাই। অতএব আমরা বিবাহ সভার ঈশান কোণে গিয়া বসিলাম। আগমিক বৈয়াসিক সত্যকাম প্রভৃতি কএক জনও আমারদের সঙ্গে আসিলেন। তর্ককাম সত্যকামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “বন্ধো তুমি কি মনে কর যে আমরা ন্যায় এবং সাংখ্য শাস্ত্রকে মোক্ষের সাধন জ্ঞান করি? তাহা নয়, ন্যায় এবং সাংখ্য দ্বারা বিদ্যার অনুশীলন মাত্র হয় কিন্তু বেদান্তই কেবল মোক্ষের উপায়”।

বৈয়াসিক। “তাহাতে সন্দেহ কি? ভগবান ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য উত্তর মীমাংসার রচনা এবং ভাষ্য করিয়া অখিল ভূমণ্ডলের হিতকারী হইয়াছেন। দ্বৈতবাদ সকলি প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে কেবল ব্রহ্মই জগৎ কারণ তদতিরিক্ত আদি কারণ নাই, কেবল তিনিই নিত্য এবং সকলের পূজ্য এবং আরাধ্য”।

সত্যকাম। “কিন্তু ঐ অদ্বৈতবাদে অগণনীয় নিত্য পদার্থ কি উহ্য হয় নাই”।

তর্ককাম। “কথং?”

সত্যকাম। “শ্রূয়তাং, শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহ ভাগবত বাদ প্রত্যাখ্যান করত কহিয়াছেন

ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃ সংখ্যায়ামেব স্থবতিষ্ঠেরন্ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্য জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ ॥

তবে তাঁহার মতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ভগবান্ সকলেই ঈশ্বর। তিনি আবার সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান উদ্ধৃত করিয়া জগৎব্রহ্মে অভেদ উপদেশ করিয়াছেন"।

তর্ককাম। "উদ্দেশ্য বিধেয়ের পরিবর্ত্তন করিলে আর এমত বুঝাইবে না। ব্রহ্ম উদ্দেশ্য, সর্ব্বং বিধেয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণ জগতের মধ্যে সর্ব্বত্র আছে"।

সত্যকাম। "বটে, কিন্তু উত্তর মীমাংসার ৪ অধ্যয়ের ১ পাদের ৫ সূত্রে উৎকৃষ্টে নিকৃষ্ট দৃষ্টির নিষেধ আছে ক্ষত্তাতে রাজদৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু রাজাতে ক্ষত্তৃদৃষ্টি হইতে পারে না তদ্রূপ জগতে ব্রহ্মদৃষ্টি সম্ভবে কিন্তু ব্রহ্মেতে জগদ্দৃষ্টি সম্ভবে না যথা

ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু স্যাদিতি। কস্মাৎ উৎকর্ষাৎ এবমুৎকর্ষেণাদিত্যাদয়োদৃষ্টা ভবন্তি উৎকৃষ্টদৃষ্টেস্তেষ্বধ্যাসাৎ। তথা চ লৌকিকোন্যায়োনুমতো ভবতি। উৎকৃষ্টদৃষ্টির্হি নিকৃষ্টেধ্যসিতব্যেতি লৌকিকো ন্যায়ঃ যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি সচানুগন্তব্যঃ বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ। নহি ক্ষত্তৃদৃষ্টিপরিগৃহীতো রাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ।

"অপিচ ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিলে তজ্জলান শব্দের কি অর্থ হইবে। ব্রহ্মের কি জন্ম লয়াদি জগতে হইয়া থাকে বলিবা। শঙ্করাচার্য্যও এপ্রকার অর্থ করেন নাই"।

যস্মাৎ সর্ব্বমিদং বিকারজাতং ব্রহ্মৈব তজ্জত্বাৎ তল্লত্বাৎ তদনত্বাচ্চ।

তর্ককাম। "আচ্ছা সে যাহা হউক কিন্তু জগৎকে ব্রহ্ম বলিলে হানি কি? তাহাতে কি ব্রহ্মকে জড় পদার্থের অবিশেষ করা হয়? কখন নয়, কেননা বেদান্তিরা জগতের

বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা এমত কথা বলেন না যে যাবতীয় বস্তু ব্রহ্ম কিন্তু এই অখিল জগৎ যাহা স্বয়ং ন-বস্তু তাহাই ব্রহ্ম"।

সত্যকাম। "বারাণসীস্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ মহাশয় ঐ রূপ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনারাও কি তদনুরূপ কহিবেন। তাহা হইলে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান এই বচনের অর্থ হইবেক এই প্রত্যক্ষ জগৎ যাহা ন-বস্তু তাহাই ব্রহ্ম অর্থাৎ যথার্থ বস্তু। ন-বস্তুকে যথার্থ বস্তু বলিবার তাৎপর্য্য কি? যাঁহারা জগদ্ ব্রহ্মে অভেদ উপদেশ করিয়া কহিয়া থাকেন এই প্রত্যক্ষ জগৎ ব্রহ্ম তাঁহারদের তাৎপর্য্য বরং বুঝা যায় তাঁহারা বলেন জগদ্ ব্রহ্মে অভেদ উপদেশ করিলে কেহ কোন বিষয়ে রাগ দ্বেষ করিবেক না।

ন চ সর্ব্বস্যৈকাত্মত্বে সতি রাগাদয়ঃ সম্ভবন্তি তস্মাচ্ছান্ত উপাসীত।

"কোন২ বেদান্তিরা জগৎকে মিথ্যা কহিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারদের উপদেশ কপিল কণাদাদির উপদেশের বড় অবিশেষ নহে"।

তর্ককাম। "তোমার ভাব যে বুঝিতে পারিলাম না"।

সত্যবাদ। "বেদান্তিরদের মধ্যে দুই প্রসিদ্ধ বাদ আছে পরিণাম বাদ এবং বিবর্ত্ত বাদ। পরিণাম বাদিরা কহেন যে ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং সকলি ঈশ্বর। বিবর্ত্ত বাদিরা জগতের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। দুই বাদেতেই মহা বাধা আছে। এক বাদে তো পূজ্যপূজকের ভেদ নষ্ট হয় এবং শ্রদ্ধা ভক্তি ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হয়। দ্বিতীয় বাদে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি ন-বস্তু

হওয়াতে সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হয় যে ঈশ্বর বস্তুতঃ কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। এক ম্লেচ্ছ পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন যে জগদ্ ব্রহ্ম এক করিলে প্রকৃত নাস্তিকতা হয়। পরিণাম বাদানুসারে সকলি ঈশ্বর তবে পূজ্যপুজকের ভেদ কেমন করিয়া হইবেক আর নিরীশ্বর সাংখ্য হইতে এমত বাদের বিশেষই বা কি? বিবর্ত্তবাদানুসারে ব্রহ্মই এক বস্তু সুতরাং পদার্থান্তরের অভাবে পূজক কিম্বা আরাধক কেহই রহিল না, প্রজা বিরহে ঈশ্বর অনীশ্বর হইলেন"।

তর্ককাম। "ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তুমি এমত কথা প্রচার করিবে তাহা বিচিত্র নহে, যেমন গুরু তেমনি শিষ্য"।

সত্যকাম। "ক্ষন্তু মর্হসি তর্ককাম। ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের যে কথা আমি উল্লেখ করিলাম তাহা আদৌ এক আর্য্য পণ্ডিতের গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতেই সেই উক্তি আছে যথা

নাস্তিকঃ। সাধু রে সাধু কিংচিন্মন্মতে প্রবিষ্টোঽসি॥
জগন্মৃষৈবেতি ভবন্মতং চেৎ কিং কল্পতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ।
আকারশূন্যেন গতক্রিয়েণ কর্ত্তৃত্বমেতেন কিমস্তিলোকে॥
ইত্যাকর্ণ্য চকিতে তুষ্ণীংভূতে বেদান্তিনি সস্মিতং সর্ব্বে তার্কিকমবলোকয়ন্তি।

* * * *

প্রত্যক্ষসিদ্ধমপ্যেতজ্জগন্মিথ্যেতি কীর্ত্তয়ন্। লজ্জাভয়োভয়ত্যাগান্নাস্তিকস্য প্রভুর্ভবান্॥

তর্ককাম। "এরূপ কথা বিবেচনার কথা নহে। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের অর্থ কি? কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে পার যে জগতের যথার্থ সত্তা আছে। ইন্দ্রিয়

সন্নিকর্ষ জাত জ্ঞানে বিশ্বাস কি? মরীচিকা স্থলে দর্শনেন্দ্রিয় কেমন ভ্রম জন্মায় তাহা কি জান না তবে তুমিও কি মৃগ তৃষ্ণা প্রযুক্ত আত্ম বিড়ম্বনা করিবে? শ্রবণেন্দ্রিয়েতেই বা কি বিশ্বাস? শব্দের দ্বারা কেমন ভ্রম জন্মে তাহা কি শুন নাই, মায়া মৃগের শব্দে সুমিত্রা নন্দন এবং সীতা উভয়েই কেমন প্রতারিত হইয়াছিলেন মনে কর। ঘ্রাণ রসনাদিও ঐ রূপ বঞ্চক, ম্লেচ্ছেরা যাহা সুধা তুল্য জ্ঞান করিয়া ভোজন করে তাহা আমারদিগের ছর্দিকর হয় কি না? তবে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের আর কথা কহিও না"।

সত্যকাম। "প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা পরিহার করিলে কোন প্রমাণই থাকে না কেননা অনুমানও প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক। প্রত্যক্ষ না থাকিলে অনুমানও সিদ্ধ হয়না। আর তাহা হইলে তোমার এই তর্কও অমূলক হইবে গোতমের উক্তি স্মরণ কর। যে ব্যক্তি সকল প্রমাণ প্রতিষেধ করেন তাঁহার প্রতিষেধও অসিদ্ধ হয়।

সর্ব্বপ্রমাণপ্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ।

"ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান অস্বীকার করিলে তোমার আপনার তর্কেই কুঠারাঘাত হইবে। মরীচিকাদির বিড়ম্বনা তুমি কি রূপে জানিলা তাহাও দর্শন শ্রবণাদি ব্যতীত জানিতে পারিতা না। ইন্দ্রিয়ে কোন দোষ থাকিলে অথবা সংস্কার দোষ থাকিলে ভ্রম হয় বটে যেমন কণাদ কহিয়াছেন

ইন্দ্রিয়দোষসংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা।

"কিন্তু ইন্দ্রিয় বিশেষের দোষ থাকিলে অপর ইন্দ্রিয়

দ্বারা সে দোষ সংশোধন হয়। মৃগতৃষ্ণা এবং মায়ামৃগ দ্বারা জানকীর ভ্রম এ অসাধারণ কথা।

“অপিচ প্রত্যক্ষসিদ্ধ জগৎ অস্বীকার করিয়া বেদান্ত মীমাংসার মূলোচ্ছেদ করিতেছ বিবেচনা কর। বেদান্ত সূত্রকার ব্রহ্মের কি লক্ষণ করেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ

অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ ॥

অর্থাৎ নাম রূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্ত্তৃভোক্তৃ সংযুক্ত, প্রতি নিয়ত দেশ কাল নিমিত্ত ও ক্রিয়া ফলের আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনা রূপ এই জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব কারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা নির্ণীত হইল। এই সূত্র এবং ভাষ্য ঔপনিষদ বচন মূলক যথা

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥

“প্রত্যক্ষ ভূত পদার্থ সকল যদি মিথ্যা হয় তবে এই হেতুবাদও মিথ্যা এবং ব্রহ্মের সত্তাও নির্ণিত নহে। প্রত্যক্ষ জগৎ দেখিয়া শেষবৎ অনুমান ন্যায়ে তৎকারণ নির্ণয় করত ব্রহ্মের সত্তা নিরূপণ করিলা সে জগৎকে এখন মিথ্যা বলিলে ঐ শেষবৎ অনুমানও অসিদ্ধ হইবে। যদি কেহ নদী বৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান করণানন্তর বলে যে বস্তুত নদী বৃদ্ধি হয় নাই তবে তাহার বৃষ্ট্যনুমানেও দোষ পড়ে। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে বেদান্তিকে নাস্তিক

প্রধান কহাতে অসূয়া প্রকাশ হয় নাই এবং অপর উক্তিও অযথার্থ নহে।

তার্কিকঃ সহাসং। এবং সতি ত্বমপি কঃ কিং ব্রবীষি কিম্বা ত্বদ্ব্রহ্ম সকলমপি মিথ্যৈব মিথ্যাবাদিনস্তে॥

তর্ককাম। "জগৎকে মিথ্যা কহিবার তাৎপর্য্য এই যে তাহা ছায়া অথবা প্রতিবিম্ব মাত্র। ছায়া দেখিয়া ছায়ার উৎপাদক বস্তু নির্ণয় কি হয় না? চন্দ্রগ্রহণকালে ছায়া দেখিয়া পৃথিবীর আকার নির্ণয় করা যায় তবে জন্মাদ্যস্য যতঃ সুত্রের হেতুবাদে দোষ কি?"

সত্যকাম। "ছায়া প্রতিবিম্বাদির দ্বারা অপর বস্তুর অনুমান হয় বটে এবং তাহাও যথার্থ শেষ বৎ অনুমান। কিন্তু ছায়ার প্রসঙ্গ করিলেও তোমার অদ্বৈতবাদে দোষ স্পর্শ হয় ছায়ার অর্থ জ্যোতির ব্যবধান। জোতিষ্ক পদার্থ, তজ্জ্যোতির ব্যবধায়ক তমিস্র পদার্থ, জ্যোতি বিরহিত পদার্থ যাহা ছায়ার আধার হয়, এই ত্রিবিধ বস্তু না থাকিলে ছায়ার সম্ভব হয় না চন্দ্র গ্রহণে সূর্য্য জ্যোতিষ্ক পদার্থ, পৃথিবী ব্যবধায়ক তমিস্র পদার্থ, চন্দ্র সৌর জ্যোতিতে বিরহিত হইয়া ছায়ার আধার, কিন্তু জগৎকে ব্রহ্মের ছায়া কিরূপে কহিতে পার? ব্রহ্ম কোন জ্যোতির্ময় পদার্থ জ্যোতির ব্যবধায়ক তমিস্র হয়েন এবং কিসের উপর তাঁহার ছায়া পাত হয়? ব্রহ্মকে তোমরাই তো জ্যোতিষ্ক কহিয়া থাকে।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি॥

"তবে তাঁহার আবার ছায়া কিরূপে হইতে পারে? সূর্য্যের কি ছায়া সম্ভবে? আর যদি মরীচিকা প্রতিবিম্বাদির

কল্পনা কর তাহাতেও পদার্থান্তর অনুমেয় হয়। দর্পণ বৎ অন্য বস্তু আধার না থাকিলে প্রতিবিম্ব সম্ভবে না এবং দীপ্তির অভাবে প্রতিবিম্ব সিদ্ধ হয় না। যে রূপ কল্পনা কর অদ্বৈতবাদ কখন রক্ষা পায় না। এ পক্ষে কপিল এবং কণাদের তর্ক অকাট্য। অদ্বৈতবাদে হেতুর অসদ্ভাব, কেননা সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ না হইলে হেতু হয় না, তবে বেদেরই বা কি দশা হইবে। যদি সকলি মিথ্যা তবে বেদও মিথ্যা"।

সত্যকাম ও তর্ককাম এই রূপে বাদানুবাদ করিতেছিলেন ইতিমধ্যে বারাণসীস্থ পাঠাশালার অধ্যক্ষ ম্লেচ্ছ ভাষায় পণ্ডিত পাঠ্য সে সংগ্রহ মুদ্রিত করিয়াছিলেন যাহা তুমিই হৃদ্যতা পূর্ব্বক আমাকে পাঠাইয়াছিলা তাহা আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইল। পাঠশালার অধ্যক্ষ মহাশয়ের তাৎপর্য্য যে আর্য্য ম্লেচ্ছ দর্শন বেত্তারদের মতের ঐক্য দর্শাইয়া পরস্পারের অসূয়া এবং মাৎসর্য্য দূর করেন অতএব আমি সত্যকামকে প্রশ্ন করিলাম "তুমি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী গন্থ হইতে বেদান্ত নিন্দক যে বচন উদ্ধৃত করিলা সে কি বস্তুতঃ তোমার মনোগত? তবে কি তুমি বিশপ বর্ক্‌লি মহোদয়কেও নাস্তিক প্রধান কহিবা?"

তর্ককাম। "সাধু, সাধু! বিশপ বর্ক্‌লির সিদ্ধান্ত আর বেদান্ত বস্তুবাদ অবিশেষ। তবে একেতে নাস্তিক্য আরোপ করিলে অন্যতরেতে তাহা আরোপ হইবে"।

বৈয়াসিক। "সে কি? আর্য্য ম্লেচ্ছ সিদ্ধান্ত অবিশেষ! বর্ক্‌লির সিদ্ধান্ত কি তবে বেদান্ত তুল্য"।

তর্ককাম। "তুল্য কেন? অবিশেষ বলিলেই হয়। দুই এক"।

সত্যকাম। "কোন প্রকরণে দুই এক হইল? বস্তু প্রতিপাদনে বা অবস্তু প্রত্যাখ্যানে?"

তর্ককাম। "উভয়থা, বর্কলি আত্মাকে বস্তু কহিয়াছেন এবং জড় পদার্থ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বেদান্তেরও ঐ সিদ্ধান্ত"।

সত্যকাম। "বস্তু প্রতিপাদন প্রকরণে কি বর্কলি এক আত্মা মাত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন অথবা বহুল আত্মা স্বীকার করিয়াছেন?"

তর্ককাম। "এ বিষয়ে তাঁহার ত্রুটি ছিল বটে, বেদের অনধিকারী সুতরাং অদ্বৈত বাদ জানিতেন না এবং বহুল আত্মাকে বস্তু বৎ স্বীকার করিয়াছেন। বেদাধিকারী ভূসুর আচার্য্যোপদেশ না পাইলে কি অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম হয়?"

আচার্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।

আগমিক। "তবে ঝটিতি এমন কথা কেন বলিলা যে ম্লেচ্ছ প্রধান বর্কলির সিদ্ধান্ত বেদান্ত সম?"

সত্যকাম। "এ বিষয়ে আপনাকে কাতর হইতে হইবে না, বর্কলির সিদ্ধান্ত বেদান্ত সম নহে। পড়িলেই সহজে বুঝিবা"।

এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন রাজপুরুষ রাজপুস্তকাগার হইতে শীঘ্র ঐ মুদ্রিত সংগ্রহ আনিয়া উপস্থিত করিলেন তাহা হইতে সত্যকাম এই বচন আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যথা

"বর্কলি মেটর অর্থাৎ জড় পদার্থের সত্তা অস্বীকার করত ঐ অননুভূত সমবায়ের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যাহা গুণের আধারার্থ কোন ২ পণ্ডিত কল্পনা করিয়াছিলেন কিন্তু যাহার প্রকৃতি সকলেরি অগোচর। পণ্ডিতেরা সর্ব্ব গুণের আধান রূপে এক দ্রব্য কল্পনা করিয়াছিলেন যাহাতে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম মাত্রেই সমবেত হয়। সেই অলীক দ্রব্যই বর্কলি অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কেবল শব্দ মাত্র। যদি অদৃষ্ট এবং অদৃশ্য হয় তবে কল্পনা মাত্র আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না কেননা তাহা ব্যর্থ এবং অনর্থ ও সমস্ত নাস্তিকতার মূল। দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু যদি মেটর হয় তবে আমি তাহা অস্বীকার করি না তাহার সদ্ভাব আমি মান্য করি। আমার প্রবাদ লৌকিক প্রবাদ বিরুদ্ধ নহে কিন্তু যদি তদ্বিপরীতে তোমরা মেটরকে কোন গুহ্য সমবায় জ্ঞান কর যাহা দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে চক্ষু কর্ণাদির দ্বারা যদ্বিষয়ের কোন জ্ঞান জন্মে না তবে আমি বলি যে মেটরের সদ্ভাব আমি মান্য করি না ইহাতে পণ্ডিতগণের সহিত ঐক্য না থাকিতে পারে কিন্তু আপামার সাধারণের মত আমার বিরুদ্ধ নহে।

"প্রত্যক্ষ কিম্বা অনুমান দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে আমি তাহার প্রত্যাখ্যান করি না, দৃষ্ট স্পৃষ্ট দ্রব্যের বাস্তবিকী সত্তা আমি কোন ক্রমে অস্বীকার করি না। পণ্ডিতেরা যাহাকে মেটর কহেন কেবল তাহাই আমি অগ্রাহ্য করি"।

সত্যকাম এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া কহিলেন দেখ বিশপ বর্কলি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগৎকে অস্বীকার করেন নাই

সুতরাং তিনি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর তিরস্কারের যোগ্য নহেন। প্রত্যক্ষ জগৎ কিম্বা দৃষ্ট স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য তিনি অস্বীকার করেন নাই। পণ্ডিতেরা যাহাকে মেটর কহেন কেবল তাহাই তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শনে মেটরের অনুরূপ কোন শব্দ নাই সুতরাং বর্কলির প্রত্যাখ্যেয় পদার্থ বেদান্তের প্রত্যাখ্যেয় সম ইহা কে বলিতে পারে? ফলে বর্কলি কোন্ পদার্থ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। বরং কি প্রত্যাখ্যান করেন নাই তাহা সহজে বলা যাইতে পারে। তিনি ইন্দ্রিয়ের সদ্ভাব, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান, এবং দৃষ্ট শ্রুত স্পৃষ্ট পদার্থ প্রত্যাখ্যান করেন নাই, কিন্তু বেদান্তের স্পষ্টোক্তি ব্রহ্ম ভিন্নং সর্ব্বং মিথ্যা, সুতরাং বর্কলির স্বীকার্য্য বিবিধ পদার্থ বেদান্তের অর্থাৎ বেদান্ত সারাদি গ্রন্থের অগ্রাহ্য হইয়াছে। আর পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বর্কলি বহুল আত্মার সদ্ভাব স্বীকার করিয়াছেন, তোমরা কি বহুল আত্মা স্বীকার কর?"

তর্ককাম। "কখন না, একমেবাদ্বিতীয়ং"।

সত্যকাম। "আর এই অদ্বৈতবাদ বেদান্তের মুখ্য কথা"।

তর্ককাম। "অবশ্য, আত্মা নিত্য পদার্থ, নিত্য পদার্থ দুই হইতে পারে, আর নিত্য পদার্থ না হইলে যথার্থ সদ্ভাব হয় না"।

সত্যকাম। কিন্তু, দেখ, বর্কলি জন্য আত্মার সদ্ভাব স্বীকার করিয়া বেদান্তের প্রতিযোগী হইয়াছেন এবং সাবয়ব জড় পদার্থেরও অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করেন নাই তবে এ দুএর মধ্যে অবিশেষ কি দেখিলা?"

তর্ককাম। “কিন্তু ঐ সকল পদার্থ বেদান্তের নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে উহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার্য্য হয়”।

সত্যকাম। “ব্যবহারিকের অর্থ যাহা ব্যবহার সিদ্ধ, লৌকিক। লোকে জগতের সত্তা সামান্যতঃ স্বীকার করিয়া থাকে তন্নিমিত্ত বেদান্তিরা ব্যবহারিক সত্তার প্রসঙ্গ করেন, যেমন সূর্য্য গ্রহণ কল্পে ভাস্করাচার্য্য রাহুগ্রাসে দিবাকরের ব্যবহারিক তিরোধান স্বীকার করিয়া থাকেন অথচ জানেন যথার্থ রাহুগ্রাস নাই, কিন্তু বর্কলি প্রত্যক্ষ জগতের কেবল ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন এমত নহে। দৃষ্ট শ্রুত স্পৃষ্ট পদার্থের সদ্ভাব তিনি আত্ম সদ্ভাব তুল্য স্বীকার করিতেন”।

আগমিক। “তবে এমত লোক প্রবাদ কেমন করিয়া হইল যে বর্কলি জড় পদার্থের সদ্ভাব অস্বীকার করিয়াছিলেন?”

সত্যকাম। “তাহার কারণ এই যে মেটর শব্দে সামান্য লোকে দৃশ্য স্পৃশ্য দ্রব্যাদিই বুঝে, তন্নিমিত্ত মনে করে যে বর্কলি সকলি অস্বীকার করেন কিন্তু তিনি যে মেটর অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন তাহা অদৃশ্য অস্পৃশ্য কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে”।

আগমিক। “ভো তর্ককাম, তুমিও যে ম্লেচ্ছ বাক্যে বিড়ম্বিত হইয়াছ। আর্য্য ম্লেচ্ছ দর্শনে অবিশেষ কি দেখিলা। দৃশ্য স্পৃশ্যাদি প্রত্যক্ষ পদার্থ বর্কলি তো স্বীকার করিয়াছিলেন”।

সত্যকাম। “এবিষয়ে আর এক কথা বক্তব্য আছে, বর্কলি দৃশ্য স্পৃশ্যাদি পদার্থ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু কোন২ স্থানে আবার এমত উক্তি করিয়াছেন যে ঐ সকল পদার্থের বাস্তবিক সদ্ভাব নাই যথা ‘ জন সমাজে এমত অদ্ভুত প্রবাদ আছে যে নদ নদী পর্ব্বত অট্টালিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের প্রতিভা ব্যতীত স্বতন্ত্র যথার্থ সত্তা আছে কিন্তু ঐ সকল পদার্থের ভাব কি ? আমরা স্বীয় মনোগত প্রতিভা বা অনুভব ব্যতীত আর কিছুর তো উপলব্ধি করি না, যদিও বাহ্য পদার্থ সত্তা থাকিত আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারিতাম না, আর তাহা না থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি ছলে কহিতে পারা যায় যে আছে। বাহ্য বস্তুর সদ্ভাব ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তির মনোমধ্যে তদ্বিষয়ক অনুভব জন্মে তবে কি তাহার জ্ঞানে তাদৃশ অসৎ পদার্থের সত্তা সিদ্ধ হইবে না ? তোমারদেরই বা ঐ রূপ মানসিক অনুভব ব্যতীত বাহ্য সত্তা সিদ্ধির আর কি প্রমাণ আছে—সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে স্বপ্ন প্রলাপাদি দর্শনে বাস্তবিক বাহ্য পদার্থ বিরহে মনের মধ্যে বিবিধ অনুভব এবং প্রতিভা উৎপন্ন হয় সুতরাং অনুভব এবং প্রতিভা উৎপন্ন হইলেই তৎপ্রতিরূপ বাহ্য বস্তু অবশ্য থাকিবে ইহা কহা যাইতে পারে না”।

বৈয়াসিক এতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক এই সকল উক্তি শ্রবণ করিতেছিলেন কিন্তু বিশপ বর্কলির এই সকল বচন শ্রবণানন্তর কহিলেন “ কি চমৎকার ! কালস্য কুটিলা গতি। ভূসুর মুখে এমত কথা শুনিতে হইল যে আর্য্য ম্লেচ্ছ মীমাংসায় বিশেষ নাই। বেদান্তের লক্ষণ কি ? তাহা উপনিষৎ এবং শারীরক সূত্র মূলক। পরিভাষাদি অপর

গ্রন্থের যে উক্তি হউক কিন্তু শারীরক সূত্রের সিদ্ধান্ত বর্কলি সিদ্ধান্তের বিপরীত। এস্থলে এই বলাই উচিত যে বৌদ্ধ ম্লেচ্ছ মীমাংসায় অবিশেষ কেননা বর্কলির বচন অবিকল বৌদ্ধ বচন বলিলেই হয়, যাহা ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য সমূল খণ্ডন করিয়াছেন। শারীরক মীমাংসা ভাষ্য আনিলে আমি একেবারে দেখাইয়া দিতে পারি যে বর্কলির সিদ্ধান্ত এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত তমঃ প্রকাশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব"।

একজন রাজ পুরুষ ত্বরায় এক খান শঙ্কর ভাষ্য আনিলে পর বৈয়াসিক কহিলেন বর্কলির মত অবিকল বৌদ্ধানুরূপ তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদের অষ্টাবিংশ সূত্র সভাষ্য বিবেচনা করিলে বুঝিবা ঐ সূত্রে নিরাকরিষ্যমাণ বৌদ্ধ বাদ পূর্ব্ব পক্ষবৎ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে

নাভাব উপলব্ধেঃ।

তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণান্তঃস্থ এব প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ সর্ব উপপদ্যতে সত্যপি বাহ্যেহর্থে বুদ্ধ্যারোহমন্তরেণ প্রমাণাদিব্যবহারানবতারাৎ। কথং পুনরবগম্যতে অন্তঃস্থ এবায়ং সর্বো ব্যবহারো ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থোঽস্তীতি। তদসম্ভবাদিত্যাহ। সহি বাহ্যোঽর্থোঽভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবো বাস্যুঃ। তৎসমূহোবা স্তম্ভাদয়ঃ স্যুঃ। তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্য ভবিতুমর্হন্তি পরমাণ্বাভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ নাপি তৎ-সমূহাস্তম্ভাদয়ঃ তেষাং পরমাণুভ্যোঽন্যত্বানন্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুমশক্যত্বাৎ। অপিচানুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনো জ্ঞানস্য জায়মানস্য যোঽয়ং প্রতিবিষয়-পক্ষপাতঃ স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি নাসৌ জ্ঞানগতং বিশেষমন্তরেণোপপদ্যত ইত্যবশ্যং বিষয়সারূপ্যং জ্ঞানস্যাঙ্গীকর্ত্তব্যম্। অঙ্গী-কৃতে চ তস্মিন্ বিষয়াকারস্য জ্ঞানেনৈবাবরুদ্ধত্বাদপার্থিকার্থসদ্ভাবকল্পনা। স্বপ্নাদিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যং। যথা হি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্বনগরাদিপ্রত্যয়াঃ বিনৈব বাহ্যেনার্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি। এবং জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তীত্যবগম্যতে। প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ। কথং পুনরসতি

বাহ্যার্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যমুপপদ্যেত বাসনাবৈচিত্র্যাদিত্যাহ অনাদৌ সংসারে বীজাঙ্কুরবদ্বিজ্ঞানানাং বাসনানাঞ্চান্যোন্যনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন বৈচিত্র্যং ন প্রতিষিধ্যতে অপিচান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিত্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিত্যব-গম্যতে স্বপ্নাদিষ্বন্তরেণাপ্যর্থং বাসনানিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্যোভাভ্যামাবা-ভ্যামভ্যুপগম্যমানত্বাৎ অন্তরেণ তু বাসনামর্থনিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য ময়ানভ্যুপগম্যমানত্বাৎ তস্মাদপ্যভাবো বাহ্যস্যার্থস্যেত্যেবম্ প্রাপ্তে ব্রূমঃ ॥

"অস্যার্থ। অভাব নহে, কেননা উপলব্ধি আছে। ঐ বিজ্ঞান বাদে প্রমাণ প্রমেয় ফল ব্যবহার সকল বুদ্ধি গত রূপ দ্বারা অন্তরে উপপন্ন হয় কেননা যদিও বাহ্য পদার্থ থাকে তথাপি প্রমাণাদি ব্যবহার বুদ্ধি প্রাপ্তি ব্যতি-রেকে অবতীর্ণ হয় না। যদি বল কেমন করিয়া জানা যায় এই সকল ব্যবহার অন্তস্থ, এবং বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ নাই, উত্তর, তাহার অসম্ভব প্রযুক্ত। বাহ্য পদার্থ থাকিলে এই দুএর অন্যতর অবশ্য হইবে, হয় পরমাণু, নচেৎ পরমাণু সমূহ যথা স্তম্ভাদি। কিন্তু পরমাণু জ্ঞান স্তম্ভাদি জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন করিয়া হইতে পারে না, কেননা পরমাণ্বাভাস জ্ঞান উপপন্ন হয় না। এবং পরমাণু সমূহ স্তম্ভাদি জ্ঞানও হয় না কেননা তাহারদের পরমাণু হইতে অন্য এবং অনন্য নিরূপণ করা যায় না। অপিচ অনুভবমাত্র দ্বারা সাধার-ণাত্মক জ্ঞান জন্মিলে প্রতিবিষয় পক্ষে যে বিশেষ জ্ঞান জন্মে যথা স্তম্ভজ্ঞান কুড্য জ্ঞান ঘট জ্ঞান পট জ্ঞান তাহাও জ্ঞানগত বিশেষ ভিন্ন উপপন্ন হয় না। ইহাতে জ্ঞানের বিষয় সারূপ্য অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার করিলে অর্থসদ্ভাব কল্পনা ব্যর্থ হইবে কেননা বিষয়াকার জ্ঞানের দ্বারা তাহা অবরুদ্ধ হয়। স্বপ্নাদির ন্যায় ইহাতে দৃষ্টি

করা উচিত। যেমন স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মরীচিকা, উদক, গন্ধর্ব নগরাদি জ্ঞান বাহ্য অর্থ বিনা গ্রাহ্য গ্রাহকাকার হয় তদ্রূপ জাগরিত গোচর স্তম্ভাদি জ্ঞানও হইয়া থাকে ইহা নিশ্চয় হইতেছে কেননা জ্ঞানের ভাবে কোন বিশেষ নাই। যদি বল বাহ্যার্থ না থাকিলে জ্ঞান বৈচিত্র্য কি রূপে সম্ভবে, উত্তর, বাসনা বৈচিত্র প্রযুক্ত। সংসার অনাদি হওয়াতে বীজাঙ্কুরের ন্যায় বিজ্ঞান এবং বাসনার পরস্পরের নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাব দ্বারা বৈচিত্র্য প্রতিষিদ্ধ হয় না। জ্ঞান বৈচিত্র্য বাসনা হেতুক উৎপন্ন হয় ইহা অন্বয় ব্যতিরেক উভয় ন্যায় দ্বারা প্রমাণ হয়। স্বপ্নাদিতে বাহ্যার্থ ব্যতিরেকে বাসনা নিমিত্তক জ্ঞান বৈচিত্র্য হয় ইহা আমরা উভয় পক্ষে স্বীকার করি কিন্তু বাসনা ব্যতিরিক্ত বাহ্যার্থ নিমিত্তক জ্ঞান বৈচিত্র্য আমি স্বীকার করি না। অতএব বাহ্যার্থ অভাব সিদ্ধ হইল"।

"বৌদ্ধেরা এই রূপ বিজ্ঞানবাদ দ্বারা বাহ্যার্থ অস্বীকার করিয়া জগৎ সংসারকে মিথ্যা মায়া মরীচি তুল্য করিয়াছিল যথা তাহারদের স্বকীয়োক্তি

সর্ব অনিত্যা অকামা অধ্রুবা ন চ শাশ্বতাপি ন কল্পাঃ। মায়া মরীচিসদৃশা বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলাঃ।

"অতএব বর্কলিকে বৌদ্ধমত কহিলেই হয়, কিন্তু বৈয়াসিক বেদান্তে এমত মায়াবাদের প্রশ্রয় নাই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগের কেমন উত্তর করিয়াছেন অবধান কর।

নাভাব উপলব্ধেরিতি নখলু অভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুম্ শক্যতে কস্মাৎ উপলব্ধেঃ উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যম্ ঘটঃ পট ইতি

নচোপলভ্যমানস্যৈবাভাবো ভবিতুমর্হতি যথাহি কশ্চিদ্ভুঞ্জানো ভুজি সাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়মনুভূয়মানায়ামেবং ব্রূয়াৎ নাহং ভুঞ্জে নচ তৃপ্যামীতি তদ্বদিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়মুপলভমান এব বাহ্যমর্থং নাহং উপলভে ন চ সোহস্তীতি ব্রুবন কথমুপাদেয়বচনঃস্যাৎ নন্বু নাহমেবং ব্রবীমি নকঞ্চিদর্থমুপলভ ইতি কিন্তূপলব্ধিব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি বাঢমেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাত্তে তুণ্ডস্য নতু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি যত উপলব্ধিব্যতিরেকোপি বলাদর্থস্যাভ্যুপগন্তব্যঃ উপলব্ধেরেব নহিকশ্চিদুপলব্ধিমেব স্তম্ভকুড্যঞ্চেত্যুপলভতে উপলব্ধিবিষয়ত্বেনৈবতু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্বে লৌকিকা উপলভন্তে অতশ্চৈবমেব সর্বে লৌকিকা উপলভন্তে যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যমর্থমেবমাচক্ষতে যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্বহির্বদবভাসত ইতি তেপি হি সর্বলোকে প্রসিদ্ধাং বহিরবভাসাং সম্বিদং প্রতিলভমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যমর্থং বহির্বদিতিবৎকরণং কুর্বন্তি ইতরথাহি কস্মাদ্বহির্বদিতি ব্রূয়ুঃ নহি বিষ্ণুমিত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদবভাসত ইতি কশ্চিদাচক্ষীত তস্মাদ্যথানুভবং তত্ত্বমভ্যুপগচ্ছদ্ভির্বহিরেবাবভাসত ইতি যুক্তমভ্যুপগন্তুং নতু বহির্বদবভাসত ইতি নন্বু বাহ্যস্যার্থস্যাসম্ভবাৎ বহির্বদবভাসত ইত্যধ্যবসিতং নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ যতঃ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্বকৌ সম্ভবাসম্ভবাববধার্য্যেতে ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্বিকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী যদ্ধি প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমেনাপি প্রমাণেনোপলভ্যতে তৎসম্ভবতি যত্তু নকেনচিদপি প্রমাণেনোপলভ্যতে তন্নসম্ভবতি ইহ তু যথাস্বং সর্বৈরেব প্রমাণৈর্বাহ্যোর্থ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদিবিকল্পৈর্ন সম্ভবতীত্যুচ্যেত উপলব্ধেরেব ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাদ্বিষয়নাশো ভবতি অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানুপপত্তেঃ বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য ॥

" অন্যার্থ, অভাব নহে কেননা উপলব্ধি আছে। বাহ্যার্থের অভাব কখন বলা যাইতে পারে না কেননা উপলব্ধি আছে। প্রত্যেক জ্ঞানেতে বাহ্যার্থ উপলব্ধ হয় যথা স্তম্ভ কুড্য ঘট পট ইত্যাদি, উপলভ্যমান পদার্থের অভাব হইতে পারে না। উদাহরণ। যদি কোন ব্যক্তি ভোজন করত ভোজন সাধ্য তৃপ্তি অনুভূত হইলে কহে আমি ভোজন করি নাই এবং আমার তৃপ্তিও হয় নাই তবে তাহা কেমন অসঙ্গত হয় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ দ্বারা স্বয়ং বাহ্যার্থের উপলব্ধি করত কেহ

যদি কহে আমি উপলব্ধি করি নাই এবং বাহ্যার্থও নাই সে উক্তি কেমন করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? যদি বল আমি এমত কহি নাই যে কিছুরই উপলব্ধি হয় না কিন্তু এই মাত্র কহিয়াছি যে উপলব্ধি ব্যতিরিক্ত কিছুর উপলব্ধি হয় না। আচ্ছা তোমারদের মুখ নিরঙ্কুশ তন্নিমিত্ত এমত কথা কহ, কিন্তু ইহা যুক্তির কথা নহে, কেননা উপলব্ধি হেতুক অর্থবল দ্বারা উপলব্ধি ব্যতিরেকও অভ্যুপগত হয় কেহ স্তম্ভ কুড্যাদি কিছু উপলব্ধি স্বরূপে উপলব্ধি করে না কিন্তু সকল লোকেই উপলব্ধি বিষয় রূপে স্তম্ভ কুড্যাদি উপলাভ করে। সকল লোকেই এই রূপ উপলাভ করে তাহার প্রমাণ এই যে যাহারা বাহ্যার্থ প্রত্যাখ্যান করে তাহারাও কহে অন্তরে যে রূপের জ্ঞান জন্মে তাহা বাহ্যার্থ বৎ বোধ হয়। তাহারা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ বাহ্যাবভাস জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিতে অভিলাষ করত বাহ্যার্থকে বহির্বৎ প্রয়োগ শব্দ দ্বারা বৎকার অর্থাৎ উপমা স্থল করে নচেৎ বহির্বৎ এ শব্দ প্রয়োগ কি রূপে সম্ভবে। কেহ এমত কহিতে পারে যে বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যা জননীর পুত্রবৎ দৃষ্ট হয়। অতএব একথা বলিতে হইবেক যাহাদের অনুভবানুরূপ বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি হয় বাহ্য বিষয়ই তাহাদের অন্তর্জ্ঞেয় বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য কিন্তু বাহ্যবিষয়রূপ বলা অনুচিত। যদি বল বাহ্য বিষয়ই অসম্ভব তন্নিমিত্ত বাহ্য বিষয়রূপ কল্পনা করা যায়, উত্তর, ইহা সাধু কল্পনা নহে। কারণ এই, যে২ বস্তুতে অগ্রে প্রমাণের প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি জন্মে তাহাদিগকেই সম্ভব

বা অসম্ভব বলা যায় কিন্তু সম্ভব বা অসম্ভব বোধ হইলে পর প্রমাণের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কল্পনা করা যায় না। দেখ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অন্যতম দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয় তাহাই সম্ভব, যাহার হয় না তাহা অসম্ভব। প্রকৃত স্থলে দেখিতেছি বাহ্য বিষয় গুলি সকল প্রমাণ দ্বারাই আত্মার ন্যায় উপলভ্যমান হইতেছে এবং জানা যাইতেছে ইহা সম্ভব বটে তখন কিরূপে ইহাদিগকে অসম্ভব বলিয়া সংস্থাপন করিব। বস্তুতঃ অন্বয় ব্যতিরেকাদি বিকল্প সত্ত্বে উপলভ্যমান বিষয়কে অসম্ভব বলিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে এক কথা বলিলে বলিতে পার যে, জ্ঞান যখন বিষয়াকারে পরিণত হয় তখন তো সেই বিষয়ের প্রকৃত রূপ থাকিতে পারে না, তখন তাহাকে অসম্ভব বলায় হানি কি? এ কথার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের তৎস্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এবং বহিরুপলব্ধি ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায় না।

"আপনারা এ স্থলে দেখুন শঙ্করাচার্য্য বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি আত্মার উপলব্ধির তুল্য করিয়াছেন, বাহ্য বিষয় সত্তার প্রমাণ আত্মার সত্তার প্রমাণ বৎ কহিয়াছেন তবে বৈয়াসিক বেদান্তকে কি প্রকারে ম্লেচ্ছদিগের ছায়া আভাসাদি বাদের অনুরূপ কহা যাইতে পারে? যে ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক এমত কল্পনা করিতে সমর্থ হয় সে তমঃ প্রকাশকেও পরস্পরের অনুরূপ বলিতে পারে।

"বৌদ্ধেরা পুনশ্চ বলে যে বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হয়

কিন্তু বাহ্য বিষয় স্বয়ং প্রকাশ নহে শঙ্করাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন

অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপবৎ স্বয়মেবানুভূয়তে ন তথা বাহ্যোর্থ ইতি চেৎ অত্যন্তবিরুদ্ধাং স্বাত্মনি ক্রিয়ামভ্যুপগচ্ছসি অগ্নিরাত্মানং দহতীতিবৎ অবিরুদ্ধন্তু লোকে প্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানেন বাহ্যোর্থোনুভূয়ত ইতি নেচ্ছসি অহো পাণ্ডিত্যং মহদ্দর্শিতং।

"বিজ্ঞান প্রদীপবৎ স্বয়ং প্রকাশ এবং স্বয়ংই অনুভূয়মান, বাহ্য বিষয়তো সেরূপ নয়, এই কথা বলিয়া স্বাত্মনিষ্ঠ অগ্নির আত্মদাহ ক্রিয়ার ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ ক্রিয়া তোমরা স্বীকার করিয়া থাক। অথচ স্বাত্ম ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান দ্বারা বাহ্য বিষয় অনুভব করা যায় এমন লোক প্রসিদ্ধ অবিরুদ্ধ মত মানিতে ইচ্ছাও করিবে না, অহো তোমারদের কি বিজাতীয় পাণ্ডিত্য।

"বৌদ্ধেরা বর্কলির ন্যায় বাহ্য বিষয় জ্ঞানকে স্বপ্ন দর্শনবৎ কহিয়াছিল। বৈয়াসিক বেদান্তের ২ অধ্যায়ের ২ পাদের ২৯ সূত্রে তাহার খণ্ডন আছে। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করত কহেন

যদুক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেনার্থেন ভবেয়ুঃ প্রত্যয়ত্বাবিশেষাদিতি। তৎপ্রতিবক্তব্যং অত্রোচ্যতে। ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বজ্জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুমর্হন্তি কস্মাৎ বৈধর্ম্ম্যাৎ। বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ কিং পুনর্বৈধর্ম্ম্যং বাধাবাধাবিতি ব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্য মিথ্যাময়োপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি। ন হ্যস্তি মহাজনসমাগমো নিদ্রাগ্লানন্তু মে মনোবভূব তেনৈষা ভ্রান্তিরুদ্বভূবেতি। এবং মায়াদিষ্বপি ভবতি যথাযথং বাধঃ। নৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং বাধ্যতে।

"বাহ্য বিষয়ের অপলাপকারী কোন দার্শনিকের মত এই

যে, যখন প্রত্যয়গত কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইতেছি না তখন স্বপ্নাদি প্রত্যয়ের ন্যায় জাগরিত অবস্থায় স্তম্ভাদি প্রত্যয়ও বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষ হউক বাধা কি? এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে যখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থাতে বিলক্ষণ বৈধর্ম্ম্য আছে তখন যে জাগ্রৎ প্রত্যয় স্বপ্নাদি প্রত্যয়ের তুল্য ইহা কদাচ বলা যায় না। কেননা এই দুই অবস্থা সম ধর্ম্ম নহে স্বপ্ন জাগরণের মধ্যে বৈধর্ম্ম্য আছে বৈধর্ম্ম্যের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর এই বাধা ও অবাধ। ঐ বাধার আকার এই যে স্বপ্নাবস্থায় উপলব্ধ বস্তু জাগরিতাবস্থায় মিথ্যা উপলব্ধ বলিয়া ভাণ হয়। স্বপ্নে একজন মহাজনের সহিত সমাগম হইলেও জাগরিতাবস্থায় তদন্যথায় এমনি প্রতীতি জন্মে যে নিদ্রাবস্থায় আমার মন নিতান্তগ্লান হইয়াছিল তাহাতেই আমার এতাদৃশী ভ্রান্তির উদয় হয়। এইরূপ মায়াদি স্থলেও বাধার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জাগরিত অবস্থায় যে স্তম্ভাদি উপলব্ধ হইয়া থাকে অবস্থান্তরে তাহার বাধা সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাধা ও অবাধ স্বরূপ যে বৈধর্ম্ম্য তাহা উক্ত অবস্থাদ্বয়ে বর্ত্তমান যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই"।

ইতিমধ্যে নেপালীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রী দুর্নূপ ভাগবতদিগের গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া আমারদের মণ্ডলীর মধ্যে আসিয়াছিলেন এবং বৈয়াসিকের মুখে শঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধবাদ খণ্ডনোক্তি শ্রবণ করিয়া তদুত্তর প্রদানে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা নির্গত হইবার পূর্ব্বেই লোহিত বস্ত্র পরিহিত রণ বাদ্যকরেরা একেকালেই তুরী

বংশী প্রভৃতি সমুদয় যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল এবং বাদ্য শুনিয়া সাহেবেরা নিজ অঙ্গনা সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তখন কি আর শাস্ত্রীয় আলাপ সম্ভবে, নৃত্য এবং বাদ্যেতে সকলের চিত্ত মোহিত হইয়া গেল। মধ্যে আগমিকের এক কথায় মহা কৌতুক হইয়াছিল আগমিক শুভ্রকান্তি সাহেবদিগের মণ্ডলী ভুক্ত কেবল ডাক্তর সাহেবকে চিনিতেন তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিলেন কি! এমত বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত লোক অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া নর্ত্তক নর্ত্তকী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন, অহো ধন লোভ কেমন মহৎ রোগ! আমি আগমিককে বুঝাইয়া দিলাম যে উহাঁরা নৃত্য ব্যবসায়ি নহেন রাজকুমারীর শুভ বিবাহে আমোদ প্রকাশার্থ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। আগমিক শুনিয়া কহিলেন তবে তো এস্থল ইন্দ্র পুরীকে জয় করিয়াছে এমত সময় কি কেহ বাহ্য বস্তুর সদ্ভাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

অষ্টম সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ ।

বিবাহ সভার ঈশান কোণে আমারদের যে শাস্ত্রীয় আলাপ হয় তাহা পরদিন প্রাতে রাজ কর্ণগত হইয়াছিল। অধিরাজের ভাগিনেয় তথায় উপস্থিত থাকিয়া অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিলেন পরে মাতুলের নিকট সমুদয় নিবেদন করেন তাহাতে মহারাজ 'দেওয়ানে খাস' নামে প্রসিদ্ধ আগারে সত্যকাম তর্ককাম বৈয়াসিক আগমিক এবং আমাকে আহ্বান করিলেন আমরা উপস্থিত হইলে কহিতে লাগিলেন " রাজকুমারীর পরিণয় কালে আপনারা এমত আমোদ প্রকাশ করিলেন আমি তাহাতে পরমা-প্যায়িত হইয়াছি এবং মদীয় সভাতে শাস্ত্র রহস্যের এমত প্রগাঢ় বিচার হওয়াতে আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম আমার বাটীও তাহাতে পবিত্র হইল। আপনারা যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অশ্রুত পূর্ব্ব। বহুদিবসাবধি আমার মনে এই ক্ষোভ প্রবল আছে যে ইদানীন্তন ব্রহ্ম সূত্র এবং শঙ্কর ভাষ্যের চর্চ্চা প্রায় লোপ পাইয়াছে। আমি তো বৈয়াসিক মহাশয় ব্যতীত শারীরক ভাষ্যে অন্য কাহার

সমীচীনা ব্যুৎপত্তি দেখি নাই। বেদান্ত আচার্য্যেরা এক্ষণে পরিভাষা বেদান্ত সার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ২ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। পঞ্চ বিংশতি বৎসরাধিক হইল স্বর্গপ্রাপ্ত কর্ত্তা মহারাজের কালে আমি এক সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে বোম্বাই দেশে কর্ণেল কেনেডি নামে জনৈক সাহেব বিশপ বর্কলির মতকে বেদান্ত বাদের তুল্য বলিয়া এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সে বিষয়ে আমি সভা পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা অবাক্ হইয়াছিলেন। পরে বারাণসীস্থ পাঠাশালার অধ্যক্ষ তদনুরূপ শিক্ষা প্রচার করিলে আমি মনে করিয়াছিলাম বর্কলির সিদ্ধান্ত বেদান্তবাদের মতানুযায়ি হইবেক। তোমরা তো এক্ষণে অসংশয় উপপন্ন করিলা যে বর্কলির সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের অবিরোধী নহে। আচ্ছা, সত্যকাম, এই কথা প্রমাণ করাতে তোমার মতানুযায়ী ফল লাভ কি হইল?”

সত্যকাম। “মহারাজ চিরজীবী হউন! লাভালাভ কি হইল তাহা বলিতে পারি না, যে লিপ্সায় উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হইয়াছে রাজকুমারীর শুভ পরিণয় নিমিত্তক প্রচুর আমোদ এবং আনন্দ লাভ করাই আমার অভিপ্রেত ছিল, তাহা সফল হইয়াছে আর শাস্ত্রীয় বিচার কল্পেও যদি কোন অমূলক কথার প্রত্যাখ্যান হইয়া থাকে তবে সত্যের পক্ষে অবশ্য পরম লাভ হইয়াছে”।

মহারাজ। “তোমার কি মত বৈয়াসিক, অতীত রজনীর বিচারে লাভ কি হইল?”

বৈয়াসিক। “মহারাজের জয় হউক। বিশেষ লাভ

কি হইল বলিতে পারি না, কিন্তু সত্যকাম যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ। অমূলক প্রবাদের প্রত্যাখ্যানে সত্যের মহোপকার হয়। বৈয়াসিক বেদান্ত যাহা ব্রহ্ম সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহাতে মায়াবাদের সূচনা নাই, কোন২ শাস্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নামে মায়াবাদের নিন্দা আছে, অথচ জনসমাজে মায়াবাদ সামান্যতঃ বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এপ্রকার পরিবাদ অমূলক বলিয়া প্রত্যাখ্যান হওয়াও সত্যের পক্ষে লাভ বটে। শ্রীমান্ তো এখন বুঝিলেন শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধেরদের অভাব বাদ কেমন খণ্ডন করিয়াছেন"।

বৈয়াসিক এই রূপে মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন এমত সময়ে চোবদার আসিয়া মস্তক নমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেক নেপল রাজ পুরুষ কলিকাতায় প্রত্যাগমন অভিপ্রায়ে মহারাজের নিকট বিদায় লইবার মানসে বৌদ্ধ শাস্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহারাজ চোবদারকে আজ্ঞা করিলেন, উহাঁরদিগকে এই স্থলেই লইয়া আইস। পরে আমারদিগকে কহিলেন, নেপাল রাজ পুরুষের সহিত আলাপে আপনারা অবশ্য তুষ্ট হইবেন। উনি ক্ষত্রিয় বর্ণ, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন আর যে শাস্ত্রিকে তোমরা অতীত রজনীতে দেখিয়াছ তিনি উহাঁর গৃহ পুরোহিত"।

নেপাল রাজ পুরুষ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রী আসিয়া সুখাসীন হইলে মহারাজ শাস্ত্রিকে কহিলেন, ভাগবত বৈষ্ণবেরা আপনাকে অতীত রজনীকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিল, আপনি

কিছু মনে করিবেন না। বৈয়াসিক মহা[illegible] তোমারদের মায়াবাদ প্রত্যাখ্যান করিবার মানসে শারীরক মীমাংসা ভাষ্যের আবৃত্তি করিতেছিলেন।

বৌদ্ধ। "মায়াবাদ যদি আপনারদের মনোগত না হয় তবে প্রত্যাখ্যান করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের কথা কি কহিব? উপনিষদের ভাষ্য করণ কালীন তিনিই আবার ঐ বাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং সম্প্রতি বেদান্তি মাত্রেই আমারদের বাদ গ্রহণ করিয়াছেন"।

মহারাজ। "কি বলিলে? বেদান্তিরা কি তোমারদের কোন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন"।

বৌদ্ধ। "আমরা তো তাঁহারদের মতে পাষণ্ড, কিন্তু আপনারদের দার্শনিক পণ্ডিত মাত্রেই জানত হউক বা অজানত হউক আমারদেরই পথে আসিয়াছেন"।

মহারাজ। "সে কি কথা? স্পষ্ট করিয়া বল"।

বৌদ্ধ। "মহারাজ চিরজীবী হউন! মায়াবাদ এবং নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ সকলি আমারদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আদৌ আপনারদের ঋষিরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখ ব্যতীত নিঃশ্রেয়স অবস্থার কিছুই জানিতেন না, পরে আমারদের কথা শুনিয়া ঐ সকল উপদেশ শিক্ষা করিয়াছেন। আমরা কর্ম্ম বন্ধ এবং জাতি জরা মরণ দুঃখের অনুভব ব্যক্ত করত নির্ব্বাণের সাধন প্রচার করাতে তাঁহারা স্ব২ দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাস অথবা গোতম ঋষির পূর্ব্বে ভগবান্ শাক্য সিংহ বর্ত্তমান ছিলেন তাহা আপনি জানেন"।

মহারাজ। "এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, কেননা বৌদ্ধ মত খণ্ডনই অস্মদীয় ঋষিদিগের মুখ্য অভিপ্রায়"।

বৌদ্ধ। "তাঁহারদের অভিপ্রায় কি তাঁহারাই জানেন্, কিন্তু তাঁহারদের সূত্রেতে আমারদের মূল সিদ্ধান্তের পোষকতা হইয়াছে সন্দেহ নাই"।

মহারাজ। "আপনকার বাক্য প্রহেলিকা বোধ হয়। আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাও। আচ্ছা তোমারদের কোন্২ মত অস্মৎ ঋষিরা গ্রহণ করিয়াছেন"।

বৌদ্ধ। "মহারাজ ক্রমশঃ নিবেদন করি, শুনুন। যে মায়াবাদের প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহা ভগবান শাক্যসিংহ আদৌ প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আপনারদের ঋষিবৃন্দ কেবল বৈদিক যাগ যজ্ঞ করিতে জানিতেন এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখ ব্যতীত আর কোন পরম পদার্থ তাঁহারদের উদ্দিশ্য ছিল না। তাঁহারা স্বর্গভোগের কামনায় যজ্ঞ করিতেন, তাহাই তাঁহারদের জপ তপ ধ্যান ছিল। শাক্য সিংহ সর্ব্বাগ্রে ঐ কামনার অলীকতা প্রচার করত উপদেশ করেন এই চতুর্দ্দশ ভুবন সকলি ব্যর্থ অনিত্য মায়া মরীচি এবং বিদ্যুৎ কল্প। শাক্যের অগ্রে কোন ঋষি এমত শিক্ষা প্রচার করিতে পারেন নাই"।

মহারাজ। "বশিষ্ঠ বাল্মীকি বিশ্বামিত্র ইহাঁরাও না?"

বৌদ্ধ। "জাতি জরা মরণের দুঃখ বর্ণনা অথবা নির্ব্বাণ মুক্তির সুখ বিস্তার শাক্যের অগ্রে রচিত কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বর্গাদি সুখ সদ্য পরিহার

পূর্ব্বক জাতি জরা মরণাদি দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া অবিরত নির্ব্বাণ সাধনে ব্যাপৃত থাকিয়া অস্মদীয় শাক্য সিংহবৎ অসাধারণ বিশেষ লক্ষণে লক্ষিত হইয়াছেন এমত কোন প্রাচীন ঋষি আপনারদের শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ নাই”।

মহারাজ। “শাক্যের অগ্রে রচিত গ্রন্থ কাহাকে বল”।

বৌদ্ধ। “মন্ত্র ব্রহ্মণাত্মক ঋগ্ যজুষাদি বেদকে অবশ্য শাক্য সিংহের অগ্রে রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু বেদের মধ্যে জাতি মরা মরণের দুঃখ বর্ণনা নাই এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বর্গাদি সুখ ব্যতীত অন্য কোন সুখেরও বর্ণনা নাই”।

মহারাজ। “উপনিষদে ঐ রূপ বর্ণনা আছে”।

বৌদ্ধ। “মহারাজ, উপনিষৎ শব্দের লক্ষণই স্থির নাই। ব্রহ্ম প্রতিপাদক গ্রন্থকে উপনিষৎ কহে তন্নিমিত্ত ইতিহাসাত্মক ভগবদ্গীতা উপনিষৎ নামধেয় হইয়াছে, কিন্তু উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ চতুর্ব্বেদের কোন মুখ্য বিভাগ নাই কোন২ অধ্যায়কে উপনিষৎ কহা যায় এই মাত্র। এবম্ভূত অধ্যায় কৃত্রিম হওয়া অসম্ভব নহে বিশেষতঃ এই প্রকার অধ্যায়েতে চতুর্ব্বেদের নিন্দাবাদ আছে, এমত নিন্দাবাদ, যে আমরা পাষণ্ড বলিয়া গণ্য হইলেও তদতিরিক্ত নিন্দা করি নাই। আর যদি কোন উপনিষৎ বস্তুতঃ প্রাচীন হয় তবে তাহাতে মায়াবাদ নাই।

“আপনারদের প্রাচীন ঋষিরা মায়াবাদ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহা মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদেতে দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট হইবেক। তবে আপনারদের কোন্ ঋষি আদৌ

মায়াবাদ প্র[illegible]পন্ন করেন? কাহার দ্বারা কোন্ কালে কোন দেশে কি প্রকারে এই উপদেশ প্রথমতঃ প্রচার হয়? স্বর্গাদি কামনায় যে যাগ যজ্ঞ হইত তৎ প্রতিযোগী স্বরূপ এই মায়া এবং মুক্তিবাদ আপনারা কোথা পাইলেন? ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের কামনা পরিহার করিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান কি রূপে চলিত হইল? আপনারদের চতুর্বেদে তো স্বর্গার্থ যাগ যজ্ঞ করণেরই বিধি পাওয়া যায় সে বিধি হইতে মায়া এবং মুক্তিবাদ স্বভাবতঃ প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা নাই মায়া এবং মুক্তিবাদে কর্ম্ম বিধির প্রত্যাখ্যানই দেখা যায় তবে আপনারদের অগ্রিম ধর্ম্মের বিপরীত এই শিক্ষা কোন্ ঋষি আদৌ প্রচার করিয়াছিলেন? আপনারা ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন না, আপনারা এই পরম শিক্ষা কোথায় পাইলেন তাহা বলিতে পারেন না। আমরা পারি। আমারদের পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে ভগবান্ শাক্য সিংহ এই অপূর্ব্ব উপদেশ প্রচার করেন। সংসারের অনিত্যতা বিচার করিয়া এবং জাতি জরা মরণের দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া তিনি এই অশ্রুত পূর্ব্ব মীমাংসা করেন যে অখিল জগৎ বিদ্যুৎ ফেণ কল্প মায়া মরীচি তুল্য মিথ্যা, এবং নির্ব্বাণই পরম পদার্থ। এই উপদেশ তাঁহার বাক্যেতে এবং তাঁহার চরিত্রেতে জাজ্বল্যমান আছে। আপনারদের রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি সকলেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখের অভিলাষে বিহ্বল ছিলেন, কিন্তু শাক্য সিংহ বিষয় কামনা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া কেবল নির্ব্বাণ মুক্তির সাধনে ছিলেন লক্ষ২ লোক তাঁহার বাক্য

শ্রবণে এবং তাঁহার চরিত্র দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। আমারদের সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই বটে, আপনারা আমারদিগকে বিবাসিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই অবধি আপনারাও মায়াবাদকে নিঃশ্রেয়সকরী শিক্ষা বলিয়া কর্ম্ম বিধিমাত্রকে অজ্ঞান জাল্মের অধিকার্য্য কহিয়া আসিতেছেন"।

মহারাজ। "আচ্ছা, ভাই, আমরা তো তোমার জ্ঞানে মায়াবাদ চোর হইলাম। আর কোন চোরা পদার্থ আমারদের সিদ্ধান্তে দেখিয়াছ"?

বৌদ্ধ। "মহারাজ কোটি২ বৎসর জীবিত থাকুন। নির্ব্বাণ এবং মুক্তিবাদও আমারদের আদ্য শিক্ষা। ভবদীয় ঋষি বৃন্দ তাহা আমারদের গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন। বিবেচনা করুন চতুর্বেদে স্বর্গের পর আর কোন পরম পদার্থের বর্ণনা নাই। বৈদিক বিধিতে কেবল বিষয় কামনা পূরণার্থ কর্ম্মের নিয়ম আছে। অট্টালিকা ভূমি গো প্রভৃতি বিষয়ের প্রার্থনাই ঐ বেদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু বেদেতে উপাদেয় বলিয়া বর্ণিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখ সংহতি শাক্য সিংহের বিবেচনায় সদ্যো হেয় কল্প হইয়াছে। নির্বাণ এবং মুক্তিপদ যাহা বৈদিক পদার্থের বিপরীত এবং প্রতিযোগী তাহা অস্মদীয় সিদ্ধার্থের উপদেশে পরম গতিরূপে বিস্তারিত, তন্নিমিত্তই আপনারা তাঁহার শিষ্যগণকে যৎপরোনাস্তি তর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখন কি আবার বলিবেন যে বৈদিক কার্য্যের ঐ বিপরীত শিক্ষা আপনারা শাক্য সিংহের অগ্রে জানিতেন। এতাদৃশ অসঙ্গত এবং

বিরুদ্ধবাদ করিলে প্রমাণের ভার আপনারদের উপর পড়িবে প্রমাণের অভাবে এমত কথা কি রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে। আমরা যে আদ্যাবধি কর্ম্ম বিধি প্রত্যাখ্যান করত নির্ব্বাণ মুক্তির সাধন প্রচার করিয়া আসিতেছি তাহা জগদ্বিদিত, সিংহল দ্বীপ হইতে চীন দেশের প্রাচীর পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জানে নির্ব্বাণবাদ আমারদের বৈশেষিক মত। আপনারা এ মত কেমন করিয়া পাইলেন, তাহার বর্ণনা না করিতে পারিলে অবশ্য যুক্তিতঃ এই সিদ্ধান্ত হইবেক যে আমারদের নিকট হইতে লইয়াছেন।

"ঋগ্বেদ সংহিতাদি প্রাচীন গ্রন্থে নির্ব্বাণ মুক্তির কোন সূচনা নাই। বৈষয়িক সম্পত্তিই তাহাতে পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং যজ্ঞ হোমাদি ক্রিয়াই পরম ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদিত। আমরা তদ্বিপরীতে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রসঙ্গ করাতেই আপনারদের পূর্ব্বেরা আমারদিগকে পাষণ্ড বলিয়া হেয় করিয়াছিলেন এখন আবার আপনারাই সেই নির্ব্বাণবাদ আত্মসাৎ করিতে চাহেন। আপনারা উপনিষৎকে এ বিষয়ে প্রমাণ করিয়া থাকেন কিন্তু উপনিষৎ শব্দের লক্ষণ নিশ্চিত নহে, উপনিষৎ এ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। অধিকন্তু উপনিষদের মধ্যেও কোন২ স্থলে বৈষয়িক সম্পত্তি লাভই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে এবং যদি কোন২ উপনিষদে আমারদের মুক্তিবাদের অনুকরণ থাকে তাহাও স্পষ্ট আধুনিক গ্রন্থ প্রমাণ করা যায়, শাক্যাগে রচিত কোন গ্রন্থে

মুক্তিবাদ স্পষ্ট নাই। যে২ উপনিষদের মধ্যে মুক্তিবাদের প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে আবার প্রাচীন বেদের নিন্দা দেখা যায় সুতরাং তাহাকে বৌদ্ধ কল্প বলিলেও হয়।

"মহারাজ আপনি চিরজীবী হউন। শঙ্করাচার্য্য আমারদের বিরুদ্ধে অনেক কটূক্তি করিয়াছেন তাহাতে আমারদের ক্ষোভ নাই আমরা মনে২ জানি যে অনেক নিন্দাবাদ সহ্য করিয়া ও বিবাসিত হইয়াও আমরা আপনারদের ঋষি বৃন্দকে বৃথা হোম ও যজ্ঞ ক্রিয়া হইতে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিয়াছি এক্ষণে যাঁহারা নিতান্ত বিষয়াসক্ত নহেন তাঁহারা সকলেই আমারদের মায়াবাদ স্বীকার করত মুক্তির সাধনে থাকিয়াই মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করেন। এপক্ষে কি আমারদিগকে স্বদেশ হিতৈষী কহিবেন না"।

এস্থলে নেপাল রাজ পুরুষ বৌদ্ধশাস্ত্রিকে কহিলেন "গুরো আপনি মহারাজকে যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। অলং বিস্তরেণ। এক্ষণে বেলা হইয়াছে, চলুন, আমরা প্রস্থান করি"। এই বলিয়া রাজ রীত্যনুসারে বিদায় লইয়া উভয়েই প্রস্থান করিলেন।

নেপাল রাজ পুরুষ প্রস্থান করিলে পর মহারাজ বৈয়াসিককে কহিলেন "বৌদ্ধ শাস্ত্রির কথা তোমার কেমন বোধ হয়"।

বৈয়াসিক। "মায়াবাদিরা বৌদ্ধ মত স্তেয় করিয়াছেন ইহা অমূলক কথা নহে আমরা আপনারাই তো বলিয়া থাকি "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্র প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ"। মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্ম সূত্রে এবম্ভুত মত কুত্রাপি প্রচার করেন

নাই। তৈত্তিরীয় ঐতরেয় এবং অন্যান্য কোন২ উপনিষদেও তাদৃশ উপদেশ নাই। যথা বিজ্ঞান ভিক্ষুর উক্তি

ব্রহ্মমীমাংসায়াং কেনাপি সূত্রেণাবিদ্যামাত্রতো বন্ধস্যানুক্তত্বাৎ। যৎ তু বেদান্তিব্রুবাণামাধুনিকস্য মায়াবাদস্যাত্র লিঙ্গং দৃশ্যতে তৎ তেষা মপি বিজ্ঞানবাদ্যেকদেশিতয়া যুক্তমেব। নতু তদ্বেদান্তমতং। অনয়ৈব রীত্যা নবীনানামপি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধানাং মায়াবাদিনামবিদ্যামাত্রস্য তুচ্ছস্য বন্ধহেতুত্বং নিরাকৃতং বেদিতব্যং।

"ব্রহ্মমীমাংসায় কোন সূত্রেও ইহা উল্লিখিত হইয়া প্রতিপাদিত হয় নাই যে, কেবল মায়াতেই জীবের বন্ধন অর্থাৎ সংসার পরিগ্রহ হয়। তবে যে বেদান্তিব্রুবেরা একটা আধুনিক মায়াবাদ লইয়া উক্ত বন্ধের পোষকতা করিয়া থাকেন তাহার বীজ এই যে, তাঁহাদের মত নিরবচ্ছিন্ন পবিত্র বেদান্তমত নহে কিন্তু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণের মধ্যে বিজ্ঞানবাদীদিগের আংশিক মত মিশ্রিত। বিজ্ঞানবাদীরা মায়াবাদকে স্পষ্টতই স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত বেদান্ত-ব্রুবেরা আংশিক তন্মতে প্রবিষ্ট হইয়াই আপনাদিগকে মায়াবাদী বলিয়া খ্যাপন করিয়া বেড়াইতেছেন। শুদ্ধ বেদান্ত মতে মায়াবাদের গন্ধও নাই, বস্তুতঃ ইহা তাহাদের অভিমতও নহে। যাহাহউক প্রসঙ্গাধীন এখানে একথাও বলা হইতেছে, আধুনিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরা মায়াবাদ প্রচার করিয়া যে তুচ্ছ অবিদ্যাকে বন্ধহেতু বলিয়া মানেন তাঁহাদের মতও এই রীত্যনুসারে নিরাকৃত হইল"।

মহারাজ। "কি চমৎকার! তবে সুবিজ্ঞ ইংরাজ সাহেবেরা মায়াবাদকে বেদান্তের মূল কথা বলিয়া থাকেন ইহার কি কোন কারণ নাই?"

সত্যকাম। "দেশীয় পণ্ডিতবৃন্দই ঐ কহিয়া থাকেন তবে বিদেশীয় সাহেবেরা এমত কথা বলিবেন ইহাতে চমৎকারের বিষয় কি? কিন্তু কোন২ সুবিজ্ঞ সাহেবেরা শারীরক মীমাংসা ভাষ্য আলোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মায়াবাদ বেদান্তের মূল কথা নহে যথা কোলব্রুক এবং হটন সাহেব"।

মহারাজ। "আচ্ছা, বৈয়াসিক, মায়াবাদ যদি বৈদান্তের মূল কথা নহে তবে আমরা তো বৌদ্ধেরদের কোন মত স্তেয় করি নাই"।

সত্যকাম। "যদি আজ্ঞা হয় তবে আমি একটী নিবেদন করি। বৌদ্ধেরদের মুক্তিবাদ আপনারা লইয়া থাকিবেন, কিন্তু সে প্রকৃত স্তেয় নহে কেননা যদিও শাক্য সিংহ আদৌ তাহা প্রচার করিয়া থাকেন তথাপি আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন শাক্য সিংহ কাহার শিষ্য? শাক্য সিংহ সূর্য্য বংশীয় রাজকুমার, কপিল বর্ত্তের সভা পণ্ডিতেরা তাঁহার উপদেশক ছিলেন, তাঁহারদের উপদেশ প্রাপণানন্তর যদি তিনি কোন নূতন শিক্ষা প্রচার করিয়া থাকেন তবে প্রকারান্তরে তাহা ঐ পণ্ডিত বৃন্দেরই শিক্ষা, যেমন পিতামহ এক প্রকার পিতাই বটে। বৈদিক ঋষিগণের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধার্থ তাহা উপদেশ করিয়াছিলেন সে উপদেশ যদি ঐ ঋষিরা আবার গ্রহণ করিয়া থাকেন সে কেবল যেন গুরুর পক্ষে শিষ্যের শিক্ষা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করা"।

মহারাজ। "সত্যকাম রূপক শব্দ ত্যাগ করিয়া

স্পষ্টতঃ কহ আমরা কি যথার্থ বৌদ্ধদের নিকট বেদাতিরিক্ত কোন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি"।

সত্যকাম। "মহারাজ, বৈয়াসিকের উক্তি তো শুনিলেন যে মায়াবাদ আদ্য বেদান্তের মত নহে বরং কোন২ শাস্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। মায়াবাদ শাক্য মুনির উপদেশ মূলক তাহাতে সন্দেহ কি? অধিকাংশ উপনিষদে ঐ বাদ প্রতিপন্ন হয় নাই। যাহাতে হইয়াছে তাহাতে প্রাচীনত্বের লক্ষণাভাব। অধিকাংশের মধ্যে বৈষয়িক সুখই জ্ঞানের উদ্দিশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যথা তৈত্তিরীয়ে

য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্ম-বর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গেণ লোকেন॥

অতোঽত্রাপি য এবং বেদ সন্ধীয়তে প্রজাদিভিঃ স্বর্গান্তৈঃ প্রজাদিফল-মাপ্নোতীত্যর্থঃ॥

"যিনি এই মহা সংহিতা অবগত হয়েন তিনি প্রজা পশু ব্রহ্ম বর্চ্চস অন্ন সুবর্গ ইত্যাদি লাভ করেন। ইহা পাঁচ ছয় বার পুনরুক্ত হইয়াছে। ঐতরেয়েতে তিন অধ্যায় মাত্র আছে তাহার দুই অধ্যায়ের অন্তে এই রূপ উক্তি।

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামা-নাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ॥

"তিনি এই রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া এই শরীর ভেদ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঐ স্বর্গ লোকে সকল কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমর হইলেন। এবং কেন উপনিষদেও ঐ প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সুখের বর্ণনা আছে যথা।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥

"যিনি এই প্রকার জ্ঞান লাভ করেন তিনি পাপ ধ্বংস করিয়া স্বর্গ লোক প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েন। কঠোপনিষদের প্রসঙ্গে জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে তাহা সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার হইবার পরে রচিত হয় তাহাতে কর্ম্ম-বিধির উপেক্ষা স্থানে২ দেখা যায় বটে, কিন্তু জগৎ সংসার মিথ্যা মায়া এমত বচন কুত্রাপি নাই। প্রশ্ন উপনিষদে লিখিত আছে।

য এবং বিদ্বান প্রাণং বেদ ন হাস্য প্রজা হীয়তে২ মৃতো ভবতি ॥

"যে ব্যক্তি এমত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রাণকে জানে সে প্রজাহীন হইবে না এবং অমর হইবে। ইহাতেও মায়া-বাদ নাই। মায়া শব্দ প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ কাপট্য, ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি। এ উপনিষদের অপর উক্তি এই।

প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎপ্রতিষ্ঠিতং। মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি নঃ।

"এই জগৎ এবং স্বর্গে যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সকলি প্রাণের বশে। মাতার ন্যায় আমারদিগকে রক্ষা কর এবং শ্রী ও প্রজ্ঞা দান কর। ঈশোপনিষদের উক্তি।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

"জগতের মধ্যে কর্ম্ম সমাধা করিয়া শত বৎসর জীবন ইচ্ছা করিবেক। তথায় জগতের অসারত্ব বিষয়ে কোন উক্তি নাই। মাণ্ডুক্য উপনিষদে গৌরপাদ কৃত মহা

কারিকা আছে বটে, কিন্তু উপনিষদের মধ্যে কুত্রাপি জগৎ-মিথ্যাত্ব উক্ত হয় নাই। তাহাতে বরং সর্ব্বকাম প্রাপ্তি উৎকর্ষ জ্ঞান সম্পন্ন সন্ততি প্রভৃতি জ্ঞানের ফল রূপে বর্ণিত আছে।

আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। * * উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ।

"বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য অন্যান্য উপনিষৎ হইতে বিস্তারে বড়, কিন্তু তাহাতেও মায়াবাদের উল্লেখ নাই। বৃহদারণ্যকে পুনঃ২ লিখিত আছে যে বিদ্বান্ দেবতা হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। যে অবিদ্বান্ হইয়া ভূর্লোক হইতে প্রয়াণ করে সে কৃপণ অর্থাৎ দাস হয় যিনি বিদ্বান্ তিনি ব্রাহ্মণ হয়েন।

দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। এতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মালোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

"ছান্দোগ্যের মধ্যে জ্ঞানের ফল রূপে রূপ রস গন্ধাদি বিবিধ বৈষয়িক সুখের বর্ণনা দেখা যায় যথা

স য এতানেব পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ। * * ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ। * * স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য

স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।

"যিনি এই পাঁচজন ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গ দ্বারপাল বলিয়া জানিতে পারেন তাঁহার বংশধর বীর হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে এবং চরমে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। অধিকন্তু তিনি ষোড়শ শতবর্ষজীবী হইয়া যখন যাহা মানস করেন অচিরাৎ তাহার ফলভাগী হয়েন। এমন কি, তিনি যদি পিতৃলোক ও মাতৃলোক প্রাপ্তির কামনা করেন তাহা হইলে তাঁহার সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ ও মাতৃগণ স্ব২ লোক হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে তত্তৎ পদাভিষিক্ত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন না। এইরূপ ভ্রাতৃলোক, স্বসৃলোক, সখিলোক, মাল্য-চন্দনলোক, অন্ন-পানলোক, গীত-বাদিত্রলোক কামিনীলোক প্রভৃতির প্রাপ্তি কামনায় সংকল্প করিলেই ভ্রাতৃগণ, ভগিনীগণ, সখিগণ, মাল্য-চন্দন, অন্ন-পান, গীত-বাদিত্র এবং কামিনীগণ আপন২ লোক হইতে সমুত্থান করে এবং তাঁহাকে অবিলম্বেই তত্তল্লোকে অধিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয়। ফল কথা এই যে তিনি যে

কোন লোক পাইবার ইচ্ছা করেন, কামনা করিলেই প্রাপ্ত হইতে কিছু মাত্রই বিলম্ব হয় না।

"মুণ্ডক উপনিষদে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বর্গাদি বৈষয়িক সুখের উপেক্ষা দেখা যায় বটে, তথাপি তাহাতেও মায়াবাদের স্পষ্ট প্রসঙ্গ নাই। অধিকন্তু মুণ্ডক উপনিষদেই বেদ নিন্দা সূচক বাক্য আছে অর্থাৎ চতুর্বেদ "অপরা" বিদ্যা স্থান বলিয়া বালক পাঠ্য শিক্ষা কল্প ব্যাকরণাদির তুল্য হইয়াছে এবং বেদ বিধি অনুসারে যাহারা যজ্ঞ সমাপন করে তাহারা মূঢ় গণ্য হইয়াছে, যথা

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি

"অতএব মুণ্ডক উপনিষৎকে চতুর্বেদের সমকালিক কহিলে বিরুদ্ধ কাল নিরূপণ হইবে। অপিচ মুণ্ডক উপনিষৎকে স্বনিন্দিত অথর্ববেদের শাখা কহিয়া নিন্দক নিন্দ্যকে একাত্মক করিলে ঘোরতোর অযুক্ত সিদ্ধান্ত হইবে। সুতরাং মুণ্ডক উপনিষৎ বৈদিক কালের পর রচিত অত্র সন্দেহো নাস্তি। যদি বৈদিক কালের পর হইল, তবে আবার শাক্যাগ্র বলিলে প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা হইবে প্রমাণাভাবে শাক্যাগ্র কহা যাইতে পারে না, কিন্তু মুণ্ডক উপনিষদে বেদ নিন্দা ও যজ্ঞ নিন্দা সত্ত্বেও মায়াবাদের স্পষ্ট প্রসক্তি নাই।"

মহারাজ। "কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে কোন২ উপনিষদে মায়াবাদের উল্লেখ আছে তাহার

ভাব কি? এবং তিনি আরো কহিয়াছেন যে নির্ব্বাণ মুক্তি বাদও শাক্য সিংহের অশ্রুত পূর্ব্ব উপদেশ”।

সত্যকাম। “নির্ব্বাণ মুক্তি যে একান্ত বৌদ্ধদিগের আদ্য শিক্ষা একথা সহসা বলা যাইতে পারে না, নির্ব্বাণ মুক্তিকে অদ্বিতীয় পরম পদ কহিয়া বেদ বিধি যাগ জজ্ঞ সম্পূর্ণ পরিহার পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে তাহার সাধনার্থ এক বিশেষ সম্প্রদায় তিনি আদৌ স্থাপন করেন বটে, কিন্তু বৈদিক ঋষিগণও বহুকালাবধি বেদ বিধির উদ্দিশ্য স্বর্গাদি বৈষয়িক আমোদাপেক্ষা কোন অক্ষয় পরম সুখের স্পৃহায় ছিলেন। দেখুন বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ রূপ প্রতীক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায় তথায় উক্ত আছে যে যাহারা তত্ত্বজ্ঞান রহস্য লাভ করে তাহারদের আর আবৃত্তি নাই, শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করেন যে তাহারদের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তেষাং ন পুনরাবৃত্তি। ন চ পুনরাবর্ত্ততে। ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।

“কিন্তু পুনর্জ্জন্মের অনাদর তৈত্তিরীয় ঐতরেয় মাণ্ডুক্য প্রশ্ন কেন প্রভৃতি উপনিষদে দেখা যায় না ঐ সকল উপনিষৎ রচনা কালে বৈদিক ঋষি বৃন্দ জগৎ ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান কথঞ্চিৎ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎ আনুসঙ্গিক পুনর্জ্জন্মের উপেক্ষা এবং মায়াবাদ তৎকালে প্রকাশ পায় নাই। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্যে যে পুনর্জ্জন্মের উপেক্ষা দেখা যায় তাহাও কেবল সঙ্কেত মাত্র বড় স্পষ্ট নহে। জ্ঞানের ফল বলিয়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি বৈষয়িক সুখেরই বাহুল্য বর্ণনা আছে, পুনর্জ্জন্ম রাহিত্যের কথা কদাচিৎ মাত্র পাওয়া যায়। ফলে ঐ দুই উপনিষদে বৈষয়িক

সুখের এমত বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং বৃহদারণ্যকে আবার আদি রসের এমত অশ্লীল কথা আছে যে তন্মধ্যে পুনর্জ্জন্মের উপেক্ষা অথবা মুক্তির পোষকতা অধিক সম্ভবে না। মুণ্ডক এবং কঠোপনিষদে মুক্তি বাদ স্পষ্টতর আছে বটে, কিন্তু যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে এ দুই উপনিষৎ বৈদিক কালের গ্রন্থ নহে শাক্যের পর রচিত হইয়া থাকিবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়াবাদ এবং মুক্তিবাদ বিশেষ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে এই উপনিষদের বিষয়েই বৌদ্ধ শাস্ত্রী কহিয়া থাকিবেন যে কোন২ উপনিষদে মায়াবাদের প্রসঙ্গ আছে কেননা উহাতে মায়ার স্পষ্ট বর্ণন আছে এবং বিশ্বসৃক্ পরমাত্মা মায়ী বলিয়া পরিচিত।

য এক জালবান্ ঈশিত ঈশনীভিঃ। যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।

"কিন্তু এই উপনিষৎ প্রাচীন নহে উহাতে নবীনতার অনেক চিহ্ন আছে শাক্যের পর উহা রচিত অথবা শোধিত হইয়া থাকিবে"।

মহারাজ। "কি২ চিহ্ন তাহা স্পষ্ট করিয়া বল মায়াবাদ আছে বলিয়া আধুনিক কহা উচিত নহে"।

সত্যকাম। "মায়াবাদ আছে বলিয়া আধুনিক কহিতেছি না, কিন্তু ইহার নবীনতার স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ ইহাকে শৈব উপনিষৎ বলিলেও হয় শৈব সম্প্রদায় বৈদিক কালের সৃষ্টি নহে, তাহা মহারাজ জানেন, কিন্তু এই উপনিষদে শিব মাহাত্ম্যই প্রধান কথা। মহেশ্বর পরম দেব বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং * * বিদাম দেব ভুবনেশমীড্যং।

"শৈব সম্প্রদায়ের কল্পিত বিশেষ২ উপাধি মহাদেবে আরোপ হইয়াছে যথা রুদ্র হর ঈশান ভব গিরিশন্ত গিরিত্র এবং তাঁহার তনু শিবা অঘোরারও উল্লেখ আছে।

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী। তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি। যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে। শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।

"এই সকল বর্ণনা শৈব পুরাণের অবিশেষ, যাহাতে হর পার্ব্বতীর বৃত্তান্ত আছে।

"দ্বিতীয়তঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ সাংখ্য শাস্ত্র প্রচারের পর লিখিত হয় তাহার বহুল প্রমাণ আছে। মহর্ষি কপিলের এবং সাংখ্য শাস্ত্রের নাম ও প্রশংসা তো স্পষ্টই আছে তদ্ব্যতীত ঐ শাস্ত্রীয় বিশেষ২ পরিভাষাও দেখা যায় যথা প্রধান প্রকৃতি সাক্ষী। ব্রহ্ম দ্বারা ব্রহ্মার সৃষ্টি ব্রহ্মা করণক বেদের উৎপত্তি এসকল পৌরাণিক কল্পের কথা, কিন্তু ইহাও শ্বেতাশ্বতরেতে আছে।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

"তৃতীয়তঃ জগদুৎপত্তির পরমাত্মা ভিন্ন অন্যান্য কারণ নির্দেশ বৈদিক কল্পের কথা নহে, বৈদিক কল্পের এমত বিচার কাহারও চিত্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, বৌদ্ধ মত প্রবল হইলে পর ঐ সকল বিচারের প্রস্তাব হয়। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরেতে ঐ সকল বিচারের স্পষ্ট প্রসঙ্গ দেখা যায়।

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা * * কালস্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা

নিয়তিরবিষমপুণ্ডে পাপ লক্ষণং কর্ম্ম।

"ব্রহ্ম কি কারণ? আমরা কোথা হইতে হইলাম? কাল কি কারণ, না স্বভাব বা কর্ম্ম বা যদৃচ্ছা বা পঞ্চভূত বা পুরুষ? এই সকল আশঙ্কাতে নিশ্চয় বোধ হয় শ্বেতাশ্বতর বৌদ্ধের-দের পশ্চাৎ রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরদের বিবিধ সম্প্রদায় আদৌ ঐ সকল কারণ কল্পনা করে, যথা স্বাভাবিক সম্প্রদায় স্বভাবকে কারণ কহে কার্ম্মিকেরা কর্ম্মকে কারণ কহে, অপরে ভূমি বারি অগ্নি বায়ুর সংযোগে চৈতন্যের উৎ-পত্তি কহিয়া থাকে যেমন কিণ্বাদি দ্রব্য সংযোগে মদ শক্তি

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্য মুপজায়তে কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ ॥

"শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই সকল মতের বিচার দেখা যায়

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি। কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।

"বৈদিক কল্পে অথবা শাক্যাগ্র কালে স্বভাব কিম্বা কাল কিম্বা ভূত সংযোগ জগৎ কারণ বলিয়া কল্পিত হয় নাই তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎকে শাক্যাগ্র কহা সাহস মাত্র।

"অতএব মহারাজ বিবেচনা করুন যে মায়াবাদ বৌদ্ধের-দের আদ্য শিক্ষা। শাক্যাগ্রে তাহার কোন সূচনা নাই পরে বৈদিক ঋষিরা যে মায়াবাদ গ্রহণ করেন তাহা শাক্য-সিংহের উপদেশ বশতঃ। কিন্তু মুক্তিবাদের যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কেত শাক্যের অগ্রেও দেখা যায় ভূরিং বৈদিক ঋষি যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে চিত্ত শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া অন্য কোন পরম পদার্থের উদ্দেশে প্রতীক্ষমাণ ছিলেন, কিন্তু

কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শাক্য সিংহ মুক্তি-বাদের স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বৈদিক ঋষিগণের প্রতীক্ষিত পদার্থের লক্ষণ করিয়াছিলেন”।

মহারাজ। “আচ্ছা মায়াবাদ যদি বেদান্তের মূল কথা না হইল, তবে বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণীতে নাস্তিক প্রধান বলিয়া যে বেদান্তির নিন্দা আছে তাহাও তো অমূলক। সুতরাং বেদান্ত দর্শন অদোষ হইল”।

সত্যকাম। “মায়াবাদ বিষয়ে অদোষ হইলেও জগদ্-ব্রহ্মকে অভেদ করাতে সদ্যই অন্য দোষস্পৃষ্ট হয়। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জগৎ যদি মায়া মরীচ্যাদিবৎ অবস্তু না হইল, তবে ব্রহ্মকে জড় পদার্থ সম করা হইল”।

মহারাজ। “একটী বচনের উপর কি এমত দূষণাবহ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে?”

সত্যকাম। “একটী বচনের উপর এমত হইতে পারে না বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিলে ভূরি২ স্থলেতে ঐ দোষ দৃষ্ট হয়। অনুমতি হয় তো কএক সূত্রের আবৃত্তি করি।”

মহারাজ অনুমতি করাতে সত্যকাম কহিলেন “বেদ-ব্যাস ব্রহ্ম সূত্রের আরম্ভে কহেন যে বেদান্ত মীমাংসা উপনিষৎ [illegible]চনের সমন্বয় দ্বারা হইয়া থাকে। তত্তু সমন্বয়াৎ। অপর সাংখ্য শাস্ত্র প্রত্যাখ্যান করত ঔপনিষদ বচন উদ্ধৃত করিয়া কহেন যে অচেতন প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না। পরে উপনিষদুক্ত জগৎ কারণ মাত্রই পর-মাত্মা কহত আদিত্যাদিতে যে পুরুষের প্রসক্তি সে সকলি

ব্রহ্ম বলিয়া অন্ন প্রাণাদিও ব্রহ্ম এই উপদেশ প্রচার করেন। অনন্তর ১ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৩ সূত্রে একেবারে স্পষ্ট কহেন ব্রহ্মই প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের উপাদান।"

মহারাজ। "উত্তর মীমাংসার আদ্যাংশে কি জগদ্ব্রহ্মে অভেদ সূচক কোন বচন আছে।"

সত্যকাম। "শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে বক্ষ্যমাণ শ্লোকে অবশ্য আছে বলিতে হইবেক যথা।

স্বাপ্যয়াৎ। অস্মিন্নস্যচ তদ্যোগং শাস্তি। অত্তাচরাচরগ্রহণাৎ মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ। ঈক্ষতের্নাশব্দং। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা॥

অর্থাৎ আত্মাতে জগতের লয় হয়, বেদে আত্মাতে জগতের সংযোগ কথিত আছে, তিনিই গ্রাসক কেননা প্রলয় কালে চরাচর সকলি আত্মসাৎ করেন। মুক্তগণের গম্য। সাংখ্য সত্য নহে কেননা ঈক্ষণ আছে, সাংখ্য অসম্ভব কেননা কামনা আছে। ঈক্ষণ এবং কামনাতে ঐ২ ঔপনিষদ বচনের সূচনা হইল যাহাতে কথিত আছে তিনি ঈক্ষণ ও কামনা পূর্ব্বক সৃষ্টি দ্বারা আপনাকে বহু করিলেন শঙ্কর তো এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন বটে"।

মহারাজ। "শঙ্করের ভাষ্যে কি ব্রহ্ম সূত্রের অভিপ্রায় প্রকৃত রূপে ব্যক্ত হয় নাই?"

সত্যকাম। "এমত কথা আমি বলি না, তথাপি সূত্র এবং ভাষ্যে প্রভেদ আছে, তাহা স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য"।

মহারাজ। "তুমি কি বল বৈয়াসিক?"

বৈয়াসিক। "সত্যকাম ভাষ্যে কোন দোষারোপ করেন নাই, অতএব আমার আর কিছু বক্তব্য নাই"।

মহারাজ। "শঙ্কর ভাষ্য কি তবে প্রমাণ নহে"।

বৈয়াসিক। "প্রমাণ অবশ্য বটে। শঙ্করাচার্য্যের এক প্রকার দৈব বুদ্ধি, তিনি সূত্রের মর্ম্ম সদ্য অবধারণ পূর্ব্বক অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে ভ্রম সম্ভাবনা নাই এবং তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার ন্যূনাধিক করা কাহার সাধ্য। অধিক করিলে বাক্য গৌরব হইবে ন্যূন করিলে প্রতিপাদনে দোষ পড়িবে। তথাপি শঙ্করাচার্য্য মহর্ষিবৃন্দ মধ্যে গণ্য নহেন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মহাদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যথা শঙ্কর দিগ্বিজয়ের উক্তি।

যতীন্দ্রঃ শঙ্করো নাম্না ভবিষ্যামি মহীতলে॥

"কিন্তু আমরা এমত বাক্য গুরুভক্তি প্রকাশক মাত্র বলিয়া গ্রহণ করি তিনি মহর্ষিবৎ নিত্য আপ্ত নহেন ভগবান বেদব্যাস মহর্ষি মধ্যে গণ্য এবং নিত্য আপ্ত কেননা মহর্ষির রচনায় ভ্রমের অত্যন্তাভাব"।

সত্যকাম। "কিন্তু মহর্ষি গোতম কপিল, ব্যাস, পরস্পরের বিরোধি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন সে সকলি কি সত্য?"

মহারাজ। "বারাণসীর অধ্যাপক সাহেব বলেন সে বিরোধের সমন্বয় হয়"।

বৈয়াসিক। "বলুন, কিন্তু সে বিরোধ সমন্বয় হইবার নয়। শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট কহিয়াছেন যে যথার্থ বিরোধ

আছে তন্নিমিত্ত তিনি ন্যায় এবং সাংখ্যকারদিগকে বিদ্রূপও করিয়াছেন।

তীর্থকরাণাং কপিলকণভুকপ্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ॥

"কিন্তু সে কথায় কাজ কি? বিরোধ আছে বটে অথচ মহর্ষিবৃন্দ সকলেই নিত্য আপ্ত। মহাজনগণের বিরোধ চর্চ্চায় আমারদের কি উপকার হইবে। ব্রহ্ম সূত্রের কথা যাহা বলিতে চাহ বল"।

সত্যকাম। "বাঢ়ং। ১ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৩ সূত্র সভাষ্য শ্রবণ করুন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। যথাভ্যুদয়হেতুত্বাদ্ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্যঃ এবং নিঃশ্রেয়সহেতুত্বাদ্ব্রহ্মাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তং। ব্রহ্ম চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি লক্ষিতং। তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে কুলালসুবর্ণকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানমিত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাদিতি। তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ স্যাদিতি প্রতিভাতি। কস্মাৎ, ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বমবগম্যতে স ঈক্ষাঞ্চক্রে স প্রাণমসৃজতেত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ঈক্ষাপূর্ব্বকঞ্চ কর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টং তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুং। কার্য্যং চেদং জগৎ সাবয়বমচেতনমশুদ্ধং চ দৃশ্যতে। কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যং। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ। ব্রহ্ম চ নৈবং লক্ষণমবগম্যতে নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্ব্রহ্মণোঽন্যদুপাদানকারণমশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যং ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতের্নিমিত্তমাত্রে পর্য্যবসানাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব কস্মাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। এবং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রুতৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি তত্র চৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতম্ভবতি ইতি প্রতীয়তে তচ্চোপাদানকারণবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি লোকে

তক্ষপ্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং ইত্যুপাদানকারণগোচর এবাম্নায়তে যথৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি চ। তথান্যত্রাপি কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ। আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি প্রতিজ্ঞায় স যথা দুন্দুভেহন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নু-য়াদ্‌গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত ইতি দৃষ্টান্তঃ এবং যথা সম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ। যত ইতীয়মপি পঞ্চমী। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যত্র জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবোপাদানে দ্রষ্টব্যা। নিমিত্তত্বন্তু অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদবগন্তব্যং। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলালসুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৄনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য সতোঽন্যোঽধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোঽস্তি। প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোঽপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদেব চোদিতো বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্যস্মিন্নভ্যুপগম্যমানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান-স্যাসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ এব স্যাৎ। তস্মাদধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং উপাদানান্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বং॥

"ব্রহ্ম মীমাংসার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদেরত্রয়োবিংশ সূত্রে সূত্রিত হইয়াছে যে, 'ব্রহ্ম প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণও হন, একথা না বলিলে বৈদিক প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের নিতান্ত ব্যাঘাত হইয়া পড়ে'। সূত্রভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূত্রটী যে রূপে বিসদ করিয়াছেন তাহাও ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"পূর্ব্বে প্রথম সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যেমন অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা হয়, তেমনি নিঃশ্রেয়সের হেতু বলিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাও হইয়া থাকে। দ্বিতীয় সূত্রে সেই ব্রহ্মের লক্ষণ কি অর্থাৎ তিনি কিং স্বরূপ তাহা এই ভাবে

লক্ষিত হইয়াছে যে, 'যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় হইয়া থাকে তাহার নাম ব্রহ্ম'। এই রূপে ব্রহ্মকে সামান্যতঃ কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, কিন্তু তিনি উপাদান কারণ কি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন, তাহার কিছুই স্থির করা হয় নাই। এক্ষণে ঘট ও কুণ্ডলাদির প্রতি মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যেমন উপাদান কারণ হয়, জগতের প্রতি তিনি কি তেমনি উপাদান কারণ কি কুলাল ও স্বর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণ? কোন্ কারণ বলা যাইতে পারে, তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে অনেকে কহিতে পারেন যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতি যুক্তি এবং অনুভব দ্বারা পাওয়া যাইতেছে তখন ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ভিন্ন আর কোন কারণই বলা যাইতে পারে না। কেননা তিনি আদৌ অভিধ্যান পূর্ব্বক প্রাণির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই রূপ শ্রুতি-তাৎপর্য্যে তিনি অভিধ্যান পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিমিত্ত কারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আর লোকেও দেখা যাইতেছে যে ঘটাদির নিমিত্ত কারণ স্বরূপ কুলালাদিরা অভিধ্যান পূর্ব্বকই সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তদনুসারে তাহারা যাহা২ ইচ্ছা করে তাহাই নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়। এক একটী ক্রিয়ার নিষ্পত্তির প্রতি অনেকগুলি কারক আবশ্যক হইয়া থাকে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সন্দেহ নাই। এই লৌকিক যুক্তি আদি কর্ত্তাতে ঘটাইলেও বস্তুতঃ কোন হানি হইতে পারে না তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব যখন প্রসিদ্ধ আছে তখন তাঁহার নিমিত্ত কারণ হইবার ব্যাঘাত কি?। বৈবস্বত প্রভৃতি রাজগণ

যখন কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তখন পরমেশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ রূপে গণ্য হওয়া অযুক্ত নহে। বিশেষতঃ উপাদান কারণ ও কার্য্য এই উভয়ের একরূপতা হওয়াই অনুভব সিদ্ধ ও সম্ভব। বিবেচনা করিয়া দেখ এই পরিদৃশ্যমান কার্য্যরূপ জগৎ যেমন সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ দেখা যাইতেছে তেমনি ইহার উপাদান কারণও তদ্রূপ সাবয়ব অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ হইলেই শোভা পায়। ব্রহ্ম তো তাদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত নহেন, তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, এবং নিরঞ্জন বলিয়া ভূরি২ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অতএব স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে প্রস্তাবিত অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণগণ বিশিষ্ট, শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্ম ভিন্ন, কোন পদার্থ এই জগতের উপাদান কারণ হন অন্যথা নাই। তবে যদি বল শ্রুতিতে ব্রহ্মের কারণত্ব নির্দ্দেশ আছে তাহার উত্তর, সে যে কারণশ্রুতি সে নিমিত্ত কারণপর।

“কিন্তু আমরা এ বিরুদ্ধ মতে মত দিতে পারি না। বরং আমরা এই বলিয়া মীমাংসা করিতে চাই যে, ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ এবং ব্রহ্মই উপাদান কারণ। নচেৎ শ্রুতি-গত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়েতেই জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। শ্রুতিতে এমন প্রতিজ্ঞা দেখিতেছি যে, তুমি আমার নিকট এমন একটী বস্তু প্রশ্ন করিলে যাহা জানিতে পারিলে যেটী তোমার কখনই শুনা হয় নাই, তাহা শুনা হয়। যাহা কখনই চিন্তা কর নাই তাহা চিন্তিত হয় এবং যাহা কস্মিন্ কালেও জানিতে পার নাই তাহা

বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হয় ইত্যাদি। এস্থলে একটী বস্তুর বিজ্ঞানে যখন সকল পদার্থের জ্ঞান হইবার কথা আছে, তখন উপাদান কারণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ কার্য্যমাত্রই উপাদান কারণ ভিন্ন কদাচ সম্ভবিতে পারে না। কিন্তু নিমিত্তকারণের স্বরূপ সে প্রকার নহে। কার্য্য এবং নিমিত্তকারণের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। প্রাসাদ ও প্রাসাদকারই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

"এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রুতি স্পষ্টাভিধানেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ হন। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রৌত দৃষ্টান্তের উদাহরণ এই যে, বৎস! যেমন নিরবচ্ছিন্ন একমাত্র মৃত্তিকার পিণ্ড জানিতে পারিলে সকল মৃন্ময় পদার্থ অবগত হইতে পারা যায়, এবং এক খানি চুম্বক লৌহের স্বরূপ জানিলে তাবৎ লৌহময় পদার্থ ও এক খানি কার্ষ্ণায়স জানিতে পারিলে সমুদায় কৃষ্ণলৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য অবগত হইতে অবশিষ্ট থাকে না, ইত্যাদি। এস্থলে উপাদান কারণ ও কার্য্যে যে কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এতদ্ভিন্ন 'যেমন পৃথিবীতেই ওষধির উৎপত্তি হইয়া থাকে' এ দৃষ্টান্তও উপাদান কারণের উদ্বোধক হইতে পারে। এই রূপ ব্রহ্মের উপাদান কারণত্বের প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তও শ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা 'অরে যদি আত্মা দৃষ্ট শ্রুত মত এবং বিজ্ঞাত হয় তাহা হইলে জগতীগত তাবৎ বস্তুই দৃষ্ট শ্রুত মত এবং বিজ্ঞাত হইতে পারে

সন্দেহ নাই। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বয়ং শ্রুতিই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে ‘যেমন দুন্দুভিবাদক ব্যক্তি হন্যমান দুন্দুভির বাহ্য শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু দুন্দুভি ধ্বনি শ্রবণ করাতেই তাহার সেই আঘাত ধ্বনি শ্রবণ করা সিদ্ধ হয়,’ ইত্যাদি। এই রূপ প্রত্যেক বেদান্তে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে তাহাদিগকে যথা সম্ভব উপাদান কারণের সাধন বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবেক। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যাহা হইতে এই ভূত ভৌতিক প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে এবং উপনিষদে যাহাকে উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়েই ব্যাস সূত্রীয় ‘যাহা হইতে’ পদ অপাদানার্থে প্রযুক্ত হওয়াতে উপাদান কারণ বলিয়া বোধ করিতে হইবেক সন্দেহ নাই। এক্ষণে স্থির হইল ব্রহ্ম উপাদান কারণ হয়েন। সম্প্রতি তিনি যে রূপে নিমিত্তকারণ হন তাহাও প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। অন্যান্য বস্তুর যেমন অধিষ্ঠাতা থাকা সম্ভব, ব্রহ্মের সেরূপ অধিষ্ঠাতা নাই। যখন তিনি অধিষ্ঠাতৃ বিহীন হইলেন তখন তাঁহাকে অনায়াসেই নিমিত্তকারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এস্থলে একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যেমন মৃৎ সুবর্ণাদি উপাদানকারণ, কুলাল স্বর্ণকারাদির অধিষ্ঠান অপেক্ষা করে, তেমন জগতের উপাদান কারণ রূপ ব্রহ্ম স্বভিন্নের অধিষ্ঠান অপেক্ষা করে না, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই মাত্র অদ্বিতীয় ছিলেন, ইহা শ্রুতি দ্বারা অবধারিত হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যে অনাস্থা করিয়া যদি তাঁহার অন্য অধিষ্ঠাতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত

প্রকার শ্রুতিগত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের যৎপরানাস্তি ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। অতএব এক্ষণে স্থির হইল, ব্রহ্ম অধিষ্ঠাতৃ বিহীন বলিয়া নিমিত্তকারণ, এবং তাঁহার আর প্রকৃতি নাই বলিয়া উপাদানকারণ হয়েন"।

২৪ সূত্রে আবার তদনুরূপ উক্তি যথা।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ। অভিধ্যোপদেশাচ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গম্যতে সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদৈক্ষতেতি চ তত্রাভিধ্যানপূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি গম্যতে বহু স্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য প্রকৃতিরপ্যপি গম্যতে ॥

"ভগবান বাদরায়ণ ঋষি ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক অভিধ্যানের উপদেশকে তাহার হেত্বন্তর বলিয়া সূত্রিত করিয়াছেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই যে অভিধ্যান শ্রুতি থাকাতেই আত্মার কর্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্ব উভয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে,। অভিধ্যান বোধক শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ এই যে 'তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, আমি আর একাকী না থাকিয়া বহু হইয়া জন্মাই। এই তাৎপর্য্যালোচনায় প্রতীতি হইতে পারে, যে যখন তিনি অভিধ্যান পূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনিই ইহার কর্ত্তা সংশয় নাই। আর 'বহু হইয়া জন্মাই' এই বাক্যের ফলিতার্থ তাঁহার জীব বহুল হইবার অভিসন্ধি ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতেছে না। যদি এমন হইল, তবে ব্রহ্ম আপনার বহূৎপত্তির প্রকৃতি হইবেন ইহাতে বাধা কি? বস্তুতঃ তাঁহার উপাদানত্বে কোন ব্যাঘাতই নাই"।

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ। প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়ঃ ইতশ্চ প্রকৃতিব্রহ্ম যৎকারণং সাক্ষাদ্ব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রভবপ্রলয়াবাম্নায়েতে সর্ব্বাণি হ বা

ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তীতি যদ্ধি যস্মাৎ প্রভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তত্তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং যথা ব্রীহিযবাদীনাং পৃথিবী সাক্ষাদিতিচোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়তি আকাশাদেবেতি প্রত্যস্ত-ময়ুশ্চনোপাদানাদন্যত্র কার্য্যস্য দৃষ্টঃ।

"সূত্রান্তরে আর একটী হেতুও সূত্রিত হইয়াছে যথা— 'সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উভয়েরও আম্নান আছে'। এতদর্থে ভাষ্যকার লিখেন যে 'ইহাও একটী উক্ত প্রকৃতিত্বের পোষক বলিয়া গণ্য হইতেছে। কারণ বেদবাক্য এই যে ব্রহ্মই এই জগতের প্রভব ও প্রলয়ের সাক্ষাৎ কারণ হন। যথা এই সমস্ত ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ আকাশ হইতেই উদ্ভব হইয়াছে এবং চরমে আকাশেতেই বিলয় প্রাপ্ত হইবেক। বিশেষতঃ একথা সকলেই অবগত আছেন, যে, যে বস্তু যাহা হইতে সমুদ্ভূত এবং যাহাতে বিলীন হয়, তাহা তাহার উপাদান কারণ হইয়া থাকে, যেমন ব্রীহিযবাদির উপাদান পৃথিবী তদ্রূপ। 'সাক্ষাৎ কারণ' বলাতে ইহার যে তদতিরিক্ত অন্য উপাদান নাই, অথবা থাকা অসম্ভব ইহা স্পষ্টই ব্যক্ত করা হইয়াছে। 'আকাশ হইতেই উদ্ভব হইয়াছে' এই বাক্যে আপাততঃ প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি হইতেছে না বটে, কিন্তু সূত্রান্তরে প্রতিপাদিত হইবার অর্থ বিস্তার ও ভাবান্তর অবগত হইলে তাদৃশ অসঙ্গত থাকিতে পারে না।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি আত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বং কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং পরিণামাদিতি ব্রূমঃ পূর্ব্বসিদ্ধো হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনাচ পরিণামো

হুদাত্তাহ প্রকৃতিরুপলব্ধঃ স্বয়মিতি চ বিশেষণান্নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে।

"মহানুভাব বাদরায়ণ ঋষি প্রকৃতিত্ব সংস্থাপনের হেতু প্রদর্শনচ্ছলে সূত্রিত করিয়াছেন, যে 'পরিণামাধীন তাঁহার আত্মকৃতিও শ্রুত আছে'। এই সূত্র তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার লিখেন যে, 'ইহাতেও ব্রহ্মকে প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ বলা হইল। কারণ ব্রহ্ম প্রকরণের শ্রুতিই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। উক্ত শ্রুতির মর্ম্ম এই যে 'তখন তিনি আপনাকেই স্বয়ং করিলেন'। এই শ্রুতিবাক্যে 'আপনাকে' শব্দে কর্ম্মত্ব, এবং 'স্বয়ং করিলেন' শব্দে কর্ত্তৃত্ব বিলক্ষণরূপেই অবগত হইতে পারা যায়। যদি বল কর্ত্তৃত্বরূপে ব্যবস্থিত পূর্ব্বসিদ্ধ নিত্য বস্তুকে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপন করা অত্যন্ত অনুচিত, অথবা দুঃসম্পাদ হয়। ইহার উত্তরে, বিকারে পরিণত হন, একথা বলায় কোন হানি নাই। বস্তুতঃ আত্মা নিত্য স্বরূপ পূর্ব্ব সিদ্ধ থাকিলেও তিনি বিশিষ্ট বিকার রূপে আপনাকে পরিণামিত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রকৃতিতে বিকার রূপ পরিণাম থাকার উপলব্ধি হওয়া অপ্রচলিত নহে। শ্রুতি তাৎপর্য্যে 'স্বয়ং' এই বিশেষণ থাকায় প্রতীতি হইতেছে তাঁহার আর নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা নাই।"

যোনিশ্চ হি গীয়তে। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তেষু কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিতি যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতি চ। যোনিশব্দশ্চপ্রকৃতিবচনঃ সমধিগতো লোকে পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিতি।

"পরসূত্রে 'ব্রহ্ম যোনি স্বরূপও হন' বলিয়া সূত্রিত হইয়াছে। ঐ সূত্রের ভাষ্যার্থ এই যে, ব্রহ্ম যে প্রকৃতি তাঁহা ইহা দ্বারাও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। উপনিষদেও ব্রহ্ম যোনিস্বরূপ বলিয়া পঠিত আছে। তত্রস্থ এক শ্রুতির মর্ম্ম এই 'ব্রহ্মই কর্ত্তা ব্রহ্মই শাস্তা, ব্রহ্মই পুরুষ এবং ব্রহ্মই প্রকৃতি'। অন্য শ্রুতির তাৎপর্য্য এই 'জ্ঞানীরা ব্রহ্মকে ভূতযোনি বলিয়া জানেন'। এই দুই শ্রুতি তাৎপর্য্যে যে যোনিশব্দ আছে তাহার অর্থ প্রকৃতি বোধ করিতে হইবেক। যোনি শব্দ যে প্রকৃতিবাচী তাহার লৌকিক প্রমাণ আছে যথা, ওষধি বনস্পতি দিগের যোনিই পৃথিবী।

"ব্রহ্ম সূত্র এবং শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং জগৎ তৎ স্বরূপ। এ প্রকার মীমাংসাতে স্রষ্টা সৃষ্টের প্রভেদ আর থাকেনা এবং সেব্য সেবক পূজ্য পূজকাদি সম্বন্ধ খপুষ্প তুল্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বেদান্ত মীমাংসা বিষম চমৎকারের স্থল হয়। তন্নিমিত্ত সাংখ্যাদি দর্শন বেত্তারা ইহাতে ভূরি আপত্তি করিয়াছেন, সেই আপত্তি এবং শঙ্করের উত্তর এইক্ষণে আলোচনা করা যাউক। সভাষ্য ব্রহ্ম সূত্রে ঐ সকল আপত্তি পূর্ব্ব পক্ষ রূপে বিস্তারিত হইয়াছে, যথা পূর্ব্ব পক্ষ।

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ। ব্রহ্মাস্য জগতোনিমিত্তং কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্য পক্ষস্যাক্ষেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ তর্কনিমিত্ত ইদানীমাক্ষেপঃ পরিহ্রিয়তে কুতঃ পুনরস্মিন্নবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্যাক্ষেপস্যাবকাশঃ ননু ধর্ম্মইব ব্রহ্মণ্যপ্যনপেক্ষ আগমোভবিতুমর্হতি ভবেদয়মবষ্টম্ভো যদি প্রমাণা-

ন্তরানবগাহ্ আগমমাত্রপ্রমেয়োঽয়মর্থঃ স্যাদতুষ্ঠেয় ইব ধর্ম্মঃ পরিনিষ্পন্নরূপস্ত্ব ব্রহ্মাবগম্যতে পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণামস্ত্যবকাশো অতস্তর্কনিমিত্তঃ পুনরাক্ষেপঃ ক্রিয়তে ন বিলক্ষণত্বাদস্যেতি। যদুক্তং চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ-কারণং প্রকৃতিরিতি তন্নোপপদ্যতে কস্মাৎ বিলক্ষণত্বাদস্য বিকারস্য প্রকৃত্যাঃ। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাভিপ্রেয়মাণং জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রূয়তে ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতি-বিকারভাবোদৃষ্টো নহি রুচকাদয়ো বিকারা মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি, শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্র[illegible]কা মৃদৈব তু মৃদন্বিতা বিকারা প্রক্রিয়ন্তে সুবর্ণেন চ সুবর্ণান্বিতা তথে-দমপি জগদচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সদচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বঞ্চাস্য জগতোঽ-শুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাদবগন্তব্যং অশুদ্ধং হীদং জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতি-পরিতাপবিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ। অচেতনঞ্চেদং জগৎ চেতনং প্রতিকার্য্যকরণভাবেনোপকরণভাবোপগমাৎ নহি সাম্যে সত্যুপকার্য্যো-পকারকভাবো ভবতি নহি প্রদীপৌ পরস্পরস্যোপকুরুত। ননু চেতনমপি কার্য্যকরণং স্বামিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তুরুপকরিষ্যতি ন স্বামিভৃত্যয়োরপ্যচেতনাং-শস্যৈব চেতনং প্রত্যুপকারকত্বাৎ যোহ্যেকস্য চেতনস্য পরিগ্রহো বুদ্ধ্যাদির-চেতনভাগঃ সএবান্যস্য চেতনস্যোপকরোতি ন তু স্বয়মেব চেতনশ্চেতনান্তর-স্যোপকরোত্যপকরোতি বা নিরতিশয়াহ্যকর্ত্তারশ্চেতনা ইতি সাঙ্খ্যামন্যন্তে। তস্মাদচেতনং কার্য্যকরণং। ন চ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণ-মস্তি প্রসিদ্ধশ্চায়ং চেতনাচেতনপ্রবিভাগোলোকে। তস্মাদ্ব্রহ্মবিলক্ষণত্বান্নেদং জগত্তৎপ্রকৃতিকং। যোপি কশ্চিদাচক্ষীত শ্রুত্বা জগতশ্চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগচ্চেতনমবগময়িষ্যামি প্রকৃতিরূপস্য বিকারেঽন্বয়দর্শনাৎ অবিভাবনন্তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ভবিষ্যতি যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপ্যাত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে এবং কাষ্ঠলোষ্টাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে এতস্মাদেব চ বিভাবিতত্বাবিভাবিতত্বকৃতাদ্বিশেষাদ্রূপাদিভাবাভা-বাভ্যাঞ্চ কার্য্যকরণানামাত্মনাঞ্চ চেতনত্বাবিশেষেপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎ-স্যতে যথাচ পার্থিবত্বাবিশেষেপি মাংসসূপৌদনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্ত্তিনোবিশেষাৎ পরস্পরোপকারিত্বং ভবতি এবমিহাপি ভবিষ্যতি প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপ্যতএব ন বিরোৎস্যত ইতি তেনাপি কথঞ্চিচ্চেতনত্বাচেতনত্ববিলক্ষণত্বং পরিহ্রিয়েত শুদ্ধ্য-শুদ্ধিলক্ষণন্তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রিয়তে নবেতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ তথাত্বঞ্চ শব্দাদিতি। অনবগম্যমানমেব হীদং লোকে সমস্তস্য বস্তুনশ্চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাৎ শব্দশরণতয়া কেবলযোৎপ্রেক্ষ্যতে তচ্চ

শব্দেনৈব বিরুধ্যতে স্বতঃ শব্দাদপি তথাত্মমবগম্যতে। তথাত্বমিতি প্রকৃতং বিলক্ষণত্বং কথয়তি শব্দ এব বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চেতি কস্যচিদ্ভাগস্যাচেতনতাং শ্রাবয়ন্ চেতনাদ্ব্রহ্মণো বিলক্ষণমচেতনং জগৎ শ্রাবয়তি। নন্বু চেতনত্বমপি ক্বচিদচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে যথা মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিতি তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্তেতিচৈবমাদ্যা ভূতবিষয়াচেতনত্বশ্রুতিঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াপি তেহেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং জগ্মুরিতি তেহ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতিচৈবমাদ্যেন্দ্রিয়বিষয়েতি অতউত্তরং পঠতি। * অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং। * তু শব্দ আশঙ্কামপনুদতি। [illegible]মৃদব্রবীদিত্যেবং জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বমাশঙ্কনীয়ং যতোভিমানিব্যপদেশ এষ মৃদাদ্যভিমানিন্যো বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতাবদনসংবদনাদিষু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রং কস্মাৎ বিশেষানুগতিভ্যাং বিশেষো হি ভোক্তৃণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাঞ্চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাগভিহিতঃ সর্বচেতনতায়াং চাসৌনোপপদ্যেত। অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়েঽধিষ্ঠাতৃচেতনপরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি এতাহবৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ইতি তাবা এতাঃ সর্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বেতি চ। অনুগতাশ্চ সর্বত্রাভিমানিন্যশ্চেতনা দেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যোবগম্যন্তে। কিঞ্চ অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদিত্যেবমাদিকা চ শ্রুতিঃ করণেষ্বনুগ্রাহিকাং দেবতামনুগতাং দর্শয়তি প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ তেহ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুরিতি শ্রৈষ্ঠনির্দ্ধরণায় প্রজাপতিগমনং তদ্বচনাচ্চৈকৈকোৎক্রমণেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিস্তস্মৈ বলিহরণমিতি চৈবং জাতীয়কোঽস্মদাদিষ্বিব ব্যবহারোনুগম্যমানোভিমানি ব্যপদেশং দ্রঢয়তি। তত্তেজ ঐক্ষতেত্যপি পরস্যা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষ্বনুগতায়া ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্যত ইতি দ্রষ্টব্যং। তস্মাদ্বিলক্ষণমেবেদং ব্রহ্মণো জগৎ বিলক্ষণত্বাচ্চন ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিত্যাক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে॥

"উক্তরূপে ব্যবস্থাপিত ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ও প্রকৃতিত্বের অন্যথাবাদীদিগের মতও সংক্ষিপ্তরূপে ব্যাস সূত্রে সূত্রিত হইয়াছে। সূত্রের অর্থ এই যে 'বিকারে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ব্রহ্মকে তাহার প্রকৃতি বলা যাইতে পারে না, কারণ তাদৃশ বৈলক্ষণ্য শ্রৌতশব্দে প্রতিপাদিত

আছে'। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিচার পূর্ব্বক এই সূত্রের যেপ্রকার মীমাংসা করেন তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। 'ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হন, এই পক্ষের যে স্মৃতিসম্মত আক্ষেপ তাহা পরিহৃত হইয়াছে, সম্প্রতি তর্ক সম্মত আক্ষেপ পরিহার করা যাইতেছে। প্রথমেই এক কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, যে বিষয়টী আগম দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া বিশিষ্টরূপে অবধারিত হইয়াছে, তাহাতে তর্ক নিমিত্তক আক্ষেপ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তুমি এই বলিয়া আপত্তি করিবে যে ব্রহ্মেতে অন্যান্য ধর্ম্ম সকল যেমন অনপেক্ষ, অর্থাৎ স্বাধীন থাকে আগমেরও তাঁহাতে সেইরূপে অনপেক্ষ থাকা উচিত, কিন্তু সে আপত্তি এস্থলে সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম যেমন আগম ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রমাণকে অপেক্ষা করে না, এবিষয়টী তেমন নয়। ইহা আগমমাত্র প্রমেয় হইলে বরং এই আপত্তি করিতে পারিবে। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু। যে বস্তুটী সিদ্ধ হয় তাহাতে প্রমাণান্তরের অবকাশ থাকিতে পারে। ফলকথা এই যে সাধ্য বস্তুর ন্যায় সিদ্ধবস্তু কখন আগমমাত্রের প্রমেয় হইতে পারে না। অতএব উক্ত সূত্রে তর্ক নিমিত্ত আক্ষেপও পুনর্ব্বার সূত্রিত হইয়াছে। সূত্রের ফলিতার্থ এই যে 'ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ এবং চেতন স্বরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ বিকাররূপ জগতে তাঁহার বিস্তর বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেচনা করিয়া দেখ, প্রকৃতির গুণ বিকৃতিতে থাকা সম্ভব ও সঙ্গত বোধ হয়,

এবং তদ্বিপরীত হইলেই অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হইতে পারে। প্রকৃত স্থলে যদি ব্রহ্ম প্রকৃতি ও জগৎ বিকৃতি হয় তবে প্রকৃতির গুণ বিকৃতিতে বর্ত্তানই উচিত হইতে পারে। কিন্তু দিখিতে পাওয়া যাইতেছে সেই উভয়ের মধ্যে বড়ই বৈলক্ষণ্য আছে। প্রকৃতি স্বরূপ ব্রহ্ম চেতনরূপী পরম পরিশুদ্ধ বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত। বিকৃতি রূপ জগৎ অচেতন এবং যৎপরোনাস্তি অপরিশুদ্ধ। আমরা লোকে সর্ব্বদাই দেখিতেছি, কোন বিকারেই প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য নাই। কর্ণের কুণ্ডল, কণ্ঠের হার, বিকৃতি পদার্থ। ইহাদের প্রকৃতি সুবর্ণ ভিন্ন মৃত্তিকা হইতে পারে না। এবং স্থালী শরাব প্রভৃতি বিকৃত পদার্থ। তাহাদের প্রকৃতি মৃত্তিকাভিন্ন সুবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মৃন্ময় বিকারের প্রকৃতি মৃত্তিকা, এবং সৌবর্ণ বিকারের প্রকৃতি সুবর্ণ ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত এবং লোক প্রসিদ্ধ। আমরা প্রত্যক্ষে দেখিতেছি এই জগৎ যেমন অচেতন তেমনি সুখ দুঃখ শোকময়, এবং যাহার পর নাই অপরিশুদ্ধ। ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহার প্রকৃতিও ঐরূপ অচেতন ও সুখ দুঃখ শোকময় এবং যৎপরোনাস্তি অশুদ্ধ। অচেতনত্বাদি ধর্ম্মবর্জ্জিত সম্পূর্ণ বিলক্ষণ পরাৎপর পরব্রহ্মকে এই অপবিত্র জগতের উপাদান কারণ কোন রূপেই বলিতে পারা যায় না। ফলতঃ জগতের যেরূপ অশুদ্ধি ও অচেতনতা দেখিতেছি তাহাতে ইহাকে চেতনস্বরূপ পরম পবিত্র পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অবশ্যই প্রতীতি হইতে পারে সন্দেহ নাই। সিদ্ধান্ত স্থির আছে যাহা

মিশ্রিত নহে তাহাই পবিত্র। এই নিয়মেও ব্রহ্ম, কিছুতে মিশ্রিত হইতেছেন না বলিয়া পবিত্র, এবং জগৎ, সুখ দুঃখ মোহময়, প্রীতি, পরিতাপ, বিষাদ প্রভৃতির হেতু, এবং স্বর্গ নরক প্রভৃতি উচ্চ নীচ প্রপঞ্চ বলিয়া অপবিত্র হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে জগতের অশুদ্ধি স্থিরীকৃত হইল, এক্ষণে ইহার অচেতনতা স্থির করা যাইতেছে। জগতের অচেতনতা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলে আদৌ তাহার সহিত চেতনের কি সম্বন্ধ তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ উপকার্য্য ও উপকারক ভাব স্বরূপ সম্বন্ধই প্রতীত হইয়া থাকে, কারণ জগৎ কেবল চেতনের কার্য্যেই সতত ব্রতী হইয়া আছে। কিন্তু এইরূপ সম্বন্ধ তুল্য বস্তুদ্বয়ে কদাচ সম্ভবিতে পারে না, প্রদীপে কি প্রদীপান্তরের কোন উপকার দর্শে। অতএব বলিতে হইল জগৎ চেতনের উপকরণ স্বরূপ, ভিন্ন প্রকার পদার্থ, তত্তুল্য পদার্থান্তর নহে। সুতরাং বলা হইল তাহা চেতন বিহীন পদার্থ।

"এস্থলে এমন আপত্তি হইতে পারে যে, অচেতন পদার্থই যে চেতনের উপকরণ হয় তাহা নয়, স্বামি ভৃত্য ন্যায়ে চেতনকেও চেতনের উপকরণ হইতে দেখা যায়। এ কথার উত্তরে এই বক্তব্য যে স্বামী ও ভৃত্যের অচেতন ভাগই তত্তৎ চেতন ভাগের উপকরণ। অনুভবও হইতেছে এক চেতনগত বুদ্ধ্যাদিরূপ অচেতন ভাগে চেতনান্তরের উপকার হয়। তদ্ভিন্ন সমান দুই চেতন কখন পরস্পর উপকারক বা অপকারক হইতে পারে না। সাংখ্যবাদীরা কহেন 'চেতনেরা নিতান্তই অকর্ত্তা অর্থাৎ স্বয়ং কিছুই করেন

না। এতাবতা স্থির হইল অচেতন মাত্রেই কার্য্যের কারণ হইয়া থাকে। কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতিকে চেতন পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে পারি, এমন কোন প্রমাণ নাই। এবং লোকেও দেখিতে পাইতেছি চেতন ও অচেতনের বিভাগ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব বলিতে হইল জগৎ ব্রহ্মহইতে বিলক্ষণ এই হেতু ব্রহ্মপ্রকৃতিক নয়।

"যাহাই হউক এই সমস্ত বিরুদ্ধমতের কথা শুনিয়াও যদি কেহ ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করে, আমি তাহারি মতে সম্মত হইব এবং মুক্তকণ্ঠে কহিব, বিকারে প্রকৃতির সমন্বয় ত স্পষ্টই দেখিতেছি তবে জগৎকে চেতন বলিয়া স্বীকার করিব না কেন? তবে যে সর্ব্বত্র সমভাবে চৈতন্যের বিকাশ দৃষ্ট হয় না, তাহার কারণ কেবল বিশেষ২ পরিণাম। স্পষ্টচেতন জীবগণ নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে তদবস্থায় তাহাদিগের চৈতন্যের কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফূর্ত্তি থাকে না, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া আসিতে হইয়াছে, এখন কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রভৃতি পদার্থে সেই প্রকার চৈতন্য স্ফূর্ত্তির অভাব আছে বলিলে কোন হানিই হইতে পারে না। বস্তুতঃ যদি তাদৃশ স্ফূর্ত্তি ও তদভাব এবং রূপাদিমত্তা ও তদভাব এই মাত্র বিশেষ স্বীকার করা যায় তাহাহইলে কি জীব কি জড় সকলই একধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান ও অপ্রধান ভাব থাকিলেও কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। লোকে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি ওদন, শাক, সূপ, মৎস্য মাংস প্রভৃতি বস্তুজাত কেবল পার্থিব বিকার মাত্র।

তদংশে তাহাদের মধ্যে কিছুই ইতরবিশেষ নাই। কিন্তু সেই২ বস্তুতে আত্মধর্ম্মের বিশেষ থাকাতেই উপকার্য্য উপকারকভাব বিদ্যমান আছে প্রকৃতস্থলেও সেইরূপ থাকিতে পারে বাধা কি? বরং এমতে চেতনাচেতন বিভাগে কোন বিরোধই হইতে পারে না। বিশেষতঃ চেতনত্ব অচেতনত্ব স্বরূপ যে বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, এই মতদ্বারা তাহারও এক প্রকার পরিহার হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ বৈলক্ষণ্য কিম্বা আর কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য পরিহৃত হইতে পরে না, বস্তুতঃ হওয়াও দুর্ঘট। ইহা সূত্রেও প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা 'শব্দই বিলক্ষণত্বের বোধক'। অর্থাৎ আমরা যেসমস্ত পদার্থ দেখিতে পাই সে সমস্তই চেতন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু শ্রুতিতে ব্রহ্ম তাহাদের উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তবে এস্থলে এই বলিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবেক যে কেবল শব্দ প্রমাণ বলেই তাঁহাদের উৎপ্রেক্ষা হইয়া থাকে মাত্র। আর যেমন শব্দের প্রমাণে চেতনত্বের উৎপ্রেক্ষা হয়, তেমনি তাহাদ্বারা তাহার বিরোধিও হইয়া থাকে। 'এই জগৎ বিজ্ঞান অবিজ্ঞানময়' এই শ্রৌতশব্দ প্রমাণই তাদৃশ বিরোধের উদ্বোধক। এই শ্রুতি তাৎপর্যের দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতে পারে জগৎ এক অংশে সচেতন এবং অপর অংশে চেতনহীন হয়। যদি বল শ্রুতিতে 'পৃথিবী বলিলেন, জল বলিলেন, তেজ দেখিলেন, জল দেখিলেন' ইত্যাদি চেতনাভিমানি ভুত-বিষয়ক চেতনত্ব তো প্রতিপাদিত আছে এবং 'ইন্দ্রিয়গণ

আমি বড় আমি বড় বলিয়া পরস্পর বিবদমান হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন, তৎপরে বাক্যের নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলেন আপনি মধ্যস্থ হইয়া আমাদের কে বড় নিরূপণ করিয়া দিউন' ইত্যাদি চেতনাভিমানি ইন্দ্রিয়বিষয়ক চেতনত্ব শ্রুতিও প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে, অতএব শ্রুতিদিগের যখন পরস্পর বিরোধ সপ্রমাণ হইতেছে, তখন তত্ত্বাবতের প্রতি কি প্রকারে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। ইহার প্রকৃত সদুত্তরও ভগবান্ বেদব্যাস সূত্রিত করিয়াছেন। সেই সূত্রার্থ এই যে, 'হউক না কেন বিশেষ ও অনুগতি থাকিলেই অভিমানি ব্যপদেশ সঙ্গত হইতে পারে'। ইহার ভাষ্যার্থ এই যে 'হউক না কেন' অর্থে আশঙ্কার অপনোদন হয়। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি কহিলেন এবং ইন্দ্রিয়াদি দেখিলেন ইত্যাকারক শ্রুতিদ্বারা ভূতগ্রাম ও ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব শঙ্কা করাই অকর্ত্তব্য। অভিমানিনী দেবতাদিগকে ব্যপদেশ করাই এক প্রকার শ্রুতির উদ্দেশ্য। দেবতাদিগের বদন সংবদন প্রভৃতি চেতনের উপযুক্ত ব্যবহার স্থলে পৃথিব্যাদির অভিমানিনী দেবতারাই ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু ভূতগ্রাম ও ইন্দ্রিয়গণকেই ব্যপদেশ করা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। এই প্রকার উপপত্তির মূলকারণ বিশেষ এবং অনুগম। বিশেষের স্বরূপ ইতি পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি তথাপি স্মরণার্থ এস্থলেও সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে। জগতীগত পদার্থ সকল দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, চেতন ও অচেতন। তন্মধ্যে ভোক্তৃ স্বরূপ আত্মভাগ চেতন। এবং ভোগ্যরূপ ভূতগ্রাম

ও ইন্দ্রিয়গণ অচেতন। এই চেতন ও অচেতনের মধ্যে যে বিভিন্নতা প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম বিশেষ। তাবৎ পদার্থ চেতনরূপে একাকার হইলে আর উক্ত বিশেষের স্থল থাকিতে পারে না। কৌষীতকীরা পাছে কেহ করণকে কারণ বলিয়া বোধ করে এই আশঙ্কায় অধিষ্ঠাতা চেতনকে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রাণ সংবাদের মধ্যে দেবতা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই বিশেষ বোধক শ্রুতির ভাবার্থ এই যে, সেই সকল ইন্দ্রিয়াভিমানিনী দেবতারা পরস্পর বিবদমান হইয়া' ইত্যাদি। এবং 'এই যে সেই অভিমানিনী দেবতা সকল প্রাণগত নিঃশ্রেয়স অবগত হইয়া' ইত্যাদি। চেতনারূপিণী অভিমানিনী দেবতারা যে অনুগম করিয়া থাকেন তাহারও ভূরি ২ প্রমাণ পাওয়া যায়। মন্ত্র অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিই প্রস্তাবিত অনুগমের আকর স্থল। এতদ্ভিন্ন 'অগ্নিদেব, বাক্যের স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন' এই প্রকার শ্রুতিতাৎপর্য্যেও কারণাভিমানিনী দেবতাকে অনুগতা বলিয়া বোধ হইতেছে। এবং উক্ত প্রাণসংবাদের শেষেও শ্রুত হইয়াছে যে প্রাণেরা প্রাধান্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য স্বপিতা প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে একে ২ উৎক্রমণানুযায়ী অন্বয় ও ব্যতিরেক বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন প্রাণই সর্ব্ব প্রধান। তোমরা তাঁহাকেই যথা বিধানে সম্মান করিতে থাক' ইত্যাদি শ্রুতিতে দেবতাগণের অস্মদাদির ন্যায় লৌকিক ব্যবহারের অনুগত থাকা কেবল ব্যপদেশভিন্ন আর কিছুই

বোধ হইতে পারে না। শ্রুতিতে ‘তেজ দেখিলেন, জল দেখিলেন’ এমত প্রয়োগের উক্ত তাৎপর্য্যে অভিমানিনী দেবতা অর্থ করাই কর্ত্তব্য।

ইতি পূর্ব্বে ইহা আক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, জগৎ ব্রহ্মহইতে বিলক্ষণ, একারণ ব্রহ্ম তাহার প্রকৃতি বলা যায় না, ভগবান্ ব্যাসদেব পরসূত্রে তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন”।

এই পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিয়া সত্যকাম কহিলেন “মহারাজ সাংখ্য দর্শনে তো আমার শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ নাই, কিন্তু বেদান্ত মীমাংসার তদুক্ত আপত্তি কোন প্রকারে খণ্ডাইবার নহে। ব্রহ্ম এবং জগৎ বিলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ কি সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কহা ঘোরতর বিরুদ্ধ বচন।

মহারাজ। “শঙ্করাচার্য্য উক্ত পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর কি করেন নাই”?

সত্যকাম। “তাঁহার উত্তর কোন প্রকারে সংযুক্ত নহে। শ্রবণ করুণ যথা ২ অধ্যায়ের ১ পাদের ৭ সূত্র।

দৃশ্যতেতু। তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদুক্তং বিলক্ষণত্বান্নেদং জগদ্ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি নায়মেকান্তঃ দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন চ প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনামুৎপত্তিরচেতনত্বেন চ প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনং। নন্বচেতনান্যেব পুরুষাদিশরীরাণ্যচেতনানাং কেশনখাদীনাং কারণানি অচেতনান্যেব বৃশ্চিকাদিশরীরাণ্যচেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণীত্যুচ্যতে এবমপি কিঞ্চিদচেতনং চেতনস্যায়তনভাবমুপগচ্ছতি কিঞ্চিন্নেত্যস্ত্যেব বৈলক্ষণ্যং। মহাংশ্চায়ং পারিণামিকঃ স্বভাব বিপ্রকর্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাঞ্চ রূপাদিভেদাৎ তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাঞ্চ অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলীয়েত। অথোচ্যেত অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষ্বনুবর্ত্তমানঃ গোময়াদীনাঞ্চ

বৃশ্চিকাদিম্বিতি ব্রহ্মণোঽপি তর্হি সত্তালক্ষণঃ স্বভাব আকাশাদিম্বনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দূষয়তা কিমশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্যাননুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বমভিপ্রেয়তে উত যস্য কস্যচিৎ অথচৈতন্য-স্যেতি বক্তব্যং প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ নহি অসত্ত্ব-তিশয়ে প্রকৃতিবিকারভাব ইতি ভবতি। দ্বিতীয়ে চাপ্রসিদ্ধত্বং। দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণোব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিম্বনুবর্ত্তমান ইত্যুক্তং। তৃতীয়ে তু দৃষ্টান্তা-ভাবঃ কিং হি যচ্চৈতন্যেনানন্বিতং তদ্ব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্মকারণবাদিনং প্রত্যুদাহ্রিয়েত সমস্তস্যাস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ॥

"ভগবান্ ব্যাসের আর একটী যে সূত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। ২। ১। ৭। তত্তাৎপর্য্য এই যে, 'কিন্তু দেখা যাইতেছে' এই সূত্র ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখেন 'তোমরা যে পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিয়াছ প্রত্যক্ষ জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণ, অতএব ব্রহ্ম তাহার প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ হইতে পারেন না, সেই পক্ষটী নিয়ত নহে। কারণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পুরুষাদি চেতন পদার্থ হইতে অচেতন কেশ নখাদির, এবং অচেতন গোময়াদি পদার্থ হইতে চেতন রূপ বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়। অতএব চেতনের উপাদান চেতন, ও অচেতনের উপাদান অচেতন এই নিয়ম কখনই একান্ত হইতে পারেনা।

"ইহার উপর তোমরা এই বলিয়া আপত্তি তুলিতে পার যে অচেতন পুরুষাদির শরীর হইতে অচেতন কেশ নখাদির এবং অচেতন গোময়াদি হইতে অচেতন বৃশ্চিকাদি শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব আমাদের মতে কার্য্য কারণের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। ইহাতে আমি বলি, তাহাতে অবশ্যই বৈলক্ষণ্য আছে, দেখনা কেন তুমি

কিঞ্চিৎ অচেতনকে চেতনের আয়তন বলিতেছ কিঞ্চিৎকে বলিতেছ না, এই যে তোমার মহৎ বৈলক্ষণ্য স্বীকার করা হইতেছে। বস্তুতঃ পুরুষাদি ও কেশনখাদির যে প্রকার রূপ ভেদ দেখিতেছি তাহাতে প্রকৃতির বিকারগত বিজাতীয় বৈলক্ষণ্যই ত দৃষ্ট হইতেছে এইরূপ গোময়াদি বস্তুর পরিণাম যে বৃশ্চিকাদি তাহাও কোন বিপ্রকৃষ্ট নহে? বিশেষতঃ ইহাও বিবেচ্য যে কার্য্য ও কারণ উভয়ে সমান রূপ হইলে তাহাদের প্রকৃতি ও বিকৃতি ভাব এককালেই লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহার উপরও যদি বল যে পুরুষাদিতে যে পার্থিবত্বাদি স্বভাব আছে, কেশনখাদিতে তাহা অনুবর্ত্তমান থাকে, অতএব ঐকরূপ্যের অসদ্ভাব কি? ইহাতে আমি বলিব ব্রহ্মের সত্তারূপ স্বভাবও কোন্ আকাশে অনুবর্ত্তমান নাই; সুতরাং তোমাদের জগৎকে ব্রহ্মবিলক্ষণ বলিয়া উঠাই ভার হইয়া পড়ে। আর যদি তর্কানুসরণে প্রবৃত্ত হও তবে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তোমরা যে বিলক্ষণত্ব নিবন্ধন জগতের ব্রহ্মপ্রকৃতিত্ব দূষিতে চাও সেই বিলক্ষণত্বের আকার কি? সমস্ত ব্রহ্মস্বভাবের অনুবর্ত্তনই বিলক্ষণত্ব, কি তদীয় যে কোন স্বভাবের অনুবর্ত্তন, কিম্বা চৈতন্য মাত্রের অনবর্ত্তন, তোমাদের কি বলা অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। যদি প্রথম বিকল্প তোমাদের অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ যদি বল ব্রহ্মের অশেষ স্বভাব কার্য্যে অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এক কালেই সমস্ত প্রকৃতি বিকারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। কারণ প্রকৃতির অতিরিক্ত বস্তুই যখন থাকিতেছে না, তখন প্রকৃতি বিকার-

ভাব থাকাই অপ্রসিদ্ধ। এখন বলিবে আমরা দ্বিতীয় বিকল্পের অনুগামী, অর্থাৎ ব্রহ্মের যে কোন স্বভাব কার্য্যে অনবর্ত্তমান আছে, ইহা বলিতে চাই। আমি ইহার উত্তরে বলি, তবে ত তোমারই কথায় এমত বোধ হইতেছে, তাদৃশ স্বভাবের অপ্রসিদ্ধতা আছে। আমার মতে উক্ত যে কোন স্বভাবটী অপ্রসিদ্ধই হইতে পারে না। কারণ ইতি পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ব্রহ্মের সত্তারূপ স্বভাব কার্য্যেতে অনুবর্ত্তমান হয়। অবশেষে বলিবে তবে তৃতীয় বিকল্পই অবলম্বন করিব। অর্থাৎ বলিবে চৈতন্যের অনুবর্ত্তন কার্য্যে হইয়া থাকে। আমি উত্তর করিব তবে ত তোমাদের মতে দৃষ্টান্ত স্থল পাওয়া যাইতে পারে না। যদি এমন হইল যাহারা ব্রহ্মকে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করেন সেই ব্রহ্ম কারণ বাদী দিগের নিকট তোমরা কিরূপে উদাহরণ দিয়া কহিবে যে যাহা কিছু অচেতন পদার্থ আছে তাহা অব্রহ্ম প্রকৃতিক রূপেই দৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তাহার উপাদান ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২। ১। ৭।"

"দেখুন মহারাজ এ উত্তর কেমন অযুক্ত। কেশ নখের দৃষ্টান্ত এস্থলে সংলগ্ন হয় না, কেশ নখ অচেতন পার্থিব পদার্থ বটে, দেহই তাহার উপাদান, দেহও তো অচেতন এবং পার্থিব। দেহের স্বকীয় চৈতন্য নাই। যদি চেতন এবং অপার্থিব আত্মা হইতে কেশ নখের উৎপত্তি হইত তবে দৃষ্টান্ত সংলগ্ন হইত বটে। অপর শঙ্করাচার্য্য কহেন যে, যেমন কেশ নখ এবং দেহ মধ্যে পার্থিবত্ব

সম লক্ষণ আছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম এবং আকাশাদি সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেও সত্তা সম লক্ষণ দেখা যায়; অতএব ব্রহ্ম তদুপাদান হওয়াতে দোষ কি? শঙ্করের এ তর্কে বিরুদ্ধ বচন আছে তাহা অবিদ্যা প্রসঙ্গে পরে প্রকাশ হইবে সম্প্রতি উহার অতি ব্যাপ্তি দেখুন। সত্তা তাবৎ দ্রব্যের লক্ষণ, সত্তা না থাকিলে লক্ষণাক্রান্ত উপাদান বিশিষ্ট দ্রব্যই অসম্ভব হয়, তবে সত্তাকে উপাদানের প্রমাণ করিলে তাবৎ পদার্থের লক্ষণ হইতে পারে, কার্য্যও কারণের কারণ হইতে পারে। সত্তা কোন পদার্থের বিশেষ লক্ষণ নহে, সুতরাং সত্তাকে অবলম্বন করিয়া উপাদান নির্ণয় কখনই হয় না। মহর্ষি কণাদ 'যদ্বিষাণী তস্মাদশ্বো' বলিয়া যে হেত্বাভাসের দৃষ্টান্ত করিয়াছেন শঙ্করের তর্কে সেই হেত্বাভাস দেখা যায়। শৃঙ্গ আছে বলিয়া কোন পশুকে গরু বলিলে হেত্বাভাস হয়, কেননা শৃঙ্গ গোত্বের বিশেষ চিহ্ন নহে, সত্তা আছে বলিয়া উপাদান নির্ণয় করিলেও ঐরূপ দোষ হয়।

"অপিচ সাংখ্যবেত্তারা বেদান্ত বচন সাক্ষাৎ প্রত্যাখ্যান করত স্পষ্ট কহিয়াছেন যে চেতন পদার্থ অচেতন পদার্থের উপাদান হইতে পারে না, চেতনের বিকারে অচেতন হয় না। সাংখ্যেরা যাহা অসম্ভব কহিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহা সম্ভব কহেন, সুতরাং এবিষয়ে দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণ নির্দ্দেশের ভার শঙ্করের উপরেই বর্ত্তিতে পারে। যে ব্যক্তি কোন কথাকে গগণ পুষ্প তুল্য অসম্ভব কহে তাহার উপর প্রমাণের ভার কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে? অসম্ভবের কি দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে? গগণ পুষ্প কি

কোন বস্তুর উপমেয় হইতে পারে? তবে এমত স্থলে শঙ্করের পক্ষে দৃষ্টান্ত প্রার্থনা করা অতি অসঙ্গত, তিনি আবার যে প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্ত প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা চমৎকারের ব্যাপার। তিনি আদৌ মীমাংসা করিয়াছেন যে ব্রহ্মই সকল পদার্থের প্রকৃতি, ইহার বিরুদ্ধ কথা গ্রাহ্য করিবেন না, তবে প্রতিপক্ষের নিকট আবার প্রমাণ প্রার্থনার তাৎপর্য্য কি? তিনি আপনি সাংখ্যবেত্তারদের সহিত তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনি কহিয়াছেন যে, কেবল বেদ বচন মাত্র প্রমাণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মের ন্যায় অনুষ্ঠেয় পদার্থ হইয়া পড়িবে, আপনি তর্ক বলের আড়ম্বর করিয়াছেন। যথা

যদি প্রমাণান্তরানবগাহ্যঃ আগমমাত্রপ্রমেয়োযমর্থঃ স্যাদনুষ্ঠেয় ইব ধর্ম্ম। * * * যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সত্যেকবশেনেতরা নীয়ন্তে এবং প্রমাণান্তরবিরোধেপি তদ্বশেনৈব শ্রুতি নীয়তে।

"তর্ক কালে উদ্দিশ্য বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না, তাহা বলিলে সাধ্য সম হেত্বাভাস হয়; কিন্তু আদৌ ব্রহ্মকে তাবৎ পদার্থের প্রকৃতি বলিয়া বসিলে তর্ক কি রূপে সম্ভবে? যাহা সাধ্য, তাহাই একেবারে স্বেচ্ছাক্রমে স্বতঃসিদ্ধ বলিলে তর্কে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। তবে প্রতিপক্ষকে তর্কক্ষেত্রে আহ্বান করাই অন্যায় একেবারে নিগ্রহস্থান বলিলেই হয় অর্থাৎ এমত প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক হইতে পারে না"।

মহারাজ। "সত্যকাম, সভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের আর যাহা আবৃত্তি করিতে হয়, কর। বাদানুবাদ পরে হইবে"।

সত্যকাম। “রাজা জয়তু। সাংখ্যবেত্তারদের আর এক আপত্তি এইরূপে ব্রহ্মসূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং ॥ অত্রাহ যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্ব-পরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মকং কার্য্যং ব্রহ্মকারণকমভ্যুপগম্যেত তদাঽপীতৌ প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণেঽবিভাগমাপদ্যমানং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিত্যপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্যেবাশুদ্ধ্যাদিরূপতাপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিত্যসমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনং। অপিচ সমস্তস্য বিভাগস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাদ্ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভা-গেনোৎপত্তির্ন প্রাপ্নোতি ইত্যসমঞ্জসং। অপিচ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণাঽ-বিভাগং গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েপি পুনরুৎপত্তাবভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং। অথেদং জগদপীতাবপি বিভক্ত মেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেত এবমপ্যপীতিরেব নসম্ভবতি কারণাব্যতিরিক্তঞ্চ কার্য্যং নসম্ভবতীত্যসমঞ্জসমেবেতি ॥

এইসূত্রে ২। ১। ৮। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্ম-কারণবাদের আর এক অন্যথাবাদ সূত্রিত করিয়াছেন এবং তদ্ভাষ্যে ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা

“প্রস্তাবিত ব্রহ্মকারণবাদ, প্রলয়াবস্থায় তদ্ধর্ম্মপ্রসক্তি হয় বলিয়া অসমঞ্জস হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য-দ্বারা এই সূত্রকে এইরূপ বিসদ করেন যে, “স্থূল, সাবয়ব অচেতন, পরিচ্ছিন্ন, অশুদ্ধ কার্য্যজাত যদি ব্রহ্মকারণক বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে প্রলয়াবস্থায় যখন তাহারা কারণ রূপ ব্রহ্মে বিলীন হইবে, এবং কারণকে কার্য্য হইতে পৃথক্ করিয়া উঠিতে পারা যাইবেক না, তখন ত সেই কার্য্যজাত কারণকে আত্মদোষে দূষিত করিতে পারে, সুতরাং প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্মকারণ হইয়াও কার্য্যের

ন্যায় অশুদ্ধাদিরূপ হইয়া পড়েন। তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের কারণ এই ঔপনিষদ দর্শন যৎপরোনাস্তি অসমঞ্জস হয়। এতদ্ভিন্ন এস্থলে আর একটী অসমঞ্জসও ঘটিতে পারে যে প্রলয়কালে সমস্ত বস্তুজাতের যখন একীভাব হয় তখন আর পৃথক্‌ভাব থাকিতে পারে না। যদি পৃথগ্ভাব না থাকে তাহা হইলে পুনর্ব্বার উৎপত্তির সময়ে ভিন্ন২ বস্তুর কোন নিয়ম কারণও থাকা অসম্ভব হয়। এইরূপে নিয়ম কারণের অভাব হইলে ভোক্তৃ ভোগ্য প্রভৃতি বিভাগ দ্বারা উৎপত্তিই হইতে পারে না। আর একটী অসমঞ্জস এই হয় যে প্রলয়কালে ফল ভোক্তা জীব সকল পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ঐকাত্ম্যরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে অর্থাৎ তৎকালে তাহাদের ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না। এবং তখন তাহাদের পুনর্জ্জন্মের প্রতি কারণ স্বরূপ কর্ম্ম সকলও লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তথাপি আমাদের স্বীকার আছে যে তাহাদের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয়। যদি এমন হইল তবে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগেরও পুনরুৎপত্তির আপত্তি হউক। অপর একটী অসমঞ্জসও এইরূপে ঘটিতে পারে। যদি বল, এই জগৎ প্রলয়কালেও বিভক্ত ভাবে ব্রহ্মের সহিত অবস্থান করুক তাহাহইলে আর দোষ কি? উত্তর, দোষ আছে। তাহা হইলে প্রলয়েরই সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তখন কারণ মাত্র ভিন্ন কোন কার্য্যই থাকিতে পায় না। ২। ১। ৮।

বেদান্তির উত্তর। যথা

অত্রোচ্যতে ॥ নতু দৃষ্টান্তাভাবাৎ ॥ নৈবাস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদসাম-

জ্যন্তি, যত্তাবদভিহিতং কারণমপি গচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েদিতি তদদূষণং, কস্মাৎ, দৃষ্টান্তাভাবাৎ সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ যথা কারণমপি গচ্ছৎ কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ নদূষয়তি। তদ্যথা শরাবাদয়ো মৃৎ-প্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়ামুচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপি গচ্ছন্তো ন তামাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি পৃথিবীবিকারশ্চ চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামোন পৃথিবীমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। ত্বৎপক্ষস্যতু নকশ্চিদ্দৃষ্টান্তোস্তি অপিতিরেব হি নসম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং স্বধর্ম্মেণৈবাবতিষ্ঠেত অনন্যত্বেপি কার্যকারণয়োঃ কার্যস্য কারণাত্মত্বং নতু কারণস্য কার্যাত্মত্বং আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ইতি বক্ষ্যামঃ অত্যল্পঞ্চেদমুচ্যতে কার্যমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃ-জেদিতি স্থিতাবপিহি সমানোয়ং প্রসঙ্গঃ কার্যকারণয়োরনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্মেত্যেবমাদিভির্হি শ্রুতিভিরবিশেষেণ ত্রিষ্বপি কালেষু কার্যস্য কারণাদনন্যত্বং শ্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ কার্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাবিদ্যাধ্যারোপিতত্বান্নতৈঃ কারণং সংসৃজ্যতইতি অপিতাবপি সসমানঃ। অস্তি চায়মপরোদৃষ্টান্তঃ যথাস্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে অবস্তুত্বাৎ এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া নসংস্পৃশ্যতইতি। যথাচ স্বপ্নদর্শকঃ স্বপ্ন-দর্শনমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে প্রবোধসংপ্রসাদয়োরনন্বাগতত্বাৎ এবমবস্থাত্রয়-সাক্ষ্যেকোঽব্যভিচার্যবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা নসংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হ্যেতৎ যৎপরমাত্মনোবস্থাত্রয়াত্মনাঽবভাসনং রজ্জ্বাইব সর্পাদিভাবেনেতি। অত্রোক্তং বেদান্তার্থসংপ্রদায়বিদ্ভিরাচার্য্যৈঃ অনাদিমায়য়া সুপ্তোযদা জীবঃ প্রবুদ্ধতে। অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতেতদেতি। তত্র যদুক্তমপীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্যেব স্থৌল্যাদিদোষ প্রসঙ্গ ইতি এতদযুক্তং যৎপুনরেতদুক্তং সমস্তস্যাবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্ব্বিভাগেনোৎপত্তৌ নিয়মকারণং নোপপদ্যতইতি অয়মপ্যদোষঃ দৃষ্টান্তভাবাদেব যথাহি সুষুপ্তিসমাধ্যাদাবপি সত্যাং স্বাভাবিক্যা-মবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যা জ্ঞানস্যানপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবতি এবমিহাপি ভবিষ্যতি। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য নবিদুঃ সতি সম্পদ্যামহইতি তইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তত্তদা ভবন্তীতি। যথাহ্যবিভাগেপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধো বিভা-গব্যবহারঃ স্বপ্নবদব্যাহতঃ স্থিতৌ দৃশ্যতে এবমপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধৈব

বিভাগশক্তি রনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্যাপোদিতত্বাৎ। যঃ পুনরয়মন্তেঽপরোবিকল্প উৎপ্রেক্ষিতোঽথেদং জগদপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণাবতিষ্ঠেতেতি সোঽপ্যনভ্যুপগমাদেব প্রতিষিদ্ধ স্তস্মাৎ সমঞ্জসমিদমৌপনিষদং দর্শনং॥

"এইরূপে প্রস্তাবিত অন্যথাবাদ স্থির করিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ পরসূত্রে ২। ১। ৯। বেদান্তমতে তাহার মীমাংসা করণ মানসে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎসূত্র ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যেরও যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। যথা

"দৃষ্টান্ত সত্ত্বে উক্ত অন্যথাবাদ ঘটিতেই পারে না" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই যে "আমাদিগের প্রকৃত বেদান্ত-দর্শনের মতে কিছুই অসমঞ্জস নাই। প্রলয়াবস্থায় কার্য্য সকল কারণের সহিত মিলিত ও একাকার প্রাপ্ত হইলেই আত্মগুণদ্বারা তাদৃশ নির্গুণ কারণকে কলুষিত করিতে পারে বলিয়া যে দোষারোপণ করা হইয়াছিল তাহা দোষের মধ্যেই ধর্ত্তব্য নহে। কারণ এবিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্যসকল কারণ ভাবে অবস্থিত হইয়াও কারণকে আত্মধর্ম্মে দূষিত করে না, ইহার ভূরি ২ দৃষ্টান্ত আছে, দেখ ঘট শরাব প্রভৃতি মৃদ্বিকার সকল ব্যবহার দশায় ছোট বড় মধ্যমভাবে থাকিয়া প্রলয়কালে পুনর্ব্বার সেই প্রকৃতি ভাবাপন্ন হয় এবং হার কেয়ুর অঙ্গদ প্রভৃতি সৌবর্ণ বিকার সকল ব্যবহারাবস্থায় উত্তমাধমমধ্যম রূপে বা ছোট বড় মধ্যমভাবে অবস্থিতি করিয়া প্রলয়ে পুনর্ব্বার সেই উপাদান রূপ সুবর্ণেই লীন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা আত্মধর্ম্ম দ্বারা কখন তাদৃশ প্রকৃতি রূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে

মিশ্রিত ও কলুষিত করে না। এই রূপ পৃথিবীর বিকার-জাত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চারি ভূত-গ্রামও কখন স্বীয় প্রকৃতিরূপা পৃথিবীকে আপন ২ ধর্ম্মে মিশ্রিত করে না। অন্যথাবাদীদিগের অবলম্বিত পক্ষের কোন দৃষ্টান্তই নাই। এমন কি, কার্য্য স্বধর্ম্মের সহিত কা-রণে লীন হইয়া থাকে একথা বলিলে প্রলয়েরই ত কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। প্রলয়দশায় কার্য্য ও কারণ পরস্পর অভিন্নভাবে থাকিলেও বলিতে হইবেক কার্য্যজাতই কারণরূপে অবস্থিত হয়, কিন্তু কারণ কখন কার্য্য রূপে অবস্থিতি করে না। এই কথা সূত্রান্তরে পরে প্রতিপাদিত হইবেক। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, "আরম্ভণ শব্দ স্পর্শাদি গুণ হইতেই পুনরুৎপত্তি হয়"।

"যাহাহউক এতদুপলক্ষে এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিতেও হই-তেছে দেখ প্রলয়দশায় কার্য্য সকল যদি স্ব২ ধর্ম্ম লইয়া কারণে বিলীন হইয়া থাকে, বল তাহা হইলেও এই প্রসক্তিটী সমান ভাবে থাকিয়া যায়। কারণ একথা স্বীকার করা হইয়াছে যে, কার্য্য ও কারণ পরস্পর অভিন্ন। বিশেষতঃ ভিন্ন২ শ্রুতিতেও কি বর্ত্তমান কি অতীত কি ভবিষ্যৎ কালত্রয়ে কোন বিশেষ না করিয়াই শ্রাবিত হইয়াছে যে, কার্য্য ও কারণের পরস্পর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। উক্ত শ্রুতি সকলের তাৎপর্য্য এই যে 'এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ আর কিছুই নয় কেবল আত্মা, বস্তুতঃ এই সমস্তই আত্মা। সৃষ্টির পূর্ব্বেও এই সমস্ত ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত ছিল। প্রলয়কালে এই সমস্ত ব্রহ্মই হইবেন

নিশ্চয়। এই সমস্ত শ্রুতি তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে তিন কালেই কার্য্য ও কারণের অভেদ প্রতীয়মান হয়। বেদান্ত মতে কি কার্য্য কি কার্য্যধর্ম্ম সমস্তই অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই নয়, সুতরাং তাদৃশ পদার্থে ব্রহ্মবস্তু মিশ্রিত হইতে পারে না। এই রূপ হইলে আর প্রলয়ে সে সমস্ত আরোপিত পদার্থের সহিত কারণ রূপ পর ব্রহ্ম সংসৃষ্ট হইবার বিষয় কি? কথাপ্রসঙ্গে আরো একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি স্বয়ং মায়া বিস্তার করিতে সমর্থ হয় সেই মায়াবি কখন আত্মকৃত মায়ায় সংস্পৃষ্ট বা মুগ্ধ হইতে পারে না। কারণ বস্তুতঃ তাহা কিছুই নয়। এইরূপ পরমাত্মাও সংসার মায়ায় কখন সংস্পৃষ্ট হইতে পারেন না। আরো একটী দৃষ্টান্ত বলি শুন, যেমন কোন স্বপ্নদর্শক ব্যক্তি স্বপ্ন-দর্শন মায়া দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না, কারণ সে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই অসম্বদ্ধ থাকে অর্থাৎ তাদৃশ দর্শক পদার্থ সেই অবস্থাদ্বয়াতীত হয়। সেইরূপ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী একমাত্র অব্যভিচারী পরব্রহ্ম পরস্পর ব্যভিচারী বিভিন্ন প্রকার অবস্থাত্রয়ে কখনই সংস্পৃষ্ট হয়েন না। তবে যে পরমাত্মার অবস্থাত্রয়রূপে প্রকাশ দেখিতে পাই সে কেবল মায়ামাত্র, রজ্জুর সর্পাদি ভাবে অবস্থান তুল্য। বেদান্ত বাদী মহানুভাব আচার্য্যেরা এই বিষয়েই কহিয়া গিয়াছেন যে “জীব সকল কেবল অনাদি মায়াবলে নিদ্রিত আছে। ইহারা যখন জাগরিত হইবেক তখনই অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈতরূপে উদ্বুদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই।

"যাহাহউক প্রস্তাবিত প্রকারে দৃষ্টান্ত সত্তা স্থিরীকৃত হওয়াতে এক্ষণ হইতেছে যে বিরুদ্ধবাদীরা প্রলয় দশায় কারণেতেও কার্য্যের ন্যায় স্থূলত্বাদি দোষ প্রসক্তি হয়, বলিয়া যে আপত্তি করেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে যুক্তি যুক্ত হয় না, এবং প্রলয় কালে সমস্ত বস্তুর বিভাগ না থাকিয়া যে বিভাগের সহিত পুনরুৎপত্তি হওয়া তাহার কোন নিয়ম কারণই উপপন্ন হয় না বলিয়া যে আর এক আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহাও দৃষ্টান্ত সত্তাবলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইল।

"দৃষ্টান্ত এই যেমন সুষুপ্তি ও সমাধি প্রভৃতি অবস্থায় স্বাভাবিক আবির্ভাগ প্রাপ্তি থাকাতে তৎকালীন মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় না বলিয়া সেই নিদ্রাও সমাধি ভঙ্গ হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিভাগ প্রতীয়মান হইতে থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত স্থলেও হইবেক। এতদ্বিষয়িণী শ্রুতিতেও ইহা শ্রাবিত হইয়াছে 'যে প্রলয়াবস্থায় এই সমস্ত প্রজা সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মে মিলিতভাবে থাকিয়া জানিতে পারে না যে আমরা সতেই সম্পন্ন হইয়া মিলিতভাবে রহিয়াছি। পরে পুনঃসৃষ্টি কালে তাহারাই কেহ ব্যাঘ্র কেহ সিংহ কেহ বা বৃক কেহ বা বরাহ কেহ বা কীট কেহ বা পতঙ্গ কেহ বা দংশ কেহ বা মশক রূপে যে যেমন পূর্ব্বে ছিল তেমনি ভাবেই জন্ম পরিগ্রহ করে। যেমন স্বপ্নাবস্থায় মিথ্যা জ্ঞান বিদ্যমান থাকে বলিয়া তৎকালীন বিভাগ ব্যবহারের কোন ব্যাঘাত দেখিতে পাই না তেমনি স্থিতি কালেও সেই মিথ্যা জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে সুতরাং তৎপ্রযুক্ত বিভাগ ব্যবহার কোন অংশেই ব্যাহত হইতে পারে না। এইরূপ প্রলয়া-

বস্থাতেও মিথ্যা জ্ঞান নিমিত্ত বিভাগ শক্তি অবস্থিত থাকে বলিয়া অনুমান করা যাইবেক আপত্তি বা ক্ষতি কি। এই রূপ স্বীকার করাতে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের যে পুনর্ব্বার উৎপত্তির প্রসক্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণরূপ প্রত্যুক্ত হইল। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়াতেই তাহার মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। জগৎ বিভক্তভাবে প্রলয়াবস্থাতেও পরব্রহ্মের সহিত অবস্থান করে এই পূর্ব্বোক্ত চরম বিকল্প উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছিল তাহাও আমাদের অস্বীকার বশতই প্রতিষিদ্ধ হইল। অতএব মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় আমাদের ঔপনিষদ দর্শন সর্ব্বতোভাবেই সমঞ্জস। ২। ১। ৯

মহারাজ। "সত্যকাম, একটা কথা বলি, এস্থলে তো ব্রহ্ম সূত্রে মায়াবাদের উল্লেখ দেখিতেছি। তুমি কি বল বৈয়াসিক?"

বৈয়াসিক। "সূত্রের মধ্যে দৃষ্টান্ত সূচনাই আছে মায়া বাদের চিহ্ন নাই শঙ্করাচার্য্য তাহার যথার্থ ভাষ্য করিয়াছেন তবে অবিদ্যার দুই এক কথাও লিখিয়াছেন বটে"।

সত্যকাম। "শঙ্করের তর্কের মুখ্যাংশ দৃষ্টান্ত। তবে তিনি কতিপয় বেদান্তার্থ সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্যের বচন উল্লেখ করিয়া অবিদ্যারও প্রসঙ্গ করিয়াছেন, স্বমত রক্ষার্থ অবিদ্যার প্রসক্তি করাতে এক প্রকারে অবিদ্যাবাদ গ্রহণ করাই হইয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ প্রতিপাদন করেন নাই, লৌকিক দৃষ্টান্তের উপরি নির্ভর দিয়াছেন"।

মহারাজ। "আচ্ছা, সূত্র এবং ভাষ্যের আবৃত্তি কর

কিন্তু পরে বিবেচনা করিতে হইবেক শঙ্কারাচার্য্য বিজ্ঞান বাদ খণ্ডন করিয়া আপনি আবার অবিদ্যার প্রসক্তি করিয়াছেন কিনা”।

সত্যকাম। “সাংখ্যদিগের আর এক আপত্তি এইরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা

প্রসিদ্ধোহয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগোলোকে ভোক্তাচ চেতনঃ শারীরো ভোগ্যাঃ শব্দাদয়োবিষয়াইতি যথা ভোক্তা দেবদত্তোভোগ্য ওদনইতি তস্য চ বিভাগস্যাভাবঃ প্রসজ্যেত যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবমাপদ্যেত ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবমাপদ্যেত। তয়োশ্চেতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাদ্‌ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত ন চাস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তং যথাত্বদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োর্বিভাগোদৃষ্টস্তথাতীতানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্যাভাবপ্রসঙ্গাদযুক্তমিদং ব্রহ্মকারণতাবধারণমিতিচেৎ কশ্চিচ্চোদয়েত্তং প্রতিব্রূয়াৎ স্যাল্লোকবদিতি। উপপদ্যত এবায়মস্মৎপক্ষেপি বিভাগঃ এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণবীচীতরঙ্গবুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে নচ সমুদ্রাদুদকাত্মনোঽনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেণতরঙ্গাদীনামিতরেতরভাবাপত্তির্ভবতি নচৈতেষামিতরেতরভাবানুপপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোঽন্যত্বং ভবতি এবমিহাপি নচ ভোক্তৃভোগ্যয়োরিতরেতরভাবাপত্তি র্নচ পরস্মাদ্ব্রহ্মণোঽন্যত্বমিতি ভবিষ্যতি॥

“কেহ এমন আপত্তি করিলেও করিতে পারে যে “আমরা লোকে প্রত্যক্ষেই দেখিতে পাইতেছি যে এই জগতে কেহ ভোক্তা এবং কেহ ভোগ্য এইরূপ বিভাগে বিভক্ত ও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে শরীরাধিষ্ঠাতা চেতন ভোক্তা, এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল ভোগ্য। লোকেও দেখা যাইতেছে দেবদত্ত ভোক্তা এবং ওদন ভোগ্য। এক্ষণে যদি সেই ভোক্তা, ভোগ্যভাব প্রাপ্ত হন, কিম্বা ভোগ্য ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয় তাহাহইলে তাদৃশ ভোক্তৃ ভোগ্যরূপ

বিভাগের এক কালেই অভাব হইয়া পড়ে। এবং যখন তাহারা পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই হইতেছে না তখন তাহাদের ইতরেতরভাবের অর্থাৎ পরস্পর অভিন্ন ভাবেরও আপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপে তাদৃশ প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা দেওয়া সর্ব্বথা অনুপযুক্ত। বরং যেমন বর্ত্তমান অবস্থায় ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমন অতীত ও অনাগতেরও বিভাগ কল্পনা করা উচিত। এক্ষণে এই ফলিতেছে যে যখন ভোক্তা ও ভোগ্যের কোন বিভাগই রহিতেছে না তখন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া অবধারণ করা কোনমতেই যুক্তি যুক্ত বোধ হয় না"। ইহার উত্তরে সূত্রকার কেবল এই মাত্র বলিয়াই শেষ করিয়াছেন যে "এ কেবল লৌকিক প্রায়"। শঙ্কর কহেন আমাদের পক্ষেও ঐ বিভাগ উপপন্ন হইতেছে। আর লোকেও এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেখ কেবল জলময় সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইয়াও তদ্বিকাররূপ ফেণ বীচী তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতির পরস্পর বিভাগ এবং তাহাদের পরস্পর সংশ্লেষ রূপ ব্যবহারের উপলব্ধিই হইয়া থাকে; কিন্তু এমন কখনই বলা যাইতে পারে না যে তাদৃশ বিকাররূপ ফেণ তরঙ্গাদি সকলের ইতরেতর ভাবাপত্তি হয় অর্থাৎ পরস্পর অভিন্ন ভাব হইয়া যায়। আর তাহাদের তাদৃশ অভিন্নভাব না জন্মিলেও সমুদ্র হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। এইরূপ এস্থলেও বলিতে হইবেক যে ভোক্তা ও ভোগ্যের ইতরেতর ভাব জন্মেও না এবং তাহাদের পর ব্রহ্ম হইতে ভিন্নতাও নাই। ২। ১। ১৩।

চতুর্থ আপত্তি এই

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ। অন্যথা পুনশ্চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে চেতনাদ্ধি জগৎপ্রক্রিয়ায়ামাশ্রীয়মাণায়াং হিতাকরণাদয়োদোষাঃ প্রসজ্যন্তে কুতঃ ইতরব্যপদেশাৎ ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতোইতিপ্রতিবোধনাৎ যদ্বাইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্বপ্রদর্শনাৎ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতিচ পরাদেবতা জীবমাত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো-ভিন্নঃশারীরইতি দর্শয়তি। তস্মাদ্যদ্ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং তচ্ছারীরস্যৈবেত্যতঃ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেবাত্মনঃ সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ নাহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালং। নহি কশ্চিদপরতন্ত্রো বন্ধনাগারমাত্মনঃ কৃত্বানুপ্রবিশতি নচ স্বয়মত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্নত্যন্ত মলিন দেহমাত্মত্বেনোপেয়াৎ কৃতমপিকথঞ্চিদ্যৎ দুঃখকরং তদিচ্ছয়া জহ্যাৎ সুখকরং চোপাদদীত স্মরেচ্চ ময়েদং জগদ্বিম্বিধ বিচিত্রং বিরচিতমিতি সর্ব্বোহি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি ময়েদং কৃতমিতি। যথা চ মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়ামিচ্ছয়া অনায়াসেনোপসংহরতি এবং শারীরোপীমাং সৃষ্টিমুপসংহরেৎ স্বকায়মপি তাবচ্ছরীরং শারীরোনশক্নোতি অনায়াসেনোপসংহর্ত্তুং। এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাদন্যাষ্যা চেতনাজ্জগৎপ্রক্রিয়েতি মন্যতে॥

"এই বিষয়ে আরও একটী আপত্তি আছে সূত্রকার তাহাও সূত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন যথা 'ব্রহ্মেতরের ব্রহ্মত্বব্যবদেশ থাকিলে হিতাকরণ রূপ দোষের প্রসক্তি হয়' শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখেন যে 'যদি এরূপ স্বীকার না কর তাহা হইলে চেতন কারণ বাদের উপর পুনর্ব্বার আক্ষেপ হইতে পারে। দেখ, চেতন হইতেই যখন তোমাকে জগতের প্রক্রিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন হিতের অননুষ্ঠানাদি রূপ দোষের প্রসক্তি হয়। তাহার করণ ইতরব্যপদেশ, অর্থাৎ ইতররূপ শারীর জীবের ব্রহ্মাত্মত্ব কথন। শ্রুতিও

স্বয়ং সেই ব্যপদেশ কহিয়াছেন। যথা ‘ অহে শ্বেত-কেতু ! তুমিই সেই আত্মা তুমিই সেই ব্রহ্ম ’। এইরূপ প্রতিবোধন রূপ শ্রুতি বাক্যে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহেন। অথবা ইতররূপ ব্রহ্মের জীবাত্মত্ব ব্যপদেশ ও শ্রুতি সম্মত এরূপ অর্থ হইতে পারে। তাদৃশ শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে ‘ব্রহ্ম তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন’। এস্থলে বোধ হইতেছে সৃষ্টিকর্ত্তা অবিকৃত ব্রহ্ম কার্য্য সমূহে অনু-প্রবেশ পূর্ব্বক শারীর জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং ‘তবে আমি জীবাত্মরূপে এই কার্য্যে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করি, এই শ্রুতিটী জীবকে আত্মশব্দে প্রয়োগ করিয়া স্পষ্টই ব্যক্ত করিতেছেন যে শারীর আত্মা ব্রহ্মাত্মা হইতে বিভিন্ন নহেন। এতাবতা এই ফল হইতেছে যে ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্বও শারীরের স্রষ্টৃত্ব বিভিন্ন নহে। যদি এরূপ স্থির হয় তবে এরূপ প্রসক্তিও হইতে পারে, যে স্বয়ং স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইয়া কেবল আপনার সৌমনস্যকর হিত কার্য্যই করিতে থাকুন, এবং জন্ম মরণ জরা রোগ প্রভৃতি ভূরি২ অনর্থরূপ অহিত কার্য্য কদাচই না করুন। বিবেচনা করিয়া দেখ না কেন, কোন স্বাধীন ব্যক্তি কি আপনার নিমিত্ত কারাগার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে; বস্তুতঃ পরমেশ্বর স্বয়ং অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়া নির-তিশয় মলিন দেহকে আত্মত্বরূপে অনুপ্রবেশ করেন ইহা সম্ভবই হইতে পারে না। বরং যদি কথঞ্চিৎ কোন দুঃখকরও বস্তু কৃত হইয়া থাকে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ

করেন এবং যেটী সুখজনক হয় তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তবে তিনি স্মরণ করিয়া থাকেন বটে আমি এই নানাপ্রকার বিচিত্র জগৎ বিরচন করিয়াছি। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় এক ব্যক্তি একটী কার্য্য সমাহিত করিয়া স্মরণ করে যে আজি আমি এই কার্য্যটী করিয়া উঠিলাম। আরো এক আপত্তি বলি শুন যেমন কোন মায়াবী স্বয়ং বিস্তারিত মায়াকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে উপসংহার করিতে অর্থাৎ তুলিয়া লইতে পারে এইরূপ শারীর আত্মাও এই সৃষ্টিটীকে তুলিয়া লউন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি শারীর আত্মার এমন ক্ষমতাই নাই যে তিনি আপনার শরীর আপনি উপসংহার করিতে সমর্থ হন। অতএব যখন আমরা প্রত্যক্ষে দেখিতেছি যে তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন হিতাকরণাদি দোষ নাই তখন চেতন হইতে এই জগতের প্রক্রিয়া কদাচই ন্যায্য হইতে পারে না এই আমাদের মত।

বেদান্তির উত্তর

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যৎসর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং শারীরাদধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ ন তস্মিন হিতাকরণাদয়োদোষা প্রসজ্যন্তে। নহি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি অহিতং বা পরিহর্ত্তব্যং নিত্যমুক্তত্বাৎ। নচ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধোবা ক্বচিদপ্যস্তি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ। শারীরস্ত্বনেবংবিধস্তস্মিন প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়োদোষাঃ নতু তৎ জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ ভেদনির্দ্দেশাৎ আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ সোন্বেষ্টব্যঃ সবিজিজ্ঞাসিতব্যঃ সতা সৌম্য তদা সংপন্নো ভবতি শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ ইত্যেবং জাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশোজীবাদধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। নম্বভেদনির্দেশোপি দর্শিতঃ তত্ত্বমসীত্যেবঞ্জাতীয়কঃ কথং

ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেযাতাং। নৈষদোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েনো-ভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অপিচ যদা তত্ত্বমসীত্যেবঞ্জাতীয়কে-নাভেদনির্দেশেনাভেদঃ প্রতিবোধিতোভবতি অপগতম্ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বং সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যগ্ জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ কুতোবা হিতাকরণাদয়োদোষাঃ। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসংঘাতোপাধ্যবিবেককৃতাহি ভ্রান্তির্হিতা-হিতকরণাদিলক্ষণঃ সংসারোনতু পরমার্থতোস্তীত্যসকৃদবোচাম জন্মমরণচ্ছেদনভেদ-নাদ্যভিমানবৎ। অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে সোন্বেষ্টব্য ইত্যেবঞ্জাতীয়কেন ভেদনির্দেশেনাবগম্যমানং ব্রহ্মণোধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরুণদ্ধি॥

“সূত্রকার বাদরায়ণ মুনি প্রস্তাবিত বিরুদ্ধ মতের উত্তর এইরূপে সূত্রিত করিয়াছেন যে ‘কিন্তু ভেদনির্দ্দেশবশতঃ ততোঽধিক হয়েন’ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই বলিয়া ইহার ভাষ্য আরম্ভ করেন যে “সূত্রান্তর্গত কিন্তু শব্দই পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবর্ত্তক। তোমরা যে সমস্ত হিতাকরণ প্রভৃতি দোষের প্রসক্তি দেখাও আমারদের মতে তাহা সম্ভবিতেই পারে না। কারণ আমরা বলিয়া থাকি, “যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি-মৎ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যসত্য স্বভাব এবং শারীর আত্মা হইতে অধিক ভিন্ন, তিনিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা”। সুতরাং তাঁহাতে আর তাদৃশ দোষের প্রসক্তি কি? বিবেচনা করিয়া দেখ তিনি যদি নিত্যমুক্ত হইলেন, তবে তাঁহাকে কিছু হিতও করিতে হয় না এবং তাঁহার কিছু অহিতও পরিহরণীয় থাকে না। তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তাহা হইলে কুত্রাপি তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধ ও শক্তির প্রতিবন্ধ ঘটিতে পারে না। শারীর আত্মাত এরূপ লক্ষণাক্রান্ত নহেন, বরং তাঁহাতেই হিতা-করণ প্রভৃতি দোষের প্রসক্তি হইতে পারে। কিন্তু আমরা

ত তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা বলি না। বলিই না বা কেন, তাহার কারণ নানা শ্রুতিতে ভেদনির্দ্দেশ আছে। তন্মধ্যে এক শ্রুতির মর্ম্ম এই যে ‘ আত্মাই দ্রষ্টব্য, আত্মাই শ্রোতব্য, আত্মাই মন্তব্য, আত্মাই নিদিধ্যাসিতব্য, আত্মাই অন্বেষ্টব্য, আত্মাই বিজিজ্ঞাসিতব্য। আর এক শ্রুতিতে বলেন ‘ অহে সৌম্য তৎকালে (জীব) সতের সহিত সম্পন্ন হয়’। অপর একটী শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে ‘ শারীর আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়’। এই সমস্ত শ্রুতি-তে প্রতীয়মান কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি ভেদনির্দ্দেশই ব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। তবে তোমরা এক কথা বলিলে বলিতে পার যে ‘ সেই ব্রহ্মই তুমি’ ইত্যাকার অভেদও ত শ্রুতি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? আমরা বলি এ দোষই নয়। কারণ আমরা প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বেই ব্যবস্থাপিত করিয়া আসিয়াছি যে তাদৃশ উভয় সম্ভব বৃহদাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় অসম্ভব নহে। আরো বলি যখন ‘ সেই ব্রহ্মই তুমি’ এইরূপ অভেদনি-র্দ্দেশদ্বারা অভেদ প্রতিবোধিত হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব থাকে না, এবং ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকর্তৃত্ব থাকে না, কারণ মিথ্যা-জ্ঞানজন্য সমস্ত ব্যবহারই তৎকালে সমীচীনরূপে বাধিত হইয়া পড়ে, সুতরাং কাহা হইতে সৃষ্টি হইবেক, এবং কাহা হইতেই বা হিতাকরণ প্রভৃতি দোষগণ সমুৎপন্ন হইবেক? আমরা পূর্ব্বে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া আসিয়াছি যে হিতাহিত করণাদিরূপ সংসার বস্তুতঃ কিছুই নয়, কেবল

ভ্রান্তি মাত্র। এবং সেই ভ্রান্তি অজ্ঞানজনিত যে কার্য-কারণরূপ উপাধি সকল তত্তাবতের অবিবেকমূলক। জন্ম, মরণ, ছেদন, ভেদন প্রভৃতি অভিমান ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ প্রস্তাবিত ভেদব্যবহার অবাধিত হইলে পর 'সেই ব্রহ্মই অন্বেষ্টব্য' এপ্রকার ভেদনির্দ্দেশদ্বারা প্রতীয়মান ব্রহ্মের অধিকত্বই উক্ত হিতাকরণ প্রভৃতি দোষ প্রসক্তিকে নিরোধ করিয়া ফেলে"।

অপর উত্তর

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ যথাচ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যাত্মকানামপ্যশ্মনাং কেচিন্মহার্হা মণয়োবজ্রবৈদূর্য্যাদয়োঽন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যকান্তাদয়োঽন্যে প্রহীণাঃ শ্বাবায়সপ্রক্ষেপণার্হাঃ পাষাণা ইত্যনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে যথাচৈকপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণামপি বীজানাং বহুবিধ পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনচম্পকাদিষূপলভ্যতে যথাচৈকস্যাপ্যন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনিচ কার্য্যাণি বিচিত্রাণি ভবন্তি এবমেকস্যাপি ব্রহ্মণোজীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বকার্য্যবৈচিত্র্যং চোপপদ্যত ইত্যতস্তদনুপপত্তিঃ পরপরিকল্পিতদোষানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। শ্রুতেশ্চ প্রামাণ্যাদ্বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাববৈচিত্র্যবচ্চেত্যভ্যুচ্চয়ঃ ॥

"পরসূত্রেও বেদব্যাস কহিয়াছেন 'প্রস্তরাদির ন্যায় তাহার অনুপপত্তি হয়'। শঙ্করাচার্য্য কহেন 'যেমন লৌকিক প্রস্তর সকল পার্থিব অংশে তুল্য হইয়াও কতিপয় প্রস্তর হীরক বৈদূর্য্য প্রভৃতি মহামূল্য মণি রূপে উত্তম শ্রেণীভুক্ত, ও সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি কতকগুলি মধ্যম শ্রেণিস্থ, এবং কাক কুক্কুরে প্রক্ষেপ করিবার জন্য কতক গুলি অধম বর্গীয় হইয়া নানারূপ প্রত্যক্ষ হয়। আর পার্থিব অংশে একাকার বীজসকলের চন্দন চম্পক

প্রভৃতিতে যেমন ফল পুষ্প গন্ধরসাদির বৈচিত্র্য দেখা যায়। এবং এক অন্ন হইতে সমুৎপন্ন লোহিত শ্লেষ্মাদি ও কেশ-লোমাদি কার্য্য সকল ভিন্ন ২ রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার একরূপ পরব্রহ্ম হইতেও জীব ও প্রাজ্ঞের বিভিন্নতারূপ কার্য্যের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। এইহেতু ভগবান ব্যাস কহিয়াছেন প্রস্তাবিত দোষের অনুপপত্তি হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রুতির প্রামাণ্যবলে তাবৎ বিকারকে যখন নাম-মাত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তখন তাহা স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সমূহের বৈচিত্র্য তুল্য বলিলে অপর দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইতে পারে।

" অপর আপত্তির সিদ্ধান্ত

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্নক্ষীরবদ্ধি। চেতনং ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণমিতিযদুক্তং তন্নোপপদ্যতে কস্মাৎ উপসংহারদর্শনাৎ। ইহহি লোকে কুলালাদয়োঘটপটাদীনাং কর্ত্তারোম্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যং কুর্ব্বাণা দৃশ্যন্তে ব্রহ্মচাসহায়ং তবাভিপ্রেতং তস্য সাধনান্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যেত তস্মান্ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি চেন্নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে যথাহি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতেঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। ননু ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি। নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবতীঞ্চ পরিণাম মাত্রামনুভবত্যেব ত্বার্য্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদিচ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যান্নৈবৌষ্ণ্যাদিনাপি বলাদ্দধিভাবমাপদ্যেত। নহি বায়ুর্ব্বাকাশোবৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যাচ তস্য সংপূর্ণতা সম্পাদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম নতস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়াচেতি। তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্বিচিত্রঃ পরিণামশ্চোপপদ্যতে।

"বিরুদ্ধবাদীদিগের আর একটী আপত্তিও পরসূত্রে প্রদর্শিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। যথা "উপসংহার দর্শনে আমাদের মতের অস্বীকার ক্ষীরদৃষ্টান্তে সঙ্গত হয় না"। শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন "যদি তোমরা বল লৌকিক একটী কার্য্য করিতে গেলে নানাপ্রকার উপকার সামগ্রীর আহরণ করা আবশ্যক দেখিতে পাইতেছি, তবে আমরা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি যে একমাত্র অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম এই চরাচর জগতের কারণ হইতে পারেন। দেখ কুলাল কুবিন্দ প্রভৃতিরা ঘট পট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকাপিণ্ড চক্র সূত্রাদি অনেক সামগ্রী সমাহরণ পূর্ব্বক তাদৃশ সাধন সম্পন্ন হইয়া তত্তৎকার্য্য করিয়া থাকে। ব্রহ্মের এই রূপ সাধন সামগ্রী আহরণ করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তাহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া অসহায় বলা তোমার অভিপ্রেত হইয়াছে। এখন যদি তিনি সাধনান্তর বিহীন হইলেন তখন তাঁহার জগতের স্রষ্টৃত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে। যদি এটী উপপন্ন না হয় তবে তাঁহাকে জগতের কারণ বলা যাইতে পারে না। আমি ইহা দোষ বলিয়াই স্বীকার করি না। দ্রব্যের স্বভাব বিশেষ মানিলে আর কোন অনুপপত্তিই থাকিতে পারে না। ক্ষীরাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা লোকে দেখিতেছি যেমন দুগ্ধ দধিরূপে ও জল হিমরূপে স্বয়ংই পরিণত হয় অন্য কোন সাধন অপেক্ষা করে না এস্থলেও তদ্রূপ হইবেক বাধা কি? এই দৃষ্টান্তের উপর তুমি এখন বলিতে পার আতঞ্চন ও উষ্ণতাদির প্রয়োগ না করিলে দুগ্ধাদি কখন

দধ্যাদিভাবে পরিণত হয় না। অতএব ক্ষীরাদির ন্যায় বলিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত হয় নাই। একথার উত্তর এই যে ইহা দোষ মধ্যেই গণ্য নহে। যেমন ক্ষীর স্বয়ং যত পরিমাণে যে মাত্রায় পরিণাম অনুভব করিবার হয় আতঞ্চন ও উষ্ণতাদি প্রয়োগ কেবল তাহাতে ত্বরা করিয়া থাকে মাত্র, দুগ্ধের যদি স্বয়ং দধিভাব প্রাপ্তির স্বভাব না থাকিত তাহা হইলে আতঞ্চন ও উষ্ণতাদির শত শত প্রয়োগেও তাহার দধিভাব সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইত সন্দেহ নাই। সাধন সম্পত্তির গুণ এই যে তাহাতে তাহার সম্পূর্ণতা জানিতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ংই সম্পূর্ণ শক্তি, অন্যদ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করণ অত্যন্ত অনুচিত। শ্রুতির উক্তি আছে 'ব্রহ্মের কার্য্যও নাই ব্রহ্মের করণও নাই, তাহার তুল্য কিম্বা তাহাহইতে বড় কিছুই নাই, কিন্তু তাঁহার পরা শক্তি নানা প্রকার ও স্বভাবিক এবং তাঁহার জ্ঞান বল এবং ক্রিয়াও তদ্রূপ'। অতএব ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় হইল না কেন, তাঁহাতে যে সমস্ত বিচিত্র শক্তির যোগ আছে তাহাতে তৎপরিণাম যে বিচিত্র হইবেক তাহাতে কিছুই বাধা নাই।

অপর উত্তর

দেবাদিবদপি লোকে। স্যাদেতৎ উপপদ্যতে ক্ষীরাদানামচেতনানামনপেক্ষ্যাপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবো দৃষ্টত্বাৎ চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়শ্চ সাধনসামগ্রীমপেক্ষ্যৈব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে কথং ব্রহ্মচেতনং সদসহায়ং প্রবর্ত্তেতেতি। দেবাদিবদিতিব্রূমঃ। যথা লোকে দেবাঃ পিতর ঋষয় ইত্যেবমাদয়ো মহাপ্রভাবাশ্চেতনা অপি সন্তোঽনপেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বাহ্যং সাধনমৈশ্বর্য্যবিশেষযোগাদভিধ্যানমাত্রেণ স্বতএব বহূনি নানাসংস্থানানি শরী-

রাণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনিচ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণ-প্রামাণ্যাৎ। তন্তুনাভশ্চ স্বতএব তন্তূন্ সৃজতি বলাকাচান্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে পদ্মিনী চানপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোন্তরাৎ সরোন্তরং প্রতিষ্ঠতে এবং চেতনমপি ব্রহ্মানপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বতএব জগৎ স্রক্ষ্যতি॥

সম্ভাব্যমান আপত্তি খণ্ডনার্থ আরো একটী ব্যাসসূত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে 'লোকে দেবাদিকেও [বাহ্য সাধন নিরপেক্ষ] দেখাযায়' ভগবান শঙ্করাচার্য্য অন্যের আপত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সূত্রের এই ভাষ্য করেন যে যদি কেহ বলেন ক্ষীরাদি অচেতন পদার্থ, বাহ্য সাধন অপেক্ষা না করিয়াও যে তাহাদের দধ্যাদিভাব নিষ্পন্ন হয় তাহা বড় আশ্চর্য্য নহে, কারণ তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুলাল কুবিন্দপ্রভৃতি চেতনেরা সেরূপ নহে, তাহাদিগকে সাধন সামগ্রী সাপেক্ষ হইয়াই স্বয়ং কার্য্য করিতে দেখাযায়, অতএব চেতনরূপ ব্রহ্ম কিরূপে সাধন সামগ্রী নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। ইহার উত্তর দেবতা-প্রভৃতির ন্যায় বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। লোকে যেমন বেদ পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া মহাপ্রভাব চেতন দেবগণ, পিতৃগণ এবং ঋষিগণকে কিঞ্চিন্মাত্র বাহ্য সাধন অপেক্ষা না করিয়াই ঐশ্বর্য্য বিশেষের অবলম্বনে অনুধ্যানমাত্র নানা প্রকার শরীর, প্রাসাদাদি, এবং রথাদি সকলের নির্ম্মাণ কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি হইয়া আসা যাইতেছে। এবং উর্ণনাভ যেমন সাধননৈরপেক্ষ্যে তন্তুসন্তান সৃষ্টি করিতেছে, এবং বকজাতিতে পুংসংসর্গ-ব্যতিরিক্ত গর্ভ ধারণ করিতেছে, এবং পদ্মিনী যেমন প্রস্থান

সাধন ব্যতিরেকেও এক সরোবর হইতে সরোবরান্তরে প্রস্থান করিতেছে, এইরূপ চেতন ব্রহ্মও কোন বাহ্য সাধনকে অপেক্ষা না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিবেন দোষ কি?

অন্য পূর্ব্ব পক্ষ

কৃৎস্নপ্রসক্তি র্নিরবয়বত্বশব্দকোপোবা। চেতনমেকমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মক্ষীরাদিবদ্দেবতাদিবচ্চানপেক্ষিতবাহ্যসাধনং স্বয়ম্পরিণমমানং জগতঃ কারণমিতি স্থিতং। শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়েতু পুনরাক্ষিপতি কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি নিরবয়বত্বাৎ। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বমভবিষ্যত্ততোঽস্যৈকদেশঃ পর্য্যণংস্যত একদেশশ্চাবাস্থাস্যত নিরবয়বন্তু ব্রহ্ম শ্রুতিভ্যোবগম্যতে নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ ইদং মহদ্ভূত মনন্তমপারং বিজ্ঞানঘনএব সএষ নেতি নেত্যাত্মাঽস্থূলমনণ্বিত্যাভ্যাভ্য সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধয়িত্রীভ্যঃ। ততশ্চৈকদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্ন প্রসক্তৌ সত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত দ্রষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যঞ্চাপন্নং অযত্ন দৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য। তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাদজত্বাদিশব্দব্যাকোপশ্চ। অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মাভ্যুপগম্যেত তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাস্তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইতি সর্ব্বথাঽয়ং পক্ষোন ঘটয়িতুং শক্যত ইত্যাক্ষিপতি॥

“অপর একটী আপত্তিও এইরূপে সূত্রিত হইয়াছে যথা “সমুদায় প্রসক্তি অথবা নিরবয়বত্বশব্দের কোপ হইয়া পড়ে”। শঙ্করাচার্য্য এই বলিয়া অর্থ করেন যে “স্থির হইয়াছে একমাত্র অদ্বিতীয় চেতনরূপী ব্রহ্ম ক্ষীরাদি ও দেবাদির ন্যায় বাহ্য সাধনান্তর নিরপেক্ষ ও স্বয়ং পরিণমমান হইয়া জগতের কারণ হন। এক্ষণে শাস্ত্রার্থের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত এইরূপে পুনর্ব্বার আক্ষেপ করিতেছেন ‘নিরবয়বত্ব হেতু কৃৎস্নব্রহ্মের কার্য্যরূপে পরিণাম হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। দেখ যদি পৃথিব্যাদির ন্যায় ব্রহ্ম সাবয়ব হইতেন তাহা হইলে ইহার একদেশেরই পরিণাম হইত। অবশিষ্ট

ভাগ বিনা পরিণামে রহিয়া যাইত। ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব ভূরি২ শ্রুতিতেই প্রতিপাদিত আছে, বিশেষতঃ সেই সমস্ত শ্রুতিতে কোন বিশেষের উপলব্ধি হয় না। যথা 'ব্রহ্ম নিরংশ, ক্রিয়াহীন, শান্ত, নিরবদ্য, নিষ্কলঙ্ক, দিব্য, মূর্ত্তি-শূন্য, পুরুষ, অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপ আত্মা, অস্থূল, অনণু' ইত্যাদি। অতএব একদিকে একদেশের পরিণাম অসম্ভব হইতেছে, অপরদিকে সমুদায় ভাগের প্রসক্তিও আছে, সুতরাং মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু কার্য্য মাত্র অনায়াসেই দৃষ্ট হইতে পারিলে আর দ্রষ্টব্যত্ব শ্রুতির কোন আবশ্যকতাই থাকে না। আর কার্যভিন্ন ব্রহ্মের অভাব হইলে অজত্বাদি শব্দের লোপ হইবার সম্ভাবনা।

"যদি বল উপস্থিত দোষের ত পরিহার করা আবশ্যক, অতএব ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়াই কেন স্বীকার করা যাউক না। একথা বলিলেই বা নিস্তার কই? নিরয়বত্ব বোধক যে সমস্ত শ্রৌতশব্দ আছে তাঁহাদেরও যৎপরোনাস্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া প্রতিপন্ন করাই দুর্ঘট। সাবয়ব বলিলে তাঁহার নিত্যতার হানি হইয়া পড়ে।

উত্তর

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥ তু শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি নখল্বস্মৎ পক্ষে কশ্চিদপি দোষোঽস্তি নতাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিরস্তি কুতঃ শ্রুতেঃ যথৈবহি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে প্রকৃতিবিকারয়োর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ সেয়ন্দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাবানস্য মহিমা ততো-জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতিচৈবং জাতীয়-কাৎ তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ সৎসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদিচ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্য-ভাবেনোপযুক্তং স্যাৎ সতা সৌম্য তদা সম্পন্নোভবতীতি সুষুপ্তিগতং বিশেষণ-

মনুপপন্নং স্যাৎ বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যং সম্পন্নত্বাৎ অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ তথেন্দ্রিয়োগোচরত্বপ্রতিবেধাদ্ব্রহ্মণো বিকারস্য চেন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম। নচ নিরবয়বত্বশব্দস্যাকোপোঽস্তি শ্রূয়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপ্যভ্যুপগন্তমানত্বাৎ। শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদি প্রমাণকং তদ্যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যং। শব্দশ্চোভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি-অকৃৎস্ন প্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশ-কালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণাবগন্তুং শক্যন্তে অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎ সহায়া এতদ্বিষয়া এতৎ প্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি কিমুতাচিন্ত্যপ্রভাবস্য ব্রহ্মণোরূপং বিনাশব্দেন ন নিরূপ্যেত। তথাচাহুঃ পৌরাণিকাঃ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি। তস্মাচ্ছব্দমূল এবাতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ। ননু শব্দেনাপি নশক্যতে বিরুদ্ধার্থঃ প্রত্যায়য়িতুং নিরবয়বঞ্চ ব্রহ্ম পরিণমতেচ নকৃৎস্নমিতি যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যান্নৈব পরিণমেত কৃৎস্নমেব বা পরিণমেত। অথ কেনচি-দ্রূপেণ পরিণমেত কেনচিদ্রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়েহ্যতিরাত্রে ষোড়শিনঃ গৃহ্লাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতীত্যেবং জাতীয়কায়াং বিরুদ্ধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকা-রণং ভবতি পুরুষতন্ত্রত্বাদনুষ্ঠানস্য। ইহতু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি অপুরুষতন্ত্রত্বাদ্বস্তুন- তস্মাদ্দুর্ঘটমেতদিতি। নৈষদোষঃ অবিদ্যাকল্পিত-রূপভেদাভ্যুপগমাৎ নহ্যবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। নহি তিমিরোপহতনয়নেনানেকইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানোঽনেক এব ভবতি। অবিদ্যা-কল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম-নির্বাচ্যেন ব্রহ্ম পরিণামাদি সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে পারমার্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতমপরিণতমবতিষ্ঠতে। বাচারম্ভণমাত্রত্বাচ্চাবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। নচেয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরি-ণামপ্রতিপাদানার্থা তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ। সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনার্থা ত্বেষা তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ সএষ নেতিনেত্যাত্মেত্যুপক্রম্যাহ অভয়ং বৈজনক প্রাপ্তোসীতি। তস্মাদস্মৎপক্ষে ন কশ্চিদপিদোষপ্রসঙ্গোঽস্তি।

"প্রস্তাবিত আপত্তির উত্তরও সূত্রিত হইয়াছে 'কিন্তু শ্রুতির শব্দমূলতা আছে'। শঙ্কর বলেন, 'সূত্রকার কিন্তু

এই শব্দ দ্বারা প্রস্তাবিত আক্ষেপের পরিহার করিতেছেন। আমরা শ্রুতির প্রামাণ্যবাদী, আমাদের মতে কোন দোষ নাই। আর সমুদায় ব্রহ্মের কার্য্যরূপে পরিণাম হইবার প্রসক্তিই হইতে পারে না। শ্রুতিতে যেমন ব্রহ্মহইতে জগতের উৎপত্তি প্রতিপাদিত আছে এমনি তাঁহার নির্বি-কারভাবে অবস্থানও শ্রুত আছে। ফলকথা প্রকৃতি ও বিকার যে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ, তাহা শ্রুতিতেই স্পষ্ট প্রতীয়-মান হয়। ঐ শ্রুতিগণের তাৎপর্য্য এই 'সেই দেব ভাবিয়া দেখিলেন, আহা! তবে আমি জীবরূপে এই তিন দেবতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নামরূপবিশিষ্ট হই। ইহার ততই মহিমা। পুরুষ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। এই প্রত্যক্ষ চরাচর বিশ্ব ও ব্রহ্মের এক পাদমাত্র, এবং স্বর্গীয় অমৃত তাঁহার অবশিষ্ট পাদত্রয় এতদ্ভিন্ন শ্রুতিতে ইহাও শ্রুত আছে তিনি হৃদয়ায়-তন। এবং সদ্ভাবে সম্পন্ন হওয়াও শ্রুতির অনুমোদিত।

"অপরঞ্চ যদি সমুদায় ব্রহ্ম কার্য্যভাবে উপযুক্ত হয়, বল তাহা হইলে 'সুষুপ্তিকালে জীবের সৎসম্পত্তি হয়' এই সুষুপ্তিগত শ্রৌত বিশেষণ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কারণ বিকৃত ব্রহ্মের সহিত নিত্যের সম্পত্তি, ও অবিকৃত ব্রহ্মের অভাব তোমার অভিপ্রেত। আরো বলি যে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া প্রতিপাদিত হইলে কার্য্যভাবে তিনি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া পড়েন। অতএব বলা উচিত অবিকৃত ব্রহ্ম স্বতন্ত্র আছেন।

"এমতে নিরবয়বত্ব শব্দেরও কোন কোপ সম্ভাবনা নাই। কারণ তাহা যখন শ্রুতিতে প্রতিপাদিত, তখন আমাদের

স্বীকার করাই হইয়াছে। বেদকে যখন ব্রহ্মের মূল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন বলিতে হইবেক ব্রহ্মের প্রমাণই বেদ, ইন্দ্রিয়াদি তাহার প্রমাণ নহে। বেদে যেরূপ কহিয়াছেন, তাহাই মান্য করা উচিত। বেদে স্পষ্টই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ব্রহ্মের সাবয়বত্ব ও কৃৎস্ন প্রসক্তি উভয়ই নাই। বিবেচনা কর, লৌকিক মণিমন্ত্র মহৌষধী প্রভৃতি নানা বস্তু আছে, ঐ সকল বস্তুর শক্তিকে দৈশিক ও কালিক নিমিত্তের বৈচিত্র্য হেতুক পরস্পর বিভিন্ন অনেক কার্য্যে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, কিন্তু কোন্ কার্য্যে কি প্রকার শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা জানিতে হইলে বিশেষ উপদেশ আবশ্যক করে, কেবল তর্কদ্বারা অবগত হইতে পারা যায় না। ফলতঃ এই বস্তুর এই প্রকার, এই পরিমিত, এই প্রয়োজনের, এই বিষয়ের, এই২ শক্তি আছে, ইহা উপদেশ ব্যতিরেকে অবগত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। যখন লৌকিক পদার্থের এমন গতি হইতেছে, তখন অচিন্ত্য প্রভাব ব্রহ্মের রূপ কোন শব্দোপদেশ ব্যতিরেকে নিরূপিত হইবার বিষয় কি? পৌরাণিকেরা মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন 'প্রকৃতি হইতেও সূক্ষ্ম যে বস্তু তাহার নাম অচিন্ত্য। অতএব অচিন্ত্য ভাবসকলকে প্রতিপন্ন করিতে হইলে তর্কের যোজনাকরা অনুচিত। অতএব অতীন্দ্রিয় পদার্থের যাথাত্ম্যবোধ শব্দমূলক ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যদি বল ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিবে অথচ তাঁহার সমুদায় পরিণাম মানিবে না এমন বিরুদ্ধ পদার্থ কখন বেদশব্দদ্বারাও প্রতিপন্ন করান যাইতে পারে না।

ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিলে হয় তাঁহার পরিণামই নাই হউক, নয় তাঁহার সমুদায় পরিণাম হউক বলিতেই হইবেক। যদি বল এক অংশে পরিণাম হয় অপর অংশ পরিণাম হীন ভাবে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে রূপভেদ কল্পনাদ্বারা ব্রহ্ম সাবয়ব হইয়া পড়েন। যখন এক শ্রুতিতে অতিরাত্র-যাগস্থলে ষোড়শী গ্রহণ করিবেক, অপর শ্রুতিতে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না বলিয়া ক্রিয়াবিষয়ে বিরুদ্ধ প্রতীতি হয় তখন বিকল্প আশ্রয়করাই সেই বিরোধ পরিহারের কারণ হইয়া থাকে, কারণ অনুষ্ঠান মাত্র পুরুষেরই অধীন, তদ্বিষয়ে তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু এস্থলে তদ্রূপ বিকল্প আশ্রয় করিলে ত বিরোধ পরিহার হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ এই যে প্রকৃত ব্রহ্ম বস্তু অন্যপুরুষতন্ত্র নহেন, অতএব তোমার অবলম্বিত পক্ষটী প্রতিপন্ন করিয়া উঠাই দুর্ঘট। ইহার উত্তরে আমি এই বলিতে চাই যে এ আরোপিত দোষ আমার মতে বস্তুতঃ কোন দোষই হইতে পারে না, অবিদ্যা পরিকল্পিত রূপভেদ আমিই স্বীকার করিয়াছি। অবিদ্যা পরিকল্পিত রূপভেদ দ্বারা ব্রহ্ম-বস্তু কখন সাবয়ব হইতে পারে না। যদি কোন রাত্র্যন্ধব্যক্তি এক চন্দ্রমাকে অনেকের মত দেখিতে পায় তাহাহইলে প্রকৃত চন্দ্রমা কখন অনেক হইতে পারে না। আমাদের মতে, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত রূপভেদ কেবল অবিদ্যা কল্পিত নামরূপমাত্র, তাহা ব্রহ্ম কিম্বা তদন্য বলিয়া কিছুই নির্ব্ব-চিতে পারা যায় না। তাদৃশ রূপভেদ দ্বারা ব্রহ্ম পরি-ণামাদি সমস্ত ব্যবহারেরই স্থল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে

পারেন। কিন্তু তাঁহার পারমার্থিক রূপ সর্ব্বব্যবহারাতীত অপরিণত স্বতন্ত্র অবস্থিত আছে। নামরূপভেদ কেবল অবিদ্যাকল্পিত বাচারম্ভণমাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে আর ব্রহ্মের নিরবয়বত্বের কোপলেশমাত্রই থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের পরিণাম প্রতিপাদন করিবার জন্যই যে ব্রহ্মের পরিণামশ্রুতি আছে তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ পরিণাম প্রতিপাদিত হইলে কখন ফলবোধ হইতে পারে না। কিন্তু তাদৃশ শ্রুতি কেবল সকল ব্যবহারহীন ব্রহ্মাত্মভাবেরই প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলা উচিত। এইরূপে তাহার প্রতিপত্তি হইলে অনায়াসে ফলজ্ঞান হইতে পারে। শ্রুতিতে 'ইহা নয় ইহা নয় কিন্তু এই সেই আত্মা' এইরূপ উপক্রম করিয়া 'অহে জনক তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে' বলিয়া ফলপ্রাপ্তির কথা আছে। অতএব আমাদের মতে কোন দোষেরই প্রসক্তি নাই, ইতি।

অন্যাপত্তি

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ। অন্যথা পুনশ্চেতনকর্তৃকত্বং জগৎ আক্ষিপতি ন খলু চেতনঃ পরমাত্মেদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুমর্হতি কুত প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাং। চেতনোহি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানো ন মন্দোপক্রমামপি তাবৎ প্রবৃত্তিমাত্মপ্রয়োজনানুপযোগিনীমারভমাণোদৃষ্টঃ কিমুত গুরুতরসংরম্ভাং। ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধ্যানুবাদিনী শ্রুতিঃ। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবতীতি। গুরুতরসংরম্ভাচেয়ং প্রবৃত্তির্যদুচ্চাবচপ্রপঞ্চং বিরচয়িতব্যং। যদায়মপি প্রবৃত্তিশ্চেতনস্য পরমাত্মন আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোপি স্যাৎ। অথ চেতনোপি সন্নুন্মত্তো বুদ্ধ্যপরাধাদন্তরেণৈবাত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানো দৃষ্টস্তথা পরমাত্মাপি প্রবর্ত্তিষ্যত ইত্যুচ্যেত তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত তস্মাদশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিরিতি।

অন্য একটী আপত্তিও সূত্রে উদ্ভাবিত হইতেছে যথা—'এইরূপ নয়, প্রয়োজন আছে' শঙ্করাচার্য্য এইরূপে ইহার ভাষ্য আরম্ভ করেন যে 'জগৎ যে চেতন কর্ত্তৃক সৃষ্ট ইহা প্রকারান্তর দ্বারা আক্ষিপ্ত হইতেছে। চেতনরূপ পরমাত্মা এই জগদ্বিম্ব রচনা করিতেই যোগ্য নহেন অর্থাৎ জগদ্বিরচনে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না বহ্বারম্ভ কার্য্যে প্রবৃত্তির কথা দূরে থাকুক সামান্য কোন লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও বিবেচনা করিয়া দেখেন সে কার্য্য তাঁহার কোন প্রয়োজনোপযোগী হয় কি না। এতাদৃশ লোক প্রসিদ্ধির অনুবাদিনী শ্রুতিও দেদীপ্যমান আছে যথা—'অরে মৈত্রেয়ি! জগতীগত সকল বস্তু যে কাহার প্রিয় হয় সে সেই সকল বস্তুর ভাল হইবে বলিয়া নয় কিন্তু কেবল আপনারই জন্য"। এই উচ্চনীচ জগৎ প্রপঞ্চ রচনা করিতে হইবেক এই প্রবৃত্তি বহ্বারম্ভ বলিতে হইবেক। যদি এতাদৃশ প্রবৃত্তি চেতনরূপ পরমাত্মার আত্মপ্রয়োজনের উপযোগিনী বলিয়া কল্পনা করা যায় তাহা হইলে শ্রুতি প্রতীয়মান পরমাত্মার পরিতৃপ্তভাব বাধ্য হইয়া পড়ে, আর যদি প্রয়োজনাভাব স্বীকার কর তাহা হইলে প্রবৃত্তির অভাবও হইয়া পড়ে। যদি বল সচেতন ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হইলে ত বুদ্ধির দোষে বিনা প্রয়োজনেও কোন একটী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় পরমাত্মাও সেইরূপ প্রবৃত্ত হইবেন, বলিব হানি কি? ইহার উত্তর তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হইয়া পড়ে। এতাবতা স্থির হইল চেতন হইতে জগৎসৃষ্টিবাদ পক্ষ নির্দ্দোষ নহে"।

উত্তর

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং। তু শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভি-সন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি যথা চোচ্ছ্বাসপ্রশ্বা সাদয়োঽনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব ভবন্তি এবমী-শ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তি র্ভবিষ্যতি। নহীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি। নচ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিম্ববিরচনা গুরুতর সংরম্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষ্যেত তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপ্যপ্রবৃত্তিরুন্মত্ত প্রবৃত্তির্বা সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ।

“প্রস্তাবিত আক্ষেপ এইরূপে নিরাকৃত হইয়াছে ‘কিন্তু ইহা কেবল লৌকিক লীলামাত্র’। শঙ্করাচার্য্য এই কথা বলিয়া ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু শব্দ সূত্র নিবেশিত হওয়াতেই আক্ষেপের পরিহার করা হইতেছে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি লৌকিক রাজারা ও রাজমন্ত্রিরা কোন বিশেষ প্রয়োজনের অভিসন্ধি না করিয়া ক্রীড়া ও বিহারাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, আমরাও বিশেষ কোন প্রয়োজন বিরহে নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই-তেছি পরমেশ্বরেরও তদ্রূপ প্রয়োজনান্তরের অনভিসন্ধিতে এতাদৃশ লীলারূপ প্রবৃত্তি হইবেক, দোষ কি? পরমে-শ্বর আপ্তকাম, তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে একথা শাস্ত্র ও যুক্তি কিছুতেই নিরূপণ করা যায় না। এবং স্বভাবের উপরিও কোন তর্কানুযোগ চলিতে পারে না। আমাদের বোধ হইতেছে বটে জগদ্বিরচনা অতিশয় গুরুতর ব্যাপার,

কিন্তু যিনি অপরিমিত শক্তিশালী তাঁহার পক্ষে ইহা অতি সামান্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। লৌকিক দৃষ্টান্তে লীলা-দিতে বরং যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনের উপলব্ধি হয়, কিন্তু এস্থলে তাদৃশ প্রয়োজন উৎপ্রেক্ষা করিবারই কোন সম্ভা-বনা নাই। কারণ তাঁহার আপ্তকাম শ্রুতিই তাহার প্রতিবন্ধক। তদ্ভিন্ন, সৃষ্টিশ্রুতি এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রুতি থা-কাতে তাঁহার কার্য্যে অপ্রবৃত্তি কিম্বা উন্মত্তবৎ প্রবৃত্তি একথা বলা যাইতে পারে না।

"মহারাজ বিবেচনা করুন শঙ্করাচার্য্যের উত্তরে বিবিধ দোষ আছে। তর্ক করিতে উদ্যত হইয়া তর্ক পরিহার পূর্ব্বক বেদ অবলম্বন করেন পরে তর্ক বা শ্রুতি বল উভয়েতেই স্বমত রক্ষণে অসমর্থ হইয়া কতিপয় বেদান্তবিৎ লোকের প্রবাদ প্রমাণ করিয়া জগৎকে অবিদ্যা কৃত বলিয়া কহেন যে, বাস্তবিক জগৎ নাই, ব্রহ্ম জগতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, যেমন রজ্জু সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং বস্তুতঃ কোন সৃষ্টি নাই। মায়াবাদের বিচার এক্ষণে দূরে থাকুক শঙ্করাচার্য্য কোন২ স্থলে প্রত্যক্ষ জগৎকে বস্তু কহিয়া অন্য স্থলে আবার অবস্তু কহেন ইহাতে সুতরাং ঘোর অযুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন"।

মহারাজ। "কি রূপ অযুক্তি? স্পষ্ট করিয়া কহ"।

সত্যকাম। "সাংখ্য দর্শন প্রত্যাখ্যান কালে কহেন, অবস্থাত্রয়েতে পরমাত্মার অবভাসন মায়া মাত্র, রজ্জুতে সর্পাদি ভাণের ন্যায়। আবার বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন কালীন তাহারদিগকে এই প্রকার তর্জ্জন করত

কহেন 'বাহ্য পদার্থ প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিয়া উহারা বহির্বৎ কহিয়া বৎকরণ করে'। বৌদ্ধমতের প্রত্যাখ্যানে দোষ নাই, বাহ্য বিষয় অস্বীকার করত বহির্বৎ কহা সদ্যো বিরুদ্ধ বচন বটে, কেননা বিষ্ণুমিত্রকে বন্ধ্যা পুত্রবৎ বলা যায় না, কিন্তু ঐ বিরুদ্ধোক্তি তাঁহার সাংখ্য প্রত্যাখ্যানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সেস্থলে তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অবস্থাত্রয়কে অসত্য করিয়া ব্রহ্মকে আবার তদ্রূপে প্রতীয়মান কহেন, তবে তো প্রকারান্তরে বিষ্ণু মিত্রকে বন্ধ্যা পুত্রবৎ বলা হইল। অতএব ব্রহ্ম জগৎ রূপে প্রতীয়মান বলা অতি অযুক্ত। যদি বল জগন্মায়া নিতান্ত বন্ধ্যা পুত্রবৎ নহে, ইহাতে যৎকিঞ্চৎ সত্তা আছে, উত্তর, যদি জগতে যৎকিঞ্চিৎ সত্তা আছে স্বীকার কর তবে তাহা জড়পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, সুতরাং জগদ্‌ব্রহ্মে অভেদ কহিলে ব্রহ্মকে জড়পদার্থ করা হয়"।

বৈয়াসিক। "কিন্তু ব্যাস কিম্বা শঙ্করাচার্য্য কোন স্থলে ব্রহ্মকে জড়পদার্থ কহেন নাই"।

সত্যকাম। "তিনি এমত কথা কহেন নাই বটে, তাঁহার মতে জগতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবেক ব্রহ্মেতে জগদ্দৃষ্টি নহে যথা

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

তথাচ লৌকিকোন্যায়োহনুমতো ভবতি উৎকৃষ্টদৃষ্টিৰ্হি নিকৃষ্টেধ্যসিতব্যেতি লৌকিকোন্যায়ঃ যথারাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি সচানুগন্তব্যঃ বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ নহি ক্ষত্তৃদৃষ্টিপরিগৃহীতোরাজা নিকর্ষং নীয়মানঃ শ্রেয়সে স্যাৎ ॥

"আরো সূত্রিত হইয়াছে 'উৎকর্ষ বশতঃ ব্রহ্মদৃষ্টি হওয়া সম্ভব'। শঙ্কর বলেন 'এস্থলে লৌকিক ন্যায় আমাদের

অনুমত। লোকে একটী প্রসিদ্ধ রীতি আছে নিকৃষ্টেতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টির অধ্যাসন হয়। দৃষ্টান্ত দেখ ক্ষত্তৃতে অর্থাৎ রথচালকে রাজদৃষ্টি হইবার রীতি আছে এই রীতির অনুগম করা কর্ত্তব্য, নচেৎ প্রত্যবায়ী হইতে হয়। অর্থাৎ রাজা উক্ত ক্ষত্তৃ দৃষ্টিতে পরিগৃহীত হইয়া নিকর্ষ ভাবাপন্ন হইলে কোন মতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

“কিন্তু যে প্রকারে হউক দুই পদার্থের একীকরণ কিম্বা সমীকরণ করিলেই বিকল্পে পরস্পারের গুণ পরস্পারে সংলগ্ন হইতে পারে যথা রামানুজের উক্তি

যে তু কার্য্যকারণযোরনন্যত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণযন্তি ন তেষাং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং সিধ্যতি সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ। তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ॥

“অর্থাৎ যাঁহারা কার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়া কার্য্য এবং কারণকে অনন্য রূপে একীকরণ করেন তাঁহার-দের অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না, কেননা সত্য এবং মিথ্যা একীকরণ সম্ভবে না, এমত সম্ভব হইলে বিকল্পে ব্রহ্মের মিথ্যাত্ব এবং জগতের সত্যত্ব সিদ্ধ হইতেও পারে।

“অতএব জগৎকে জড়পদার্থ কহিয়া আবার সেই জগৎকে চেতন ব্রহ্মের অভিন্ন কহিলে বিকল্পে ব্রহ্মকে জড় এবং জগৎকে চেতন বলা হয়। ফলেও শঙ্করাচার্য্য লৌকিক ন্যায় দৃষ্টান্ত করিয়াছেন, লৌকিক ন্যায়েতে নিকৃষ্টেতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি হইয়া থাকে উৎকৃষ্টেতে নিকৃষ্ট দৃষ্টি করিলে দোষ হয় মন্ত্রিকে মহারাজ কহা যায় রাজাকে মন্ত্রি কহা যায় না, কিন্তু এ দৃষ্টান্ত স্থলে গৌণার্থে শব্দ প্রয়োগ

হয়, নচেৎ বস্তুতঃ মন্ত্রিকে কিম্বা অন্য কোন প্রজাকে মহা-রাজ কহিলে রাজদ্রোহ দোষে দূষিত হইতে হয়, রাজাকে প্রজা তুল্য করিয়া আপমান করা হয়। তদ্রূপ জগদ্ব্রহ্মে অভেদ করিলেও ঈশ্বর নিন্দা হয় যদিও ব্রহ্মেতে অচেতন জড় শব্দ প্রযোগ করা না হয, তথাপি প্রকারান্তরে তাঁহাকে জড় কহা হয়। বেদব্যাসের অনুচরেরা অদ্বৈতবাদের এই বাধন মনে বুঝিযা বাক্য কৌশলে দোষ খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জগদিম্বাদি শব্দসৃষ্টি দ্বারা জগতের বস্তুতা অস্বীকার করিয়াছেন। বেদব্যাস আপনি এপ্রকার মত প্রচার করেন নাই, তিনি বরং বিজ্ঞানবাদ বৌদ্ধ মতের প্রতিযোগি জগৎ সত্তা স্থাপন করিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যও সে স্থলে তাঁহার পোষকতা করিয়াছিলেন ভাষ্যকার অন্যত্র তদ্বিরুদ্ধ উপদেশ বিস্তার করিযাছেন কি না তাহা পরে দেখা যাইবে যদি এমত বিরুদ্ধ উপদেশ করিয়া থাকেন তাহাতে অদ্বৈতবাদের গরিমা কি? তাহাতে বরং এই সিদ্ধান্ত হইবে যে অদ্বৈতবাদ অতি দূষ্য কেননা তৎপ্রতি-পাদক মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যকেও বিরুদ্ধ উপদেশ প্রচার করিতে হইয়াছে। ফলে যদি জগৎ ছায়া এবং বিম্ব মাত্র হইল তবে জগৎ ব্রহ্ম কার্য্য কারণ মধ্যে সত্তা সামান্য গুণ আছে আচার্য্যের এই তর্কে কুঠারাঘাত হয়"।

আগমিক। "পরমেশ্বর এই জগদ্বিম্ব বিস্তার করিয়াছেন কিন্তু স্বয়ং সে বিম্ব নহেন একথাতে অব্যবস্থা কি? যথার্থ বস্তু কি ছায়াপাত করিতে পারে না? ঐ বিম্ব কিম্বা ছায়ার বাস্তবিকী সত্তা নাই কিন্তু প্রকারান্তর সত্তা আছে"।

সত্যকাম। "শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং লিখিয়াছেন যে বাস্তবিকী সত্তা এবং অসত্তা এতদ্ভিন্ন প্রকারান্তর সত্তা নাই। যথা নতু বস্ত্বেবং নৈবং অস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে বিম্ব কিম্বা ছায়া যদি অবস্তু হয় তবে প্রকারান্তর সত্তার উল্লেখ করা কেবল বাক্ ছল মাত্র। অপিচ জগৎ যদি কেবল বিম্বই হইল তবে জগদ্ব্রহ্মের মধ্যে সত্তা সমান ধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু ফলে এস্থলে সাধ্য কি? তোমরা বল ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও উপাদানও বটেন। তবে জগৎ তাঁহার ছায়াপাত মাত্র হইলে তিনি উহার প্রকৃতি বা উপাদান কিরূপে হয়েন। মায়াবী যখন ইন্দ্রজাল বিস্তার করে তখন সে তাহার নিমিত্ত কারণ বটে কিন্তু তাহাকে তৎ-প্রকৃতি বা উপাদান বলা যাইতে পারে না ঐন্দ্রজালিক বিম্ব কিম্বা ছায়া যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়পদার্থ হয় তবে তাহার প্রকৃতিও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন সূক্ষ্ম পদার্থ হইবে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের প্রকৃতি অতীন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না। যে স্থলে মায়াবী স্বয়ং স্ববিস্তৃত মায়ার প্রকৃতি এবং নিমিত্ত কারণ সে স্থলে মায়া জড়পদার্থ হইলে মায়াবীও অবশ্য তদ্বৎ জড়পদার্থ হইবেক"।

সত্যকাম এই প্রকার তর্ক করিতেছেন এমত সময়ে চোবদার আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেক মহারাজ পণ্ডিতবর তর্ককাম আচার্য্য মহাশয় আসিয়াছেন শ্রীমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। অধিরাজ অনুমতি

করাত্তে তর্ককাম আসিয়া আশীর্বচন পাঠ করিয়া সুখাসীন হইলে মহারাজ কহিলেন আমরা বেদান্ত বিচার করিতেছি সত্যকাম কহেন বেদান্তদর্শনে জগতের সত্তা নাশ কিম্বা তদ্বিকল্পে ঈশ্বরের জড়তা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তর্ককাম। "অহো কিমাশ্চর্য্যং। সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম অখিল জগৎ ব্রহ্ম এ কথাতে দোষ কি?"

সত্যকাম। "এই অখিল জগৎ যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে জগতের উপর কোন ঈশ্বর সম্ভবে না সুতরাং এ কথাতে সাংখ্য মতই উপদিষ্ট হইল যে জগৎ প্রকৃতির সতন্ত্র কার্য্য এবং প্রকৃতির পর কোন ঈশ্বর নাই ইহাকে নাস্তিক্য মত বলিলেও হয়। যদি বল, ফেণ যেমন জল জগৎও সেই রূপে ব্রহ্ম, তবে জগৎকে ব্রহ্মের সধর্ম্ম কহা হয়, কিন্তু জড়-পদার্থ আত্মার সধর্ম্ম কিরূপে হইতে পারে? ইহাতে তো সদ্য বিরুদ্ধ বচন উহ্য হয় আর ইহাই দাশনিক পণ্ডিতগণের প্রত্যাখ্যাত আত্মা অনাত্মার প্রভেদ রোধক মিথ্যাজ্ঞান। যদি বল জগতের ব্রহ্মত্ব এই হেতুক যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে তবে জগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইল এবং যদিও অতি ক্ষুদ্রাংশ হয় তথাপি ব্রহ্মের নিষ্কলত্ব আর থাকে না এবং সৃষ্টিকালে অংশ বিয়োগ প্রযুক্ত ব্রহ্মের অপচয় ও প্রলয় কালে সংযোগ প্রযুক্ত উপচয় সম্ভব হয় কিন্তু তোমরা যথার্থ কহিয়া থাক যে ব্রহ্ম নিষ্কল নিকায় নির-বয়ব। যদি বল জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত বটে কিন্তু তাহা নিতান্ত অবস্তু, মায়া মাত্র, সুতরাং তদ্বিয়োগে ব্রহ্মের কোন অপচয় সম্ভব নাই এবং তদ্যোগেও উপচয় হইতে

পারে না তবে জগতেকে নিতান্ত অবস্তু বলিলে ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের জগৎ সত্তা বচনের বিরোধ হয় আর এমত কথা সর্ব্ব প্রকার প্রমাণ দ্বারা অপ্রমাণ হয়। অবশেষে যদি বল যে, জগৎকে গৌণার্থে ব্রহ্ম বলা যায় বস্তুতঃ উঁহা ব্রহ্ম নহে, কেবল ব্রহ্মের শক্তি ও কৌশলের লক্ষণ বিশিষ্ট—তবে ঘোরতর ভ্রম নিবারণার্থ তোমারদের স্পষ্টতর রূপে বলা উচিত যে জগৎ কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না, তত্ত্বমসি শব্দ কখনই মহাবাক্য নহে স্তুতি পরায়ণ অত্যুক্তি মাত্র, ব্রহ্মবিৎ কখনও ব্রহ্ম হইতে পারেন না এবং জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে সৃষ্টি স্রষ্টা সম্পর্ক বশতঃ কখন দুই এক হইতে পারে না।

"কিন্তু শঙ্করাচার্য্য গৌণার্থে জগদ্ব্রহ্মের একতা উপদেশ করেন নাই তাঁহার মতে উভয় স্বরূপতঃ এক যথা

নচেদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সংপদ্রূপং। যথা অনন্তং বৈমনোঽনন্তা বৈ বিশ্বেদেবা অনন্তমেব সতেন লোকং জয়তীতি। নচাধ্যাসরূপং যথা মনো-ব্রহ্মেত্যুপাসীত। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইতি মন আদিত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসঃ। নাপি বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তং। বায়ুর্বাব সবর্গঃ প্রাণোবাব সংবর্গ ইত্যাদি-বৎ। নাপ্যাজ্যাবেক্ষণবৎ কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপং। সম্পাদাদি রূপেহি ব্রহ্মাত্মৈ-কত্ববিজ্ঞানেঽভ্যুপগম্যমানে তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্ম্যয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পীড্যেত।

সম্পন্নামাল্পে বস্ত্বন্যালম্বনে সামান্যেন কেনচিৎ মহতো বস্তুনঃ সম্পাদনং। অধ্যাসঃ শাস্ত্রতোঽতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ। সংবর্গবিদ্যায়াং শ্রুতং বায়ুর্বাব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বাপয়তি উপশাম্যতি বায়ুমেবাপ্যেতি বিলীয়তে যদা সূর্য্যোস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা ষ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবা-পয়ন্তি বায়ুর্হ্যেতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্তে॥

অস্যার্থ "এই ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, দেবতা উপাসনায় অনন্ত-লোক জয়ের ন্যায় সম্পত্তি রূপ নহে, মন ও আদিত্যেতে

ব্রহ্ম দৃষ্টির ন্যায় অধ্যাস রূপ নহে এবং বায়ু বা প্রাণের ন্যায় বিশিষ্ট ক্রিয়া যোগ নিমিত্তও নহে, আজ্যাবেক্ষণের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গ সংস্কার রূপও নহে। যদি এই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে উক্ত সম্পাদাদি রূপ বলিয়া স্বীকার কর, তবে তুমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্ম এই আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক মহাবাক্য সকলের পদ সমন্বয় বৃথা হয়”।

“বেদান্ত মীমাংসার আর অধিক কি বলিব তাহা বস্তুতঃ ভ্রান্তি জাল মাত্র। ইহাই প্রকাণ্ড অবিদ্যা কেননা ইহা ন্যায়প্রোক্ত যথার্থের বিরুদ্ধ, গৌড় পূর্ণানন্দ কহেন।

মায়াবাদমতান্ধকার[illegible]বিতপ্রজ্ঞোসি যস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্মুহু র্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ। ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্বজ্ঞতা কুত্র তে তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি ভিদা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥

“অর্থাৎ অরে উন্মত্ত জীব! তুই ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই কথা যে ভূয়োভূয় বলিতেছিস্, তোর প্রজ্ঞা যে এক কালে মায়াবাদ মতরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিতে পাই! তোর সে ঐশ্বর্য্য কোথায়? সে সর্ব্বব্যাপিতাই বা কোথায়? সেরূপ সর্ব্বজ্ঞতাই বা কোথায়? মেরু তুল্য ব্রহ্মেতে ও সর্ষপসদৃশ জীবরূপ তোতে যে বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাই! বস্তুতঃ তোতে ও ব্রহ্মেতে অভেদ স্বীকার করা কোনমতেই সম্ভবিতে পারে না।

“ফলে জগৎ এবং ব্রহ্ম স্বভাবতই ভিন্ন। ব্রহ্ম নিষ্কল এবং নিরবয়ব কিন্তু জগতের অবয়ব এবং অংশ উভয় আছে। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় জগৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ব্রহ্ম দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য স্পৃষ্টব্য নহেন জগৎ দর্শন স্পার্শন শ্রবণের বিষয়

হয়েন, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার জগৎ বিকার্য্য, ব্রহ্ম অজর জগৎ জীর্য্যমাণ, এমত দুই পদার্থ স্বরূপতঃ এক হইতে পারে না, ইহাঁরা স্বর্ণ রুচকবৎ সজাতীয় নহেন জগদ্ব্রহ্ম এক হইলে আত্মা অনাত্মাও এক হইবে কিন্তু এমত উপদেশ কেমন অসঙ্গত"।

তর্ককাম। "যদি ইতর বিশেষ ভেদাভিমান নাশ জন্য বেদান্তমত তোমার দুঃসহ হইয়া থাকে তবে উহাই তো বেদান্তের গূঢ়োপদেশ এবং ঐরূপ অভিমান ধ্বংসেই উহার গর্ব্ব। বেদান্তে ক্ষুদ্র ভদ্র ভেদ নষ্ট হয় বটে"।

সত্যকাম। "প্রকৃত ভেদ সত্ত্বে ভেদ লোপ অভিমান করাতে অথবা স্বভাবতঃ বিভিন্ন পদার্থকে এক বলাতে কি গৌরব তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না। গৌড় পূর্ণানন্দ আরো কহেন

পরিচ্ছিন্নোজীবস্ত্বমসি খলু স ব্যাপকতমস্ত্বমেকত্র স্থাতা ভবসি সহি সর্ব্বত্র সততং। সুখী দুঃখী ত্বং রে ক্ষণিকঃ স সুখী সর্বসময়ে কথং সোহং বাক্যং বদসি বত লজ্জাং ন কুরুষে॥

"অরে জীব! তুই কি প্রকারে আমিই সেই ব্রহ্ম বলিয়া বেড়াইস তোর লজ্জা হয় না? হায়! তোতে ও তাঁহাতে কত অন্তর তাহা কি তুই একবার ভ্রমেও বুঝিতে সমর্থ হইতেছিস্ না? তুই জীব চৈতন্য ব্যাপ্যস্বরূপ, তিনি পরমাত্মা ব্যাপকতম। তুই কেবল একস্থানস্থিত, তিনি সতত সর্ব্বব্যাপী। তুই ক্ষণিক সুখী ক্ষণেক দুঃখী তিনি সকল সময়েই সমান সুখী।

"যদি জগদ্ব্রহ্ম এক বলিয়া সিদ্ধান্ত কর তবে তোমার মতে

বিষয়মত্ত এবং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিও শান্ত দান্তের তুল্য হইবে কেননা সকলেই ব্রহ্ম”।

তর্ককাম। “বিষয় মত্ত হিংসক ব্যক্তি বেদান্তের উপদেশ মতে কখন ব্রহ্ম হইতে পারে না, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্ম হয়েন”।

সত্যকাম। “যে যাহা স্বভাবত নহে তাহা কোন নিমিত্ত বশতঃ হইতে পারে না। গৌড় পূর্ণানন্দের অপর উক্তি এই যথা।

কাচঃ কাচো মণিরপি মণিঃ শুক্তি রেবাস্তি শুক্তিঃ রূপ্যং রূপ্যং ন ভবতি কদাপ্যন্যয়ং জ্ঞানমেষাং। * ভক্ত্যা সদা ব্রাহ্মণপূজনেন শূদ্রোপি ব্রাহ্মণতামুপৈতি। কিঞ্চিদ্গুণস্যৈব ভবেৎ প্রবেশো ন ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ খলু শূদ্রজাতিঃ

“আর যে যেমন বস্তু তাহার সেইরূপ ভালই হইয়া থাকে, কস্মিন্ কালেও তাহার ব্যত্যয় ঘটনা হয় না। দেখ না কেন কাচ কাচই থাকে, মণিকে মণিই বলিতে হয়, শুক্তিকে কখন শুক্তি নয় বলা যায় না, রূপ্যকে কি কেহ রূপ্যভিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারে। ফলতঃ বস্তুর স্বরূপ কখনই অন্যথা হয় না। * * ভক্তিপূর্ব্বক সতত ব্রাহ্মণ পূজা করিলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণনিষ্ঠ গুণরাশির কিঞ্চিন্মাত্র তাহাতে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, বস্তুতঃ শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণ হইয়া পড়ে এমন অর্থই নয়। কোন ব্যক্তি কিম্বা বস্তু ব্যক্ত্যন্তর অথবা বস্ত্বন্তর হইতে পারে না। মনুষ্য যদি স্বভাবতঃ ঈশ্বর নহে তবে ব্রহ্মজ্ঞান কিম্বা অন্য কোন উপায় দ্বারা মনুষ্য ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে না এ স্থলে বেদান্ত মীমাংসায় ঘোর ভ্রান্তি দেখা যায়।

"আর বেদান্ত মতে মনুষ্য জ্ঞানপ্রাপ্তির পরে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন পূর্ব্বে করিতে পারেন না এমত কথাও বলা যাইতে পারে না কেননা শ্বেতকেতু জ্ঞান প্রাপ্তির প্রাক্ কালীন এই রূপে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—'তত্ত্বমসি তুমিই ব্রহ্ম। সুতরাং বেদান্তের উপদেশানুসারে তিনি স্বভাবতঃ ঈশ্বর ছিলেন শঙ্করাচার্য্যের বচন প্রমাণ ও জীব ব্রহ্মের একত্ব এই রূপ।

"তবে তোমাদের মতে সকল মনুষ্য স্বভাবতঃ ঈশ্বর। তোমারদের শাস্ত্রিরা আপনারাই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কেমন দূষ্য বিবেচনা কর। যদি সকলেই ঈশ্বর হইল তবে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না কিন্তু প্রভেদ আছে তাহার সাক্ষি আমারদের এই বাদানুবাদ। দেখ আমারদের মধ্যে কেমন মতের বৈলক্ষণ্য তবে আমরা কি রূপে এক হইলাম আর যদিও মতভিন্নতা না থাকে যদিও আমরা সকলে এক মত হই এবং পরস্পর প্রেম পাশে বদ্ধ থাকি তথাপি আমরা ভিন্ন২ জীব। এক জনের শিরঃপীড়া হইলে অন্যের দুঃখানুভব অবশ্যম্ভু হয় না এক জন স্রুক্ চন্দনাদি বিষয় ভোগ করিলে তাহাতে অন্যের আমোদ বোধ জন্মে না। স্নেহ পাশে বদ্ধ হইলে পরস্পা-রের এমত হৃদ্যতা হইতে পারে যাহাতে এক জনের দুঃখ কিম্বা সুখ প্রকটিত হইলে অন্যের অনুশোচন কিম্বা অনু-মোদন হইতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ আমরা কখন এক নহি এস্থলে বেদান্ত উপদেশ সম্পূর্ণ দূষ্য। কণাদ যথার্থ কহি-য়াছেন।

ব্যবস্থাতো নানা।

নানা আত্মানঃ কুতঃ ব্যবস্থাতঃ ব্যবস্থা প্রতিনিয়মঃ যথা কশ্চিদাঢ্যঃ কশ্চিদ্দরিদ্রঃ কশ্চিৎ সুখী কশ্চিদ্দুঃখী কশ্চিদুচ্চাভিজনঃ কশ্চিন্নীচাভিজনঃ কশ্চিদ্বিদ্বান্ কশ্চিন্মূর্খ ইতীয়ং ব্যবস্থা আত্মভেদমন্তরেণানুপপদ্যমানা সাধয়ত্যাত্মনাং ভেদং॥

"বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ ঋষি কহেন অবস্থাভেদবশতঃ জীব নানা হয় উপস্কার শঙ্করমিশ্র উক্ত সূত্রটী এইরূপে ব্যাখ্যা করেন আত্মা নানা প্রকার হয়। ইহার কারণ কেবল ব্যবস্থা। কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ উচ্চবংশ প্রসূত, কেহ নীচবংশ সমুদ্ভব, কেহ বিদ্বান্ কেহ মূর্খ ইত্যাকার ব্যবস্থা আত্মভেদ ব্যতিরেকে অনুপপদ্যমান হইয়া আত্মগণের ভেদই সাধনা করিয়া থাকে।

"অপিচ তোমারদের অদ্বৈতবাদে কেমন কুব্যবহার ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাও বিবেচনা কর। বেদান্ত সূত্রকারের এমত ইচ্ছা নয় বটে যে তাঁহার মতাবলম্বিরা কোন প্রকার কুব্যবহার করে কিন্তু জগদ্ব্রহ্ম এক হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার সম্ভবে না কেননা কেহ কাহার ঋণী নহে। যথা উপনিষদের উক্তি।

যত্র হি দ্বৈতমেব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কং জিঘ্রেত্তৎকেন কং পশ্যেত্তৎকেন কথং শৃণুয়াত্তৎকেন কমভিবদেত্তৎকেন কং মন্বীত তৎকেন কং বিজানীয়াৎ।

"যৎকালে দ্বৈতের ভাণ হয় তখন একব্যক্তি অন্যব্যক্তিকে দেখিতে পায়, একব্যক্তি অন্যবস্তু আঘ্রাণ করিতে পায়,

একে অন্যের কথা শুনিতে পায়, একজন অন্যজনকে অভি-বাদন করে, একজন অন্যজনকে মানে, একজন অন্যজনকে জানে, কিন্তু যখন সেই পুরুষের সমক্ষে সকল আত্মময় হইয়া পড়ে, তখন কে কি আঘ্রাণ করিবে, কেবা কিং দেখিবে, কেবা কাহার কথা শুনিবে, কিরূপেই বা কাহাকে অভিবাদন করিবে, কেহইবা কাহাকে মানিবে, কেহইবা কাহাকে জানিবে, ইতি।

"এমত উপদেশ বিস্তার করিলে মনুষ্য সমাজের কিঞ্চিৎ ভদ্রতা সম্ভব হয় না। যদি সদসৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যানৃত বিবেক ত্যাগ করা যায় তবে মনুষ্য সমাজ পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে সতী সাধ্বীভাব একেবারে নষ্ট হইবে।

সকলমিদমহঞ্চ ব্রহ্মভূতং যদিস্থাং ত্বমহং খলু তদাস্যাদাবয়োরৈক্য মেব। ধনসুতদারামানকানাস্তদাস্যু মম তবচ ভবেয়ু র্নাবয়োরস্তি ভেদঃ॥ বিধি-নিষেধশ্চ কদা কথং স্যাদৈক্যং যতো নাস্তি চ সর্ব্বভেদঃ। নির্ণীতমদ্বৈতমতং ত্বয়া চেৎ বৌদ্ধেস্তদা কোবিহিতোপরাধঃ॥

"যদি আমি জগৎসুদ্ধ ব্রহ্মভূত হইয়া যাই তাহা হইলে আমাদের পরস্পর ঐক্যবশতঃ তুমিই আমি, এবং আমিই তুমি এবম্প্রকার ভাণ হইয়া উঠে। এবং আমার যে সমস্ত গৃহ, ধন, সুত, দারা আছে তাহা তোমার, ও তোমার যে সমস্ত গৃহ, ধন, সুত, দারা, আছে তাহা আমার হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তখন আর আমাদের পরস্পর কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। যদি ঐক্যবাদী হইয়া স্বীকার কর জগতে কোন ভেদই নাই তবে কোনরূপে কস্মিন্ কালেও

বিধি ও নিষেধ থাকিতে পায় না। বিশেষতঃ যদি অদ্বৈত মতটীই তোমার নির্ণীত ও অবলম্বিত হয় তবে বৌদ্ধেরাই বা কি অপরাধ করিয়াছে বল”।

রাজা। “উপদেষ্টার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে যদি কোন উপদেশের দূষণীয় ফল দৃষ্ট হয় তাহাকে আকস্মিক বলাই উচিত কিন্তু সে উপদেশ তাহাতে দূষ্য হইতে পারে না। কোন সাত্ত্বিক পুরুষের পুত্র যদি আচার ভ্রষ্ট হয় তন্নিমিত্ত কি পিতার দোষ হইবে? পিতা কুসংস্কার উপদেশ করিলে তাঁহার দোষ বটে কিন্তু বেদান্ত মতে স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় নাই যদি কুত্রাপি কোন প্রশ্রয় থাকে তাহা দেখাইয়া দেও, নচেৎ মিথ্যা নিন্দা করিও না”।

সত্যকাম। “মহারাজের আদেশ ক্রমে আমার বক্তব্য এই যে উপনিষদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ নিষ্পন্ন স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় অবশ্য আছে কেননা তাহাতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে কে কাহাকে মানিবে? এবং শঙ্করাচার্য্য আপনি সংসারের মধ্যস্থিত সুখদুঃখ ভোগ ঘটিত অসামঞ্জস্যের এই সিদ্ধান্ত করেন সে সকলেই এক হওয়াতে ন্যায়ান্যায় আবার কি?

“অপর শ্রীমদ্ভাগবত যাহা অদ্বৈতবাদি ভাগবত দিগের মধ্যে প্রমাণ গ্রন্থ তাহাতে ঐ অদ্বৈতবাদ মূলক অদ্ভুত উপদেশ দেখা যায়। উহাঁরদের মতে নন্দদুলালই পূর্ণ ব্রহ্ম কিন্তু দুলালের বাললীলা এমত ভয়ানক ছিল যে লোকে তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে মনুষ্য এবং পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। মহারাজ উহাঁরা ঐ অদ্বৈতবাদ স্মরণ করিয়া ভগবানের বাললীলার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যথা

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ। সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ। স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥ শ্রীশুক উবাচ। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং। যোহন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্।

"বৈষ্ণবচূড়ামণি পরীক্ষিৎ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে২ শুকদেব সন্নিধানে প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! জগদীশ্বর কেবল ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্যই অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সংসার সাগরপারের সেতুরূপ ধর্ম্মের বক্তা কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়া পরদার সম্ভোগরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করিলেন কেন? বলুন। শুকদেব গোস্বামী উত্তর করিলেন যিনি গোপিকাগণ ও তৎপতিদিগের হৃদয় মধ্যে অধ্যক্ষ বা সাক্ষিরূপে বিচরণ করেন তাঁহার দেহ কেবল ক্রীড়নমাত্র। ইতর দেহ ভোগীদের ন্যায় পাপ ও পুণ্যে লিপ্ত হইতে পারেন না।

"অদ্বৈত বাদ ঘটিত এমত উপদেশ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে অবাক্ হইতে হয় এবং কুল ধর্ম্ম রক্ষার্থ কম্পিত কলেবর হইয়া থাকিতে হয় মহারাজ আর কি বলিব এমন উপদেশে সহজেই বিরাগ জন্মে"।

তর্ককাম। "কিন্তু শুকদেব এমন কথা বলেন নাই যে অন্য কোন লোক ভগবানের বাল চরিতানুযায়ী কর্ম্ম করিবে; যথা,

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং বিষং। ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ তেষাং যৎস্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ।

"অস্যার্থ। অনীশ্বর ব্যক্তির মনেতেও এরূপ আচরণ করা অকর্ত্তব্য। মূঢ়তা প্রযুক্ত আচরণ করিলে অরুদ্র হলাহল

পায়ীর ন্যায় আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরগণের বাক্যই সত্য, আচরণও কদাচিৎ হইয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য তাঁহাদের যুক্তি যুক্ত বাক্য গ্রাহ্য করিয়া চলেন”।

সত্যকাম। “মনুষ্যের চিত্ত এমন জড় যন্ত্রের ন্যায় নহে যে যখন যে দিকে ফিরাইবে তখন সেই দিকেই অবশ্য ফিরিবে। ভগবানের বাললীলার মাহাত্ম্য উপদেশ করিয়া পরে শিষ্যগণকে তদনুরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে সে নিষেধ ভস্মে ঘৃতক্ষেপের ন্যায় হইবে। একে ত সহজেই সকলের মনে ইন্দ্রিয়ের প্রকাণ্ড উদ্বেগ, তাহাতে আবার আরাধ্য জনের ইন্দ্রিয় তোষক কার্য্য বর্ণনা শ্রবণ করিলে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতক্ষেপের ন্যায় হইবে তখন কি আর নিষেধ বাক্য মান্য করিবে। সে যাহা হউক শুকদেব উক্ত স্থলে ঈশ্বরাণাং শব্দ বহুবচনে প্রয়োগ করাতে বাসুদেবের বাল চরিত তুল্য কার্য্য অনেকের পক্ষে বিহিত করিয়াছেন। নারদ পঞ্চরাত্রিতে অখিল জগৎ ভগবান স্বরূপে বর্ণিত আছে যথা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণশ্চরাচরং। সকলেই যদি কৃষ্ণ তবে তত্তুল্য বাল্য ক্রীড়াতে কাহার অনধিকার? অপর গুরুর বিশেষ মাহাত্ম্য পাঠ করা যায় গুরু বিশেষতঃ কৃষ্ণতুল্য; যথা,

সদ্বংশজাতঃ শিষ্যশ্চ শুদ্ধঃ সুব্রাহ্মণঃ সুধীঃ। মন্যতে কৃষ্ণতুল্যঞ্চ গুরুং পরমধার্ম্মিকঃ॥ গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া। গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো হরৌ তুষ্টে জগত্রয়ং॥ গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণুঃ গুরুদেবো মহেশ্বরঃ। গুরুদেবপরং ব্রহ্ম. গুরুঃ পূজ্যঃ পরাৎপরঃ॥

“যে শিষ্য সৎকুলোদ্ভব, শুদ্ধচিত্ত, সুব্রাহ্মণ, সুবোধ ও

পরম ধার্ম্মিক হয় সে গুরুকেই কৃষ্ণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। ভগবান্ কৃষ্ণ কেবল শিষ্যগণের হিতার্থে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব গুরু তুষ্ট হইলেই হরি সন্তুষ্ট হন, এবং হরি তুষ্ট হইলেই জগৎ সন্তুষ্ট হয়। গুরুই ব্রহ্মা গুরুই বিষ্ণু গুরুই মহেশ্বর, এবং গুরুই পরব্রহ্ম, সুতরাং গুরুই পরাৎপর এবং গুরুই পূজ্য হন।

গুরু গোস্বামিরা শাস্ত্রেতে এই রূপ ভগবানের তুল্য পদ প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ি স্বেচ্ছাচার করিতে ত্রুটি করেন না, ভগবানের বাললীলা তাঁহারদের বিশেষ আদরণীয় দেখা যায়। পর নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু কোন ২ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা প্রকাশ্য রূপে হইয়া থাকে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভগবদ্ভক্তি সহকারে যাঁহারা সংসার ত্যাগী হইয়াছেন তাঁহারদিগকে লোকে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রভু বলিয়া মান্য করিয়া থাকে সুতরাং ভক্তি সাধিকা অঙ্গনারাও তাঁহারদের সেবাদাসী হওয়া পরম উৎকৃষ্ট পদ জ্ঞান করেন এবং ব্রজ বালারা যেমন তন মন ধন সর্ব্বস্ব দিয়া নন্দ দুলালের সেবা করিয়াছিল ভগবদ্ভক্তা বৈষ্ণবীরাও গুরু রূপী সাক্ষাৎ ভগবান গণের তদ্রূপ তুষ্টি জন্মাইতে সত্বর হয়েন। সাক্ষাৎ ভগবদ্ বৃন্দের স্বেচ্ছাচারাধিকার শুকদেব আপনি স্বীকার করিয়া তদ্দারা নন্দ দুলালের লীলা নিভান্ত অদোষ এমত সিদ্ধান্ত করিয়াছে; যথা,

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধূতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ। স্বৈরং চরন্তি মুনয়োপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষ কুত এব বন্ধঃ॥

"যাহার পাদপদ্মরজঃ সেবায় পরিতৃপ্ত মুনিগণ যোগবলে নিখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচার বিচরণ করিতেছেন সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্রগৃহীত শরীরের বন্ধন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে"।

রাজা। "আমরা যে অপথ তর্কারণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ফলে আমারদের উদ্দেশ্য কি? বেদান্তোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গে সত্যকাম কহেন যে, ঐ অদ্বৈতবাদে পরমাত্মাকে এই অশুদ্ধ জগত্তুল্য করা হইয়াছে, কিন্তু বেদব্যাস কি কোন স্থলে ইহার প্রকারান্তর সিদ্ধান্ত করেন নাই"?

তর্ককাম। "শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টতর কহিয়াছেন যে, জগৎ বিম্বমাত্র, অতএব যে স্থলে জাড্যপদার্থের অভাব হইল সে স্থলে ব্রহ্মেতে জাড্যারোপ হইতেই পারে না"।

সত্যকাম,। "শঙ্করাচার্য্য প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডনার্থ জগদ্বিম্ব উপদেশের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ উপদেশকে তিনি বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য বলিয়া প্রচার করেন নাই। শ্রুতি এবং তর্ক সহায়তা করিতে অসমর্থ হইলে তিনি জগদ্বিম্ব উপদেশকে আশ্রয় করেন। ফলে বেদান্তশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে হইলে সূত্রকার বেদব্যাস, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য, এবং আধুনিক অপর গ্রন্থকার সমূহের মধ্যে প্রভেদ করা উচিত। বেদব্যাসের শিষ্যেরা তাঁহার সিদ্ধান্ত রূপান্তর ও বিকৃত করিয়াছেন, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, অতএব পঞ্চদশী বেদান্তসার বেদান্তপরিভাষাদি গ্রন্থের মর্ম্মকে

সূত্রকারের তাৎপর্য্য জ্ঞান করিলে মহাভ্রম হইবে। বেদ-ব্যাস জগদ্ব্রহ্মে অভেদ কহিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতের সত্তাও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

"বৈয়াসিক বেদান্তের মূল উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ং সর্ব্বভূতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের সজাতীয় পদার্থ। আধুনিক বেদান্তিগণ, বিজ্ঞান ভিক্ষু যাঁহারদের বেদান্তিব্রুব নাম রাখিয়াছেন, ইহাঁরদের মূল উপদেশ এই যে জগৎ ব্রহ্ম প্রসারিত মায়া মাত্র এবং ব্রহ্ম স্বরূপ। মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকাকার গৌড়পাদ ব্যাসের উপরই শ্লেষ করিয়া কহিয়াছেন, বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টি চিন্তকাঃ।

"ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের তাৎপর্য্য স্পষ্ট নহে। শঙ্করা-চার্য্যের কালে আদিম বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধগণের মায়াবাদ উপদেশ দ্বারা বিরূপ হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য বৈয়াসিক সূত্র প্রতিপাদন করত বৌদ্ধদিগের মায়াবাদ খণ্ডন করিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সাঙ্খ্য শাস্ত্রিদের সহিত সমর কালে স্বকীয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কাপিল সম্প্রদায়ের সহিত তর্ক যুদ্ধ করত কোন২ স্থলে জগৎকে অবিদ্যা কৃত কহিয়াছেন, যদিও স্পষ্টরূপে জগৎকে মায়া মরীচি মাত্র কহেন নাই, তথাপি প্রকারান্তরে ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু জগৎকে অবিদ্যা কৃত বলাতে জগৎ সত্তা নিতান্ত অস্বীকার করা হয় না, অস্মৎ পূর্ব্ব ঋষিদের মনে আদ্যাবধি এই বিষম সংস্কার ছিল যে, রজোগুণের প্রাবল্য ব্যতীত কার্য্যদক্ষতা জন্মে না, আর

রজোগুণের প্রাবল্য বুদ্ধি বিবেকের বিপরীত এবং অবিদ্যা তুল্য। ষড়দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টির বহুকাল পূর্ব্বে ঋগ্বেদসংহিতাতে বর্ণিত হইয়াছিল যে, সুরপতি ইন্দ্র সোমরসের মদে মত্ত হইয়া জগৎরচনাদি বিচিত্র কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন যথা।

অবংশে দ্যামস্তভায়দ্বৃহন্তমা রোদসী অপ্রণদন্তরিক্ষং। স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্ছ সোমস্য তা মদ ইন্দ্রশ্চকার॥

"কোন প্রকার মদমত্ত না হইলে কার্য্যশক্তি হয় না, এই অনিষ্টকর সংস্কার ঋষিবৃন্দের চিত্তকে বহুকালাবধি অধিকার করিয়াছিল, শঙ্করাচার্য্যের মন ঐ সংস্কার হইতে বিমুক্ত ছিল না, কিন্তু তিনি আধুনিক বেদান্তিব্রুব মায়াবাদিরদের ন্যায় অবিদ্যাকে বস্তুও নয় অবস্তুও নয় বলিয়া বাক্য শ্লেষ করেন নাই, বস্তু ও সত্তা বিষয়ে তাঁহার উক্তিতে সূক্ষ্ম যুক্তি দেখা যায়, তাহাতে মায়াবাদিরদিগের অযুক্তি স্পষ্ট প্রকাশ নহে, মায়াবাদিদের অযুক্তি কপিল মুনি দূষ্য করত যথার্থ্য কহিয়াছেন যে, তাহা কেবল বালক অথবা উন্মত্ত লোকেতেই সম্ভবে।

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বং॥

"বস্তু সত্তা বিষয়ে শঙ্কারাচার্য্যের মত আর এক প্রকরণে মায়াবাদিদিগের হইতে প্রভিন্ন, তিনি ব্যবহারিক ও পরমার্থিক বাকছল করেন নাই। ঐ দুই শব্দ তাঁহার ভাষ্যের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু তিনি পরিভাষা ও বেদান্তসার রচকদিগের ন্যায় ঐ দুই শব্দকে পারিভাষিক করেন নাই। শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি জগদ্বিদিত, কিন্তু তাঁহার

সিদ্ধান্তে বিশ্বাসের প্রাবল্য হয় না, যেহেতুক তিনি গ্রন্থান্তরে বিপরীত মত প্রচার করিয়াছেন, আপনারা জানেন বৌদ্ধদিগের সহিত তর্ক কালীন তিনি জগৎ সত্তার পোষকতা করত জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থার কেমন প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহার তর্ক অকাট্য, কিন্তু গৌড়পাদের কারিকা প্রতিপাদন করত আবার তদ্বিরুদ্ধ উক্তি করিয়া জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নতুল্য বলিয়া সৃষ্টিচিন্তকদিগকে পরমার্থচিন্তকদিগের প্রতিযোগী করিয়াছেন।

স্বপ্নস্বরূপা মায়াস্বরূপা চ। সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে ন তু পরমার্থচিন্তকানাং সৃষ্টাবাদরঃ ॥

রাজা। "তুমি কহিলে বেদব্যাস মায়াবাদের পোষকতা করেন নাই, কিন্তু আমি জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিতের গ্রন্থে পড়িয়াছি যে, বেদব্যাস মায়াবাদের পোষকতা করিয়াছেন"।

সত্যকাম। "মহারাজ যে ইউরোপীয় পণ্ডিতের কথা কহিলেন, তিনি বেদান্তসূত্রের ৩ অধ্যায়ে ২ পাদের ৩ সূত্র স্মরণ করিয়া ঐ উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। সে সূত্র এই, মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্নেনানভিব্যক্ত স্বরূপত্বাৎ। উল্লিখিত পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যীকৃত সূত্রার্থে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের প্রসঙ্গ না করিয়া প্রকারান্তরে সূত্রার্থ বিবেচনা করা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের আরম্ভে এই প্রশ্ন প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, সন্ধিস্থলে অর্থাৎ জাগ্রৎ সুষুপ্তির মধ্যস্থলে যে স্বপ্নাবস্থা হয়, সে অবস্থার কি বাস্তবিকী কোন সৃষ্টি হইয়া

থাকে, যেমন শ্রুত্যুক্তি আছে। সান্ধ্যে সৃষ্টি আহহি। সান্ধ্য শব্দে স্বপ্নাবস্থা বুঝায়, তাহা শঙ্করাচার্য্য বেদবচন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তত্রসংশয়ঃ কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেপি পারমার্থিকী স্থষ্টিরাহো স্বিন্মায়ামর্য়ীতি।

"অতএব প্রশ্ন এই যে স্বপ্নাবস্থায় বাস্তবিকী সৃষ্টি বা মায়াময়ী। দ্বিতীয় সূত্রে ঐ প্রশ্ন পুনশ্চ উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ রূপে অন্যান্য বেদ বচনের আভাস প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বপ্নাবস্থায় বাস্তবিকী সৃষ্টি। তৃতীয় সূত্রে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, স্বপ্নাবস্থায় বাস্তবিকী সৃষ্টি কেবল মায়াময়ী, কেননা বাস্তবিক পদার্থের ন্যায় স্বপ্ন পদার্থ অখিল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, সূত্রকার মায়া শব্দে জাগ্রৎদৃষ্ট জগৎসত্তা প্রতিপন্ন না করিয়া তৎপ্রতিযোগি স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্ব নগরাদি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত প্রধান রাজা রামমোহনরায়েরও ঐ রূপ সিদ্ধান্ত যথা। জাগ্রৎ সুষুপ্তির সন্ধি যে স্বপ্নাবস্থা হয় তাহাতে যে সৃষ্টি সেও ঈশ্বরের কর্ম্ম, অতএব অন্য সৃষ্টির ন্যায় সেও সত্য হউক * * * পর সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন * * স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু হয় সে মায়ামাত্র যেহেতু স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয় তাহার উচিত মতে স্বরূপের প্রকাশ নাই।

"কিন্তু বেদান্তকে মায়াবাদ বলিলেই বা তাহার কি গৌরব হইবে। জড়পাদার্থকে ব্রহ্ম স্বরূপ কহিলে যেমন ভ্রান্তি ও দোষ, মায়ামাত্র কহিলেও সেই রূপ দোষ। অশুদ্ধ জগৎকে শুদ্ধ ব্রহ্মের সজাতীয় করণে মনের মধ্যে বিঘ্ন জন্মে,

কিন্তু জগৎকে মায়া মাত্র মিথ্যা কহাতেও কি তদ্রূপ বাধা নাই। জগৎ যদি মিথ্যা হয় তবে চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ভ্রম জালে পতিত আছে এবং ঈশ্বর মায়াবীরূপে সকলের বিড়ম্বনা করিতেছেন, একথাতে ঘোরতর ঈশ্বর নিন্দা দেখা যায়, এবং ইহাকে নাস্তিক প্রধানের মত কহিলেও হয়, এবম্বিধ মত প্রচার হইলে ঈশ্বরোপাসনায় কুঠারাঘাত হয়, কেননা উপাস্য উপাসক না থাকিলে উপাসনা হয় না, জগৎ যদি মিথ্যা হয় এবং মানবীয় আত্মা যদি প্রতিবিম্ব মাত্র তবে ঔপনিষদ বচনানুসারে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কে উপাসনা করিবে, কাহাকে, এবং কি প্রকারে?

"বেদব্যাসের আধুনিক শিষ্যেরা জড় পদার্থ জগৎকে ঈশ্বর স্বরূপ কহিতে না পারিয়া জগৎকে ছায়ামাত্র কহিয়া স্বকীয় মায়াবাদের দোষ প্রচ্ছন্ন করিবার নিমিত্ত ব্যবহারিক পারমার্থিক সত্তাভেদ করিয়াছেন, এবং জগতে ব্যবহারিক সত্তারোপ করিয়া তাহার পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। যদি কেহ কহে, জড় পদার্থ জগৎ কি রূপে ঈশ্বর হইতে পারে? তাঁহারদের উত্তর এই যে, জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। যদি কেহ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর উক্তি প্রমাণ কহে যে জগৎসত্তা অস্বীকার করিলে নাস্তিক প্রধান হইতে হয়, তবে তাঁহারা উত্তর করেন, জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, তাহা আমরা অগ্রাহ্য করি না।

"কিন্তু মানবীয় আত্মাও বেদান্তসারের মতে ব্যবহারিক মাত্র; যথা।

অয়ঙ্কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে ॥

"তবে মায়াবাদের মতে যে ভাবে জগতের সত্তা আছে সেই ভাবে জগৎ স্বয়ং ব্রহ্ম। কিন্তু মানবীয় আত্মার সত্তা যাদৃশী, জগৎ সত্তাও তাদৃশী, সুতরাং মনুষ্য যদি জীব হয়, তবে জগৎও ব্রহ্ম। অতএব বেদান্তি পণ্ডিত শপথ পূর্ব্বক কহিতে পারেন, আপনার দিব্য—জগৎ ব্রহ্মই বটে। হায় কি নিকৃষ্ট মীমাংসা! গৌড় পূর্ণানন্দ উত্তম কহিয়াছেন যে, কোন দস্যু ধৃত হইলে যদি কোন মায়াবাদিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহার কি দণ্ড হইবে? সে অকাতরে কহিবে, সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এতে চোরাঃ কিমিতি ধরণীনায়কেনাপি দণ্ড্যাঃ মায়াবাদী সশপথমিদং বক্তি সর্বমস্ত মিথ্যা।

"বেদব্যাস সৃষ্টি চিন্তা করত স্রষ্ট্রী ঈশ্বর সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। জগতীস্থ বিচিত্র কার্য্য ও শোভায় নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময় পূর্ব্বক ভাবিলেন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ ও সমুদ্র হইতে ফেণোৎপত্তিবৎ ঈশ্বর হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে"।

তর্ককাম। "কিন্তু ইহাতে ভ্রম কি? সৃষ্টি চিন্তা করিলে অবশ্য ঈশ্বরকেই তাহার উপাদান কহিতে হইবে, তাঁহাকে উপাদান না কহিলে কেবল নাস্তিকতা প্রকাশ হয়"।

সত্যকাম। "পরমেশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ বলা এবং নাস্তিক হওয়া ইহার অন্যতর ব্যতীত অবস্থান্তর নাই এমত নহে, উপাদান কারণ না বলিলে ঈশ্বরকে

অস্বীকার করা হয় এমত নহে, তাঁহাকে নিমিত্ত কারণ বলিলেই ধর্ম্ম এবং আস্তিক্য রক্ষা হয়, জগৎকে তাঁহার সজাতীয় বলিবার প্রয়োজন নাই"।

তর্ককাম। "সে কি? অবস্তু হইতে পরমেশ্বর কি রূপে বস্তু সৃজন করিতে পারেন"?

সত্যকাম। "ইহার উত্তরে আমি ব্যাসোক্তি স্মরণ করিয়া কহিব, দেবাদিবৎ। ভগবান সূত্রকার কহিয়াছেন যে, দেবতা এবং ঋষিবৃন্দ স্বকীয় ইচ্ছা প্রভাবে নানা কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তবে পরমেশ্বর স্বেচ্ছানুসারে কোন উপাদান এবং উপকরণ ব্যতীত জগৎ সৃষ্টি করিবেন ইহাতে বাধা কি? অন্য কোন প্রকার সৃষ্টিবাদ ঈশ্বরের মহিমোপ-যোগি হয় না, উপাদান উপকরণাদির কল্পনা নিষ্প্রয়োজন এবং বিবিধ বিঘ্ন সমন্বিত। সেই সকল বিঘ্ন দেখিয়াই বেদব্যাসের আধুনিক শিষ্যেরা বৌদ্ধ পরিকল্পিত মায়া-বাদের শরণ লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে এক ভ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক তাঁহারা ভ্রমান্তরের কূপে পতিত হইয়াছেন। বেদ-ব্যাস জগৎ ব্রহ্ম অভেদ উপদেশ করিয়াছিলেন, আধুনিক মহাশয়েরা জগতের মধ্যে বিজাতীয় অশুদ্ধতার লক্ষণ দেখিয়া সূত্রকারের বচন রক্ষা করত জগৎকে ছায়া ও বিম্ব বলিয়া ঈশ্বরের আত্মিক শুদ্ধতা রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া-ছেন, কিন্তু জগৎকে অবস্তু কহিলে প্রকারান্তরে এই বলা হয় যে, ঈশ্বর কোন কার্য্য করেন নাই, সুতরাং যদি বস্তুতঃ কার্য্যাভাবই সিদ্ধ হইল, তবে কারণ সদ্ভাবের কোন প্রমাণ রহিল না, আর মানবীয় আত্মাও যদি ব্যবহারিক জীব মাত্র

হইল, তবে তাহাতে আস্তিক্য পোষক সহজ জ্ঞানও সম্ভবে না, অতএব কার্য্য সদ্ভাব হইতে কারণানুমান দ্বারায় হউক, কিম্বা মানবীয় অন্তঃপুরুষের সহজ জ্ঞান বশতই হউক, অদ্বৈতবাদানুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না, বেদান্তি মহাশয়েরা বুঝেন না যে, কার্য্যের বস্তুত্ব অস্বীকার করিলে কারণ সদ্ভাবে কুঠারাঘাত হয়, এবং অনুমাতা মানবীয় জীব অস্বীকার করিলে, অনুমিতি এবং অনুমেয়ও অস্বীকার করা হয়।

"সৃষ্টিচিন্তক ব্যাসের উক্তিতে যেমন ঈশ্বর জড়পদার্থ তুল্য হইয়া মহিমা বিহীন হয়েন, তেমনি গৌড়পাদের অদ্বৈত বাদে মনুষ্য ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই দুই মতের মধ্যে কোনটী অযুক্ততর এবং নিকৃষ্টতর তাহা সহজে বলা যায় না"।

তর্ককাম। "ক্ষন্তুমর্হসি। অতীত রজনীতে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, ছায়াও কি ছায়াপাতক পদার্থ সদ্ভাবের প্রমাণ হয় না এবং বিম্বও কি প্রতিভায়ক বস্তু সদ্ভাবের প্রমাণ হয় না? জগৎ ছায়া ও বিম্বই বটে, কিন্তু তাহাতে ছায়াপাতক ঈশ্বর সিদ্ধি হয়"।

সত্যকাম। "জগৎকে ছায়া এবং প্রতিবিম্ব কহিবার তাৎপর্য্য যদি তোমার এই হয় যে, তাহা ঈশ্বরের ছায়া কিম্বা প্রতিবিম্ব, ইহার উত্তর তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের আপনার উক্তিই আছে; যথা,

ন ত্বাত্মনোঽমূর্ত্তত্বাদাকারাদিকারণস্যাত্মনো ব্যাপকত্বাৎ। তদ্বিপ্রকৃষ্টদেশ-প্রতিবিম্বাধারবস্ত্বভাবাচ্চ প্রতিবিম্ববৎ প্রবেশান যুক্তঃ॥

"পরমাত্মা অমূর্ত্ত সুতরাং তাঁহার আকারাদির অভাবে ছায়া প্রতিবিম্বাদিরও অভাব এবং প্রতিবিম্বাধার বস্তুর অভাবে প্রতিবিম্ব প্রবেশও সম্ভবে না। আধার স্বীকার করিলে জড়পদার্থ স্বীকার করা হয়, তাহাতে আবার অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলে সুতরাং ঈশ্বরকে অশুদ্ধ জড়-পদার্থ কহা হয়।

"ফলে পারমার্থিকের প্রতিযোগি ব্যবহারিক সত্তা কোন প্রকারে সম্ভবে না, মানবীয় কল্পনাতে যে২ বস্তুর কথা শুনা যায়, তাহা যদি বাস্তবিক অবস্তু হয়, তবে সর্ব্বতোভাবে অবস্তু, তাহাকে কোন প্রকারে বস্তু কহা যায় না। যথা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি,

ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষং কিং তর্হি বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। নহি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোবান্যোবেতি তত্ত্বজ্ঞানম্ভবতি। তত্র পুরুষো-বান্যোবেতি মিথ্যাজ্ঞানং স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবং ভুত-বস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রং॥

"সংশয় নিশ্চয়াদি পৌরুষিকী বুদ্ধির আয়ত্ত, কিন্তু বস্তুর যথার্থ জ্ঞান তদ্রূপ নহে, তাহা বস্তুরই অধীন। এক স্থাণুতে স্থাণু কি পুরুষ বা অন্য কোন প্রকার যে জ্ঞান তাহা তত্ত্বজ্ঞান নহে, স্থাণুতে স্থাণুজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহাই বস্তুপরতন্ত্র। এরূপ সিদ্ধ বস্তুর প্রামাণ্য বস্তুরই অধীন।

"লোকে যে প্রকার কল্পনা করুক, কিন্তু কোন পদার্থ সৎ এবং অসৎ উভয় হইতে পারে না, পারমার্থিকের প্রতিযোগি ব্যবহারিক সত্তার অর্থ মিথ্যা কল্পনা মাত্র, সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা। ভাস্করাচার্য্যের শিষ্যেরাও ব্যবহারিক রূপে কহেন

যে, দিবাকর প্রাতঃকালে উদয়াচল এবং সায়াহ্নে অস্তাচল অবলম্বন করেন, কিন্তু তাহাঁরা জানেন ইহা সদ্যো মিথ্যা, উদয়াচল এবং অস্তাচল গন্ধর্ব্বনগর তুল্য মিথ্যা কল্পনা মাত্র। লৌকিক ব্যবহারে এমত বাক্য চলিত থাকিলেও তাহাতে সত্যতার লেশ নাই, তদ্রূপ গ্রহণকালে লৌকিক ব্যবহারানুসারে কথিত হয়, চন্দ্র সূর্য্য অসুরগ্রস্ত হয়েন, কিন্তু এমত কল্পনা অবলম্বন করিয়া কেহ কোন তর্ক করিতে পারে না, কেননা ঐ কল্পনা মিথ্যামাত্র"।

তর্ককাম। "এস্থলে তোমার উপমিতিতে দোষ দৃষ্ট হইল। ব্যবহারিক শব্দে বেদান্তির এই মাত্র তাৎপর্য্য যে সংসারে বাস করত সাংসারিক ব্যবহার হেয় করা কর্ত্তব্য নহে, অবস্থা ভেদে কার্য্য ভেদ সম্ভাব্য, ইহাতো তুমি অস্বীকার করিবা না, অজ্ঞান অবস্থাতে কি কেহ জ্ঞানির নিরপেক্ষতার অভিমান করিতে পারে" ?

সত্যকাম। "তোমার তাৎপর্য্য এই যে, জ্যোতির্বেত্তাকে গ্রহণকালে পুরশ্চরণ ত্যাগ করিতে দিবা না। ভাল, তাহা না হয় দিও না, কিন্তু এক্ষণে কর্ম্মকাণ্ডের বিচার হইতেছে না, জ্ঞানকাণ্ডের বিচার হইতেছে, তবে অযথার্থ প্রলাপের প্রয়োজন কি? বস্তু বিবেক কালে ব্যবহারিক সত্তার প্রসঙ্গ যুক্ত হয় না, কেননা বস্তুর ব্যবহারাধীন যথার্থ বিকার সম্ভবে না, বস্তুতত্ত্ব কেবল বস্তুতন্ত্র।

"সদসৎ বস্তু বিষয়ে এরূপ তর্ক করিলে আত্মার সত্তাই বা কিরূপে প্রতীয়মান হইবে? প্রত্যক্ষ জগতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব লক্ষণ দৃশ্যমান হওয়াতে মানবীয় অন্তঃপুরুষের

সহজজ্ঞান সহকারে পরমাত্ম সিদ্ধি হয়, কিন্তু জগৎ সত্তা অস্বীকার করিলে এবং মানবীয় আত্মাকে ব্যবহারিক জীব কহিলে পরমাত্ম সিদ্ধির হেতুতে আঘাত করা হয়"।

তর্ককাম। "ওহে তুমি বেদান্তের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এখনও বুঝিতেছ না। বেদান্তিরা যখন বলেন ব্রহ্ম ভিন্নং সর্ব্বং মিথ্যা এবং জগৎ সমুদায়ের মানবীয় আত্মারও ব্যবহারিক সত্তা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই ঈশ্বরের সত্তা তুল্য অন্য কোন পদার্থের সত্তা নাই"।

সত্যকাম। "যথার্থ বটে, তোমারদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আশু আমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। মানবীয় আত্মা ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের সত্তা ঈশ্বরের সত্তা তুল্য নহে, অথচ সকলি ঈশ্বর এমত বিষম দার্শনিক বাদ আমার বুদ্ধির অগম্য বটে। জগদ্ব্রহ্মের সত্তা যদি বিবিধ প্রকার হইল, তবে আবার জগদ্ব্রহ্ম এক কিরূপে সম্ভবে?

"দ্ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে বিষম ভ্রান্তি জন্মিবে, এক তর্কেতেই এক শব্দের দুই অর্থ করিলে তর্ক সিদ্ধি হয় না, জগৎ যদি সম্পাদাদি রূপ বর্জিয়া যথার্থভাবে ব্রহ্ম হয়, তবে সুতরাং জগতের বিষম মহিমা এবং ব্রহ্মের অসঙ্গত লাঘব করা হয়, এবং তাহাতে ধর্ম্মের সদ্যো লোপ সম্ভবে। জগৎকেই ব্রহ্ম বল, কিম্বা ব্রহ্ম ভিন্ন তাবৎ পদার্থকেই মিথ্যা কহ, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম নিয়ম বিধি শাসন কিছুই থাকিতে পারে না"।

তর্ককাম। "আমরা স্বীকার করি যে, অজ্ঞানাবস্থায় সকলকেই ধর্ম্ম নিয়ম বিধি শাসনাদির অধীন থাকিতে হয়"।

সত্যকাম। "কিন্তু জ্ঞান কালে নিয়ম নিয়ন্তা নাই বলিয়া তুমিই আপনার ঐ বাক্য খণ্ডন কর, তোমারদের মধ্যে কেহ২ সাহস পূর্ব্বক এমত কহিয়াছে যে, বিধি নিষেধ কিছুই নাই"।

তর্ককাম। "জ্ঞানকালে কাহারও বিধি নিষেধের প্রয়োজন নাই"।

সত্যকাম। "বিষয়াসক্ত কামুক পুরুষ তোমারদের উপদেশ শুনিয়া কেবল আরো অধিক প্রমত্ত হইবে"।

তর্ককাম। "ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কাহারও কামুক হওয়া উচিত নহে"।

সত্যকাম। "তুমি এমত কথা বলিলে বিষয়াসক্ত পুরুষ মনে করিবে, তুমি বিদ্রূপ করিতেছ, কেননা অবিদ্যা কৃত জগদ্বিম্বের কিছুই সত্য নয় কহিয়া ধর্ম্মকেও অলীক পদার্থ সিদ্ধান্ত করিয়াছ। সে বলিবেক যদি সকলি মিথ্যা এবং অবিদ্যা কৃত, তবে যাহা প্রেয় তাহাতেই লিপ্ত থাকা শ্রেয়। আত্মমত পরিহার না করিয়া তুমি তাহাকে কি বলিয়া ধর্ম্মানুযায়ী করিবা"?

তর্ককাম। "আমি বলিব যে, অধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলে কখনও ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে না"।

সত্যকাম। "কখনও" এমত কথা বলিও না, কেননা তোমার মতে সর্ব্বভূতই প্রলয়কালে ব্রহ্মগ্রস্ত হয়, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলেরি তখন ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। তরঙ্গিণী স্বচ্ছই হউক, কিম্বা মলিন হউক, অবশেষে সাগরগত হইবেক"।

তর্ককাম। "কিন্তু বেদব্যাস কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মরত হইলে আশু সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে"।

সত্যকাম। "ফলে তোমরাই বলিয়া থাক বস্তুত সংসার এবং সংসার বন্ধন কিছুই নাই, আত্মা সর্ব্বদাই শুদ্ধ, কেবল নীল বস্ত্রাদি যুক্ত ফটিকের ন্যায় মলিন বোধ হয়"।

শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা।

"যদি জগৎ মিথ্যা হয়, তবে বন্ধও মিথ্যা এবং ধর্ম্মের কাহিনী কেবল বালককে ব্রহ্মরাক্ষসাদির ভীতি প্রদায়িকা ভাষা মাত্র। দেখ দেখী, মায়াবাদে কিদৃশী ঈশ্বর নিন্দা হয়, জগৎ মায়ামাত্র এবং ঈশ্বর মায়ী হইয়া অখিল জনগণের ভ্রান্তি সাধন করিতেছেন, এ কথায় ঈশ্বর পরায়ণ লোকের মনে কেমন বিঘ্ন জন্মে"?

রাজভবনে তো এই রূপ তর্ক হইতেছিল, ইতিমধ্যে ভগবান মরীচিমালী অস্তাচল সন্নিহিত হইয়া গিরি শিখর অবলম্বন পূর্ব্বক অরুণ এবং হরিৎ অশ্বগণকে বিশ্রাম দিবার উদ্যোগ করিলেন। মহারাজ মুচ্যমান বাতায়ন দ্বারা বারুণ দিকে দৃক্‌পাত পূর্ব্বক বেলাবসান নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, "গোধূল লগ্নের আর বিলম্ব নাই, এখন ক্ষান্ত হও। মদীয় বিহার কাননে যাইয়া অদ্য রাত্রি প্রবাস কর, সেখানে সায়ংসন্ধ্যার সকল আয়োজন হইবেক, এবং রন্ধনশালায় স্বভাবাবলম্বি একজন মুখ্য কুলীন ভূসুর অধিকারী আছেন, ম্লেচ্ছেরা যদি এমত সুপকারের পরিচয় পাইত,

তবে সংসারের মধ্যে মনুজগণের উদর ভরণের নিমিত্ত পশু পক্ষী হত্যার আর প্রয়োজন থাকিত না”।

মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমরা তো বিহার কাননে আইলাম, সায়ংসন্ধ্যার ‘পর জঠরানল উদ্দীপ্ত হওয়াতে তন্নিবারণের উপায় চেষ্টায় সকলেই ব্যাপৃত হইলাম, কিন্তু এস্থলে এক প্রমাদ ঘটনা হইল, রন্ধনশালার অধিকারী মহাশয় বৈদিক শ্রেণীভুক্ত। বৈয়াসিক রাঢ়ীয়, আগমিক বারেন্দ্র, সুতরাং বিষম শ্রেণী প্রযুক্ত উহাঁরদিগকে রাজকীয় অন্ন ব্যঞ্জনাদি ষট্ রস আস্বাদের আশাতে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হইল। তর্ককাম অধিকারীর সমশ্রেণী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পক্বান্ন গ্রহণে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, শূদ্রের বেতনগ্রাহী সূপকার দ্বিজাধমের অন্ন গোমাংস তুল্য। আমি তো বহু দিবস পাশ্চাত্য দেশে বাস করাতে অনাত্মীয় ব্রাহ্মণের পক্বান্ন ভোজনে সর্ব্বদাই বিরত, অতএব কহিলাম, সিদ্ধ তণ্ডুলাদি ঘটিত অন্নে আমার রুচি হয় না, গোধুম চূর্ণ পিষ্টক ব্যতীত দ্রব্যান্তরে আমার তৃপ্তি জন্মে না। সত্যকামের এ সকল ব্যাপারে কোন দ্বিধা না থাকাতে তিনিই একক রাজকীয় অন্ন ব্যঞ্জন সমুদয় আত্মসাৎ করিলেন। শ্রেণী ভেদ বশতঃ আমার-দের সকলকে স্বতন্ত্র ২ পাক করিতে হইল, দ্রব্যসামগ্রীর অভাব ছিল না, অতএব শীঘ্র পাক সমাপ্ত করিয়া উদর তোষণানন্তর সুখে রজনী যাপন করিলাম।

নবম সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

রাজভবনে যে দিন আমরা রাত্রিপাত করিয়াছিলাম তদ্বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, পর দিবস যে ২ ঘটনা হয়, তাহা এক্ষণে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আগমিক এবং আমি তো অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহ্নিকে ব্যাপৃত ছিলাম। এমত বিল্বদল এবং সুরভি পুষ্প দিয়া পূর্ব্বে কখন শশি শেখরের অর্চ্চনা করি নাই, মহিম্নস্তব প্রায় সমাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ অন্তিম স্তব "কুসুম দশন নামা সর্ব্ব গন্ধর্ব্বরাজঃ" ইহার আবৃত্তি আরম্ভ মাত্রে বিহার কাননের অধিকারী আসিয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, রাজসদন হইতে জনৈক জমাদার আগত হইয়াছে, বলিতেছে যে অধীশ্বর খাস কামরায় আছেন, আপনারদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। অনন্তর পার্ব্বতীনাথের আরাধনা সমাপন করিয়া বৈয়াসিক, তর্ককাম এবং সত্যকামকে সঙ্গে লইয়া সকলেই রাজগৃহে প্রস্থান করিলাম। সেখানে দেখিলাম ধীরাজ জনৈক দণ্ডীর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, দণ্ডী পূর্ব্ব বৎসরে দণ্ড গ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রম পরিহার পুরঃসর

সমাধি ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত্যর্থ যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মহীশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমরা সুখাসীন হইলে, দণ্ডী সত্যকামকে কহিলেন, “তোমারদের অতীত বাসরীয় শাস্ত্রালাপের বার্ত্তা আমি রাজমুখে শুনিয়াছি, তোমার তর্কবল অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু তুমি বিবিধ বিষয়ে আমারদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পার নাই। তোমার মতে ভাবাভাব ব্যতীত কোন পদার্থের অবস্থান্তর নাই, সুতরাং জগদ্বিম্ব যদি মায়ামাত্র হইল, তবে জগৎসত্তাকে হেতু করিয়া তর্ক করা যায় না, আর জগৎকে বিম্ব মাত্র ও মানবীয় আত্মাকে ব্যবহারিক জীব মাত্র কহিলে, কোন প্রকার সত্য নিরূপণ হইতে পারে না। তুমি আরো বলিয়াছ যে, অদ্বৈতবাদে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি সম্ভবে না এবং বিধি নিষেধ নিয়মও নিরাকৃত হয়, অধিকন্তু তুমি কহ যে, সংসার বন্ধকে অবস্তু কহিয়া আবার মুক্তির আড়ম্বর করা অতি অসঙ্গত।

“ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য যাহা বলুন, সদসৎ ব্যতীত প্রকারান্তর ভাব সহজে কল্পনা করা যায়, নিত্য স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভাব এবং নৈমিত্তিক পরতন্ত্র আহার্য্য ভাব এই দুই প্রকার ভাব আছে, স্বতন্ত্র ভাব কেবল পরমেশ্বরের, পরতন্ত্র ভাব জগৎ প্রপঞ্চের। তন্নিমিত্ত পরমেশ্বরকে আমরা বিশিষ্ট রূপে সৎ কহি, তাঁহার সত্তা পারমার্থিকী। জগৎ প্রপঞ্চকে আমরা অসৎ কহি, তাহা বিশিষ্ট রূপে সৎ নহে, কেননা তাহা স্বয়ম্ভু নহে, কিন্তু অনিত্য এবং পরতন্ত্র। তথাপি জগৎ এমত অবস্তু নহে যে, তাহাকে

হেতু করিয়া সত্য নিরূপণ অসম্ভব হয়। উহা প্রকারান্তর বস্তু বটে কেননা উহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধি হয় এবং যদিও উহাকে প্রতিবিম্ব কহা যায় তথাপি প্রতিবিম্ব দর্শনেও মূল কারণানুমান সম্ভবে, কেননা মূল কারণ না থাকিলে প্রতিবিম্ব কি প্রকারে হইল, অন্যান্য কার্য্যের যেরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়, তদ্রূপ প্রতিবিম্বেরও কারণ অনুমেয় হইতে পারে। বেদান্তসার গ্রন্থে যাহা লিখিত হউক, মানবীয় আত্মাকে আমরা ব্যবহারিক জীব কহি না এবং অনিত্য জগদ্ভুক্তও করি না, কেননা আত্মা ঈশ্বরের সজাতীয় পদার্থ। ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়া কলাপ বিষয়ে আমার-দের অদ্বৈতবাদ হানিকর হয় না, কেননা মূর্খ প্রমত্ত জনগণ যাহা কহুক, কিন্তু বিবেচক লোক বুঝিবেন যে অবিদ্যা অবস্থায় ধর্ম্মপালনই শ্রেয়, এবং অবিদ্যার অপনোদন হইলে আত্মা যখন সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরীক দীপ্তি প্রাপ্ত হইবেন তখন অধর্ম্ম প্রবৃত্তি কিঞ্চিন্মাত্র থাকিবে না, এবং ধর্ম্ম-পালনেরও অপেক্ষা থাকিবে না, মুক্তি সাধনকে পণ্ডশ্রম কহা যাইতে পারে না, কেননা যদিও বন্ধ মায়ামাত্র বটে, তথাপি চিত্ত মধ্যে বাস্তবিক ভয় জন্মে, মুক্ত হইলে সে ভয় থাকে না, যথা অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোসি—হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ"।

সত্যকাম। "আপনি জগৎ পূজ্য, আপনাকে আমি আর কি বলিব, কিন্তু বেদান্ত দর্শনে আপনি যে সকল নূতন কথা মিশ্রিত করিলেন তাহাতেও উহার বল সম্পাদন হয় না, আপনি যে রূপ বেদান্ত মীমাংসা করিলেন,

তাহাতে বিদেশীয় মতের সংযোগ আছে এবং তাহা ব্যাস শঙ্করাচার্য্য এবং পরিভাষা বেদান্তসার এ সকল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক্‌। আপনকার মীমাংসা কাপিল সূত্রানুযায়িনী বোধ হয়, যথা

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ।

তদুক্তং। অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্বতঃ সার মাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ।

"ষট্‌পদ বিজাতীয় কুসুমে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র মকরন্দ সঞ্চয় করে, আপনিও তদ্রূপ নানা শাস্ত্রালোচনা পূর্ব্বক ভাব সংগ্রহ করেন, কিন্তু ঐ সংগ্রহের বেদাভিধান করিলে যথার্থ বর্ণনা হয় না।

"পরমেশ্বর স্বয়ম্ভু নিরপেক্ষ এবং নিত্য এবিষয়ে আমারদের মত বৈলক্ষণ্য দেখি না, জগৎ প্রপঞ্চের সত্তা পরতন্ত্রা বলাতে যদি আপনকার এই মাত্র তাৎপর্য্য হয়, যে জগৎ সৃষ্ট পদার্থ সুতরাং অনিত্য এবং সাপেক্ষ, তবে এ বচনেও কোন বিবাদ দেখি না, কিন্তু এতন্নিমিত্তে জগৎকে মায়ামাত্র কহিবার প্রয়োজন বিরহ; কেননা পরমেশ্বর স্বেচ্ছা বল দ্বারা সৎ পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন তবে তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক মায়াবী তুল্য কেন কর? তিনি অসৎ পদার্থ প্রদর্শন করিয়া অজ্ঞানের ভ্রান্তি উৎপাদন করেন, এমত অসঙ্গত উপমা দ্বারা তাঁহার শক্তি কেন খর্ব্ব কর? অপর যদি তোমার এমত অভিপ্রায় হয় যে, জগৎসত্তা মানব কল্পনা ও বিজ্ঞানের সাপেক্ষ, তবে তাহা বৌদ্ধ মতের নির্ব্বিশেষ যাহা শঙ্করাচার্য্য সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের বচন স্মরণ করিয়া আমিও কহিতে পারি, জগৎ সত্তা মানব কল্পনার নিরপেক্ষ।

"যদি ঈশ্বর এবং জগতের অস্তিত্ব মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ স্থাপন করিতে চাহ, যে ঈশ্বর স্রষ্টা জগৎ সৃষ্ট পদার্থ, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সে স্থলে জগদ্‌ব্রহ্মে অভেদ কহা যাইতে পারে না, তাহা কহিলে ঈশ্বরের লাঘব এবং জগতের গৌরব করা হয়।

"কিন্তু ঐ জগৎকে আবার ছায়ামাত্র কহিলে উহার প্রজা ভাবে অস্তিত্বে ব্যাঘাত পড়ে, কেননা কোন সৃষ্ট বস্তু ছায়ামাত্র হইতে পারে না। ছায়া কার্য্যরূপিণী হইয়া কারণের বিজ্ঞাপনী হইতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু যেমন শঙ্করাচার্য্য আপনি কহিয়াছেন, ছায়ার সত্তা ছায়াপাতক পদার্থ ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র আধার ভূমির সাপেক্ষ, ঐ আধার ভূমির বাস্তবিকী সত্তা স্বীকার করিতে হইবে সুতরাং তাহা ছায়াপাতক হইতে পৃথক্ বস্তু, অতএব ছায়াপাত বাদেও অদ্বৈতবাদের বাধা দেখা যায়।

"অধিকন্তু যদিও জগৎ ছায়ামাত্র অবস্তু হয়, তথাপি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলিবার তাৎপর্য্য কি? এই সকল অবস্তুকে ব্রহ্ম বলাতে কি তত্ত্ব জ্ঞান-লাভ হয়? অপর এক মুখে দুই বিরুদ্ধ কথার প্রসঙ্গ কেমন অযুক্ত। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণ শ্চরাচরং বলিয়া আবার বল ব্রহ্মাদিতৃণ পর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব স্বপ্নবৎ। যদি স্বপ্নবৎ হইল, তবে জগতীস্থ কল্পিত তাপ ও দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত এত কষ্ট সাধন কেন?"।

যোগী। "কল্পিত দুঃখেও বাস্তবিক ত্রাস জন্মিতে পারে এবং সেই ত্রাস প্রযুক্ত বাস্তবিক দুঃখানুভব নিবারণের সাধন আবশ্যক বলিতে হইবে"।

সত্যকাম। "কল্পিত দুঃখ নিবারণের উপায় কি রূপে করিবা?"।

যোগী। "এই উপদেশ দ্বারা, যে পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত সৎ পদার্থ নাই, যেমন যবনেরা বলে—আল্লা বস বাকি হাওস"।

সত্যকাম। "কিন্তু যবনেরা এমত কথা বলেনা, যে জগৎ ছায়া মাত্র। তাহারা জগৎ প্রপঞ্চকে হাওস অর্থাৎ অসার কহে, কেননা জগতের মধ্যে কোন দ্রব্য স্থায়ি নহে, কোন দ্রব্য অনুরাগ কিম্বা অভিলাষের উপযুক্ত নহে, কিন্তু তোমার মতে সেই অসারই আবার ব্রহ্ম—সেই হাওসই খোদ আল্লা। যবনেরদের মতে জগৎ অসার পদার্থ মাত্র সুতরাং লোকে তদনুরাগে নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু তোমরা অসার জগৎকে ঈশ্বর করিয়া ধর্ম্ম এবং নিয়মের মূলে কুঠারাঘাত কর"।

যোগী। "আমরা ধর্ম্ম এবং নিয়ম অস্বীকার করি না, আমরা সকলকে উপদেশ করিয়া থাকি যে অবিদ্যা অবস্থাতে স্বধর্ম্ম পালন করাই অপেক্ষাকৃত শ্রেয়, কেননা স্বধর্ম্ম পালনে বিশেষ অহিত সম্ভবে না"।

সত্যকাম। "মানসিক দ্বিধা স্থলে এরূপ উপদেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু এমত পরামর্শ পাইলে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি প্রশ্ন করিবে, অপেক্ষাকৃত হিতাহিতের কথা কেন?

যদি তুমি নিশ্চয় করিয়া থাক যে জগৎ ছায়ামাত্র এবং বস্তুতঃ কোন দুঃখ নাই তবে, অপেক্ষাকৃত হিত কার্য্যের উপদেশ কেন কর? বিশেষ অহিত সম্ভবে না বলিয়া ধর্ম্মবিধি পালন উপদেশ করাতে সুতরাং বল্য হয় যে ধর্ম্মবিধি পালন নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, ধর্ম্মবিধির অর্থ, যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন সকলি মিথ্যা বলিলে ধর্ম্মবিধির সত্তাই থাকে না, কেননা যেমন উপনিষদে লিখে, কে কাহাকে কি প্রকারে মান্য করিবে? এমত উপদেশ করিলে কি কাহার উপকার করিতে পারিবা?"

যোগী। "যদি কেহ বিষয় প্রমত্ত হইয়া কুপথগামী হয় তবে কে তাহার উপকার করিতে পারে, যদি কেহ অধর্ম্মঘন হয়, তবে তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই"।

সত্যকাম। "মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি কি রূপে বিবেকী হইবে? কিন্তু যদি ব্রহ্ম ভিন্ন সকলি মিথ্যা হয়, তবে অধর্ম্মঘনই বা কি প্রকারে সম্ভবে?

কিন্তু মায়ার অর্থ কি? উহাতে কি কোন মোহন শক্তি বুঝায়, কি উহাই মোহন স্বরূপ? উহা কি স্বয়ং ছায়া অথবা উহা কোন ভ্রামিকা শক্তি যদ্দ্বারা ঈশ্বর জগতের ভ্রান্তি উৎপাদন করেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে মায়া কোন ভ্রামিকা শক্তি যদ্দ্বারা ঈশ্বর জগতের ভ্রান্তি উৎপাদন করেন, কেননা তিনি জগৎকে অবিদ্যা কৃত কহিয়াছেন"।

যোগী। "অস্মন্মতে জগৎ অবস্তু, অথবা একমাত্র সত্তা ঈশ্বরের বিরূপ প্রতিবিম্ব"।

সত্যকাম। "ঈশ্বর জগতের ভ্রান্তি উৎপাদনার্থ

আপনার বিরূপ প্রতিবিম্ব প্রদর্শন করিতেছেন একথাতে কীদৃশী ঈশ্বর নিন্দা হয় তাহা বিবেচনা কর। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক ভ্রান্তি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক, ঈশ্বর এমত ভয়ানক ভ্রান্তি বিস্তার করিতেছেন ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা। রামানুজ গোস্বামির বচনে অবধান করুন, তিনিও আপনার ন্যায় সর্ব্বত্যাগি হইয়া কেবল পরম পুরুষার্থের সাধনে ছিলেন, তাঁহার উক্তি এই

জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানমেব দ্বয়মপি বিদিতং সর্ব্বশাস্ত্রান্তরালে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ বিদ্বাং তদনু তদিতরা শ্লিষ্টলগ্না বিভাতি। এবং সর্ব্বত্র যুগ্মং ভবতি খলু তথা ব্রহ্মজীবৌ প্রসিদ্ধৌ কস্মাদৈক্যং তয়োঃ স্যাদকপটমনসা হন্ত সন্তো বদন্তু ॥

তচ্ছব্দার্থঃ প্রঘটপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধিস্ত্বং শব্দার্থো ভবভয়ভরত্যগ্রচিন্তোতিদুঃখী তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়োর্বস্তুগত্যা ভেদঃ সেব্যঃ স খলু জগতাং ত্বং হি দাসস্তদীয়ঃ ॥

নাভিধা সমবায়ো বা হেত্বাভাবাচ্চ লক্ষণা। মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম বোধ্যতে কেন হেতুনা। তং হেতুং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা জগৎকর্ত্তেতি কথ্যতে সকর্তৃকত্বমেতেষামনুমানাচ্চ সিদ্ধ্যতি। ইয়ং সকর্ত্তৃকা নূনং ক্ষিতি র্ভবিতু মর্হতি। কার্য্যত্বং তত্র হেতুঃ স্যাৎ ঘটাদৌ দৃশ্যতে যথা ॥

তৎকথ্যতে ভগবতো মহদন্তরং যৎ কুদ্দালদাত্রহলপাণিভৃতাং জনানাং। এতে ষড়ূর্ম্মিবিবশাঃ শ্রমভারখিন্না ভ্রূভঙ্গমাত্রবিষয়ে স করোতি সর্ব্বং ॥

তথাহি কস্মাৎ প্রতিবিম্বমাসীত্তস্যাপরিচ্ছিন্ননিরঞ্জনস্য। জড়স্য কস্মান্নিগমোক্তধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তত্ত্বং সুখদুঃখভোগং। প্রতিবিম্বং ভবেন্নূনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ। অপরিচ্ছিন্নতা পূর্ণা তস্য তদ্ভবিতা কথং। রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো নিনিন্দ বিম্বপ্রতিবিম্ববাদং। শিষ্টৈ র্গৃহীতং ন যতোমতং তৎ তস্মাদ্ভবেচ্চাকৃতরং ন নূনং ॥

অহং সুখী কাপি ভবামি দুঃখী সুখস্বরূপী সততং স আত্মা। এবং হি ভেদঃ কথমৈক্যমেব তয়োর্দ্বয়োর্ভিন্নপদার্থয়োঃ স্যাৎ। নিত্যং স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতো সাবতীবশুদ্ধোজগদেকসাক্ষী। জীবস্তু নৈবংবিধ এব তস্মাদভেদবক্যোপরি বজ্রপাতঃ ॥

যেন ব্যাপ্তমখণ্ডমণ্ডলমিদং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিকং রে রে মন্দমতে ত্বয়া কথমহো সোহং বচঃ কথ্যসে। পশ্য ত্বং নিজ বৈভবং স্বহৃদয়ে কৃত্বা মতিং নির্ম্মলাং মূঢ়ঃ কিং মশকোদরে প্রবিশতি প্রোদ্দামদিগ্দন্তিনাং। কস্য ত্বং কুত আগতঃ কথমরে সংসারবন্ধক্রমস্তত্ত্বং তৎ পরিচিন্তয় স্বহৃদয়ে ভ্রান্তস্য মার্গং ব্রজ॥

অস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া চৈতন্যলেশস্ত্বয়ি ত্বং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তুং শঠ। লব্ধ্বা কশ্চন দুর্জনঃ খলু যথা হস্ত্যশ্বপাদাতকং ভূয়াদেব তদীশরাজপদবীং চক্রে গ্রহীতুং মনঃ॥

কেচিদ্বাদবলাঃ কুতর্কজলধৌ মগ্নাঃ কুমার্গে রতা মিথ্যাজল্পনকল্পনাশনযুতা ভ্রান্তা জগদ্ভ্রামকাঃ। ব্রহ্মৈবাহমিদং চরাচরমপি ব্রহ্মৈব হন্তাখিলং প্রাহুর্যত্তদসন্মনোরথ ইতি ব্যাখ্যাতমন্তঃস্ফুটং॥

নৈর্গুণ্যবাদো গুণসাগরেপি তেষামহো গড্ডরিকাপ্রবাহঃ। সূত্রস্য ভাষ্যং পৃথগেব কৃত্বা প্রতারয়ন্তি স্বমতপ্রপন্নান্। ঐশ্বর্য্যকর্ত্তৃত্বমুখাঃ সমগ্রা নিত্যা গুণাস্তে পরমেশ্বরস্য। অতো গুণী নির্গুণ এব কস্মান্নৈর্গুণ্যবাদস্তু বিবাদ এব॥

প্রতীয়তে ক্বাপি ন বেদলোকে নির্ধর্ম্মকং বস্তু খপুষ্পতুল্যং। প্রতীতিরাস্তে যদি তস্য বেদে বেদাঃ প্রমাণং খলু নো তদা স্যাৎ। প্রস্তরো যজমানো বৈ যথাত্র যজ্ঞসাধনং। ধর্ম্মবাধং তথাত্রাপি নির্ধর্ম্মস্থ প্রতীয়তে॥

যেমন জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বিদ্যা অবিদ্যা দ্বন্দ্বভাবে পৃষ্ঠলগ্ন হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সম্মত আছে, তেমনি ব্রহ্ম ও জীবও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। অতএব অকপট হৃদয় সাধু মহাত্মারা বলুন তাহাদের উভয়ের ঐক্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।

জীব ব্রহ্মের ঐক্যমূলক মহাবাক্য স্থিত 'তৎ' [সেই] শব্দের অর্থ পরমানন্দ সন্দোহে পরিপূর্ণ অমৃতসিন্ধু। এবং 'ত্বং' [তুমি] শব্দের অর্থ ভবভয় ভরে নিতান্ত ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। অতএব সেই দুই ভিন্ন পদার্থের ঐক্য নাই। বস্তুতঃ উভয়ের পরস্পর ভেদ এইরূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সেই ব্রহ্ম জগতের সেব্য এবং তুমি তাঁহার দাস।

মায়াবাদীদিগের মতে কারণাভাবে ব্রহ্মকে কোন রূপ প্রমাণেই প্রতিপন্ন করান যাইতে পারে না, সেমতে না আছে অভিধাশক্তি, না আছে সমবায় সম্বন্ধ। বিশেষ কারণের অভাব প্রযুক্ত, লক্ষণা বৃত্তিও স্বীকার করা যাইতে পারে না। পরন্তু আমরা অনায়াসেই মুখ্যবৃত্তি অভিধা ও মৌলী বৃত্তি লক্ষণা স্বীকার করিতে পারি। তিনি যে জগতের কর্ত্তা এবং এই জগৎ যে সকর্তৃক ইহা অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। ঐ অনুমানের আকার এই হইবেক যে, যেং বস্তু কার্য্য তাহা সকর্তৃক অর্থাৎ তাহার কর্ত্তা আছে, যেমন ঘট। এরূপে অবশ্যই বলা যাইতে পারে পৃথিবী কার্য্যরূপা অতএব তাহা সকর্তৃকা হয়।

কোথায় বা হলদাত্র কুদ্দালধারী পুরুষগণ, কোথায় বা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পরব্রহ্ম বস্তুতঃ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদের সীমাপরিশেষ নাই। ইহাতেও জীবব্রহ্মের ঐক্য সাধন করিতে চেষ্টা পাওয়া অতীব আশ্চর্য্যের কথা। আমরা, যৎপরোনাস্তি অধীন, শ্রমভরে খিদ্যমান। তিনি ভ্রূভঙ্গী করিবামাত্রই সকল করিতে সমর্থ হন। এরূপ ভাবে ঐক্য সম্ভাবনা কি?

শিষ্টগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা রামানুজ স্বামী বিম্বপ্রতি-বিম্ববাদকে এইরূপে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, যে দেখ দেখি সেই অপরিছিন্ন নিরঞ্জন পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়। জড়ব্যক্তির বেদোক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ও তত্তৎ ফল সুখদুঃখ ভোগ কোন রূপেই সম্ভবিতে পারে না। যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহারই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে,

পূর্ণরূপ পরব্রহ্মের তাদৃশ অপরিচ্ছিন্নতা হইবে কেন? মহানুভাব রামানুজের এতাদৃশ মতটি সাধুপরিগৃহিত নহে, তন্নিমিত্ত কি অবশ্যই বলিতে হইবেক ইহা চারুতর নয়?.

আমরা কখন বা সুখী কখন বা দুঃখী হইয়া থাকি, কিন্তু সেই আত্মা সতত সুখময়। যখন এতাদৃশ বিজাতীয় প্রভেদ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তখন সেই পরস্পর বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের ঐক্য কিরূপে হইতে পারে। পরমাত্মা নিত্য স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, নিরুপাধি যৎপরোনাস্তি শুদ্ধ এবং এই জগতের একমাত্র সাক্ষী, কিন্তু জীব এবম্প্রকার নহেন, অতএব অভেদ বৃক্ষের মস্তকে বজ্রপাত হউক।

অরে মূঢ়, যিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ও তদ্গত সমস্ত বস্তুজাত ব্যাপিয়া আছেন 'তিনিই আমি' একথা কোন-সাহসে বলিস্ বল্ দেখি। তুই একবার নির্ম্মলবুদ্ধি দ্বারা মনে২ আপন২ বৈভব ভাবিয়া দেখ দেখি, সাতিশয় উদ্দাম দিগ্গজ যূথ সকল মশকের উদরমধ্যে প্রবেশ করিতে কি পারে। তোরা কার ছিলি, কোথা হইতে আইলি, কি প্রকারে তোদের এইরূপ শরীর পরিগ্রহ হইল, এসমস্ত মনে২ চিন্তা করিয়া দেখ এবং ভ্রান্তের পথ পরিত্যাগ কর।

অরে শঠ! পরমেশ্বরের কৃপায় তোতে চৈতন্যের এক লেশমাত্র অর্পিত হইয়াছে বলিয়া তোকে স্বয়ং পরমেশ্বর বলিতে বাঙ্নিষ্পত্তিই হইতেছে না। অথবা দুর্জন ব্যক্তি কোন রূপে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-প্রভুরই রাজপদবী লাভের চেষ্টা পাইয়া থাকে, অতএব এবড় আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে।

কতিপয় কুবুদ্ধি লোক এমনি আছে যে তাহারা কেবল বাদ মাত্র পরায়ণ কুতর্ক সাগরে নিমগ্ন, কুমার্গগামী, মিথ্যা জল্পন তৎপর শত২ অনর্থ কল্পনাকারী নিতান্ত ভ্রান্ত এবং দিগ্বিজয়ীর ন্যায় নানা দেশ ভ্রমণকারী হইয়া যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ায় 'আমিই ব্রহ্ম,' এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়, কিন্তু সেকথাটী তাহাদের মনগত নহে, অন্তর্হৃদয়ে অসৎ অভিপ্রায় বলিয়া স্থির করিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

আহা! এমন গুণসাগরেতেও তাদৃশ নির্গুণতাবাদ করিয়া কি অপূর্ব্ব গড্ডরীকা প্রবাহের স্বভাবই অনুকরণ করিয়াছে! ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত শারীরিক সূত্রের নির্গুণপক্ষে পৃথক ভাষ্য করিয়া স্বমত প্রবিষ্টদিগকে কি আশ্চর্য্যরূপে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন? বিবেচনা করিয়া দেখ ঐশ্বর্য্য কর্তৃত্ব প্রভৃতি নিত্য পরমেশ্বর গুণরাশি সত্বে সেই গুণরাশি গহন পরমেশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া নৈর্গুণ্যবাদ প্রচার করার কেবল বিবাদ ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্যই বোধ হইতে পারে না।

ধর্ম্মমাত্র বিহীন খপুষ্প সদৃশ বস্তু আছে, এমন কথা বেদের কুত্রাপি শুনিতে পাওয়া যায় না। আর একথার প্রমাণ যদি বেদে থাকে তবে বেদ কখন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অভিষবণার্থ পাষাণ যেমন যজ্ঞের সাধন হয় যজমানও তদ্রূপ, এইহেতু যেমন বেদে যজমানকে প্রস্তর বলা হইয়াছে ধর্ম্মবোধ বিষয়ে পরমাত্মাকেও সেইরূপ নির্ধর্ম্ম বলা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ তিনি তদ্ধর্ম্ম বিহীন নহেন।

অপর রামানুজ স্বীয় শারীরিক ভাষ্যেতে আরো লিখিয়াছেন।

অত্র কেচিদদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণ উপয়ন্ত এবৈবং সমাদধতে একস্যেব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বভূতানাং জীবানাং সুখিত্বদুঃখিত্বাদয় একস্যৈব মুখস্য প্রতিবিম্বানাং মণিকৃপাণদর্পণাদিষূপলভ্যমানানামল্পত্বমহত্ত্বমলিনত্ব বিমলত্বাদিবত্তত্তদুপাধিবশাদ্ব্যবস্থাপদ্যন্তে। * * * কাল্পনিকস্তু ভেদমাশ্রিত্যৈয়ং ব্যবস্থোচ্যতে কস্যপুনঃ কল্পনা ন তাবদ্ব্রহ্মণস্তস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ। নাপি জীবানামিতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ। কল্পনাধীনো হি জীবো জীবাশ্রয়াচ কল্পনেতি॥

কিঞ্চ অবিদ্যা কল্পস্য জীবস্য কল্পকঃ ক ইতিনিরূপণীয়ং ন তাবদবিদ্যা অচেতনত্বাৎ নাপি জীব আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ শুক্তিকারজতাদিবদবিদ্যাকল্প্যত্বাচ্চ জীবভাবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকমিতিচেৎ ব্রহ্মাজ্ঞানমেবাযাতং কিঞ্চ ব্রহ্মাজ্ঞানানভ্যুপগমে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি বানবা ন পশ্যতি চেৎ ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্রসৃষ্টি র্নামরূপব্যাকরণমিত্যাদি ব্রহ্মণো ন স্যাৎ অথ পশ্যতি অথণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম নাবিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মাজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ অতএব মায়াবিদ্যাবিভাগবাদোপি নিরস্তঃ অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়িনোপি ব্রহ্মণো জীবদর্শিত্বং ন স্যাৎ ন চ মায়াবী পরানদ্রষ্টা মোহয়িতুমলং নাপি মায়া মায়াবিনো দর্শনসাধনং দৃষ্টিষু পরেষু তন্মোহসাধনমাত্রত্বাত্তস্যাঃ অথ ব্রহ্মণো মায়া তস্য জীবদর্শিত্বং কুর্ব্বতী জীবমোহনস্য হেতুরিতি মন্যসে তর্হি পরিশুদ্ধস্যাখণ্ডৈকরসস্য প্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শনং কুর্ব্বতী মায়া পরপর্য্যায়া অবিদ্যৈব স্যাৎ অথমতং বিপরীতদর্শনহেতুরবিদ্যা মায়া তু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেন দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো বিপরীতদর্শনহেতুঃ অতস্তস্য নাবিদ্যাত্বমিতি নৈবং চন্দ্রৈকত্বে জ্ঞায়মানে দ্বিচন্দ্রদর্শনং হেতোরপ্যবিদ্যাত্বাৎ যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব স্বব্যতিরিক্তং জানাতি ন তর্হি তন্মোহয়তি ন হ্যন্মত্তো মিথ্যাত্বেন জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে॥ * * * অপুরুষার্থেন মোহনেন কিং প্রয়োজনং ক্রীড়েতি চেৎ। অপরিচ্ছিন্নানন্দস্য কিং ক্রীড়য়া। পরিপূর্ণভোগানামেব ক্রীড়া পুরুষার্থত্বেন লোকে দৃষ্টা ইতিচেৎ নৈবমিহোপপদ্যতে নহ্যপরমার্থতয়া প্রতিভাসমানৈ র্নিষ্পান্নয়া পরমার্থভূতেন চ তৎপ্রতিভাসিনাত্মন্মত্তানাং ক্রীড়ারসোনিষ্পাদ্যতে॥

কতিপয় অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার পূর্ব্বক এই রূপে সমাধা করিয়া থাকেন যে, একমাত্র পরব্রহ্মের

প্রতিবিম্বরূপ জীবগণের নানাপ্রকার সুখিত্ব দুখিত্ব ধর্ম্মের উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব হইতে পারে না। মণি, কৃপাণ, দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত একমাত্র মুখেরই প্রতিবিম্ব সকল ছোট বড়, মলিন, এবং নির্ম্মল দেখায়, তাহার কারণ কেবল সেই সমস্ত গুণশালী উপাধিই বলিতে হইবেক, এস্থলেও সেইরূপ বলিব।

কিন্তু ব্যবহার দশায় কেবল কাল্পনিক ভেদ আশ্রয় করিয়াই এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে এই বা কেমন কথা? তোমরা যে কল্পনা করিতে চাও সে কল্পনা কাহার? ব্রহ্মের কি জীবের? ব্রহ্মের কল্পনা বলিতেই পার না, কারণ তিনি পরিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ এবং সর্ব্বতোভাবেই কল্পনা শূন্য জীবেও কল্পনা অসম্ভব কারণ তাহাতে অন্যান্যাশ্রয় দোষের ঘটনা হইয়া পড়ে, জীব ত কল্পনার অধীন আছে, আবার কল্পনাকে জীবাধীন বলিলেই অন্যান্যাশ্রয় দোষ হইবেক সন্দেহ নাই।

এক্ষণে অবিদ্যা পরিকল্পনীয় জীবের কল্পনাকারী কে ইহা নিরূপণীয় হইয়াছে। অবিদ্যাকে কল্পিকা বলিতে পার না, কারণ তাহার চেতন নাই। জীবকে যদি কল্পক বলি তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়, কারণ শুক্তিকা রজতের ন্যায় জীবেরও অবিদ্যাকল্পনীয়ত্ব আছে। ভাল ব্রহ্মকেই নয় তাহার কল্পক কহিব, তাহাও পার না কারণ তাহাতে ব্রহ্মের অজ্ঞানই আগত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু যদি ব্রহ্মের অজ্ঞান নাই মান, তাহা হইলে ব্রহ্ম জীবগণকে দেখেন কি দেখেন না, তাহার উত্তর কর। যদি বল দেখেন না, তাহা

হইলে তাঁহার ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্র রচনা, নাম রূপ ব্যাকার প্রভৃতি ব্রহ্মের কিছুই ঘটিতে পারে না। আর যদি বল দেখেন, তাহা হইলে অখণ্ড এক রস স্বরূপ হইয়াও অবিদ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকে তিনি জীব সকলকে দেখিতে পান না, এরূপে ব্রহ্মের অজ্ঞান প্রসঙ্গ হয়। অতএব বলিতে হইবে মায়া ও অবিদ্যার বিভাগ পক্ষও নিরস্ত হইল, কারণ তিনি নিজে মায়ী হইয়াও অবিদ্যার আশ্রয় ব্যতীত জীবকে দেখিতে পান না। মায়াবী ব্যক্তি অন্যকে না দেখিতে পাইলে কখনই মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আর কোন কিছু দেখিতে হইলে মায়াবীর দর্শন সাধন যে মায়া হয়, এমন কোন প্রমাণ নাই, মায়া কেবল মোহের সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। যদিও ব্রহ্মের মায়া লৌকিক মায়ার ন্যায় নহে, তিনি তাহার অবলম্বনে জীব সকলকে দেখিতে পান এবং তাহাদিগকে তাহাদ্বারা মোহিতও করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের মায়ার আর মায়াত্বই থাকে না। ফলে ব্রহ্ম পরম পরিশুদ্ধ অখণ্ড এক রস, স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হইয়াও যদি তাঁহাকে অন্যদর্শন বিষয়ে মায়ার সহায়তাধীন হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার মায়াকে মায়া না বলিয়া অবিদ্যা বলিলেই চলিতে পারে। এবিষয়ে কেহ২ বলেন মায়া অবিদ্যার মধ্যে বিলক্ষণ ইতর বিশেষ আছে। অবিদ্যা বিপরীত দর্শনের কারণ, অর্থাৎ তাহার প্রভাবে লোকে একে আর দেখিয়া থাকে। মায়ার শক্তি এরূপ নয়, সে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত মিথ্যাস্বরূপ তাবৎ পদার্থকে মিথ্যাত্বরূপেই দেখাইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু তাহা ব্রহ্মের বিপরীত দর্শনের প্রতি কারণ নহে।

অতবএ মায়াকে অবিদ্যা নামে খ্যাত করা কোনমতে সুসঙ্গত হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলি একথা কোন কাজের কথাই নয়, কারণ বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি চন্দ্র একমাত্র তথাপি যদি কোন কারণ বশতঃ চন্দ্র দুইটার মত দেখি, তাহা হইলে সেই কারণকেও অবিদ্যা বলা অসঙ্গত নহে। ব্রহ্ম স্বব্যতিরিক্ত পদার্থকে মিথ্যাত্ব রূপে জানুন না কেন, কিন্তু তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে মোহিত করেন না, এই আমার বক্তব্য, কারণ আমরা কখনই দেখিতে পাই না যে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মিথ্যাত্বরূপে জ্ঞাত বস্তুকে আবার মোহিত করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়া থাকে।

"তবে বলিবে অপুরুষার্থ মোহনশক্তির প্রয়োজন ক্রীড়া ভিন্ন ত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব ক্রীড়াই তাহার প্রয়োজন। উত্তর, যিনি অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ স্বরূপ তাঁহার ক্রীড়াই বা কি? অর্থাৎ ক্রীড়াতেও তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে এমন কথা বলিতে পার লোকে পূর্ণকাম ব্যক্তির ক্রীড়াও পুরুষার্থরূপে আচরিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে আমরা বলি, এখানে ওরূপ উপপত্তিই হইতে পারে না। কারণ ক্রীড়নক ও ক্রীড়ক উভয় তুল্য ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে ক্রীড়া করিয়া সুখভাগী হইতে পারা যায়। প্রকৃতস্থলে যে ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করিবার কথা তাহা পরমার্থত অবস্তু এবং যিনি ক্রীড়াকারী তিনি পরমার্থত বস্তু প্রকাশ-ময়। সুতরাং এমনস্থলে উন্মত্ত ব্যতিরেকে অন্য কাহার ক্রীড়ারস নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

"যোগীন্দ্র মহাশয় প্রণিধান করুন, এমন গুরুতর বিষয়ে বিরুদ্ধ বচন কহিলে মহা দোষ সম্ভবে। ঈশ্বর প্রজাবর্গের ভ্রান্তি উৎপাদন করণার্থ মায়া বিস্তার করিয়াছেন অথবা স্বয়ং নির্গুণ হইয়া মায়ার পরতন্ত্র হওত জগৎ সৃষ্টি করেন, এবম্বিধ উক্তিতে ঘোরতর ঈশ্বর নিন্দা বলিতে হইবেক। পরমেশ্বর সত্যময় এবং সত্যানুরাগী সুতরাং কোন মনুষ্যের চিত্ত ক্ষেত্রে তিনি ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারেন না। অধিকন্তু তিনি জ্ঞানময় সুতরাং আপনিও কখন মায়া কিম্বা অবিদ্যার পরতন্ত্র হইতে পারেন না"।

যোগী। "আমারদের সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্যে প্রণিধান কর। আমরা যখন বলি কেবল ঈশ্বরই সৎ তাহার তাৎপর্য্য এই যে কেবল তিনিই নিত্য এবং স্বয়ম্ভু কিন্তু জগৎ অনিত্য এবং অশুদ্ধ তন্নিমিত্ত উহাকে মায়ামাত্র কহি। আবার যখন আমরা কহি আমিই তিনি ও তিনিই আমি তাহার অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা আমরা অনর্থ জগৎ এবং ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য হইতে উদ্ধার চেষ্টা করি"।

সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহংস ইতি চিন্তয়েৎ॥

সত্যকাম "পরমেশ্বরের নিত্য স্বয়ম্ভুতা প্রতিপাদনার্থ যৎ পরিমাণ শক্তি বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিতে চাহ, তাহাতে আমার আপত্তি মাত্র নাই এবং জগতের অনিত্যতা ও অশুদ্ধতা প্রকাশার্থ যত গাঢ় শক্তি বিশিষ্ট শব্দ প্রসঙ্গ কর তাহাতেও হানি নাই, কিন্তু বস্তু লক্ষণ লঙ্ঘন করিও না। ঈশ্বর নিত্য এবং স্বয়ম্ভু তাঁহাকে বিশিষ্ট রূপে

সৎ কহা যাইতে পারে যে ভাবে তিনি সৎশব্দ বাচ্য হয়েন সে ভাবে আর কোন পদার্থ ঐ শব্দ বাচ্য হইতে পারে না কেননা তাঁহার সত্তার তুল্য অন্য কাহার সত্তা নয় ঈশ্বর নিত্য সৎ কিন্তু সৎ শব্দের বৈয়াকরণিক অর্থ করিলে অথবা অস ধাতুর শতৃ প্রত্যয়োৎপন্ন ইহা মনে রাখিলে জগৎকেও সৎ কহিতে হইবে, কেননা যদিও জগৎ সৃষ্ট পদার্থ সুতরাং অনিত্য তথাপি সৎ পদার্থও বটে তন্নিমিত্ত ঈশ্বরকে এক সৎ বলা জাইতে পারে না।

"অপিচ জগৎকে অনিত্য অস্থায়ি এবং অশুদ্ধ কহিলে ইহা মনে রাখিতে হয় যে অনিত্য ও অস্থায়ি হইয়াও ইহা সৎ পদার্থ বটে এবং অশুদ্ধ হইলেও শোধনীয় বটে অশুদ্ধ শোধনের নিমিত্তই শাস্ত্রালোচনাদি নিয়ম সাধন প্রয়োজনীয় হয়। ঈশ্বর প্রতীতিও সৃষ্টি দর্শন হইতে জন্মে সুতরাং সৃষ্টির বাস্তবিকতা অগ্রাহ্য করিলে ঐ প্রতীতিতে সংশয় পড়িতে পারে। সর্ব্বজ্ঞান এবং সর্ব্বশক্তি এই দুই শব্দেতেই শক্তি জন্য এবং জ্ঞান বিষয়ীভূত পদার্থ ঊহ্য হয় যদি বস্তুতঃ কোন দ্রব্য বর্ত্তমান না থাকে, তবে সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বজ্ঞান এই শব্দকে অলীক কহিতে হইবে, সুতরাং জগৎ অস্বীকার করিলে ঈশ্বরের শক্তি এবং কৌশল অস্বীকার করা হয়।

"অনন্তর ঈশ্বর এবং জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে যে রূপ বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা যাউক কিন্তু ঐ দুই বিভিন্ন পদার্থকে আবার একীভূত করিও না এপ্রকার বিরুদ্ধ বচন শ্রবণ করিলে চমৎকারের পরিসীমা থাকে না এই অবস্তু প্রপঞ্চই এক সৎ বস্তু। এবম্ভূত উক্তি বালক ও উন্মত্ত

লোকের মুখ হইতেই নির্গত হইতে পারে দুই বিরুদ্ধ পদার্থকে এরূপ একীভূত করিলে বিকল্পে ব্রহ্মকে মিথ্যা এবং জগৎকে সত্য বলা হয় যথা রামানুজের উক্তি

যে তু কার্য্যকারণযোরনন্যত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণন্তি ন তেষাং কার্য্যকারণযোরনন্যত্বং সিধ্যতি সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ। তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ॥

" আর ক্ষীণ জীবি এবং অশুদ্ধ প্রকৃতি মানব মণ্ডলীকে অহং ব্রহ্মাস্মি বলিতে উপদেশ করিও না"।

যোগী। " ক্ষীণ জীবি মানব মণ্ডলী বৈরাগ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত বলে অহং ব্রহ্মাস্মি আমরা যখন কাহাকে বলি তত্ত্বমসি তখন তাৎপর্য্য এই যে সে যেন বিষয়ানুরাগ ত্যাগ করিয়া স্বকীয় আত্মিক প্রভাব ধ্যান করত ঐশ্বরিক স্বভাবের সাম্য প্রাপ্ত হয়"।

সত্যকাম। " বিষয়ানুরাগ ত্যাগ করিলে ক্রমশঃ ঐশ্বরিক স্বভাবের সাম্য প্রাপ্তি হয়, ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এস্থলে পরিমিত সংকল্প আবশ্যক, কেননা বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না সৃষ্ট পুরুষ কখন স্রষ্টা ঈশ্বর হইতে পারে না"।

যোগী। " কিন্তু ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি না হইলে অনিত্যতা ও অশুদ্ধতা হইতে মুক্তি কি রূপে সম্ভবে। যদি স্বর্গলাভেতে সাধন সিদ্ধি হয় তবে অবিদ্যাতে থাকাই শ্রেয়। জ্ঞানের বিশেষ ফল কি? ধরামণ্ডলীতে বিবিধ দোষ থাকিলেও প্রকৃত বিবেচনায় অপ্সরো গণাকীর্ণ ইন্দ্রপুরী হইতে অধম নহে"।

সত্যকাম। " বিষয়াসক্ত অপ্সরাদি সমন্বিত পুরাণ

কল্পিত স্বর্গ জঘন্য স্থান সন্দেহ নাই কিন্তু পৌরাণিক কল্পনা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইন্দ্রপুরী কেবল কল্পিত স্বর্গমাত্র বাস্তবিক স্বর্গ তাদৃশ নহে বাস্তবিক স্বর্গ নিত্য পবিত্র ধাম যেখানে কোটি ২ বিমুক্ত আত্মা অজস্র পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অস্মৎপূর্ব্বেরা স্বর্গার্থে সুবর্গ শব্দ প্রয়োগ করিতেন যেমন সুবর্ণ হইতে স্বর্ণ শব্দ হইয়াছে তদ্রূপ সুবর্গ হইতে স্বর্গ। অতএব বাস্তবিক স্বর্গ সুবর্গ ধাম উৎকৃষ্ট উদ্ধার প্রাপ্ত পবিত্রবর্গের আলয়, নিত্য শুদ্ধ এবং সদাস্থায়ী"।

অনন্তর দণ্ডী রাজাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "মহারাজ আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই তর্ক যুদ্ধের ভার আমি সভা পণ্ডিত বর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। সত্যকামের উক্তি এবং রামানুজের মীমাংসা বিরলে ধাতব্য। সভা মধ্যে বিতর্ক করিলে জিজ্ঞাসা হইতে জিগীষা প্রবল হইয়া উঠে সুতরাং সত্য লাভের সম্ভাবনা কি? মহারাজ আশীর্ব্বাদ, জয় হউক, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ"। দণ্ডী এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। দণ্ডী প্রস্থান করিলে পর রাজা কহিলেন, "দণ্ডী অদ্বৈতবাদের বাস্তবিক সাধন করেন কেবল তর্ককালীন মৌখিক পোষকতা করেন এমত নহে। শঙ্করাদি ভাষ্যকারেরা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দণ্ডী তাহা আচার-ভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। দর্শনশাস্ত্র গ্রন্থে কেবল তর্কই দেখা যায় অদ্বৈতবাদের সাধন দেখা যায় না, সংসারত্যাগী যোগাদিগের আচারেই কেবল তাহার সাধন দেখা যায়"।

সত্যকাম। “মহারাজ অদ্বৈতবাদের বাস্তবিক সাধন কোন প্রকারে সম্ভবে না। গুরু যখন শিষ্যকে বলেন হে সৌম্য, শিষ্য যখন গুরুকে বলেন ভো ভগবন, গ্রন্থকার যখন লিখেন ইতিচেন্ন, ভাষ্যকার যখন সূত্রকারের উক্তি প্রতিপন্ন করত বিপক্ষ খণ্ডন করেন এ সকলেতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে অদ্বৈতবাদ অসাধ্য এবং অসত্য, ব্রহ্মভিন্নং-সর্ব্বং মিথ্যা একথা সত্য নহে। অদ্বৈতবাদ সত্য হইলে গুরুকরণ অথবা গুরূপদেশ ব্যাখ্যা ভাষ্য বেদ পুরাণ কিছুই হইতে পারিত না, কেননা যদি একমেবাদ্বিতীয়ং তবে কে কাহাকে উপদেশাদি করিবে? ব্যবহারিক পারমার্থিক শব্দ কল্পনাতেই অদ্বৈতবাদ অপ্রমাণ হইতেছে লোক না থাকিলে ব্যবহার শব্দ কল্পনা হইতে পারিত না। যে ২ বেদ বচনে নঞ প্রত্যয়াশ্রিত ব্রহ্মের দোষহীনতা প্রতিপাদক শব্দ দেখা যায় তাহাতেই প্রমাণ হয় যে ঐ দোষাধার জগৎ বস্তুতঃ আছে।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।

“নচেৎ এবম্ভূত দোষাশ্রিত বস্তুর অত্যন্তাভাব হইলে পরমেশ্বরকে তৎপ্রতিযোগী বলিবার প্রয়োজন কি? বিষ্ণু-মিত্রকে বন্ধ্যাপুত্রের প্রতিযোগী বলিবার প্রয়োজন কখনো হয় না, শঙ্করাচার্য্য আত্মোপদেশ নামক গ্রন্থে কহিয়াছেন যে তিন প্রকার প্রমাণেতে মুক্তি সাধক জ্ঞান জন্মে কিন্তু সেই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই অদ্বৈতবাদ অপ্রমাণ হয়”।

এতৈরন্যৈশ্চ বিশেষণৈ র্বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম ত্বমসি ইতি গুরুবাক্যং

স্বানুভবন্ ব্রহ্মাহমস্মীতি শ্রুতিং গৃহীত্বা এবং গুরোরাজ্ঞয়া এবং দেববাক্যতঃ গুরুতঃ স্বতঃ ত্রিপ্রকারেণ ব্রহ্মাহমস্মীতি জ্ঞাত্বা স মুক্তঃ।

"এস্থলে গুরুবাক্য দেববাক্য এবং আপনার অনুভব এই ত্রিবিধ প্রমাণের উল্লেখ করাতেই অদ্বৈতবাদ খণ্ডন হইতেছে, কেননা তাহাতে দেব গুরু এবং শিষ্য তিন সত্তার অপেক্ষা আছে।

"অপিচ ঐ আত্মোপদেশেতে কথিত আছে অনাত্মকে আত্মা জ্ঞান করাই বন্ধ যথা

অনাত্মন্যাত্মধীর্বন্ধ। অতএব জগৎকে আত্মা বলাও বন্ধের লক্ষণ তবে যিনি জগৎকে আত্মা জ্ঞান করিয়া বিধি নিষেধের অনধীন হইবার অভিমান করেন তাঁহার কেমন ঘোর বন্ধন হইবেক বিবেচনা করুন।

ত্বমভয়ং প্রাপ্তঃ সংসারদুঃখান্মুক্তোসীতি এতৎ সর্ব্বং বিস্মৃত্য যথেচ্ছং কুরু * * আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা। যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ॥

"এমত উপদেশকে ভয়াবহ কহিতে হইবেক, কেননা লোকের মনে এবম্ভূত সংস্কার বদ্ধ মূল হইলে কাহারো নিস্তার নাই। সকলেই যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করে, তবে মনুষ্য ও পশু মধ্যে চরণ সংখ্যা মাত্র প্রভেদ থাকিবে এবং মনুষ্যগণকে দ্বিপদ পশু ও পশুগণকে চতুষ্পাদ মনুষ্য বলিলেও হয়। অতএব বেদান্তাধিকারী পুরুষের ভয়ানক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সকলে এমত অধিকার প্রাপ্ত হয় না, কেননা শমদমাদি সাধন চতুষ্টয়ের অপেক্ষা থাকে।

অকস্মাৎ কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাদ্বা বেদোদিতেনেশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানেনাপগত-রাগাদিদমনঃ ॥

দৈবাৎ বহুকষ্টে পুণ্য বিশেষ দ্বারা বেদোদিত ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক রাগাদি দমন হয়। বেদান্তাধিকারীর এই এক লক্ষণ। আর এক লক্ষণ এই যে, গুরু বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা। এই বচন সমূহ যদি নিতান্ত বাল্যপ্রলাপ না হয়, তবে বেদান্ত সাধনে সাধক ছাত্র এবং উপদেশক গুরু তথা বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের উপকরণ দ্রব্য এই সকলের অস্তিত্ব উহ্য হইতেছে, সুতরাং বেদান্তসাধন দ্বারাই অদ্বৈত-বাদের নিরাকরণ সম্পন্ন হইল। যদি গুরু বেদান্ত বাক্যকে মায়ামাত্র বলা যায়, তবে বেদান্ত সাধনও সুতরাং মিথ্যা, আর সাধন মিথ্যা হইলে সিদ্ধিও মিথ্যা, এবং বেদান্ত জ্ঞানও প্রলাপমাত্র, কেননা আচার্য্য না থাকিলে জ্ঞান কিম্বা সাধিষ্ঠ কিছুই সম্ভব হয় না॥

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥
আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং গময়তি ॥

"বেদান্ত মতে আচার্য্যের উপদেশ বিনা সিদ্ধি হয় না, কিন্তু অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে আচার্য্যের সদ্ভাব সম্ভবে না। আচার্য্যাভাবে সাধনাভাব, সাধনাভাবে সিদ্ধির অভাব, সুতরাং অপবর্গও মায়ামাত্র, অতএব রামানুজ সত্য কহিয়া-ছেন যে, সমুদয় বেদান্ত এক অবস্তুভূতা রেখার উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণের ন্যায় অলীক প্রদর্শিত হইল"।

প্রাসাদনির্ম্মাণাদিবদনুপপন্নতৈকরেখায়ামবস্তুভূতায়াং ॥

রাজা। "এ কেমন কথা, রামানুজ অদ্বৈতবাদের

বিরোধী! তবে আমি যে শুনিয়াছিলাম ভাগবতেরা অদ্বৈত-বাদ অগ্রাহ্য করেন না”।

সত্যকাম। “ভাগবতেরা সকলেই অদ্বৈতবাদ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করেন এমত নহে, রামানুজ এবং তৎশিষ্যেরা অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন না, কিন্তু রামানন্দী প্রভৃতিরা তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন, ফলে রামানুজও অখিল অদ্বৈতবাদ পরিহার করেন নাই, তিনি কেবল জগৎ কিম্বা মানবীয় আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই”।

রাজা। “এই বা আবার কীদৃশ বাক্য, যদি জগদ্ব্রহ্মের অভেদ অস্বীকার করিয়াছিলেন, তবে অখিল অদ্বৈতবাদ পরি-হার করেন নাই, কেমন? অদ্বৈতবাদের আর কি অঙ্গ সম্ভব হয়?”।

তর্ককাম। “রামানুজ জগৎব্রহ্ম এক, এই উপদেশ পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্মগত হয়, তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, যথা;

নানারসা মধুনি ভিন্নতয়া তরুণাং সন্তি ত্রিদোষহরণং কথমন্যথা স্যাৎ। জীবাস্তথা ভগবতি প্রলয়ে বিলীনা নৈক্যং গতাঃ খলু যতঃ পৃথগেব স্যন্তৌ। নদীসমুদ্রয়োর্ভেদঃ শুদ্ধোদলবণাদয়োঃ। তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ বিলক্ষণগুণা-ন্বিতৌ॥ নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমন্তান্নৈক্যং গতা বিভিন্নতয়া ন ভান্তি ক্ষারোদশুদ্ধোদকয়োর্বিভেদাদ্যাস্তে তয়োর্বাস্তব এব ভেদঃ। দুগ্ধে তোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদং। এবং জীবা লয়মধি পরে ব্রহ্মণাংশে বিলীনা ভক্ত্যা ভেদং বিদধতি গুরো বার্ক্যমাসাদ্য সদ্যঃ। দুগ্ধং দুগ্ধে জলমপিজলে মিশ্রিতং সর্বথা তন্নৈকীভূতং নিয়তমুভয়োর্মানসস্যৈব যস্মাৎ। এবং জীবা পরমপুরুষে ধ্যানযোগাদ্বিলীনা নৈক্যং প্রাপ্তা বিমলমতয়ঃ সন্তু এবং বদন্তি॥

অর্থাৎ নানাজাতীয় বৃক্ষের নানাপ্রকার পুষ্পরস মিলিত

হইয়া মধুরূপে পরিণত হইলে তাহা ত্রিদোষঘ্ন হইয়া থাকে ইহার অন্যথা হয় না, সেইরূপ জীব সকল প্রলায়াবস্থায় ভগবানে বিলীন ভাবে থাকে, এবং সৃষ্টি সময়ে পৃথক্২ হইয়া উৎপন্ন হয়।

নদী ও সমুদ্রেও ভেদ দৃষ্ট হয়, নদী সকল শুদ্ধ জলময়, সমুদ্র কেবল ক্ষারজলে পরিপূরিত। এমনি বিলক্ষণ গুণনিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরেও ভেদ প্রতীয়মান হয়।

নদী সকল চতুর্দিক্ হইতে আসিয়া সমূদ্রে মিলিতা হইলে যেমন আপাততঃ কোন ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না, অথচ তাহাতে ক্ষারোদক ও শুদ্ধোদকের বাস্তব ভেদ থাকে, তেমনি জীব ও ঈশ্বর আপাততঃ একাকারে প্রতীয়মান হইয়া উঠিলেও তাহাদের বাস্তব ইতর বিশেষ ভাব থাকিয়াই যায়, অন্যাথ হয় না।

দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে পৃথক্ করিয়া তাহাদের ভেদ করা অপরের অসাধ্য, কিন্তু হংসকে দিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহাদের ভেদ ব্যক্ত করিয়া দিতে সমর্থ হয়। এমনি জীব সকল লয়কালে সর্বেশ্বর পরব্রহ্মে বিলীন থাকে বটে, কিন্তু ভক্তেরা গুরুর উপদেশানুসারে তাহারদের ভেদ বিধানে সদ্যই সমর্থ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

বিমলান্তঃকরণ সাধু ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, যখন আমরা উভয় বস্তুকেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তখন দুগ্ধে দুগ্ধ ও জলে জল মিশ্রিত করিলেই যে কেবল দুগ্ধ ও কেবল জল এরূপ অভিন্ন হইয়া যায় এমন হইতে পারে না, এইরূপ জীব সকল ধ্যানযোগ প্রভাবে পরমপুরুষে বিলীন হইলেও ঐক্যভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সত্যকাম। "অদ্বৈতবাদে রামানুজের আর এক আপত্তি এই, যথা;

অতঃ স্বপরভাগো বদ্ধমুক্তশিষ্যাচার্য্যাদিব্যবস্থাশ্চৈকস্যাবিদ্যাকল্পিতাদ্বৈতবাদিনাপি বদ্ধমুক্তব্যবস্থা দুরুপবাদা অতীতানাং কল্পানামানন্ত্যাদেকৈকস্মিন্ কল্প একৈকমুক্তাবপি সর্ব্বেষাং মোক্ষসংভবাদমুক্তানুপপত্তেঃ। অনন্তত্বাদাত্মনামমুক্তাশ্চ সন্তীতিচেৎ কিমিদমনন্তত্বং অসংখ্যেয়ত্বমিতিচেৎ। ন। ভূয়স্ত্বাদল্পজ্ঞৈরসংখ্যেয়ত্বেপীশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সাংখ্যেয়া এব তস্যাশক্তত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বং ন স্যাৎ। আত্মনাং নিঃসংখ্যত্বাদীশ্বরস্য অবিদ্যমানসংখ্যাবেদনাভাবো নাসার্ব্বজ্ঞমাবহতীতি চেৎ ভিন্নত্বে সংখ্যা বিধুরত্বং নোপপদ্যতে আত্মানঃ সংখ্যাবন্তো ভিন্নত্বাৎ মাষসর্ষপঘটপটাদিবৎ।

অর্থাৎ অতএব স্বপরবিভাগ এবং বদ্ধমুক্ত ও শিষ্য ও আচার্য্যাদি ব্যবস্থা সকল একের অবিদ্যা কল্পিতই স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ বদ্ধমুক্ত ব্যবস্থা দ্বৈতবাদীরদের অস্বীকার করিবার সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত অনন্তকল্প অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার এক একটী কল্পে এক একটির মুক্তি হইলেও সকলের মুক্তি হওয়া সম্ভব, সুতরাং অমুক্ত ব্যক্তি থাকাই অপ্রসিদ্ধ। এখানে তুমি একথা বলিতে পার, আত্মাও ত অনন্ত বটেন, অতএব অমুক্ত থাকার বাধা কি? একথায় বোধ হইতেছে তুমি অনন্তত্বের অসংখ্যেয়ত্ব অর্থ করিতে চাও। আমার মতে তোমার তাদৃশ অর্থ করা অনুচিত, কারণ ভূয়স্ত্ব প্রযুক্ত অল্পজ্ঞেরা সংখ্যা করিতে না পারিলেও তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সংখ্যেয় হইতে পারে। কারণ তাহাতে তিনি অসমর্থ হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার রক্ষা হওয়া দুর্ঘট হয়। যদি বল আত্মসমষ্টির সংখ্যাই নাই, ঈশ্বরের তৎসংখ্যা জ্ঞান হইবে কেন? সুতরাং তাদৃশ

জ্ঞানাভাবে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের কোন হানি হইতে পারে না। উত্তর। তোমাদের একথাই উপপন্ন হইতে পারিতেছে না। আত্মার ভিন্নতা স্বীকার করিলে সংখ্যাবিধুরতা থাকাই অসম্ভব। ব্যাপ্তি স্থির আছে, বিভিন্নাকার পদার্থ সকলেই সংখ্যাবন্ত হইয়া থাকে। মাষ, সর্ষপ, ঘট, পটাদিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

"রামানুজ এই রূপে অদ্বৈতবাদের বাধা দেখাইয়া সকলকে উপদেশ করেন যে, তাহা পরিহার করিয়া দ্বৈতবাদ অবলম্বন করা যাউক," যথা;

অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে এবন্তো ভব।

তর্ককাম। "শেষ চরণদ্বয়ও আবৃত্তি কর, যথা;

সোহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরেঃ।

অর্থাৎ সমস্ত উপদেশের অন্তিম তাৎপর্য্য এই হরির পাদপদ্ম ভজনা কর"।

রাজা। "কিন্তু মদীয় চিত্তক্ষেত্রে যে এখনও সংশয় রহিল, তবে রামানন্দী এবং রামানুজারদের মধ্যে বৈলক্ষণ্য কি? বেদান্ত দর্শনে উভয় দলস্থেরদের কি কোন আপত্তি সামান্য নাই"।

তর্ককাম। "মহারাজ, আছে বটে। রামানুজা রামানন্দী প্রভৃতি অখিল ভাগবত সম্প্রদায়ের মতে ভগবানের নিত্য বিগ্রহ আছে, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বরকে সাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথা;

শ্রুতং পুরাণে জগদীশ্বরস্য নাভ্যম্বুজাৎ সর্ব্বমিদং বভূব। শরীর সিদ্ধিস্তত এব জাতো নাভিঃ কথং হস্ত বিনা শরীরং॥

অর্থাৎ। পুরাণে শুনা যায় যে জগদীশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে অখিল সৃষ্টি হয়, শরীরাভাবে নাভি সম্ভাব কিরূপে হইতে পারে। রামানুজ নিত্যবিগ্রহের পোষকতা করত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি এইরূপ উদ্ধৃত করেন, যথা ;

নহি জীবস্য শরীরধাতুসাম্যবৈষম্যনিমিত্তং সুখদুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বং সশরীরত্বকৃতং অপিতু পুণ্যপাপরূপকর্ম্মকৃতং ন হবৈ সশরীরস্যেত্যপি কর্ম্মারব্ধদেহবিষয়ং স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি স যদি পিতৃলোক কামো ভবতি স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণ ইতি কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তস্যাবির্ভূতস্বরূপস্য সশরীরস্যৈবা-পুরুষার্থগন্ধাভাবাৎ অপহতপাপ্মনস্তু পরমাত্মনঃ স্থূলসূক্ষ্মরূপকৃৎস্নজগচ্ছরীর-ত্বেপি কর্ম্মবন্ধগন্ধোনাস্তীতি নতু নামাপুরুষার্থগন্ধপ্রসঙ্গঃ লোকবৎ যথা লোকে রাজশাসনানুবর্ত্তিনাং চ রাজানুগ্রহনিগ্রহকৃতসুখদুঃখযোগেপি ন সশরীরত্বমাত্রেণ শাসকে রাজ্ঞ্যপি শাসনানুবৃত্ত্যতিবৃত্তিনিমিত্তসুখদুঃখয়োর্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ যথাহ দ্রাবিড়ভাষ্যকারঃ যথা লোকে রাজা প্রচুরদন্দশূকঘোরেহনর্থসঙ্কটেপি প্রদেশে বর্ত্তমানো ব্যজনাদ্যবধূতদেহোদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে অভিপ্রেতাংশ্চ লোকান্ পরি-পিপালয়িষতি ভোগাংশ্চ গন্ধাদীন নবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তে তথাসৌ লোকেশ্বরোভ্রমৎস্বসামর্থ্যচামরোদোষৈর্নস্পৃশ্যতে রক্ষতে চ লোকান্ ব্রহ্মলোক-দীন্ ভোগাংশ্চাবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি।

অর্থাৎ জীব সকল শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই শরীরগত ধাতুর সাম্য ও বৈষম্য নিমিত্তক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে এমন নহে, পুণ্য পাপরূপ কর্ম্ম নিবন্ধনই তাহা-দিগকে তাদৃশ সুখ দুঃখ ভাগী হইতে হয়। শ্রুতিতে প্রতি-পাদিত আছে, “সশরীরের হয়ই না” অর্থাৎ কর্ম্মারব্ধ দেহেরই হইয়া থাকে। কারণ অন্য শ্রুতিতে ‘তিনি এক প্রকার হন, তিন প্রকার হন, যদি পিতৃলোক কামনা করেন, অবলীলা-ক্রমে প্রাপ্ত হন’, এবম্প্রকার বাক্য থাকায় বোধ হইতেছে, যে ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত, অথচ স্বরূপধারী সশরীর,

তাহারই অপুণ্যার্থলেশ থাকা অসম্ভব। কিন্তু অপহত পাপ পরমাত্মার সমস্ত জগতই শরীর, তথাপি তাঁহার কর্ম্মবন্ধ গন্ধ নাই বলিয়া লোকাচারে অপুরুষার্থ গন্ধ প্রসঙ্গ নাই বলিতে হয়। যেমন লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজশাসনের অধীন ব্যক্তিদিগের রাজার অনুগ্রহ নিগ্রহ নিবন্ধন সুখ দুঃখ যোগই থাকিলেও সশরীরত্ব নিমিত্ত মাত্রেই যে তাহার ভোগ হয় এমন নহে, শাস্তা রাজাতেও তাঁহার শাসনের অনুবৃত্তি ও অতিবৃত্তি নিমিত্তক সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্ব প্রসঙ্গ আছে। এবিষয়ে দ্রাবিড় ভাষ্যকার কহেন, যেমন কোন রাজাকে সর্পাদি বহুল অনর্থ সঙ্কট অতি ভয়ানক প্রদেশে থাকিয়া ব্যজনাদি দ্বারা অবধূত দেহ হইলে কোন দোষে সংস্পৃষ্ট হইতে হয় না, বরং অভিপ্রেত লোক সকলকে পালন করিতে ইচ্ছা করেন এবং বিশ্বজন দুষ্প্রাপ্য গন্ধাদি ভোগ বিষয় সকল অনায়াসেই ভোগ করিতে পান, তেমনি এই লোকনাথ পরমেশ্বর স্বসামর্থ্যরূপ চামরে বীজ্যমান হইয়া কোন দোষেই সংস্পৃষ্ট হন না, বরং ব্রহ্মলোক প্রভৃতি লোক রক্ষা করেন, এবং বিশ্বসংসারে যে ভোগ পদার্থ ভোগ করিতে পায় না, তিনি তাহা অনায়াসেই ভোগ করিতে সমর্থ হন।

"এই পর্য্যন্ত রামানন্দি এবং রামানুজারদের মতের ঐক্য। পরে তাহারা বিভিন্ন মত হয়। রামানন্দীরদের অভিপ্রায় যে ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ। রামানন্দী প্রধান তুলসীদাস গোস্বামী নির্গুণ পরিহারক রামানুজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিবিধ নিন্দা করিয়াছেন যথা;

জিনকে অগুণন সগুণবিবেকা জল্পহিং কল্পিতবচন অনেকা ॥

তিনি সগুণ নির্গুণের সমন্বয় এইরূপ যথা ;

সগুণহিং অগুণহিং নহিং কছু ভেদা। গাবহিং মুনিপুরাণ বুধবেদা ॥
অগুণ অরূপ অলখ অজ জোঈ। ভক্ত পেমবশ সগুণ সো হোঈ ॥
জো গুণরহিত সগুণ সো কৈসেং। জলহিম উপল বিলগ নহিং জৈসেং ॥

এই প্রকার বাদানুবাদ হইতেছে এমত সময় আরদালি আসিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলেক, মহারাজ, শ্রীমান কুমার আসিতেছেন, সঙ্গে দুই জন সুহৃদ্বর, উহাঁরদিগকে রাজ সন্নিধানে আনিতে বাসনা করেন। অতঃপর কুমার উপস্থিত হইয়া জন্মদাতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক সঙ্গি দুই জন বয়স্যের পরিচয় দিয়া রাজ সমক্ষে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, রাজাজ্ঞা প্রচার হইলে মিত্র দ্বয়ের সহিত দারুাসনে আসীন হইলেন। মহীপাল আমার-দিগের মধ্যে বেদান্তের যে শাস্ত্রালাপ হইতেছিল তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বিজ্ঞাপন করাতে কুমারের আধুনিক নামে এক জন বয়স্য সহসা উত্তর করিলেন, "বেদান্ত অদ্বৈতবাদ ইহা কোনমতেই সত্য নহে, অদৈতবাদ দূষ্য কি না তদ্বিষয় আমি মীমাংসা করিতে চাহি না কেননা অনেক ইউরোপীয় সাহেব মহাত্মারাও অদ্বৈতবাদী, কিন্তু আমি সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি বেদান্তে অদ্বৈতবাদের গন্ধমাত্র নাই"।

বৈয়াসিক। "আপনকার কি অভিপ্রায় এই যে বেদ-ব্যাস এবং শংকরাচার্য্য জগৎ ব্রহ্মের ঐক্য উপদেশ করেন নাই ?"

আধুনিক। "বেদব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাঁরদের শিক্ষা তো আপ্ত নহে, আমি উহাঁরদের মতের পোষকতা করি না। বেদান্তর্গত উপনিষদে নির্ম্মল বেদান্তের উপদেশ আছে আমি তাহারই পোষকতা করিতেছি। মহর্ষি নামাভিমানি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবৃন্দ সেই নির্ম্মল বেদান্তকে বিরূপ করিয়াছেন, আমরা উহাঁরদের উপদেশ পরিহার করিয়া ব্রহ্মবাক্য সনাতন বেদ শাস্ত্রের আদ্য মত পুনঃ স্থাপন করিতে চাহি"।

সত্যকাম। "তবে আপনি কি ঋগ্বেদোক্ত অগ্নি বায়ু ইন্দ্রাদির উপাসনা পুনশ্চ প্রবল করিতে চাহেন?"।

আধুনিক। "তাহা নয়, আমরা মন্ত্রব্রাহ্মণাদি কর্ম্মকাণ্ডের সমাদর করি না, আমরা উপনিষৎ শাস্ত্রের মতাবলম্বী"।

সত্যকাম। "তবে কি উপনিষৎ শাস্ত্র মন্ত্রব্রাহ্মণাপেক্ষা পুরাতন?"

আধুনিক। "আমরা অখিল বেদকে সনাতন কহিয়া থাকি, অতএব উপনিষৎ শাস্ত্রকে মন্ত্রব্রাহ্মণের অগ্রিম বলিতে পারি না"।

সত্যকাম। "কিন্তু মন্ত্রব্রাহ্মণের ভাষা উপনিষদের ভাষা হইতে পুরাতন বোধ হয় কি না?"।

আধুনিক। "ব্যাকরণ এবং শব্দ বিন্যাসে এমন বোধ হয় বটে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অখিল লোক প্রবাদ হেয় করা যায় না"।

সত্যকাম। "বিরোধি প্রমাণান্তর অভাবে ব্যাকরণ

এবং শব্দ বিন্যাসকে সিদ্ধ প্রমাণ কহিতে হইবেক, কিন্তু তুমি এমন বলিতে পার না যে উপনিষৎ শাস্ত্র মন্ত্রব্রাহ্মণ হইতেও প্রাচীন?"।

আধুনিক। "তাহা তো আমি কখন বলি নাই"।

সত্যকাম। "তবে ঔপনিষদ বেদান্ত বেদের আদ্য শিক্ষা কি প্রকারে হইল?"।

আধুনিক। "আমারদের মত ঐ পরমা বিদ্যা যাহাতে সর্ব্ব বিদ্যা অন্তর্গত আছে এবং যাহা আদিদেব পিতামহ জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে স্বয়ং উপদেশ করিয়াছিলেন" যথা।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্ম-বিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

সত্যকাম। "আপনি তবে বহু দেবতা স্বীকার করেন, নচেৎ আদিদেব ব্রহ্মার প্রসঙ্গ কি রূপে সম্ভবে?"

আধুনিক। অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্যাদি বহু দেবতার প্রসঙ্গ অজ্ঞান লোকের হিতার্থ হইয়া থাকে, তাহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপদেশ গ্রহণে অক্ষম, সুতরাং তাহারদিগকে সাকার উপদেশ শিখাইতে হয়"।

সত্যকাম। "তবে আপনার মতে বিষে বিষ ক্ষয়। অবিদ্যা লোপার্থ অবিদ্যার প্রচারণ আবশ্যক, সে যাহা হউক উপনিষদের মধ্যে অপরা বিদ্যার প্রসঙ্গও আছে"।

আধুনিক। "বটে, ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্ব শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ এই সকল অপরা বিদ্যা"।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥

সত্যকাম। "পরা অপরা দুই বিদ্যাই আদৌ সম-কালীন ব্যক্ত হইয়াছিল, কেননা অখিল বেদই নিত্য"।

আধুনিক। "জগৎকর্ত্তা জ্ঞানি অজ্ঞানি দ্বিবিধ লোকের নিমিত্ত ঐ দ্বিবিধ বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন"।

সত্যকাম। "কিন্তু তৎকালীন ঐ দ্বিবিধ লোক ছিল না, কেননা আত্মৈবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং"।

আধুনিক। "বটে, কিন্তু পরে জ্ঞানী এবং অজ্ঞান দ্বিবিধ লোক হইবেক ইহা জানিয়া দ্বিবিধ বিদ্যা প্রচার করিলেন। অজ্ঞান লোকে উপনিষদের নির্ম্মল উপদেশ বুঝিতে অক্ষম তন্নিমিত্ত তাহারদিগকে অপরা বিদ্যা দিয়া মন্ত্রব্রাহ্মণের বৈষয়িক উপদেশ প্রচার হইয়াছিল"।

সত্যকাম। "কিন্তু উপনিষদের মধ্যেও বৈষয়িক উপদেশ আছে, বৈষয়িক কি? মহাকবিদিগের 'সম্ভোগ' বর্ণনা অপেক্ষাও অশ্লীল দোষগর্ভ শিক্ষা দেখা যায়"।

আধুনিক। "দুই একটা বচন ঐরূপ আছে বটে, কিন্তু আমরা তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করি না"।

সত্যকাম। "কোন২ উপনিষদে অশ্লীল বর্ণনা বহুল স্থলে আছে, সে যাহা হউক বক্ষ্যমাণ শ্লোক ঔপনিষদ পরা বিদ্যার উক্তি কি না?"

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

আধুনিক। "মুণ্ডক উপনিষদে ঐ বচন আছে, উহার কেমন মহৎ অভিপ্রায় দেখ দেখি"।

সত্যকাম। "উহাতে কি অদ্বৈতবাদ উপদিষ্ট হয় না?"

আধুনিক। "আমি তো কিছু দেখি না"।

সত্যকাম। "শব্দ শক্তিদ্বারা অদ্বৈতবাদ বই আর কি অর্থ হইতে পারে? সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইহার কি অর্থ কর?"

আধুনিক। "ঐ মহা বাক্যে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রযুক্ত কেমন ভক্তি প্রকাশ হয়"।

সত্যকাম। "কাহার ভক্তি! বেদ যদি অপৌরুষেয় হয়, তবে ঈশ্বর কি আপনাতে আপনার ভক্তি প্রকাশ করিয়া অতিশয়োক্তি করিলেন?"

অধুনিক। "যে স্থলে অদ্বৈতবাদের আভাস আছে, তাহা ঈশ্বরের কেবল একত্ব পোষক জ্ঞান করিতে হইবে"।

সত্যকাম। "ঈশ্বরের একত্ব পোষক শ্রুতি দুই একটা দেখাও দেখি?"।

আধুনিক। "অপার জলধি যেমন রত্নাকর, উপনিষৎ সেইরূপ ঈশ্বরের একত্ব পোষক বচনে পরিপূর্ণ, যথা একমেবাদ্বিতীয়ং"।

সত্যকাম। "এবচনে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ দেখি না"।

আধুনিক। "বটে কিন্তু ঈশ্বর এস্থলে উদ্দিশ্য"।

সত্যকাম। "সমুদয় বচনের আবৃত্তি কর দেখি, তবে বুঝা যাইবে উদ্দিশ্য কে?"।

আধুনিক। "সত্তেব সোমেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। অর্থাৎ হে সৌম্য আদৌ ইহা সত্তা ছিল, এক এবং অদ্বিতীয়"।

সত্যকাম। "এবচনে প্রধান কর্ত্তা ইদং। উপনিষৎ শাস্ত্রে ক্লীবলিঙ্গবাচক ইদং শব্দে প্রত্যক্ষ জগৎকে বুঝায়"।

আধুনিক। "এ স্থলে ঐ শব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়"।

সত্যকাম। "পূর্ব্বাপর বচনের আবৃত্তি কর দেখি?"।

আধুনিক। "শ্রূয়তাং"।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাঽদ্বিতীয়ং তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সত্যকাম। "ঈশ্বরের সত্তা উক্ত করা এবচনের তাৎপর্য্য হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎসত্তা ছিল কি না, তাহারি মীমাংসা ইহাতে হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য কহেন যে ন্যায় এবং সাঙ্খ্যের প্রতিযোগিতা করত এ স্থলে সৃষ্টি পূর্ব্বে ব্রহ্মেতে জগতের সত্তা প্রতিপন্ন হইল, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার না করিলে এ বচনের অর্থ হইতে পারে না, কেননা ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কহিলে ফলে অদ্বৈতবাদ হইয়া উঠে"।

আধুনিক। "কিন্তু ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম বচনেই আত্মার একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে"।

সত্যকাম। "সে বচনেও আপনকার ইষ্টসিদ্ধি সম্ভবে না। সে বচন এই আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। এই স্থলে আত্মা পুংলিঙ্গ এবং ইদং ক্লীবলিঙ্গ, বিশেষ্য বিশেষণ রূপ অন্বয় নহে, সুতরাং ইহার অর্থ এমত নহে যে এই আত্মা। এস্থলে উদ্দিশ্য বিধেয় সম্বন্ধ, ইহার তাৎপর্য্য, এই প্রত্যক্ষ জগৎ অগ্রে এক আত্মা ছিলেন"।

আধুনিক। "মুণ্ডক উপনিষদের আর এক বচন শুন, তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ

সেতুঃ। আত্মাকে এক বলিয়া জানিও অন্য বাক্য ত্যাগ কর এই অমৃতের সেতু। আহা কেমন উত্তম উক্তি"।

সত্যকাম। "পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিলে ইহা উত্তম বোধ হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে তাদৃশ বোধ হইবে না। পূর্ব্বাপর বচন এই,

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
অরাইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।

অতএব ঐ এক আত্মা মানবীয় আত্মার সহিত ঐক্য ভাব ধারণ করেন সুতরাং এ বচনে ঈশ্বর ও মনুষ্যকে এক করা হইল"।

আধুনিক। "ঈশ্বরের একত্ব বাচক শ্লোক উপনিষদে ভুরি ২ আছে সকলি কি তুমি এই রূপে খণ্ডন করিবা, তাহা পারিবা না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পদে ২ ঐরূপ বচন আছে"।

সত্যকাম। "শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে জগদ্ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক বচনেরও অভাব নাই। তবে উহাতে দ্বৈতবাদ পোষক দুই শ্লোক আছে বটে, যাহা সাংখ্যশাস্ত্রিরা মুহুর্মুহু উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, কিন্তু উপনিষদের তাৎপর্য্য দুই শ্লোকাপেক্ষ হইতে পারে না, যে পক্ষে ভূরি ২ বচন আছে, তাহাই উহার তাৎপর্য্য।

"অপিচ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দ্বৈতবাদ পোষক ঐ দুই শ্লোকও বস্তুতঃ এক ঈশ্বরবাদ নহে, উহাতে দুই নিত্য পদার্থের শিক্ষা আছে।

"ফলে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎকে আধুনিক কহিতে হইবে,

অন্যান্য উপনিষদের বহুকাল পরে উহার রচনা হইয়াছিল, তাহার এক প্রমাণ এই যে উহাতে সাংখ্যযোগ এবং কপিল মুনির বার্ত্তা আছে। যথা।

তৎকারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।

. "অতএব সাংখ্যশাস্ত্র প্রচার হইবার পর ঐ উপনিষৎ রচনা হয়। উহার আধুনিকতার আর এক প্রমাণ এই যে, উহাতে পার্ব্বতীনাথের বিশেষ মহিমা ব্যক্ত আছে, এবং তাঁহার বৈশেষিক উপাধি জগৎস্রষ্টাতে প্রয়োগ হওয়াতে বোধ হয় যে শৈবসম্প্রদায় প্রবল হইবার পর উহার রচনা হয়, ঈশান, রুদ্র, শিব, গিরিশন্ত, গিরিত্র, মহেশ্বর, ভব, এই সমস্ত উপাধি পরমেশ্বরেতে প্রয়োগ হওয়াতে সুতরাং অনুমান হয় যে মহাদেবের ভক্তেরা ঐ উপনিষৎ রচনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে পরে হরপার্ব্বতীর মিলনে জগৎ সৃষ্টির শিক্ষা প্রচলিত হয়।

কিন্তু বস্তুতঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ শুদ্ধ এক ঈশ্বরবাদিনী নহে, উহার কোন ২ বচনে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং কোন ২ স্থলে সাংখ্যশাস্ত্রের দ্বৈতবাদ উপদিষ্ট আছে। আর বেদের যে মাহাত্ম্য করিতেছ তাহারই বা প্রমাণ কি? তাহার কোন নিরপেক্ষ প্রমাণ নাই"।

আধুনিক। "এস্থলে নিরপেক্ষ প্রমাণের প্রয়োজন কি? অস্মদ্দেশে পুরাবৃত্ত নাই সুতরাং পুরাবৃত্ত ঘটিত নিরপেক্ষ প্রমাণও সম্ভবে না। অসম্ভব প্রমাণ চাহিলে কেবল বালকের

আবদার হইবে কিন্তু যে স্থলে সূর্য্যদেব স্বয়ং বিরাজমান সেখানে প্রদীপের প্রয়োজন কি? বেদের উপদেশই বেদের প্রমাণ”।

সত্যকাম। “বেদে জগৎব্রহ্মের ঐক্য বাচক অদ্বৈত-বাদরূপ যে দোষ আছে তাহার যদি বিমোচন করিতে পার, তবে তোমার স্বয়ং সূর্য্য বিরাজমানের কথা শুনা যাইবেক, কিন্তু অদ্বৈতবাদ দোষ হইতে বেদকে বিমোচিত করিতে পার না, ঐ অদ্বৈতবাদ ত্রিবিধ প্রকারে বেদে উপ-দিষ্ট আছে। যথা, প্রথমতঃ ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ, দ্বিতীয়তঃ জগৎ এবং মানবীয় আত্মা ঈশ্বরের সজাতীয় পদার্থ, তৃতীয়তঃ ব্রহ্মজ্ঞানী আপনি ব্রহ্ম হয়েন।

“উপনিষদে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা বক্ষ্যমাণ বচনে প্রতিপন্ন হইবেক। যথা,

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে * * যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত নহাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈব বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাং।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সা রূপাঃ তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং বিশ্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন এবং যাহাতে প্রয়াণকালে প্রবেশ করে। মাকড়সা হইতে যেমন জাল, অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ, সেই রূপ আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেব এবং সকল দ্রব্য।

উক্ত বচন নিচয়ের অনুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, উপনিষদের মতে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ।

আধুনিক। "বহুস্যাং প্রজায়েয় যে বচন পাঠ করিলা তাহার তাৎপর্য্য এই যে পুত্র যেমন পিতা হইতে হওয়াতে লোকে পিতার বহুত্ব আরোপ করে, তদ্রূপ এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়াতে ব্রহ্মে বহুত্ব আরোপ হয়। আত্মা বা জায়তে পুত্র এই বচন হইতে লৌকিক প্রবাদ উৎপন্ন হয় যে পুত্র জন্মিলে পিতার দ্বিত্ব বহুত্ব হয় পুত্র যেন পিতার ভাবান্তর যথা রঘু অজের বিষয়ে কালিদাস কহেন।

রঘুমেব নিবৃত্তযৌবনং তমমন্যন্ত নবেশ্বরং প্রজাঃ।
সহি তস্য ন কেবলাং শ্রিয়ং প্রতিপেদে সকলান্ গুণানপি॥
অধিকং শুশুভে শুভংযুনা দ্বিতয়েন দ্বয়মেব সঙ্গতং।
পদমৃদ্ধমজেন পৈতৃকং বিনয়েনাস্য নবঞ্চ যৌবনং॥

সত্যকাম। "তোমরা বলিয়া থাক যে লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে উপনিষৎ সকল ঈশ্বর প্রণীত হইয়াছিল, তবে আবার লৌকিক প্রবাদের অনুকরণ তাহাতে কেমন করিয়া হইল"।

আধুনিক। "ঈশ্বর প্রণীত গ্রন্থে কি লৌকিক প্রবাদ থাকিতে পারে না?"

সত্যকাম। "পারে, যদি ঈশ্বরের আদেশেতে মানবীয় লেখক দ্বারা বচন বদ্ধ হয়, কিন্তু লোক সৃষ্টির প্রাক্কালীন

সর্ব্বাগ্রে যাহার প্রণয়নের কথা তাহাতে লৌকিক প্রবাদ কল্পনা সম্ভবে না”।

আধুনিক। “সৃষ্টিকালীন বেদ প্রণীত হয়, ইহা গল্প মাত্র, এমত অলীক গল্প আমরা বিশ্বাস করি না”।

সত্যকাম। “কিন্তু ঐ গল্প বেদের অন্তর্গত উহাকে অগ্রাহ্য করিলে বেদকে অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু সে যাহা হউক আত্মা বা জায়তে পুত্র এই বচন ধরিয়া বহুস্যাং প্রজায়েয় এ বচনের অর্থ করিলে সুতরাং স্বীকার করা হয় যে ব্রহ্ম এবং জগৎ সজাতীয় পদার্থ। বিজাতীয় পদার্থ হইলে কার্য্য দ্বারা কারণের বহুত্ব কেহ স্বীকার করে না, ঘটোৎপত্তিতে কুলালের বহুত্ব কল্পনা হয় না। অদ্বৈত বাদের দ্বিতীয় লক্ষণ জগদ্ব্রহ্মের সজাতীয়তা। ইহা উপনিষদে স্পষ্ট উপদিষ্ট আছে যথা।

অসদ্বৈ ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি॥

এস্থলে আত্মা জগতে বিচিত্ররূপে বিকৃত হয়েন, ইহা স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট ইহার পরেই উক্ত আছে, বহুস্যাং প্রজায়েয়। উপনিষদের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিকারমাত্র। পুনশ্চ

অত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

ব্রহ্মজ্ঞানী আপনি ব্রহ্ম হয়েন এ বিষয়েও উপনিষদের উক্তি ঐ রূপ স্পষ্ট যথা।

এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

অহং ব্রহ্মাস্মীতি।

য এবং বেদাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং। স যোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ। তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনেনং তপসা যোঽনুপশ্যতি।

সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমোলোকঃ।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মন্যতে তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎকেন কং জিঘ্রেত্তৎকেন কং পশ্যেত্তৎকেন কথং শৃণুযাত্তৎকেন কমভিবদেত্তৎকেন কং মন্বীত তৎকেন কং বিজানীয়াৎ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে উপদিষ্ট হইয়াছে যে উষস্তের আত্মাই সর্ব্বান্তর যথা।

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎসাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব ইত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিব্রূয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ।

নদৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ার্ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।

এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং ॥

অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালককে উপদেশ করিলেন যে তাহার আত্মা অমৃত ও অন্তর্যামী।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫ যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬ ॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭ ॥ যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

এই রূপে জিজ্ঞাসুর আত্মাই অন্তর্যামী ও সর্ব্বভূত বলিয়া বর্ণনা করত যাজ্ঞবল্ক্য উপসংহার করিলেন যে তাহাই অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা অমত হইয়াও মন্তা অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাতা এবং তদ্ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই।

অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোতোঽস্তি মন্তা নান্যোতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতোঽন্যদার্ত্তং।

অতএব বেদান্তমতের তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর এবং সৃষ্টপদার্থের মধ্যে কোন ভেদ নাই।

আধুনিক এই স্থলে ক্ষণৈক মৌনাবলম্বন করাতে রাজ

কুমার ভূপালকে নিবেদন করিলেন ' যদি আজ্ঞা হয় তবে আমি বয়স্য আধুনিকের সহিত রাজ ক্রীড়াগারে যাইয়া মুহূর্ত্তমাত্র গোলক ক্রীড়ায় আমোদ করি'। মহারাজ উত্তর করিলেন ' তথাস্তু। স্বচ্ছন্দে যাও বাবা। তুমি আমার বংশধর, পৈতৃক ঋণ পরিশোধক। যখন ইচ্ছা তখনি বয়স্যগণ সহিত ক্রীড়াগারে যাইবে তোমার পক্ষে উহা অবারিতদ্বার ইহাতে অনুমতি প্রার্থনার অপেক্ষা কি। পরন্তু ক্ষণৈক বিলম্ব কর, তোমার সহোদরার শুভ বিবাহোপলক্ষে এই যে মহা পণ্ডিত বৃন্দ কল্যাবধি আমার সভা উজ্জ্বল করিতেছেন, ইহাঁরদিগকে বিদায় দিবার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম "।

রাজ বাক্য শুনিবামাত্র কুমার একটী সুবর্ণ মণ্ডিত লেখনী ধারণ করিয়া কাহাকে কি দেওয়া বিধেয় তাহা এক পত্রের উপর লিখিয়া রাজ হস্তে সমর্পণ করিলেন। অধিরাজ কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, এই পত্রের লেখানুসারে বিদায়ের সামগ্রী উপস্থিত কর।

কোষাধ্যক্ষ বিদায়ের সামগ্রী আহরণার্থে রাজ ভাণ্ডারে প্রস্থান করাতে আমাদের তো মনে হর্ষের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু কুমার বয়স্য সমভিব্যাহারে ক্রীড়াগারে গমন করিলে পর আগমিক চমৎকার স্বীকার পূর্ব্বক কহিলেন ' অহো কালস্য কুটিলা গতি ম্লেচ্ছ শাস্ত্রাধ্যায়ি যুবকেরা মহর্ষিগণের ব্যাখ্যা উপেক্ষা পূর্ব্বক আপনারাই বেদ প্রতি-পাদক হইয়া উঠিল'। বৈয়াসিক কহিলেন, ' জান না, ঐ তরুণ বাবুটী রামমোহন রায়ের শিষ্য, কিন্তু উহাঁর

প্রমাদ সাহস, রামমোহন রায়কেও অতিক্রমণ করিয়াছেন। ফলে উনি আধুনিক নামধেয় হইলেও কলিকাতাস্থ নব্য মহোদয়গণের আধুনিক সমাচার অবগত হয়েন নাই। নব্য মহাশয়েরা বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রে জলাঞ্জলি দিয়া এক্ষণে কেবল 'সহজ জ্ঞানকে' পরমার্থ তত্ত্বের প্রমাণ করিয়াছেন, কোন শাস্ত্রই মানেন না, আগম নিগমাদি সমুদয় শাস্ত্র প্রবঞ্চক মনুষ্য কপোল কল্পিত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। নিরীশ্বর সম্প্রদায়কেও জিতিয়াছেন"।

রাজা। "অহো কিমাশ্চর্য্যং, আবার মত পরিবর্ত্তন! ইহাঁদের তাৎপর্য্য দুর্বোধ্য। তদীয় আদ্য গুরু রামমোহন রায় শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে তদনুচরেরা ক্রমশঃ স্মৃতি পুরাণ ব্রহ্ম সূত্রাদি সমুদয় খণ্ডন করিয়া কেবল শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন সেই এক অবলম্বন আবার ত্যাগ করিয়া স্ব২ সহজ জ্ঞানকেই কেবল শিরোধার্য্য করিলেন"।

ধীরাজের বদনাম্ভোজ হইতে ঐ কএক উক্তি নির্গত হইবামাত্র কোষাধ্যক্ষ বিচিত্র বসনধারি কতিপয় অনুচর সমেত রাজভাণ্ডার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিদায় সামগ্রী উপস্থিত করিলেন। আমরা প্রত্যেকে বিংশতি খণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা এবং রজত স্থালারূঢ় পট্টবস্ত্র এবং কাশ্মীর প্রদেশীয় বিচিত্র সাল প্রাপ্ত হইয়া অনবরত আশীর্ব্বাদন পূর্ব্বক ভূপালের জয় হউক শব্দে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করত স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলাম।

দশম সংবাদ।

লেখক পূর্ব্ববৎ।

রাজভবনে বিদায় প্রাপ্ত হইবার বার্ত্তা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। যদিও আমরা ব্রাহ্মণ, শরীর দুর্ব্বল, এক প্রকার অনিলাশী তপঃকৃশ বলিলেই হয়, এবং রাজবর্ম্মে ভার বাহক রূপে গমন করা আমাদের রীতি নহে, কিন্তু সে দিবস রাজদত্ত সামগ্রী বহন করত স্ব২ গৃহে প্রস্থান করাতে কিছুমাত্র ক্লেশ হয় নাই এবং পদব্রজে ভার বাহক রূপে গমন করাতে কোন লজ্জা বোধ কিম্বা অভিমান কিছুই হয় নাই। সকলেই প্রফুল্লমনা ও হাস্যবদন ছিলাম কেবল আগমিকের মুখে কিঞ্চিৎ বিসাদের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু সে দিন পথিমধ্যে কোন কথা উত্থাপন না করিয়া পর দিবস তাঁহার আশ্রমে গিয়া বিষাদের কারণ কি জিজ্ঞাসা করত কহিলাম 'কেমন ভাল আছ তো। ব্রাহ্মণী রাজবিদায় সামগ্রী দেখিয়া কি বলিলেন। সর্ব্বং শিবং?' আগমিক উত্তর করিলেন 'শারীরিক কুশল, অবশ্য সর্ব্বং শিবং বলিতে হয় কিন্তু কালের গতি দেখিয়া মহা উদ্বেগ হইয়াছে'।

ইতিমধ্যে সত্যকাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্য-কামকে দেখিয়া আগমিক আরো বলিতে লাগিলেন, 'সত্য-কাম, কালের গতি কি হইল, শাস্ত্র যে একেবারে লোপ পায়, লোকের কি দুর্মতি, আপনারা হাতে করিয়া বেদকে জলে নিক্ষেপ করিতেছে, অধিক কি বলিব ব্রাহ্ম নাম ধেয় হইয়া ব্রহ্মবাদিরূপে আপনারদিগের পরিচয় দিয়া ব্রহ্ম-মূল ধর্ম্মপরিহার করিয়া শ্রুতিকে হেয় করিয়াছে। তুমিও সেইরূপ দেখিতেছি, হেতুশাস্ত্রাশ্রয় পূর্ব্বক বাগ্বিতণ্ডা দ্বারা বেদান্ত নিরাকরণ করিতেছ কিন্তু বেদান্ত তো তর্কমূলক নহে বেদান্ত শ্রুতিমূলক। মহর্ষি বেদব্যাস এবং শংকরা-চার্য্য শ্রৌত বচন দ্বারা ব্রহ্ম মীমাংসার সূত্র নিচয় প্রতি-পন্ন করিয়াছেন তবে কেবল বেদের অবিরুদ্ধ তর্ককে উপ-করণ রূপে গ্রাহ্য করিয়াছেন এমত স্থলে তাঁহারদের সহিত তর্কযুদ্ধ করা নিতান্ত অন্যায়। শঙ্করাচার্য্য স্পষ্টই কহিয়াছেন

বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্বৃত্তাহি ব্রহ্মাবগতির্নানুমানাদিপ্রমাণান্তর নির্বৃত্তা সৎসুতু বেদান্তবাক্যেষু জগতো জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায়ানুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবন্ননিবার্য্যতে।

'তুমি জান যে যেব্যক্তি যে প্রমাণ অবলম্বন করে তাহার সেই প্রমাণ খণ্ডন করিতে না পারিলে তাহার মীমাংসায় দোষস্পর্শ হয় না। শ্রুতিমূলক বেদান্ত কি তোমার কথায় অগ্রাহ্য হইবে তোমার বুদ্ধি কি সনাতন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের উক্তিকে অতিক্রমণ করিতে পারে?'

সত্যকাম। "সনাতন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের উক্তি অবশ্য

মাননীয় কিন্তু ঋগ্বেদাদিতে ঐ উক্তি আছে তাহার প্রমাণ কি? এ কথার বিচার এপর্য্যন্ত হয় নাই”।

আগমিক। “উহার প্রমাণ শঙ্করাচার্য্য আপনি দিয়াছেন যথা

নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি।

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত ঋগ্বেদাদি লক্ষণ ঈদৃশ শাস্ত্রের সম্ভব সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত অন্য কাহা হইতে হয় না”।

সত্যকাম। “উহা তো প্রমাণ নহে, উহা কেবল সাধ্যসম হেতুবাদ মাত্র। সর্ব্বজ্ঞ হইতে বেদের উৎপত্তিকে সাধ্য করিয়া বেদকে সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত বলিয়া হেতু নির্দ্দেশ করা হইল, তবে সাধ্য এবং হেতুর মধ্যে প্রভেদ কি? ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত ইহার প্রমাণ কি?”

আগমিক। “আঃ কি শুষ্ক তর্ক! বেদ ব্রহ্ম বাক্য ইহার প্রমাণ বেদেই আছে যথা

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈবেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হদেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি।

অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদঃ।

দেখ এস্থলে স্পষ্টই লেখা আছে যে বেদ ঐ মহৎ ব্রহ্মের নিঃশ্বসিত”।

সত্যকাম। “বৃহদারণ্যকের বচন শঙ্করাচার্য্য যে অংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই আবৃত্তি করিয়া ক্ষান্ত হও কেন? আদ্যোপান্ত আবৃত্তি কর”।

আগমিক। "বাঢ়ং"

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকা সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বঃসিতানি।

সত্যকাম। "তবে কেবল বেদ তাঁহার নিঃশ্বসিত নহে ইতিহাস পুরাণ সূত্র ব্যাখ্যা সকলি তাঁহার নিঃশ্বসিত এ উক্তিতে অতিব্যাপ্তি হইল না?"

আগমিক। "উহার তাৎপর্য্য এই বেদ অন্যগ্রন্থ তুল্য নয়, নিশ্বাসের ন্যায় যত্ন ও আয়াস বিনা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যথা

তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমিদমুক্তং পুরুষনিশ্বাসবদপ্রযত্নোত্থিতত্বাৎপ্রমাণং বেদোন যথান্যোগ্রন্থ ইতি।

সত্যকাম। "বেদ যদি কোন যত্ন আয়াস অথবা মানসিক চেষ্টা বিরহে কেবল নিশ্বাসের ন্যায় আপনি নির্গত হইয়া থাকে, তবে উহাকে সর্ব্বজ্ঞের বুদ্ধি পূর্ব্বিকা উক্তি বলা যাইতে পারে না"।

আগমিক। "ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন তাঁহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় সকলি সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিত"।

সত্যকাম। "কিন্তু বেদবচনানুসারে সকলি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তিনি যেমন প্রজ্ঞানঘন তেমনি ক্রোধময় এবং অধর্ম্মময় যথা

সবা অয়মাত্মা ব্রহ্ম মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময় শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।

আগমিক। "এমন কথা কহিও না, উহাতে বেদের নিন্দা হয়"।

সত্যকাম। "আমিতো কেবল বেদ বচন আবৃত্তি ব্যতীত আপনার কোন উক্তি করি নাই"।

আগমিক। "বেদের প্রমাণ কি, স্থির হইয়া শুন, শ্বেতাশ্বতর বৃহদারণ্যক এবং কঠ উপনিষৎ হইতে প্রমাণ দেখাইয়াছি এক্ষণে মুণ্ডকোক্ত প্রমাণ শুন। তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি অর্থাৎ তাহা হইতে ঋক যজুঃ সাম বেদের উৎপত্তি"।

সত্যকাম। "মা বিরম, আবৃত্তি সমাপ্ত কর, যজূংষি বলিয়া ক্ষান্ত হইলা কেন? ঐ বচনে সর্ব্বভূতই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন কথিত আছে। কিন্তু "তস্মাৎ" "কস্মাৎ? কাহা হইতে?"

আগমিক। "পুমান্ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে"।

সত্যকাম। "কিন্তু ঐ পুমান্ অস্মৎ সদৃশ আদিরসে রসিক রূপে বর্ণিত আছেন যথা"

* পুমান রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বী প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি।

"এমন পুরুষকে জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর স্বরূপ কহাতে প্রায় ঈশ্বর নিন্দা হয়"।

আগমিক। "বৃথা বাগ্বিতণ্ডা কেন? শ্রুতির প্রমাণ বেদে নাই এমন কি কহিতে পার?"

সত্যকাম। "আপনকার উদ্ধৃত কোন ২ বচনে বেদ অপ্রমাণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদিও স্বীকার

করা যায় যে বেদেতে শ্রুতিপোষক প্রমাণ আছে, তাহাতে কি বেদ গ্রাহ্য হইবেক? নিপুণ ব্যক্তিও আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না”।

নখলু নিপুণোঽপি স্বস্কন্ধমারোঢুং প্রভবেদিতি।

আগমিক। “ও আবার কি বলিলে?”

সত্যকাম। “আমি কিছুই বলি নাই, কেবল সায়ণ আচার্য্যের উক্তি আবৃত্তি করিয়াছি, উহার অর্থ এই, যেমন কোন ব্যক্তি স্বস্কন্ধারূঢ় হইতে পারে না, তদ্রূপ কেহ আপনি আপনার প্রমাণ হইতে পারে না, কেহ আপনি আপনাকে কোন প্রশংসা পত্র কিম্বা সনন্দ দিলে তাহা কুত্রাপি গ্রাহ্য হয় না”।

আগমিক। “তুমি এমন বেদ নিন্দা করিতে লাগিলা। রাজকুমারীর শুভ বিবাহ সমাজে তুমি গৌতম সূত্র স্মরণ করত তর্ককামকে কহিয়াছিলা, যে সমুদয় প্রমাণ অগ্রাহ্য করিলে তর্কের স্থল থাকে না, কিন্তু এখন তুমি আপনি সমুদয় প্রমাণে কুঠারাঘাত করিলা, সর্ব্ববাদি সম্মত বেদকে অগ্রাহ্য করিলা, অহো মহর্ষি মনুর কি দৈব বুদ্ধি, তিনি এবম্বিধ বেদ নিন্দককে বহিষ্কৃত করিয়া ভারত ভূমি পবিত্র করিতে আদেশ করিয়াছেন, যথা যোবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়োদ্বিজঃ স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদ নিন্দকঃ”।

সত্যকাম। “আমাকে বহিষ্কৃত করিতে চাহ কর, কিন্তু আমি এস্থলে বেদ নিন্দা করি নাই। তুমি বেদ বাক্য দ্বারা আমারদের মুখ বন্ধন করিতে চাহ, তুমি বল

উহাই সর্ব্বজ্ঞানের আধার আমি কেবল প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছি, তুমি প্রমাণ দ্বারা বেদকে সর্ব্বজ্ঞানের আধার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে সুতরাং আমারদের সকলেরি মহোপকার হইবে, কিন্তু প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াই একেবারে মানব স্মৃতিবল অবলম্বন করিয়া আমাকে বহিষ্কৃত করিবার প্রসঙ্গ করিতেছ, ইহাতে বোধ হয় প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা পূরাণ তোমার সাধ্য নহে।

"জৈমিনি, সায়ণ, গোতম, কণাদ, কপিল ইহারা সকলেই পূর্ব্বপক্ষ উদ্ধৃত করিয়া বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে তর্ক করিয়াছেন, সায়ণ বেদের বিরুদ্ধ এই ২ আপত্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিতে যত্ন করিয়াছেন যথা

ন তস্যাপি বাক্যস্য বেদান্তঃপাতিত্বেনাত্মাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ নখলু নিপুণোপি স্বস্কংধমারোঢ়ুং প্রভবেদিতি বেদএব দ্বিজাতীনাং নিশ্রেয়সকরঃ পর ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যং প্রমাণমিতিচেন্ন তস্যাপ্যুক্তশ্রুতিমূলকত্বেন নিরাকৃতত্বাৎ বেদবিষয়া লোকপ্রসিদ্ধিঃ সার্ব্বজনীনাপি নীলং নভ ইত্যাদিবদ্ভ্রান্তা।

" পূর্ব্বপক্ষ উদ্ধৃত করিয়া সায়ণ আচার্য্য বেদের প্রমাণে এই তিন আপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা ১ম বেদান্তঃপাতি বচন অবলম্বন করিয়া বেদ স্থাপন করা যায় না, কেননা তাহাতে আত্মাশ্রয় দোষ, কেহ স্বস্কন্ধে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে। ২য় স্মৃতি বাক্য অবলম্বন করাও যাইতে পারে না, স্মৃতি স্বয়ং বেদ মূলক সুতরাং স্মৃতিকে আবার বেদের আশ্রয় করিলে অন্যান্যাশ্রয় দোষ জন্মে। (৩য়) বেদবিষয়া লোক প্রসিদ্ধিও প্রমাণ নহে, কেননা আকাশের নীলত্ববৎ সাধারণ ভ্রান্তি হইতে পারে"।

আগমিক। "কিন্তু সায়ণ এ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া বেদ স্থাপন করিয়াছেন, তবে আবার সেই আপত্তির পুনরুক্তি কেন কর"।

সত্যকাম। "সায়ণের উত্তরে পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তি কিছুমাত্র খণ্ডন হয় নাই, পূর্ব্ববৎ বলবতী আছে। তাঁহার উত্তর এই

যথাঘটপটাদিদ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশত্বাভাবেঽপি সূর্য্যচন্দ্রাদীনাং স্বপ্রকাশত্বমবিরুদ্ধং তথামনুষ্যাদীনাং স্বস্কন্ধারোহাসম্ভবেঽপ্যকুণ্ঠিতশক্তের্ব্বেদস্যেতরবস্তুপ্রতিপাদকত্ববৎ স্বপ্রতিপাদকত্বমপ্যস্তু।

"এ উক্তিতে সাধ্যসম হেতু নির্দ্দেশ দেখা যায় অর্থাৎ যাহা সাধ্য তাহাই আদৌ প্রমাণের নিরপেক্ষ করিয়া অবাধে গ্রহণ করা হইল। যেমন ঘট পটাদি দ্রব্যের স্বপ্রকাশত্ব ভাব না থাকিলেও চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রাদির সে ভাব আছে, তদ্রূপ মনুষ্যাদির স্বস্কন্ধে আরোহণ শক্তি না থাকিলেও বেদের তাদৃশ শক্তি সম্ভাব্য। এ প্রকার উক্তিকে তর্ক কহা যাইতে পারে না, এ স্থলে সাধ্য পদার্থকে একেকালে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইল প্রমাণাকাঙ্‌ক্ষা পূরণ করিতে উদ্যত হইয়া সাধ্য পদার্থকে সতঃসিদ্ধ বলিতে পার না"।

আগমিক। "তোমাকে যদি কেহ বলে সূর্য্য সদ্ভাব সপ্রমাণ কর, তুমি সে স্থলে সূর্য্যকে স্বতঃ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবে কি না? সূর্য্যের আবার প্রমাণাপেক্ষা কি? তদ্রূপ বেদও মধ্যাহ্ন সূর্য্যবৎ স্বতঃ সিদ্ধ"।

সত্যকাম। "বেদ যদি সূর্য্যবৎ স্বতঃসিদ্ধ হইত, তবে সায়ণ, জৈমিনি, ব্যাস, গোতম, কণাদ, কপিল, শঙ্করাচার্য্য

প্রভৃতি মহর্ষিরা বেদকে সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। যদি কেহ মধ্যাহ্ন সময়ে নিরভ্র নভোমণ্ডলে সূর্য্য সদ্ভাবের প্রমাণ আকাঙ্ক্ষা করে, তবে তাহার সহিত কোন বিচক্ষণ লোক তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না, সকলেই তাহাকে অন্ধ কিম্বা বাতুল কহিবে। কিন্তু তর্কে প্রবৃত্ত হইলে প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আবশ্যক, অতএব বেদকে সাধ্য করিয়া তর্ক স্থলে প্রবেশ করণানন্তর তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জয় পতাকা বিস্তার করিতে পারিবে না। স্বতঃসিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক ঋগ্ যজুঃপ্রভৃতি বেদের মধ্যে এমত বিরুদ্ধবচন আছে যে কেহ যুক্তিতঃ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, তন্নিমিত্ত কোন ব্যক্তি তর্ক করত হেতুর অন্বেষণ করিলে তোমরা তাহাকে হেতু শাস্ত্রা-শ্রয় বেদ নিন্দক বলিয়া তিরস্কার কর, তবে তো তোমার-দের বেদ স্থাপনার্থ কোন নিরপেক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন কর্ত্তব্য, তর্ক স্থলে তিরস্কার তর্জ্জন করিলে কি হইবে, মহর্ষি জৈমিনি তেমন করেন নাই, তিনি বেদ বিরোধি তার্কিকগণের আপত্তি উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ করেন নাই"।

আগমিক। "তিনি সে সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া ছেন তবে আবার তুমি বেদবিদ্বেষি হও কেন"?

সত্যকাম। "তিনি সে সকল আপত্তির উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খণ্ডন করিতে পারেন নাই, যথা বেদের মধ্যে অনিত্য পদার্থের বিবরণ আছে, তবে বেদ কেমন করিয়া নিত্য হইল?

অনিত্যসংযোগাম্মন্ত্রানর্থক্যমিতি কিন্তে কৃণ্বন্তি কীকটেম্বিতি মন্ত্রে কীকটো নাম জনপদ আম্নাতঃ তথা নৈচাশাখং নাম নগরং প্রমঙ্গদো নামরাজেত্যে-

তের্থা অনিত্যা আম্নাতাঃ তথাচ সতি প্রাক্ প্রমগন্দাম্নায়ং মন্ত্রোভূতপূর্ব্ব ইতি গম্যতে।

"এ আপত্তির তাৎপর্য্য এই বেদ মন্ত্রে কীকট নৈচা-শাখ প্রভৃতি জনপদের এবং প্রমঙ্গদ রাজার নাম বর্ণিত আছে, অতএব প্রমঙ্গদ রাজার উত্তরকালে বেদ রচনা হইয়া থাকিবেক, অনাদি অথবা নিত্য কি রূপে সম্ভবে। ইহাতে জৈমিনি উত্তর করেন 'আখ্যা প্রবচনাৎ' যে ব্যক্তি যে মন্ত্র আদৌ আবৃত্তি করেন তাহার নামে তাহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা এক দেশী উত্তরমাত্র কেননা আদ্য প্রবাচক ব্যতীত বেদের অন্যান্য ভূরি নাম আছে, তাহাতে অনিত্যতা প্রকাশ পায়। উক্ত প্রকার আপত্তির আর এক উত্তর এই

নতু তত্রানিত্যো ববরাখ্যঃ কশ্চিৎপুরুষো বিবক্ষিতঃ কিন্তু ববর ইতি শব্দানুকৃতিঃ তথা সতি ববরেতি শব্দং কুর্ব্বন্বায়ুরভিধীয়তে সচ প্রাবাহণিঃ প্রকর্ষেণ বহনশীলঃ এবমন্যত্রাপ্যূহনীয়ং।

"অর্থাৎ ববর প্রাবাহণি নাম যাহা বেদেতে আছে তাহার তাৎপর্য্য প্রবহণির পুত্র ববর নহে, কেননা ববর শব্দে বায়ু বুঝায় এবং প্রাবাহণির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বহন শীল। কিন্তু ববর এবং প্রাবাহণি শব্দের যে অর্থ হউক বেদের মধ্যে অনিত্য সংযোগ নাই বলিয়া দেশ কাল মনুষ্য বিশেষ বাচক সমুদয় শব্দের অর্থান্তর কেহই করিতে পারিবেন না, আর পারিলেও বেদকে কেবল বাক্য শ্লেষময়ী কেলিকুশল তরুণ পুরুষের ক্রীড়ামাত্র জ্ঞান করা হয়। সনৎকুমার শ্বেতকেতু, যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক, গোতম, সত্যকাম প্রভৃতি অসংখ্য পুরুষ বিশেষের নাম বেদের মধ্যে আছে

এ সকলি কি দ্ব্যর্থ বহ্বর্থ শব্দ? উহাতে কি ঐ পরুষ বিশেষ সকলকে বুঝায় না? উক্ত ঋষিগণ কি ব্যাখ্যা নৈপুণ্য দ্বারা খ পুষ্প হইয়া পড়িবেন। বিত্রাসুর বধের বর্ণনা বেদেতে আছে উহাও কি অর্থান্তর দ্বারা অলীক হইবে, তাঁহা কখন সম্ভবে না, সুতরাং অনিত্য সংযোগ আপত্তি কোন প্রকারে প্রত্যাখ্যেয় নহে।

“অপিচ বেদেতে পুরাকালের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তবে অনাদি এবং নিত্য কি রূপে হইবে যথা

যে পূর্ব্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুঃ ॥
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎকিসতং পুরা নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ ॥
অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং ॥
তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ ॥
এতদ্বৈ ব্রাহ্মণং পুরা বাজশ্রবসা বিদামক্রন্ ॥

“বেদ রচনার পূর্ব্বকথা এস্থলে থাকাতে বেদের নিত্যত্ব সুতরাং অগ্রাহ্য হইল”।

আগমিক। “তোমার এসকল বাগ্বিতণ্ডা মাত্র। গোতম, কণাদ, ব্যাস, শঙ্করাচার্য্য, কপিল প্রভৃতি মহর্ষিরা বেদের সমুদয় আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব উপপন্ন করিয়াছেন। ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন যে দেবাসুর মানব প্রভৃতি ব্যক্তি সমূহ অনিত্য হইলেও উহারদের আকৃতি নিত্য সুতরাং বেদেতে অনিত্য সংযোগ দোষ আরোপ করা যায় না, যথা।

আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং সম্বন্ধোনব্যক্তিভিঃ ব্যক্তীনামানন্ত্যাং সম্বন্ধগ্রহণানুপপত্তেঃ। ব্যক্তিষূৎপদ্যমানাস্বপ্যাকৃতীনাং নিত্যত্বান্ন গবাদিশব্দে কশ্চিদ্বিরো-

ধোদ্বচ্যতে। তথাদেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেপি আকৃতিনিত্যত্বান্ন কশ্চিদ্বগবাদিশব্দেষু বিরোধইতিদ্রষ্টব্যং। আকৃতিবিশেষস্তু দেবাদীনাং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো-বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদবগন্তব্যঃ।

অপিচ, বেদান্তর্গত নিত্য শব্দ দ্বারা জগৎকর্ত্তা বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

কথম্পুনর্হিস্থিতিবাচকাত্মনা নিত্যেশব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি শব্দব্যবহারযোগ্যার্থ-ব্যক্তিনিষ্পত্তিরতঃ প্রভবইত্যুচ্যতে। কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। প্রত্যক্ষং শ্রুতিঃ প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিঃ প্রামাণ্যং প্রতিসাপেক্ষত্বাৎ। তেহি শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিংদর্শয়তঃ। এতইতি-বৈপ্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতিমনুষ্যানিন্দবইতি পিতৃংস্তিরঃপবিত্রমিতি গ্রহা-নাসব ইতিস্তোত্রং বিশ্বানীতিশস্ত্রমতিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতিশ্রুতিঃ। তথান্য-ত্রাপি সমনসা বাচং মিথুনং সমভবদিত্যাদিনা তত্র তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃশ্রাব্যতে। স্মৃতিরপি অনাদিনিধনানিত্যাবগুৎসৃষ্টাস্বয়ম্ভুবা আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ইতি উৎসর্গোপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনাত্মকোদ্রষ্টব্যঃ অনাদি-নিধনায়াঅন্যাদৃশস্যোৎসর্গস্যাসম্ভবাৎ। তথা নামরূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনং বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মমে স মহেশ্বর ইতি। সর্ব্বেষাঞ্চ সনামানি কর্ম্মানিচ পৃথক্ পৃথক্ বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে ইতিচ। অপিচ চিকীর্ষিতমর্থমনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং পূর্ব্বং স্মৃত্বা পশ্চাত্তমর্থমনুতিষ্ঠ-তীতিসর্ব্বেষাং নঃপ্রত্যক্ষমেতৎ। তথাপ্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ-শব্দা মনসিপ্রাদুর্বভূবুঃ পশ্চাত্তদনুগতানর্থান্সসর্জেতিগম্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ সভূরিতিব্যাহরন্ ভূমিমসৃজতেত্যেবমাদিকাভূরাদিশব্দেভ্য এবমনসিপ্রাদুর্ভূতেভ্যো ভূরাদিলোকান্ প্রাদুর্ভূতান্ সৃষ্টান্দর্শয়তি।

"যখন বৈদিক নিত্য শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক সমুদয় সৃষ্টির কথা হইতেছে তখন বেদের মধ্যে সুরাসুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব নর বানরের উল্লেখ থাকিলে তাহাতে বেদের নিত্যত্বে ব্যাঘাত হয় না। অধিকন্তু স্মরণ করিতে হইবে যে কল্প ভেদে সকল বস্তুই পুনঃ প্রকটিত হয় এবং ভূত ভবিষ্যৎ কাল ভেদ কেবল লৌকিক প্রবাদ মাত্র, কেননা বর্ত্তমান

কল্পে যে যে ব্যক্তি জীবিত আছেন ইঁহারা অতীত কল্পেও ছিলেন এবং ভাবি কল্পেও প্রকটিত হইবেন। এখন যাঁহারা জনিষ্যমাণ পূর্ব্ব কল্পেও তাহারদিগের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে জাত বলিলেও হয় এবং যাঁহারা পূর্ব্ব কল্পে জন্মিয়াছিলেন তাঁহারা আবার ভাবি কল্পে জন্মিবেন বলিয়া জনিষ্যমাণ বাচ্যও হইতেও পারেন।

"ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য উক্ত প্রকারে বেদের নিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মহর্ষি গোতমও স্বীয় সূত্রে পাষণ্ড বর্গের আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। পাষণ্ডবর্গ আপত্তি করিয়াছিল যে বেদের প্রতিজ্ঞাত ফল উৎপন্ন হয় না এবং বেদের মধ্যে বিরুদ্ধবচন ও পুনরুক্তি দোষ আছে মহর্ষি ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে বেদ প্রতিজ্ঞাত ফলের ত্রুটি ক্রিয়া সাধনের ত্রুটিতে সম্ভাব্য। এবং দেশ কাল ভেদ প্রযুক্ত কোন কোন বচন বিরুদ্ধ বোধ হয় আর পুনরুক্তিতে দোষ নাই বরং তাহা জড় বুদ্ধি লোকের উপদেশার্থ উপাদেয় হয়।

মহর্ষি কণাদও তর্কবলে বেদের প্রামাণ্য উপপন্ন করিয়াছেন বেদের বাক্য বিন্যাসাদিতে বোধ হয় তাহা ঈশ্বর কৃত এবং তন্মধ্যে সকল পদার্থের সংজ্ঞা এবং দান ধর্ম্মের সূক্ষ্ম লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়াতে সর্ব্বজ্ঞতার চিহ্ন দেখা যায় যথা

বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে। ব্রাহ্মণে সংজ্ঞাকর্ম্মসিদ্ধির্লিঙ্গম্। বুদ্ধি পূর্ব্বোদদাতিঃ। তদ্বচনাদাম্নায়প্রামাণ্যং। তদ্বচনাদাম্নায়প্রামাণ্যং॥

সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি কপিলেরও বিবিধ দোষ সত্ত্বে এই এক মহৎগুণ ছিল যে তিনি বেদের প্রামাণ্যের

পোষকতা করিয়াছেন, তিনি স্পষ্ট কহিয়াছেন যে মুক্ত কিম্বা বদ্ধ কোন ব্যক্তি এমত গ্রন্থ রচনা করিতে পারিত না অতএব উহা অপৌরুষেয়”

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ। মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ॥

সত্যকাম। “তুমি যে মহর্ষিবৃন্দের বচন উদ্ধৃত করিলা তদ্বিরুদ্ধ উক্তি করিতে আপাততঃ শঙ্কা জন্মে। তাঁহারা সকলেই বিদ্বদ্ব্যাঘ্র সুতরাং মাদৃশ জনের ভয়স্থান, কিন্তু তাঁহারা আপনারা যে ন্যায় কষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন তৎকষ্টি দ্বারা তাহারদের উক্তির পরীক্ষা করিলে অধিক দোষ হইবে না।

এস্থলে বিষয় চতুষ্টয়ের মীমাংসার প্রয়োজন আছে।

১ শ্রুতি মধ্যে অনিত্য ব্যাপারের উল্লেখ থাকাতে বেদ কি রূপে নিত্য হইতে পারে?

২ বেদের নিত্যতার অথবা ব্রহ্মযোনিত্বের প্রমাণ কি?

৩ বেদ কিম্ভূত পদার্থ?

৪ বেদের মধ্যে স্বকীয় পরিচয় বাক্য কি প্রকার আছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর স্থলে তুমি ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের বাক্যোল্লেখ করিয়াছ। তাঁহারদের মতে দেব নর গন্ধর্ব্বাদি সকল জাতিই অনিত্য বটে, কিন্তু তাঁহারদের আকার নিত্য। বেদের মধ্যে যে স্থলে নাম রূপের বর্ণনা আছে, সে স্থলে ঐ বর্ণনার বাস্তবিক তাৎপর্য্য উহাঁদের নিত্য আকার।

“ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য আরো কহিয়াছেন যে বিশ্ব সৃষ্টি শব্দ-পূর্ব্বিকা হইয়াছিল। বিধাতার দ্বারা শ্রুতির যে শব্দ যখন উচ্চারিত হইয়াছিল, তখনি তদ্বাচ্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, সুতরাং সৃষ্টির প্রাকৃত নাম রূপের বর্ণনা অসম্ভব নহে।

"অপিচ ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের মতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কল্পভেদ বশতঃ নিত্য প্রণালিতে হইতেছে, তন্নিমিত্ত শ্রুতিতে যখন পূর্ব্বগত রূপে কোন কথার বর্ণনা দেখা যায়, তখন তাহা কল্পান্তরে হইয়াছিল ইহাঁই কেবল বোধ্য।

"ব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের উক্তির উপর আমার এই মাত্র বক্তব্য যে নিত্য আকারের বিষয়ে তাঁহারা যাহা কহিয়াছেন, তাহার কএকটী বেদ বাক্য বিনা কোন নিরপেক্ষ প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই, আর বেদের বিষয়ে বেদকে প্রমাণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিবে সুতরাং নিত্য আকারের কথা অপ্রমাণ হইল। শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, বিধাতা বেদ গত শব্দ দ্বারা তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি এমত সম্ভব হয়, তবে বেদকে শব্দ কল্পদ্রুম কহিতে হইবে, উহাতে তাবৎ বস্তুর নাম আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এ প্রকার স্বীকারে কত বাধা আছে দেখ দেখি। কত কত বিজাতীয় পদার্থ আছে বেদের মধ্যে যাহার নাম গন্ধ কিছুই নাই, তদ্বিষয়ে বাক্য বাহুল্যের প্রয়োজন নাই, অতএব নিত্য আকার এবং শব্দ পূর্ব্বিকা সৃষ্টির যে কথা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাতে বেদের নিত্যতা প্রমাণ হওয়া সম্ভবে না"।

আগমিক। "আমি তোমার তাৎপর্য্য গ্রহ করিতে পারিলাম না"।

সত্যকাম। "ব্যক্তি সত্তার পূর্ব্বে আকৃতির সম্ভব কি রূপে হইতে পারে? আর যদিও ব্যক্তি সত্তার পূর্ব্বে

আকৃতি সম্ভব হয়, তথাপি বেদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ কার্য্য বর্ণনা আছে যথা।

ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্যাস্য মদে অহিমিন্দ্রোজঘান ॥

"ইন্দ্র সুরাপানে মত্ত হইয়া বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, নিত্য আকৃতি স্বীকার করিলেও এবম্ভূত কার্য্য বর্ণনাতে বেদের অনিত্যতা প্রকাশ পায়, যদি বল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিত্য প্রণালীতে হইয়া থাকে, অতএব কল্প ভেদে সকল বর্ণনাই বেদের মধ্যে সম্ভবে, কিন্তু বেদের মধ্যে কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ব গত কোন২ বিষয়ের বর্ণনা আছে, তাঁহার পশ্চাদ্বৃত্ত কিছুই নাই। শ্বেতকেতু সনৎকুমার প্রভৃতির কথা আছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য, শঙ্করাচার্য্য, আদিসূর প্রভৃতির নামোল্লেখ নাই, আর ইদানীন্তন বাষ্প চালিত শকটাদি যে সকল বিচিত্র বিষয় প্রত্যহ দেখা যাইতেছে, তাহার কোন আকৃতি বেদের মধ্যে নাই। অতএব বৈদিক শব্দ পূর্ব্বিকা সৃষ্টিই বা কি রূপে সম্ভাব্য। কত শত শত জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ পদার্থ এক্ষণে প্রকটিত হইয়াছে, বেদের মধ্যে যাহার কোন লক্ষণ নাই।

"গোতম কণাদ প্রভৃতি ঋষিরা বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে যে হেতুবাদ লিখিয়াছেন, তাহা সাধ্যসম হেতুমাত্র যথা গোতমোক্তি।

মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ। আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপদেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাল্লব্ধং।

"মহর্ষি কহেন যে বেদকর্ত্তা আপ্ত সুতরাং তাহার প্রামাণ্য প্রযুক্ত বেদ প্রামাণ্য, কিন্তু বেদ কর্ত্তা কি রূপে

আপ্ত হইলেন, তাহার কোন প্রমাণ দর্শিত করেন নাই। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জাতি কি না, এমত সংশয় স্থলে কেহ তাঁহার পিতার পরিচয় ও ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ না দিয়া কেবল এই কথা কহেন যে, উনি ব্রাহ্মণজাত, অতএব ব্রাহ্মণজাতি, তবে ঐ হেতুবাদ যেমন সাধ্য সম দোষেতে দুষিত, তদ্রূপ বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে গোতমের হেতুবাদ।

"বেদ প্রামাণ্য বিষয়ে কণাদেরও হেতুবাদ ঐ রূপ দুষ্য। যথা তদ্বচনাদাম্নায় প্রামাণ্যং। বেদ ব্রহ্মবাক্য তন্নিমিত্ত তাহার প্রামাণ্য, কিন্তু বেদ কি রূপে ব্রহ্মবাক্য হইল ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই। বেদ প্রামাণ্যের আর দুই তিন হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সে সকলি হেত্বাভাস মাত্র যথা।

বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে। ব্রাহ্মণে সজ্ঞাকর্ম্মসিদ্ধির্লিঙ্গম্। বুদ্ধিপূর্ব্বোদদাতিঃ। তদ্বচনাদাম্নায়প্রামাণ্যং। তদ্বচনাদাম্নায়প্রামাণ্যং॥

"বুদ্ধি পূর্ব্বা বাক্যকৃতি ঐশ্বরিক প্রমাণের অসাধারণ প্রমাণ হইতে পারে না, কেননা মনুষ্যেরও বুদ্ধিমত্তা সম্ভাবনায় মানুষিকী বাক্যকৃতিও বুদ্ধি পূর্ব্বা হইতে পারে। কালিদাসের গ্রন্থ ব্রহ্ম নিঃশ্বসিত নহে, কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থে কি বুদ্ধি পূর্ব্বা বাক্যকৃতি নাই। সুতরাং যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদ্গৌ এই হেতুবাদ যেমন দুষ্য, বুদ্ধি পূর্ব্বা বাক্য কৃতিও সেই রূপ দুষ্য হেতুবাদ। গো, মহিষ, হরিণ, ছাগ এ সকল জন্তুরই শৃঙ্গ আছে, তন্নিমিত্ত শৃঙ্গীমাত্রকে গোশব্দ বাচ্য করিলে দোষ হয়, তদ্বৎবুদ্ধি পূর্ব্বা বাক্যকৃতি আর্য্য দস্যু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছাদি মানবজাতির সাধারণ রূপে

সম্ভব স্থলে তাহা ঈশ্বর নিঃশ্বসিতের বিশেষ প্রমাণ জ্ঞান করিলে দোষ জন্মে।

"ব্রাহ্মণে সংজ্ঞা কর্ম্ম সিদ্ধি লিঙ্গং। এ হেতুবাদ শঙ্করাচার্য্যের হেতুবাদ প্রত্যাখ্যান দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অপর বুদ্ধি পূর্ব্বো দদাতি অর্থাৎ বুদ্ধি পূর্ব্বক দান ধর্ম্মের উপদেশ থাকাতে বেদ ঈশ্বর বাক্য এ হেতুবাদও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, দান ধর্ম্মের বুদ্ধি পূর্ব্বক উপদেশ আর্য্য যবন ম্লেচ্ছ সমুদয় মানব জাতির পক্ষেও সম্ভবে, তাহা ঐশ্বরিক রচনার বিশেষ লক্ষণ হইতে পারে না, কিন্তু ফলে দান ধর্ম্ম বিষয়ে যে উপদেশ আছে তাহাতে সুবুদ্ধির কোন বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না। শঙ্কর মিশ্র এ বিষয়ে যে শ্রৌত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দান ধর্ম্মের উপদেশ দেখা যায় না বরং অপহরণ অর্থাৎ তস্কর বৃত্তির শিক্ষাই দেখা যায় যথা।

শূদ্রাৎসপ্তমে বৈশ্যাদ্দশমে ক্ষত্রিয়াৎসপ্তদশে ব্রাহ্মণাৎ প্রাণসংশয়ে ক্ষুধাপীড়িতমাত্মানং কুটুম্বং বা রক্ষিতুং সপ্তদিনান্যাহারমপ্রাপ্য শূদ্রভক্ষ্যাপহারঃ কার্য্যঃ এবং দশদিনান্যাহারমপ্রাপ্য ক্ষত্রিয়াৎ প্রাণসংশয়ে ব্রাহ্মণাৎ ভক্ষ্যাপহরণং ন দোষায়েত্যাহুঃ।

"সপ্ত দিন অনাহারে থাকিলে শূদ্রের ভক্ষ্য অপহরণ করা যাইতে পারে, দশ দিন থাকিলে বৈশ্যের, সপ্ত দশ দিন হইলে ক্ষত্রিয়ের, আর প্রাণ সংশয়ে অথবা ক্ষুধা পীড়ায় আপনাকে কিম্বা কোন কুটুম্বকে রক্ষা করিতে হইলে ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য অপহরণ করিতে পারে। এবম্ভূত উপদেশে কেবল কুবুদ্ধি প্রকাশ, অতত্রব যেমন মধ্যাহ্ন ভাস্করকে তমোময় কহা যাইতে পারে না, তদ্রূপ উক্ত

প্রকার কুবুদ্ধি পবিত্রময় ঈশ্বরেতে আরোপ করা যায় না। এস্থলে বরং বেদ সদ্যো অপ্রমাণ হইল, এবম্বিধ কুবুদ্ধি প্রকাশিকা রচনাকে ঈশ্বর প্রণীত কহিলে শৃঙ্গীকে অশ্বজ্ঞান করার দোষ জন্মে যথা যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদশ্বঃ।

" তুমি কপিলকেও বেদ প্রামাণ্যের সাক্ষী করিয়াছ তিনি তো নিরীশ্বর বাদী। নিরীশ্বরবাদিকে বেদপ্রামাণ্যের সাক্ষী করিলে প্রকারান্তরে বিষ্ণুমিত্রকে বন্ধ্যাপুত্র কহিবার ন্যায় হয়, কেননা যিনি ঈশ্বর মানেন না, তিনি ঈশ্বর প্রণীত গ্রন্থ কি রূপে মান্য করিবেন বা করাইবেন। তথাপি তিনি কি সাক্ষ্য দেন দেখা যাউক। তাঁহার মতে বেদ প্রবাচকদিগের জ্ঞান সিদ্ধি হেতুক এবং আয়ুর্বেদবৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হেতুক বেদ অভ্রান্ত। কিন্তু বেদকে তিনি ঈশ্বরের কিম্বা অন্য কাহার প্রণীত কহিবেন না, কেননা মুক্ত বদ্ধ এই দুই প্রকার পুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্ত তাহার এমত গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্তি হইবেক কেন, আর যে অমুক্ত তাহার তো সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্ভবে না, যথা, বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য।

জীবন্মুক্তধুরীণো বিষ্ণুর্বিশুদ্ধসত্ত্বতয়া নিরতিশয়সর্বজ্ঞোপি বীতরাগত্বাৎ সহস্রশাখবেদনির্মাণায়োগ্যঃ। অমুক্তস্তুসর্বজ্ঞত্বাদেবায়োগ্য ইত্যর্থঃ॥

তিনি আরও কহেন আদি পুরুষ যদি তাহা উক্ত করিয়া থাকেন তন্নিমিত্ত তিনি ইহার কর্ত্তা হইতে পারেন না, যথা

যস্মিন্নদৃষ্টেপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ং॥

ন পুরুষোচ্চরিতমাত্রেণ পৌরুষেয়ত্বং শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সুষুপ্তিকালীনয়োঃ পৌরুষেয়ত্বব্যবহারাভাবাৎ কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বেন। বেদাস্তু নিঃশ্বাসবদেবাদৃষ্ট বশাদবুদ্ধিপূর্ব্বকা এব স্বয়ম্ভুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং ভবন্তি॥

ফলে কপিলের মতে বেদ অদৃষ্টবশাৎ আপনি হইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদাদি ফল সিদ্ধির কথায় বাক্য বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা আপনিও স্বীকার করিবেন যে বিদেশীয় চিকিৎসা অনেকানেক রোগে স্বদেশীয় চিকিৎসাকে প্রত্যক্ষ অতিক্রমণ করে।

"কপিলের ন্যায় অন্যান্য ঋষিরাও কহেন যে বেদ ব্রহ্মার বুদ্ধি পূর্ব্বিকা বাক্য কৃতি নহে, কিন্তু কপিলের বিশেষ উপদেশ এই যে বেদ নিত্য নহেন এবং কাহার কৃতও নহেন। বেদ কার্য্য বটে, কিন্তু পুরুষের কার্য্য নহে, আপনি হইয়াছে, আপনার প্রমাণ আপনি।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং ॥
ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥

"কপিলের উপদেশ শ্রবণে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয় কিন্তু মীমাংসকদিগের কোন২ সম্প্রদায়ের শিক্ষা ততোধিক বিস্ময় জনক। মীমাংসকদিগের আদ্য সূত্রকার বেদকে পরম মান্য এবং তদুপদিষ্ট ক্রিয়া কলাপকে মানব মণ্ডলীর নিত্য পালনীয় বলিয়া বিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু বেদ কাহার প্রণীত এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন নিত্য কর্ত্তা আছেন কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করেন নাই, বরং তাঁহার কোন২ শিষ্য জগৎকে অনাদি বলিয়া ঈশ্বর সদ্ভাব শশ বিষাণের ন্যায় নিতান্ত অলীক করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে অনুমান দ্বারা পরমাত্মার সদ্ভাব স্বীকার করিবেন না, যদি কেহ ঈশ্বরকে চর্ম্মচক্ষুর দৃশ্য করিতে পারেন, তবেই গ্রহণ করিবেন, নচেৎ অতীন্দ্রিয়

ঈশ্বর মান্য করিবেন না, স্বয়মাত্মানং প্রত্যক্ষেণানুপলভ্য নেদমনুমানং প্রবর্ত্ততে, কিন্তু উহাঁরদেরই আবার বেদ-স্থাপনে পরম যত্ন।

"অতএব এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই বেদ কিম্ভূত পদার্থ? বেদ শব্দের ভাবার্থ কি? কোন্ দ্রব্য ঐ শব্দ দ্বারা লক্ষিত হয়? আপনারা বেদ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বলিয়া ঋক্ যজু প্রভৃতি গ্রন্থের অভেদ কহিয়া আবার উপদেশ করেন যে উহা ইন্ধন হইতে ধূমবৎ ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে নির্গত। কেহ২ কহেন অগ্নি বায়ু রবি হইতে দুগ্ধ হইয়াছে, অপরে বলেন উহা নিত্য এবং কারণানপেক্ষ। বেদ যদি বৈখরী বাণী হয় তবে কেহ বুদ্ধি পূর্ব্বক ব্যক্ত না করিলে কি প্রকারে তথাবিধ বাণী হইল?

"অপিচ ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব কতিপয় পরিচ্ছিন্ন গ্রন্থ মাত্র। বেদ যদি তদাত্মক হয় উহার প্রণেতা ও লেখক কে তাহা বলিতে হইবেক। যদি বল বেদ জগৎকর্ত্তার নিঃশ্বসিত নিত্য শব্দ মাত্র পরে কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিচ্ছিন্ন গ্রন্থ স্বরূপে লিখিত হয় তথাপি দ্বিতীয় ঐশ্বরিক উপদেশ বিনা লেখকের ভ্রম সম্ভাবনা অপাস্ত হইবে না, এ প্রশ্নে নিরীশ্বর মহর্ষিদিগের সহিত সম্বন্ধই নাই, কিন্তু সেশ্বর ঋষিরাও এ বিষয়ের কোন নির্ণয় করেন নাই।

"কিন্তু শ্রুতি মধ্যেই শ্রুতির বিজাতীয় পরিচয় আছে যাহা অসম্ভব যথা শতপথ ব্রাহ্মণে। *

"প্রজাপতির্বা ইদমগ্র আসীৎ...সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত তস্মাচ্ছ্রান্তাৎ তেপানাৎ ত্রয়ো লোকা অসৃজ্যন্ত পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌ স ইমান ত্রীন

লোকান অভিতত্তাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীণি জ্যোতীংষ্যজায়ন্ত অগ্নি যোহয়ং পবতে সূর্য্যঃ স ইমানি ত্রীনি জ্যোতীংষ্যভিতত্তাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত অগ্নের্ঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ স ইমাংস্ত্রীন্ বেদান্ অভিতত্তাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীণি শুক্রাণ্যজায়ন্ত ভূরিত্যৃগ্বেদাদ্ভুব ইতি যজুর্বেদাৎ স্বরিতি সামবেদাৎ"।

"অর্থাৎ প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন তিনি শ্রম পূর্ব্বক তপ করিলেন তাঁহার শ্রম এবং তপ হইতে তিন লোক সৃষ্ট হইল, পৃথিবী অর্থাৎ ভূলোক অন্তরিক্ষ অর্থাৎ ভুবলোক দ্যৌ অর্থাৎ স্বর্লোক তিনি এই তিন লোককে অভিতপ্ত করিলেন, ঐ অভিতপ্ত লোকত্রয় হইতে তিন জ্যোতি উৎপন্ন হইল, অগ্নি পবন এবং সূর্য্য। তিনি ঐ তিন জ্যোতিকে আবার তপ্ত করিলেন, তাহাতে তিন বেদ উৎপন্ন হইল অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ, সূর্য্য হইতে সাম বেদ, পুনশ্চ ঐ বেদ ত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে তিন শুক্র উৎপন্ন হইল, ঋগ্বেদ হইতে ভূঃ যজুর্বেদ হইতে ভুব সাম বেদ হইতে স্বঃ।

"শ্রুতি এই রূপে নিজ বংশাবলি বিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অনর্থ্য শব্দাত্মক মাত্র ইহার অর্থ নাই, ইহা বাল প্রলাপ কিম্বা উন্মত্তের চিৎকার তুল্য। আর ইহাতে যেমন অনবস্থা দোষ তদ্রূপ অব্যবস্থা দোষও প্রকাশ পায় পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌ এই তিন লোক অর্থাৎ ভূর্লোক ভুবলোক স্বর্লোক হইতে অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্যের উৎপত্তি অগ্নি বায়ু সূর্য্য হইতে ত্রিবেদের উৎপত্তি ভূর্লোক ভুবলোক এবং স্বর্লোক ত্রিবেদের পিতামহ। কিন্তু ঐ বংশাবলিতে পুনশ্চ কথিত আছে যে, ঐ তিন বেদ হইতে তিন শুক্র উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ভূঃ ভুব স্বঃ। ঐ ভূর্ভুব স্বঃ একপক্ষে

বেদের পিতামহ এবং পক্ষান্তরে পুত্র! দেখ কেমন ঘোরতর অব্যবস্থা।

"ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐ রূপ বেদোৎপত্তির বিবরণ আছে কিন্তু অন্যান্য শ্রুতিতে আবার তদ্বিরুদ্ধ উক্তি আছে সুতরাং বেদ মধ্যেই বেদের জন্ম বৃত্তান্তে অব্যবস্থা ও বিরুদ্ধোক্তি থাকাতে উৎপাদকের নিশ্চয় করা যায় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্তি এই, যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বৈদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

"অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে কালাদৃচঃ সম্ভবং যজুঃ কালাদজায়ত। পুরাণের মধ্যে বেদোৎপত্তির বৃত্তান্তে যে গোলযোগ তাহা দূরে থাকুক বেদের মধ্যেই অনবস্থা অব্যবস্থাদি দোষ রাশীকৃত আছে, এস্থলে ঋগ্যজুষাদি চতুর্ব্বেদকে কি প্রকারে ঐশ্বরিক শাস্ত্র কহা যাইতে পারে। ঈশ্বর কি অনবস্থা ও অব্যবস্থার কর্ত্তা হইতে পারেন?"

আগমিক। "বেদ বস্তুতঃ আদৌ শব্দাত্মক ছিল বর্ণাত্মক নহে এবং তৎকালে লিপিবদ্ধ হয় নাই"।

সত্যকাম। "আচ্ছা কিন্তু অগ্নি বায়ু রবি হইতে শব্দ দোহনের তাৎপর্য্য কি? সে অর্থ্যশব্দ, বা তির্য্যক্ কূজন তুল্য? পুনশ্চ কথিত আছে তাহা ব্রহ্মার নিঃশ্বসিত ইহারি বা অর্থ কি?"।

আগমিক। "ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্মার নিঃশ্বাসে শব্দ নির্গত হয় তাহাই বেদ। পরে তাহা লিপি বদ্ধ হয়"।

সত্যকাম। "শব্দ নির্গত হইবার সময় কোন শ্রোতা ছিল? নচেৎ পরে কি প্রকারে লিপি বদ্ধ হইল"।

আগমিক। "নির্গত হইবার সময় কোন শ্রোতার সম্ভাবনা ছিল না, কেননা তৎকালে মানব মণ্ডলীর সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু পরে ঐশ্বরিক উপদেশে যে২ ঋষি ঐ শব্দে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারাই লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে ঋগযজুষাদি চতুর্বেদ প্রস্তুত হয়"।

সত্যকাম। "যাঁহারা বেদ চতুষ্টয়কে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐশ্বরিক উপদেশ দ্বারা আদিম শব্দের পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? মন্ত্র ব্রাহ্মণ যে ঐ ঋষিদিগের স্বকপোল কল্পিত নহে তাহাই বা কি রূপে উপপন্ন করিতে পার? পূর্ব্বোক্ত শব্দ দোহনাদির কল্পনায় প্রবাচক ঋষিদিগের ঐশ্বরিক উপদেশ সপ্রমাণ হইবে না, ঋষিরা পরে আপ্ত উপদেশ যোগে ঐ শব্দ জ্ঞান পাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? লিখিত বেদ এবং আদিম শব্দাত্মক বেদ যে অভেদ তাহা কে বলিতে পারে?

"ফলে বেদ লেখকেরা কোন২ স্থলে ঐ লিপিকে স্ব কপোল কল্পনা বলিয়া বিস্তার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই বক্তব্য যে বেদ মধ্যে ঋষিদিগের আত্ম রচনায় পরিচয় আছে যথা ঋগ্বেদে।

অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া অকারি রত্নধাতমঃ।

এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যত্তে চকৃম বিদা বা।

এবা তে হরিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্।

এতানি বামশ্বিনা বর্দ্ধনানি প্র পূর্ব্যাণ্যায়বোবোচন ব্রহ্ম কৃণ্বন্তো বৃষণা যুবভ্যাং সুবীরাসো বিদথমা বদেম।

এই রত্ন নিধান স্তোত্র বিপ্রগণ দ্বারা দেবজাতির উদ্দেশে স্বমুখে কৃত হইয়াছে।

ভো অগ্নি এই ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা তুমি বর্দ্ধমান হও যাহা আমরা স্বশক্তি অথবা বিদ্যাদ্বারা তোমার উদ্দেশে করিয়াছি।

ভো হরি যোজক ইন্দ্র গোতম ঋষিরা এইরূপে তোমার উদ্দেশে উত্তম ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র করিয়াছেন।

ভো অশ্বিনা অস্মৎ পিতৃগণ তোমারদের এই পূর্ব্ববীর্য্য উক্ত করিয়াছেন, হে সুখ বর্ষক দেবদ্বয় আমরা সুবীর বিশিষ্ট হইয়া তোমারদের উদ্দেশে ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র করত স্তব উচ্চারণ করি।

এই২ বচনে ঋষিরা স্বয়ং মন্ত্রকৃৎ ব্রহ্মকৃৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন সুতরাং বৈদিক বচনেই প্রমাণ হইল যে বেদ ঋষি কৃত। বক্ষ্যমাণ বচনে ঋষিরা মন্ত্রের তক্ষক অর্থাৎ রচক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা

সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ব্রহ্ম হরি যোজনায়।

ইমাং তে বাচং বসূয়ন্ত আয়বো রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষিষুঃ সুম্নায় ত্বামতক্ষিষু।

এষ বঃ স্তোমো মরুতো নমস্বান্ হৃদা তষ্টো মনসা ধায়ি দেবাঃ।

এবা তে গৃৎসমদাঃ শূর মন্মাবস্যবো ন বয়ুনানি তক্ষুঃ।

ভো সনাতন ও হরি যোজক ইন্দ্র নোধাঃ গৌতম ঋষি তোমার উদ্দেশে এই নব্য ব্রহ্ম রচনা করিয়াছেন।

ধন প্রয়াসী লোকে তোমার উদ্দেশে এই স্তুতি বাক্য রচনা করিয়াছেন যেমন ধীসম্পন্ন কৃতিকুশল ব্যক্তি রথ নির্ম্মাণ করেন, তোমাকেও আপনারদের সুখার্থ প্রবৃত্ত করিয়াছেন।

ভো মরুৎ দেবগণ এই নমস্কার স্তোত্র হৃদয় রচিত হইয়া চিত্ত দ্বারা নিবেদিত হইল।

হে শূর গৃৎসমদগণ তোমারদের উদ্দেশে রমণীয় স্তোত্র রচনা করিয়াছেন যেমন যাত্রী পুরুষেরা পথ নির্ম্মাণ করেন।

নিম্নলিখিত বচনে ঋষিরা মন্ত্রের জনক বাচ্য হইয়াছেন।

বৈশ্বানরায় ধিষণাম্ ঋতাবৃধে ঘৃতম্ ন পূতমগ্নয়ে জনামসি।
নবাম্ নু স্তোমম্ অগ্নয়ে দিবঃ শ্যেনায় জীজনম্ বস্বঃ কুবিদ্ বনাতি নঃ।
যে চ পূর্ব্বে ঋষয়ো যে চ নূত্নাঃ ইন্দ্র ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ।
ন সোমঃ ইন্দ্রং অসুতো মমাদ ন অব্রহ্মাণো মঘবানং সুতাসঃ তস্মায় উক্থং জনয়ে যজ্জুজোষদ্ নৃবদ্ নবীয়ঃ শৃণবদ্ যথা নঃ।

আমরা বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে পূত ঘৃতবৎ এক স্তোত্র জনিত করিলাম যিনি আমারদের যজ্ঞ বর্দ্ধক।

আকাশের শ্যেন অগ্নির উদ্দেশে আমি এক নূতন স্তোত্র জনিত করিয়াছি যিনি আমারদিগকে বহু ধন দান করেন।

ভো ইন্দ্র প্রত্ন ঋষিগণ এবং নূত্ন বিপ্রবর্গ ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র জনিত করিয়াছেন।

সোমরস অভিষুত না হইলে ইন্দ্রের আমোদ জন্মায় না এবং অভিষুত হইলেও ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র ব্যতিরেকে মঘবানকে তুষ্ট করে না অতএব আমি তাহার উদ্দেশে এক তোষক স্তোত্র জনিত করিলাম।

নিম্ন বচনে তাঁহারা মন্ত্র প্রেরক রূপে কথিত হইয়াছেন।

নাসত্যাভ্যাং বর্হিরিব প্রবৃঞ্জে 'স্তোমান্ ইয়র্ম্মি অভ্রিয়া ইব বাতঃ যাবর্ভগায় বিমদায় জায়াং সেনাজুবা নি ঊহতুঃ রথেন।
প্রবাং স মিত্রাবরুণৌ ঋতাবা বিপ্রো মন্মানি দীর্ঘশ্রুদ্ ইয়র্ত্তি যস্য ব্রহ্মাণি সুক্রতূ অবাথঃ আ যৎ ক্রত্বা ন শরদঃ পৃণৈথে।

আমি নাসত্যদ্বয়ের উদ্দেশে বর্হিবৎ স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি যেমন অভ্র বায়ুদ্বারা প্রেরিত হয়।

ভো মিত্রাবরুণ দীর্ঘশ্রুৎ যজ্ঞবান বশিষ্ঠ বিপ্র তোমার-দের উদ্দেশে মাননীয় স্তোত্র প্রেরণ করিতেছেন।

"ঋষিরা যদি বৈদিক মন্ত্রের কারক তক্ষক জনক ও প্রেরক হইলেন তবে ঋক্ যজুষাদি চতুর্ব্বেদ ব্রহ্ম বাক্য কেমন করিয়া হইবে তুমি কি দেখিতেছ না ঐ চতুর্বেদ স্বীয় বচনের দ্বারা মানবীয় কপোল কল্পিত সপ্রমাণ হইল।

আগমিক। "বলিতে কি তোমার তর্কের আমি উত্তর করিতে অসমর্থ, কিন্তু তোমার প্রসঙ্গে আমি সম্মত হইতেও পারি না। তোমার তর্কের তো চিত্তচাঞ্চাল্য সিদ্ধিব্যতীত আর কোন অভিপ্রায় দেখি না এতাদৃশ তর্ক গুণগর্ভ সম্ভবে না, ইহার মধ্যে কোন স্থলে মহদ্দোষ থাকিবে "যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং" দোষ অবশ্য আছে নচেৎ এতাবৎ ধর্ম্মঘ্ন হইত না শাস্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই নিষ্ফল, শাস্ত্র যদি মিথ্যা হয় তবে সত্যের আশ্র-য়ান্তর নাই "নিহিতং গুহায়াং" বলাও যাইতে পারে না। অতএব শ্রদ্ধা বাধক তর্ককে কুতর্ক কহিতে হইবে, কেননা যাহাতে শ্রদ্ধা উপপন্ন হয় তাহাই প্রশস্ত যথা কালিদাসের উক্তি

বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন শ্রদ্ধেব স্বাক্ষাদ্বিধিনোপপন্না।

"বিদ্যার প্রয়োজন এই যে ভক্তি পরা সত্যপরায়ণা হইবেক, কিন্তু তুমি তর্ক বিদ্যাকে অভক্তি পরা করিতেছ জগৎকর্ত্তা কি এই শিখাইবার নিমিত্ত আমারদিগকে তর্ক-বল দিয়াছেন যে শাস্ত্র মিথ্যা সুতরাং অসংশয় জ্ঞান অপ্রাপ্য তবে বিদ্যাকে জ্ঞানের নিধন এবং অবিদ্যার

নিধান কহিলেই হয়। এই কি তোমার অভিমত? আমার অভিমত এবম্বিধ নয় আমি এমন বিশ্বাস করিতে পারি না যে জগৎপাতা কেবল দ্বৈধ এবং সংশয় বিস্তার করণার্থ মনুষ্যকে তর্ক বলে, ভূষিত করিয়াছেন অথবা সত্যের সদ্ভাব তিরোহিত করিয়া কেবল অন্যথা বাদ করিলেই তর্ক ভূষণ কিম্বা তর্কালঙ্কার হওয়া যায়। পরমেশ্বরের ইচ্ছা এতাদৃশী নহে তাঁহার অভিপ্রায় এই যে মনুষ্য ধর্ম্মজ্ঞান ও সত্যপ্রিয় হয় এতদর্থে তিনি ধীশক্তি দিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা লোকে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার হস্ত চিহ্ন প্রকাশ করিতে পায় এবং তাঁহার প্রকাশিত শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্র সদ্ভাব ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কখন সাধ্য নহে বামনের পক্ষে চন্দ্রসংস্পর্শ বরং সম্ভাব্য তথাপি আগম ব্যতীত ঐশ্বরিক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি কখন সাধ্য নহে”।

সত্যকাম। “তোমার এ বাক্যে আমি বিরোধ করি না শাস্ত্র শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজন আছে, আগম শব্দে শাস্ত্র সাধারণ বুঝাইলে আমিও তোমার ন্যায় “আগমিক” উপাধি অধিকার করিবার যোগ্য। তুমি যথার্থ বলিয়াছ যে শ্রদ্ধাই বিদ্যা চর্চ্চার উদ্দিশ্য, সকল বিদ্যাই শ্রদ্ধা পরা, সংশয় ছেদই তর্কের তাৎপর্য্য, সংশয় বর্ধন নহে, তর্কবল সত্য প্রকাশক সত্য তিরোধায়ক নহে, সুতরাং তর্ক দ্বারা যদি শাস্ত্র সদ্ভাব অলীক বোধ হয় তবে সে তর্ক যথার্থ তর্ক নয়, কিন্তু যেমন রাজা নিরুদ্দেশ হইলেও কোন প্রতারক রাজাকে গ্রহণ করা উচিত নহে, তদ্রূপ যথার্থ শাস্ত্র আপাতত অপ্রাপ্য হইলেও মিথ্যা শাস্ত্র পরায়ণ

হওয়া অবিধেয়। দেখ শচীপতি ইন্দ্র যখন কামার্ত্ত হইয়া গৌতম ঋষির বেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যার নিকট গিয়া তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছিলেন তখন, যদিও অহল্যা প্রতারিতা হইয়া পতিবোধেই পাকশাসনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার নিদারুণ শাস্তি হইয়াছিল তেমনি মিথ্যা শাস্ত্রকে যথার্থ আগম বলিয়া গ্রহণ করিলেও অত্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে। সত্য বিশ্বাসই বিদ্যার উদ্দিশ্য, মিথ্যা বিশ্বাস নহে, সংশয়াবস্থা দুঃখকরী হইলে মিথ্যা ভাণ ততোধিক অমঙ্গলকর তন্নিমিত্ত সত্য প্রকাশ করিতে হইলে মিথ্যা ভাণ নিরস্ত করা আদৌ কর্ত্তব্য কোন সুচারু অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে তক্ষককে প্রথমতঃ অনেক জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে হয়, পরে ভিত্তি মূল করিতে সমর্থ হয়। অথবা কোন গৃহ ঊর্দ্ধেতে সুচারু হইলেও যদি মূল স্থলে দোষাবিষ্ট হয় এবং যদি কোন প্রকার স্তম্ভাদির অবলম্বনে যে গৃহ রক্ষার সম্ভাবনা না থাকে, তবে দৈবাৎ বর্ষা বাত্যার আঘাতে যদি গৃহ পাতে গৃহস্থ জনগণের প্রাণ হানি হয়, এই আশঙ্কায় আদৌ সে গৃহ ভগ্ন করাই শ্রেয়স্কর হয়, কিন্তু ভগ্ন করার তাৎপর্য্য এমত নয় যে, গৃহস্থজন সংস্থান বিহীনে আতাপাতপ্ত কিম্বা বর্ষা বাত্যায় পীড়িত হয় ভগ্ন করিয়া মূল শোধনানন্তর পুনর্নির্ম্মাণ করিতে হয় ভগ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হইলে মঙ্গল হয় না, পুনর্নির্ম্মাণ করিতে হয় তন্নিমিত্ত ভগ্ন করিবার সময় যে সকল ভগ্নাবশেষ দারু ইষ্টকাদি উত্তম থাকে, ভঙ্গুর বোধ না হয়, তাহা নষ্ট না করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ কালে তাহাতেই গৃহ রচনা করা যায়, কেননা

যে সকল নির্ম্মল দারু ইষ্টকাদি আদ্য গৃহেতে ছিল, তাহাতে পুনর্নির্ম্মাণ সুগম হয়। অতএব আগম বিষয়েও ইহা বুঝিবা”।

আগমিক। “তোমার প্রকাণ্ড রূপক কথার মর্ম্ম আমি তো সহজে বুঝিতে পারিলাম না এ এক বিষম প্রহেলিকা যাহা হউক ইহা বুঝিয়াছি বটে আগম-গৃহের তুমি মূলোৎপাটন করিয়াছ পুন নির্ম্মাণার্থ ইষ্টকাদি তো কিছু অবশিষ্ট রাখ নাই, সকলি চূর্ণ করিয়াছ”।

সত্যকাম। “আমি কেবল ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্বের দোষ প্রকটিত করিয়াছি, কিন্তু আগম সাধারণে কোন দোষার্পণ করি নাই, ঋক যজুষাদি চতুর্বেদকে অগ্রাহ্য করিলে শাস্ত্র জাতি অগ্রাহ্য করা হয় না, সুবর্ণাভাস কৃত্রিম মিথ্যা মুদ্রাকে হেয় করিলে বিমলা সুবর্ণময়ী যথার্থ রাজ-মুদ্রাকে হেয় করা হয় না, বরং যথার্থ রাজমুদ্রা উপাদেয় তন্নিমিত্তই মিথ্যা মুদ্রা হেয় হয়”।

আগমিক। “তোমার বিমলা মুদ্রা কোথায়? তুমি তো বেদ নিন্দা পূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত নাস্তিকতাই প্রদর্শন করিয়াছ, আমারদের সর্ব্ববাদি সম্মত কথা এই যে শব্দ নিত্য পরমেশ্বর আদৌ স্বেচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক মানবমণ্ডলীর উপ-কারার্থ উপদেশ প্রচার করিয়াছেন তুমি সে আদ্য ঐশ্বরিক উপদেশকে অমান্য কর”।

সত্যকাম। “আমার এমত অভিপ্রায় কখনই নয়। পরাকালাবধি ঐশ্বরিক উপদেশ মানব জাতির হিতার্থ প্রচার হইয়াছিল ইহা আমি দৃঢ়তর বিশ্বাস করি। নিত্য শব্দ সনাতন শাস্ত্র প্রভৃতি বাক্য দ্বারা যদি ঐ আদ্য

ঐশ্বরিক উপদেশ অভিপ্রেত হয় এবং যদি ঋক যজুষাদি চতুর্ব্বেদে ঐ বাক্যের সম্পর্ক না থাকে তবে আমারদের উভয়ের মত এক”।

আগমিক। “কিন্তু ঐ আদ্য ঐশ্বরিক উপদেশ যদি ঋক যজুষাদি যজুর্ব্বেদে লিপিবদ্ধ স্বীকার না কর, তবে তাহাতে উপকার কি? গগণ পুষ্পতুল্য এমত উপদেশে লাভ কি?”

সত্যকাম। “ঐ আদ্য উপদেশ যদি ঋক যজুষাদি চতুর্ব্বেদে লিপিবদ্ধ না হইয়াও অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতেই উহার ফল সিদ্ধ হইতে পারে এবং কিয়ৎকাল লিপিবদ্ধ না হইয়াও যদি মৌখিক শিক্ষা পরম্পরায় বিজ্ঞাত হয় তাহাতেও নিতান্ত নিষ্ফল হয় না, মৌখিক শিক্ষা পরম্পরায় ভ্রম সম্ভব হয় বটে তথাপি ভ্রম সহযোগে কিয়ৎ পরিমাণ শুদ্ধ শিক্ষাও থাকিতে পারে যেমন রত্নাকরে কালকূট সহযোগে অমৃত সদ্ভাব শ্রুত আছে।

“আদ্য ঐশ্বরিক উপদেশ কিয়ৎকাল লিপিবদ্ধ হয় নাই তাহা তুমিও স্বীকার করিয়াছ তৎকালে মৌখিক শিক্ষা পরম্পরায় তাহার অবগতি হয়, পরে দ্বিতীয় ঐশ্বরিক উপদেশ ব্যতীত তাহা অবিকল এবং অভ্রান্তরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারিত না কিন্তু চতুর্ব্বেদে সে প্রকার দ্বিতীয় ঐশ্বরিক উপদেশের কোন লক্ষণ নাই ঋষিরা বরং স্থানে২ তাহা স্বকপোল কল্পিত বলিয়া আত্মগৌরব করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত ঐ বেদ চতুষ্টয়কে আদ্য উপদেশের নিধান কহা যাইতে পারে না। বেদাদি শাস্ত্র হইতে কেবল এইমাত্র উপপন্ন

হয় যে জগৎ পাতা আদৌ কোন উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যাহা তৎকালে লিপিবদ্ধ হয়”।

আগমিক। “ইহা কি প্রকারে উপপন্ন হয়”।

সত্যকাম। ঋক যজুষাদি চতুর্ব্বেদ তো সপ্রমাণ হয় নাই, তথাপি নিত্য শব্দ সনাতন বেদ ইত্যাদি প্রায় সর্ব্ববাদি লোক প্রবাদ হইতে বোধ হয় যে আদৌ ঈশ্বর অবশ্য কোন উপদেশ ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন, আর প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে অনেকে বেদ শব্দে ঋক যজুষাদি চতুর্ব্বেদকে অভিপ্রেত না করিয়া কেবল কিয়ৎপ্রকার শব্দরাশি অভিপ্রেত করিয়াছিলেন, যথা শংকরাচার্য্যের উক্তি ‘বেদ শব্দেন তু সর্বত্র শব্দরাশি বিবক্ষিতঃ’ শব্দরাশি অর্থে আমিও বলি যে বেদ নিত্য এবং সনাতন অর্থাৎ সৃষ্টিকালাবধি আছে এবং জৈমিনি যেমন লিখিয়াছেন যে পরের উপকারার্থে আদ্য কালেতে বেদ দত্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ আমিও মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে আদিপুরুষদিগের হিতার্থ জগৎকর্ত্তা সৃষ্টি কালে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু ঋকযজুষাদি চতুর্বেদ ঐ সত্য বেদাত্মক নহে ঋক যজুষাদি সে যথার্থ ঐশ্বরিক সুবর্ণময়ী মুদ্রা নহে, উহা কোন মলিন কৃত্রিম মুদ্রা মাত্র”।

আগমিক। “তোমাকে আমি বারম্বার প্রশ্ন করিয়াছি তুমি এখনও উত্তর করিতে পার নাই তোমার অভিপ্রেত সুবর্ণময়ী সত্য মুদ্রা কোথায়?”

সত্যকাম। “সত্য মুদ্রা বাইবেল শাস্ত্র। উহার এমত নিরপেক্ষ প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা উহার লেখকদিগের ঐশ্বরিক

উপাদিষ্টতা উপপন্ন হয়, এবং উহার তাৎপর্য্যও এমত উৎকৃষ্ট যে তৎসহকারে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি সম্ভবে"।

আগমিক। "বাইবেল শাস্ত্রের কথা আমি বারম্বার লোকমুখে শুনিয়াছি, কিন্তু তোমরা বেদকে প্রমাণহীন বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াও বাইবেলের নিরপেক্ষ প্রমাণের আড়ম্বর করিতে কি প্রকারে উৎসাহিত হও ইহা কোন মতে আমার হৃদয়ঙ্গম হয় না"।

সত্যকাম। "চতুর্বেদ প্রণয়নের প্রমাণাভাব তুমি তো স্বয়ং প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছ। কে কখন কোথায় লিখিয়াছিল এবং লেখকগণের ঐশ্বরিক উপদিষ্টতার চিহ্ন কি তাহার কেহ কোন পরিচয় দিতে পারে না। বাইবেলের বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে বাইবেল শাস্ত্র প্রাচীন এবং নব্য নিয়ম নামা দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রাচীন নিয়ম যিহুদি জাতীয় প্রবাচকদ্বারা প্রণীত, নব্য নিয়ম নরপাতা খ্রীষ্টের শিষ্য রচিত। উভয় স্থলে অলৌকিক ক্রিয়া এবং প্রাক্তন বাণী দ্বারা লেখকদিগের ঐশ্বরিক উপদিষ্টতা সপ্রমাণ হইয়াছে। বেদের প্রমাণাভাব বলিয়া বাইবেলের প্রমাণ নাই বলিলে কাপুরুষত্ব প্রকাশ হইবে যেমন কোন নির্ধন লোক নিজে নিষ্কিঞ্চন বলিয়া ক্রোরপতিকে নিষ্কিঞ্চন বলিলে মাৎসর্য্য মাত্র প্রকাশ হয়"।

আগমিক। "প্রাক্তন বাণীর অর্থ কি? প্রাক্তন বাণী কি প্রকারেই বা নিরপেক্ষ প্রমাণ হয়"।

সত্যকাম। "প্রাক্তন বাণীর অর্থ কোন ভবিষ্যৎ ব্যাপার ঘটিবার পূর্ব্বে অগ্রিম লক্ষণ বিরহে তদ্বর্ণন।

অনুমান তিন প্রকার হইতে পারে পূর্ব্ববৎ শেষবৎ এবং সামান্যতঃ দৃষ্ট কিন্তু এস্থলে পূর্ব্ববৎ অনুমানেরই বিচার। পূর্ব্ববৎ অনুমানের তাৎপর্য্য কোন বর্ত্তমান লক্ষণ সহকারে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতীক্ষা যেমন নিবিড় মেঘ দর্শনে বৃষ্টির আশঙ্কা। যদি কেহ মেঘ দর্শনানন্তর কহে যে অদ্য কিম্বা কল্য বৃষ্টির সম্ভাবনা তবে সে কেবল স্বাভাবিক লক্ষণ দৃষ্টিপুরঃসর মনের আশংসা। কিন্তু যে স্থলে পূর্ব লক্ষণ কিম্বা বর্ত্তমান চিহ্ন দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনার কোন প্রকার অনুমান বা আশঙ্কা করা যায় না সে স্থলে যদি কেহ ঐ প্রকার ঘটনার প্রসঙ্গ করে আর উত্তর কালে যদি ঐ প্রসঙ্গানুসারে অবিকল ঘটনা হয় তবে তাহাতে অলৌকিক জ্ঞান সপ্রমাণ হয়"।

"বাইবেল শাস্ত্রের মধ্যে ভবিষ্যৎ ঘটনার এমত অনেক প্রাক্তন বাণী আছে যাহা কোন প্রকার স্বাভাবিক লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় হইতে পারিত না। এস্যা এবং আফ্রিকা খণ্ডস্থ লোকদিগের উত্তর অবস্থা শত২ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল উক্তি কালীন সে প্রকার অবস্থার কোন চিহ্ন ছিল না ভবিষ্যৎ বিষয়ের এবম্বিধ জ্ঞান তাৎকালিক কোন ঘটনায় অনুমেয় হইতে পারিত না ইহার এক দৃষ্টান্ত এস্থলে দেওয়া গেল।

"যিহুদি জাতির রাজ্যভ্রংশ হইবার ১৫০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বে মোসি নামক আচার্য্য জন্মিয়াছিলেন তিনি ঐ জাতির ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে প্রাক্তন লিখনের সময় তাহারদের রাজ্যস্থাপনও হয় নাই

এবং যে জাতির উপদ্রবে তাহারদের রাজপুরী ও দেব-মন্দির ভূমিসাৎ হয় সে জাতিও মোসির সময় বিদ্যমান ছিল না কিন্তু ১৫০০ বৎসর পরে উত্তর ঘটনায় মোসির প্রাক্তন বাণী অবিকল সিদ্ধ হয় যথা মোসির উক্তি।

পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিকূলে অতি দূরহইতে অর্থাৎ পৃথিবীর সীমাহইতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় দ্রুতগামি এক জাতিকে আনিবেন, সেই জাতির ভাষা তোমরা বুঝিতে পারিবা না।

উত্তর কালে রোমীয় লোক আসিয়া যিহুদীদিগের রাজ্য বিনাশ করে। কিন্তু মোসির সময় তাহারদের নগর পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ হয় নাই এবং তাহারা বস্তুত যিহুদীদেশের দূরবর্ত্তি ছিল এবং তাহারদের যে২ রাজারা যিহুদিগের পীড়ন করেন তাঁহারা ব্রিটেন অর্থাৎ ইংলণ্ড দেশে আধিপত্য করিয়া পরে যিহুদীদেশ আক্রমণ করেন আর রোমানদিগের সৈন্য উৎক্রোশধ্বজও ছিল এবং তাহারদের ভাষা যিহুদীরা প্রায় কিছুই বুঝিত না।

তাহারা ভয়ঙ্করবদন হইবে, বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে না, ও বালকদের প্রতি দয়া করিবে না। এবং যে পর্য্যন্ত তোমাদের বিনাশ না হয়, তাবৎ তাহারা তোমাদের পশুর ফল ও ভূমির শস্য ভোজন করিবে; তোমাদের বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের জন্যে শস্য কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা তৈল কিম্বা গোমেষাদি পালের শাবক অবশিষ্ট রাখিবে না।

রোমানজাতীয় লোক ইহারি অনুরূপ ছিল অর্থাৎ ভীষণ মূর্ত্তি, এবং রণকালে রাগোন্মত্ত হইত, কাহারও প্রতি অনুকম্পা করিত না যিহুদিদেশীয় পুরাবিৎ জোসিফশ যিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্বীকার করেন নাই সুতরাং ঐ ধর্ম্মের পক্ষ

পাতী ছিলেন না তিনি এই রূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে রোমানেরা যখন য়িহুদীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তখন তাহারদের সম্রাট বেস্পেশিয়ান আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহারো প্রতি কোন অনুকম্পা প্রকাশ করেন নাই য়িহু-দীদিগের উপর এমত জাতক্রোধ হইয়াছিলেন যে সমুদয় বিপক্ষগণকে হত করিয়া অক্রবাণ বালক পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়াছিলেন ।

এবং তোমাদের দেশের যে সমস্ত উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীরেতে তোমরা বিশ্বাস করিলা, যাবৎ সে প্রাচীর পতিত না হয়, তাবৎ তাহারা তোমাদের সমস্ত নগরদ্বার অবরোধ করিবে; তাহারা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত সমস্ত দেশের সমস্ত নগরদ্বারে তোমাদিগকে অবরোধ করিবে ।

পুরাবিৎ জোসিফশ সাক্ষ্য দেন যে ইহারি অনুরূপ হইয়াছিল য়িহুদিরা সম্মুখ যুদ্ধে বিরত হইয়া আপনারদের দুর্গ আশ্রয় করিয়াছিল আর রোমানেরা তাহাদের সমুদয় দুর্গ ভূমিসাৎ করে ।

এই রূপে তোমাদের অবরোধসময়ে তোমাদের শত্রুগণ তোমা-দিগকে ক্লেশ দিলে তোমরা আপন২ শরীরের ফল অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত তোমাদের পুত্রগণ ও কন্যাগণের মাংস ভোজন করিবা । এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ কোমল ও সুখভোগী হয়, সে আপন ভ্রাতার ও বক্ষঃস্থিত ভার্য্যার ও অবশিষ্ট বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি করিবে । এবং তাবৎ নগরদ্বারে শত্রুগণদ্বারা তোমা-দের ক্লেশ ও অবরোধ হওন সময়ে সমস্ত খাদ্যের অভাব হওয়াতে সে আপন খাদ্য সন্ততির মাংস তাহাদের কাহাকেও দিবে না । আর যে স্ত্রী কোমলতা ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে রাখিতে সাহস করে নাই, তোমাদের মধ্যবর্ত্তিনী সেই কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী নারী আপন বক্ষঃস্থিত স্বামির ও পুত্রের ও কন্যার

প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। এবং তাবৎ নগরদ্বারে তোমাদের শত্রুগণ-দ্বারা তোমাদের ক্লেশ ও অবরোধ হওন সময়ে সমস্তের অভাব হওয়াতে ঐ স্ত্রী আপনার দুই পায়ের মধ্যহইতে নির্গত গর্ব্ভপুষ্পকে ও প্রসবিত বালককে গুপ্ত রূপে ভোজন করিবে।

য়িহুদীদিগের নগর অবরোধকালে এমত ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল যে তদ্বর্ণন পাঠে বিষাদ প্রযুক্ত নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয় এবং বীভৎস প্রযুক্ত শরীরে রোমাঞ্চ হয় জোসিফশ সাক্ষ্য দেন যে দুর্ভিক্ষ বশতঃ ক্ষুধার জ্বালায় নারীগণ স্ব২ পতির এবং পুত্রগণ স্ব ২ পিতার মুখ হইতে খাদ্য হরণ করিয়াছিল এবং জননীগণ স্ব ২ ক্রোড়স্থ শিশুকে বঞ্চিত করিয়া খাদ্য আহরণ করিয়াছিল। যেরূশালেম নগরের অন্তিম অবরোধ কালে এক জন ভদ্র বংশীয়া নারী আপনার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত করিয়া রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিয়াছিল জোসিফশ পুরাবিৎ যিনি তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন তিনি স্বয়ং এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এমত অসম্ভব ব্যাপার ১৫০০ বৎসরাধিক পূর্ব্বে মোসি বর্ণন করিয়াছিলেন এবং আরো লিখিয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষ পীড়িতা জননী ঐরূপ শিশু ভক্ষণ গোপনে করিবেন জোসিফশ স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছেন যে উক্ত শিশু খাদক জননী শিশুকে পাক করিয়া অর্দ্ধেক ভক্ষণ পূর্ব্বক অবশিষ্টাংশ পরে আহার করণার্থে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহাহইতে দূরীকৃত হইবা। পরমেশ্বর তোমাদিগকে পৃথিবীর এক সীমাহইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিবেন। এবং সে জাতিদের মধ্যে কোন সুখ পাইবা না. ও তোমাদের পদতলের

বিশ্রাম হইবে না; কিন্তু পরমেশ্বর সেস্থানে তোমাদিগকে অন্তঃকরণের কম্প ও চক্ষুক্ষীণতা ও মনেতে শোক দিবেন। তোমরা প্রাণের বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইবা, ও দিবারাত্রি শঙ্কা করিবা, ও আপন২ প্রাণরক্ষা তোমাদের অসম্ভব বোধ হইবে। এবং তোমরা মনেতে যে শঙ্কা করিবা ও চক্ষুতে যে ভয়ঙ্কর দর্শন করিবা, তৎপ্রযুক্ত প্রাতঃকালে কহিবা, হায়২ যদি সন্ধ্যা হইত; এবং সন্ধ্যাকালে কহিবা, হায়২ যদি প্রাতঃকাল হইত।

জোসিফশ লিখিয়াছেন যেরুশালেমের অন্তিম অবরোধ কালে ১১ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ দ্বারা কালের করাল গ্রাসে পতিত হয় তদ্ভিন্ন প্রায় এক লক্ষ লোক বন্দী হইয়াছিল। ফলে য়িহুদি জাতি যে প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তদ্রূপ অন্য কোন জাতির বিষয়ে কখন শুনা যায় নাই। তাহারদের দশ গোষ্ঠী তো পূর্ব্বেই স্বদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়াছিল, অসূরিয় রাজ উহারদিগকে নির্বাসিত করিয়া তদ্দেশে অন্যান্য লোক নিবেশিত করিয়াছিলেন এবং বাবেল রাজ ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারদের অবশিষ্ট দুই গোষ্ঠীকে প্রবাসে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে রোম রাজেরা তাহারদের দুঃখ চূড়ান্ত করিলেন। যে সকল লোক দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধদ্বারা বিনষ্ট হয় নাই তাহারা একে বারে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হয়। কতক দাসরূপে বিক্রীত হয় কতক বা পলায়নপর হইয়া যেখানে পথ পাইয়াছিল সেই খানেই যাত্রা করিয়াছিল। তুর্ত্তলিন এবং জেরোম নামা দুই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে রোম রাজের শাসনে স্বদেশ গমনে তাহাদের সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল, তথা যাইলেই খড়্গসাৎ হইবেক এমত রাজাজ্ঞা প্রচার হইয়া-

ছিল স্বদেশ সন্নিধানে ধরা পড়িলেও তাহারদের প্রাণদণ্ড হইত সুতরাং সেই কাল অবধি অদ্য পর্য্যন্ত অপর জাতিতে তাহারদের ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে বেঞ্জেমিন নামা এক স্পেন দেশীয় য়িহুদি স্বজাতির অন্বেষণে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন তিনি লিখিয়াছেন যে য়িহুদা দেশে এক জন য়িহুদি পাওয়াও দুষ্কর।

স্বদেশ হইতে নিষ্কাসিত হইয়া তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়ীভঙ্গ হইয়াছে বাণিজ্যার্থ সর্ব্বত্রই গিয়া থাকে আর সর্ব্বত্র তাহারা লোক সাধারণের দ্বেষাস্পদ হয় কুত্রাপি বিশ্রাম পায় না ।

তাহারা যে ছড়ীভঙ্গ হইয়া অদ্যাপি রহিয়াছে তাহাতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রভু বাণীর সিদ্ধি অদ্ভুতরূপে হইতেছে তৎপ্রযুক্ত বাইবেল শাস্ত্রের প্রমাণ আমারদের প্রত্যক্ষই আছে। পৃথিবীর মধ্যে অনেকানেক জাতি স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহারা সকলেই হয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া নির্মূল ও নির্ম্মনুষ্য হইয়াছে নচেৎ অন্যান্য জাতির মধ্যে মিলিত হওয়াতে জাতীয় লক্ষণ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নাই কোন উদ্দেশও পাওয়া যায় না। য়িহুদিরদিগের ন্যায় স্বদেশ ত্যাগী অথচ সদাগতি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গামী এবং পৃথক রূপে জীবিত ও জাতীয় লক্ষণ দ্বারা পরিচেয় আর কোন বর্ণ কিম্বা জাতী ভূমণ্ডলোপরি নাই। য়িহুদিরা স্বদেশে অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু অন্য সকল দেশেই স্বকীয় ধর্ম্মাদি লক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হয়। স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন নিবেশিত পুরী করিয়াছে

তাহা নহে যেরুশালম ছাড়িয়া আর কোন নগরকে দ্বিতীয় যেরুশালেম করিয়াছে তাহাও নহে কিন্তু তাহারা ছড়াভঙ্গ হইয়া সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে। সকল দেশেই তাহারদিগকে দেখা যায় কিন্তু তাহারদের স্বদেশ ভূমণ্ডলোপরি কুত্রাপি নাই সকল জাতির মধ্যেই আছে কিন্তু স্বজাতীয় লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হয়, কোন জাতির সহিত মিলিত হয় নাই এবং একেবারে ধ্বংস প্রাপ্তও হয় নাই। কোন দেশকেই এক্ষণে য়িহুদিভূমি কহা যাইতে পারে না কিন্তু য়িহুদিরা বিদেশী এবং প্রবাসীরূপে সকল ভূমিতেই আছে। তাহারা সকল রাজ্যের অধীন কিন্তু তাহারদের আপনার-দের রাজ্য নাই এপ্রকার জাতির এবম্ভূত অবস্থা অনুপমেয় এবং নিতান্ত অদ্ভুত। এমত অদ্ভুত এবং অননুমেয় ও অতর্কিত ব্যাপারের বিষয় যাঁহারা প্রত্ন বাণীর দ্বারা সূচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা ঈশ্বরোপদেশ বিনা এবম্বিধ ভবিষ্যজ্জ্ঞ কখনও হইতে পারিতেন না, যে গ্রন্থে এমত ভবিষ্যৎ জ্ঞানের চিহ্ন আছে তাহা সুতরাং ঈশ্বরোপদিষ্ট এবং জগৎমান্য”।

আগমিক। “তোমার তর্ক দ্বারা বাইবেলের জগৎ মান্যতা উপপন্ন না হইয়া বরং আমার বোধে তদ্বিপরীত উপপন্ন হইল। যদি সমতর্কী হও তবে তোমার পক্ষ-পাতিত্ব বুঝিয়া কুতর্ক ত্যাগ করিবা। দেখ তুমি বলিয়াছ যে অনিত্য দর্শন হেতুক বেদের নিত্যত্ব অপ্রমাণ হয় শ্রুতির মধ্যে দেশকাল পরিচ্ছিন্ন ভূপালাদির পরিচয় আছে অতএব ঐ সকল ভূপালগণের পরে বেদ রচিত হওয়াতে

নিত্য হইতে পারে না কিন্তু বাইবেলের বিষয়ে তুমি সে যুক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া য়িহুদি জাতির উত্তর বর্ণনা দেখিয়াও উহাকে প্রমাণ করিতেছ যদি যেরুশালেম ধ্বংসাদি উত্তর ব্যাপারের সূচনা বাইবেলের মধ্যে দৃষ্ট হয় তবে বাইবেল কি রূপে প্রাচীন এবং প্রমাণ গ্রন্থ হইবেক উহাকে সনাতন ঈশ্বর বাক্যই বা কি যুক্তিতে বলা যাইতে পারে"।

সত্যকাম। "সুহৃৎ আগমিক! আদৌ তো ঋক যজুষাদি চতুর্বেদের মাহাত্ম্য জল্পকেরা কহেন যে উক্ত চতুর্বেদ নিত্য, অথচ উহার মধ্যে ঋষি নৃপতি প্রভৃতি বহুজনের ইতিহাস ভূত বৃত্তান্ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে তৎ-প্রযুক্ত অসঙ্গতি দোষস্পর্শ দৃষ্ট হয় কিন্তু আমরা বাইবেল শাস্ত্রকে নিত্য কহি না উহা নির্দিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে যাহা২ হইয়াছিল তাহা ভূত বৃত্তান্তবৎ বর্ণিত হইয়াছে গ্রন্থ রচনার পরের যে কথা আছে তাহা ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্ব বর্ণনা। ঐ পূর্ব্ব বর্ণনায় যে ঐশ্বরিক এবং অলৌকিক জ্ঞান সূচিত হয় তাহাই আমি প্রমাণ জ্ঞান করি।

চতুর্বেদের মধ্যে অতীত ঘটনার বর্ণনা থাকায় উহার নিত্যত্ব অভিমান সুতরাং ভঙ্গ হয়। যথা যাজ্ঞবল্ক্য এবং তৎপত্নী মৈত্রেয়ীর মধ্যে যে সম্ভাষণ রচিত আছে তাহা অতীত ঘটনার বর্ণন। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর পূর্ব্বে সে বর্ণনা কখন রচনা হয় নাই।

মোসি আচার্য্যের যে উক্তি আমি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা অতীত বৃত্তান্তবৎ বর্ণীত হয় নাই তাহা স্বদেশের ভবিষ্যৎ

নিধনের পূর্ব্ব বর্ণনা। তাঁহার রচনাকালে যেরুশালেম পুরমথন "ভীষণ মূর্ত্তি" রোমান জাতির উৎপত্তিও হয় নাই যেরুশালেম পুরী সংহারের ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মোসির রচনা গ্রীক অর্থাৎ যাবনিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল এবং যেরুশালেম ধ্বংস ঘটিত সমুদয় বৃত্তান্ত দুই বিচক্ষণ মিতভাষী এবং নিরপেক্ষ পুরাবিৎ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে অতএব উক্ত ঘটনার পর মোসির গ্রন্থ রচনা কোন রূপে আশঙ্কনীয় নহে বিশেষতঃ ঐ ঘটনার বহু কাল পূর্ব্বে হিব্রি ভাষার এমত বিকৃতি হইয়াছিল যে মৌসিক আদ্য সংস্কারানুসারে হিব্রি ভাষা তৎকালে কেহই লিখিতে পারিত না যেমন অস্মৎ দেশে বেদ কল্পের সংস্কারানুযায়ী ভাষা পুরাণ কল্পে কেহ লিখিতে পারিত না। খ্রীষ্টের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে যিহুদিরা বন্দিরূপে বাবেলে নির্বাসিত হইয়া ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে বদ্ধ ছিল তাহাতে বিদেশী লোকের সংস্রবে তাহারদের ভাষা বিকৃত হইয়াছিল তদনন্তর মৌসিক আদ্য সংস্কার তদ্ভাষায় আর ছিল না অতএব ন্যূন পক্ষে বাবেল নির্বাসিতের পূর্ব্বে মৌসিক গ্রন্থ অবশ্য রচনা হইয়া থাকিবে।

মোসোক্ত নগর ধ্বংসের কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে যিহুদা দেশ রোমীয় জাতির অধিকারে আসিয়াছিল, রোমীয় পুরাবৃত্ত লেখকেরা যিহুদীয় অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিপক্ষ ছিলেন সুতরাং তাঁহারা পক্ষপাত পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্মের পোষকতা করিবেন এমত অনুমান করা যায় না অতএব এস্থলে প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য সংশয়ারূঢ় হইতে পারে না কিন্তু উহাঁরাই লিখি-

য়াছেন পম্পি নামা জনৈক রোমীয় সেনানী যিরুশালেমস্থ ঐশ্বরিক মন্দিরে বল দ্বারা প্রবেশ করিয়াছিলেন উহা বাবেলে যিহূদীয়দিগের বন্দিত্ব প্রাপ্তির পাঁচ শত বৎসর পরে এবং মোসের গ্রন্থ গ্রীক ভাষাতে অনুবাদ হইবার পর দুই শত বৎসর গত হইলে হইয়াছিল, অতএব রোমীয় লেখকদিগের অসংশয় বচন প্রমাণ মোসের পর শত ২ বৎসর গত হইলেও উক্ত মন্দির বর্ত্তমান ছিল অনন্তর বেস্পেশন নামক অধিরাজের সময় তাহা ধ্বংস হওয়াতে মোসের প্রাক্তন বাণী সিদ্ধ হইয়াছে।

য়িহূদীয় লেখকেরা যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তদতিরিক্ত কেবল পতিপক্ষ লেখকদিগের বচনেই সপ্রমাণ হইল যে য়িরুশালেমস্থ দেব মন্দির ধ্বংস হইবার বহুকাল পূর্ব্বে মোসের প্রাক্তন বাণীতে ঐ অত্যয় ঘটনার বৃত্তান্ত সূক্ষ্ম-রূপে বর্ণিত হইয়াছিল।”

আগমিক। “ঐ অত্যয় ঘটনার এতকাল পূর্ব্বে মোসে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা কি নিশ্চয় হইয়াছে।”

সত্যকাম। “আমি তো এখনি নিবেদন করিলাম যে মোসে খ্রীষ্টের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এবং খ্রীষ্টের সপ্ততি বৎসর পরে ঐ অত্যয় ঘটনা হয়। মোসের গ্রন্থ আদৌ হিব্রি ভাষায় লিখিত হয় পরে খ্রীষ্টের দুই শত সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত হয় অতএব যাহারা হিব্রি ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিল এমত বহুবিধ লোক ঐ অত্যয় ঘটনার বিবরণ তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে অবগত হইয়াছিল।”

আগমিক। "ঐ ঘটনা যে মোসের বর্ণনার অনুরূপ হইয়াছিল তাহা কি অসংশয়?"।

সত্যকাম। "যিরুশালম এবং তত্রস্থ মন্দির ধ্বংস হইবার বৃত্তান্ত দুই বিশিষ্ট লেখক দ্বারা সুক্ষ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছে এক জনের নাম যোসিফস তিনি স্বয়ং য়িহুদী জাতীয় এবং গ্রীক ভাষায় ঐ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপরের নাম তাসিতস তিনি রোম জাতীয় এবং লাটিন ভাষায় বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। উভয়েই অতি বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষ আর উহাদের রচনায় সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ বিবেচনার চিহ্ন দেখা যায়"।

আগমিক। "কিন্তু অস্মদীয় পুরাণেও তো বহুবিধ প্রাক্তন বাণী আছে তাহাতে ঐ পুরাণ প্রমাণ হয় না কেন? দেখ রামের পূর্ব্বেই রামায়ণ হয়"।

সত্যকাম। "পুরাণ কোন সময় কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই সুতরাং তদীয় প্রাক্তন বাণীর কাল নিরূপণ কি রূপে হইতে পারে। আর এ বিষয়ে অনেক বিরুদ্ধ কথাও আছে উপনিষদে লিখিত আছে যে সৃষ্টিকালে বেদের সহিত পুরাণও ব্রহ্ম নিঃশ্বসিত হইয়াছিল কিন্তু পুরাণ নিচয় স্বয়ং বেদব্যাসকে স্বীয় কর্ত্তা কহেন এবং দুই একটী পুরাণের এবম্বিধ সাহস যে বেদের অগ্রজ এবং প্রধান হইতে চাহেন যথা বায়ুপুরাণে।

প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥

তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

ভগবন্ যৎ ত্বয়া পৃষ্টং জ্ঞাতং সর্ব্বং অভীপ্সিতং।
সারভূতং পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুত্তমং॥
পুরাণোপপুরাণানাং বেদানাং ভ্রমভঞ্জনং।

এবচন প্রমাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং বেদের ভ্রম ভঞ্জক, একথায় আপনি কি বলেন, কিন্তু বস্তুতঃ সম্প্রতি বিদ্বদ্বর্গ ইতিহাস এবং পুরাণ সকলকে আধুনিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন উহার মধ্যে ঘটনার পূর্ব্বে কোন প্রাক্তন বাণী ছিল তাহার প্রমাণ কি? এবং যদিও কোন প্রাক্তন বাণী উক্ত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধীয় ঘটনা যে তদনুরূপ তাহারই বা প্রমাণ কি? ঘটনাকালীন কোন লেখক স্বয়ং পরীক্ষণ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন তাহার কোন চিহ্ন নাই ফলে অস্মদীয় পূর্ব্বেরা গদ্যে বা পদ্যে পুরাবৃত্ত বর্ণনের সঙ্কল্প কখনই করেন নাই দর্শনাদি বিচার শাস্ত্রই প্রায় গদ্য রচিত আর ইতিহাসাদি যে পদ্য রচনা তাহা ছন্দো বদ্ধ প্রযুক্ত কবিতার রসাত্মকভাব ধারণ করে উহাতে শুদ্ধ ইতি বৃত্ত পাইবার প্রত্যাশা নাই।

"রামায়ণের বিষয়ে যে লৌকিক বাদ স্মরণ করিয়াছ তাহাতে প্রমাণ মুখে কিছুই বলা যায় না। বাল্মীকি তো রামচন্দ্রের সময়ে ছিলেন সীতার উদ্ধার এবং রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? যদি জানকীর বনবাসের পর রামায়ণ রচনা করিয়া লব কুশ প্রমুখাৎ রামের সভায় তাহার আবৃত্তি করাইয়া থাকেন তাহাতে অলৌকিক কিম্বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা যায় না"।

আগমিক। “তুমি কহিলা যে প্রাক্তন বাণী এবং অদ্ভুত ক্রিয়ার দ্বারা বাইবেল গ্রন্থ সপ্রমাণ হয়। অদ্ভুত ক্রিয়া আবার কি?”।

সত্যকাম। “প্রাক্তন বাণীতে যেমন ঐশ্বরীক সর্ব্বজ্ঞতার লক্ষণ প্রকটিত হয়, তেমনি অদ্ভুত ক্রিয়াতে ঐশ্বরীক অনন্ত শক্তি প্রকাশিত হয়। খ্রীষ্টের দ্বারা ঐরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল তদ্বর্ণনা আপ্ত লেখক দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে”।

আগমিক। “ম্লেচ্ছের মধ্যে আবার আপ্ত লেখক কেমন করিয়া সম্ভবে”।

সত্যকাম। “ইহাতে অসম্ভব কি? যে স্থলে কোন ব্যক্তি যথা দৃষ্ট বিষয় শুদ্ধ রূপে আখ্যান করিয়া পরকে উপদেশ করিতে বাসনা করেন সে স্থলে তাঁহাকেই আপ্ত কহা যাইতে পারে। সমদর্শি লোকে ইহাতে আর্য্য ম্লেচ্ছ প্রভেদ করেন না, যথা বাৎসায়নের উক্তি

আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিস্তয়া বর্ত্ততে ইত্যাপ্তঃ ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণং তথাচ সর্ব্বেষাং ব্যবহারাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি এবমেভিঃ প্রমাণৈ র্দেবমনুষ্যতিরশ্চাং ব্যবহারাঃ প্রকল্পন্তে নাতোন্যথেতি।

অদ্ভুত বর্ণনায় সামান্য বৃত্ত বর্ণনা হইতে বলবত্তর প্রমাণের অপেক্ষা থাকে কেহ কোন লৌকিক ব্যাপার শুনিলে সহজেই তাহাতে বিশ্বাস করে অলৌকিক ব্যাপার তাদৃশ সহজে গ্রহণ করা যায় না কেননা অলৌকিক ব্যাপার আদৌ সংশয়ারূঢ় হয় সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ প্রমাণ না

থাকিলে অলৌকিক বৃত্তান্তে বিশ্বাস হয় না কিন্তু খ্রীষ্টীয় বৃত্তান্তে এমত উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে যে তাহাতে সহজেই সংশয়চ্ছেদ হয়।

উৎকৃষ্ট সাক্ষির দ্বিবিধ লক্ষণ, সামর্থ্য এবং সত্য বাদিত্ব। যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে স্বয়ং ব্যুৎপন্ন না হইয়া পরের নিকটে তাহার বর্ণনা করে তাহার সাক্ষ্যে সামর্থ্যাভাব, সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য। আর যে ব্যক্তি কোন বিষয় যথোচিত অবগত হইয়াও কোন প্রকার দুর্মতি বশতঃ যথার্থ বর্ণনায় বিরত হয় তাহার সাক্ষ্যে সত্য বাদিত্বাভাব প্রযুক্ত তাহাও অগ্রাহ্য কিন্তু স্বয়ং অবগত হইয়া যে যথার্থ বর্ণনা করে তাহার সাক্ষ্য অবশ্য প্রবল। এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত কহিয়াছেন সাক্ষ্যের শক্তি সাক্ষির আপ্তত্বানুযায়ি এবং সাক্ষির আপ্তত্ব তাহার সামর্থ্য ও সত্যবাদিত্বানুযায়ী। সামর্থ্যের অর্থ স্বকীয় দর্শন ও যথোচিত অবগতি, এবং সত্যবাদিত্বের অর্থ, দর্শন ও অবগতি পরিমাণ যথার্থ বর্ণনা। শ্রুত কথায় লোকে দুই প্রকারে প্রবঞ্চিত হইতে পারে, যদি বৃত্তান্ত ঘোষক সত্যবাদি হইলেও স্বয়ং যথোচিত অবগত না হওয়াতে আপনি ভ্রমান্ধ হইয়া পরকেও ভ্রমান্ধ করেন তবে তাহাই তো এক প্রকার প্রবঞ্চনা। দ্বিতীয় প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা এই যখন কোন ব্যক্তি স্বয়ং অবগত হইয়াও দুর্মতি বশত মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা কাহাকে প্রবঞ্চনা করে। এই দুই প্রবঞ্চনার অন্যতর স্থলে কেহ প্রমাদ বশতঃ শ্রুত কথায় বিশ্বাস করিলে ভ্রম জালে পতিত হয় অর্থাৎ যে স্থলে সামর্থ্যের অথবা যথার্থবাদিত্বের

ত্রুটি থাকে সে স্থলে ভ্রম সম্ভাবনা বিলক্ষণ থাকে কিন্তু যে স্থলে এই দুই দোষের সম্ভাবনা না থাকে অর্থাৎ সাক্ষির সামর্থ্য এবং যথার্থ বাদিত্ব উভয়ই নিঃসন্দেহ হয় সে স্থলে বিশ্বাস কর্ত্তব্য, সে স্থলে কোন প্রবঞ্চনার শঙ্কা নাই।

খ্রীষ্টীয় অদ্ভুত ক্রিয়া যে প্রমাণ দ্বারা গৃহীত হয় তাহাতে সামর্থ্য কিম্বা যথার্থ বাদিত্ব কোন পক্ষেই ত্রুটি নাই সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। ঐ অদ্ভুত ক্রিয়ার প্রচারকেরা তাঁহার শিষ্য এবং সহচরের মধ্যে গণ্য ছিল, তাহারদের সামর্থ্যে কোন ত্রুটি সম্ভবে না, তাহারদের সকল বিষয় সাক্ষাৎকার করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল। এবং তাহারদের যথার্থ বাদিত্বও কোন প্রকার সংশয়াস্পদ নহে কেননা অযথার্থ বর্ণনা করাতে তাহারদের কোন লাভ সম্ভাবনা ছিল না। মানবমণ্ডলীর মধ্যে কোন প্রকার বৃত্তান্তের অন্যথা বর্ণন কেবল লোভ মোহাদি দোষ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কোন রূপ শারীরিক কিম্বা সাংসারিক অভিলাষ পূরণের প্রত্যাশাতেই লোকে মিথ্যা বর্ণন করিয়া থাকে দুষ্ট প্রবৃত্তিতে মুগ্ধ না হইলে কেহ মিথ্যা ভাষণ অবলম্বন করে না। যে স্থলে কাহার লাভালাভ সম্পর্ক না থাকে এবং সত্যকে অসত্য করিবার হেতু দৃষ্ট না হয় সে স্থলে তাহার সাক্ষ্য সংশয়াস্পদ হয় না।

যে প্রমাণে আমরা খ্রীষ্টের অদ্ভুত ক্রিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাতে বিশ্বাস্যতার এই দুই লক্ষণই আছে। যাহারা ঐ অদ্ভুত ক্রিয়ার সাক্ষী তাহারা তাঁহার স্বকীয় শিষ্য হইয়া অহরহ তাঁহার সহবাসে থাকিত সুতরাং যে২

বার্ত্তা তাহারা পরের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে অবগত হইবার তাহারদের বিশেষ সুযোগ ছিল। অপর তাহারদের সত্যবাদিত্বেও কোন প্রকার সংশয় আরোপ করা যাইতে পারে না কেননা, আদৌ মনে রাখা কর্ত্তব্য যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে তাহারদের কোন লাভ সম্ভাবনা ছিল না। কোন প্রকার লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সত্বর হয় না ইষ্ট বস্তু লাভের প্রত্যাশাতেই লোকে মিথ্যাভাষী হয় তন্নিমিত্ত কোন সাক্ষীর ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে অনুরাগ বিরাগ না হইলে কেহই তাহার কথিত বার্ত্তায় সন্দিহান হয় না। সুতরাং খ্রীষ্টীয় অদ্ভুত ক্রিয়া সম্বন্ধে আদ্য সাক্ষীগণের কোন লাভ প্রত্যাশা বিরহে তাহারদের সাক্ষী কোন প্রকারে সংশয়ারূঢ় হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাহারদের যথার্থবাদিতা যে প্রকার কঠোর পরীক্ষায় শোধিত হইয়াছে তাদৃশ অন্য কুত্রাপি কখনও হয় নাই। য়িহুদা দেশ তৎকালে রোমানদিগের শাসনে ছিল রোমানেরা প্রতিমাপূজক হওয়াতে খ্রীষ্টোপদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টোপদেশ য়িহুদিদিগের ও বিদ্বিষ্ট ছিল সুতরাং খ্রীষ্টীয় অদ্ভুত ক্রিয়ার সাক্ষ্য দেওয়াতে আদ্য সাক্ষীরা রোমান য়িহুদি উভয় জাতির দ্বেষ ভাজন হইয়া অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট দ্বেষি লোকেরা তাহারদিগকে বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছনা তর্জ্জন ও প্রহার পূর্ব্বক কারাবদ্ধ করিয়াছিল অনেকে উক্ত অদ্ভুত ক্রিয়ার বিষয়ে যথা দৃষ্ট সত্য সাক্ষ্য দিবার কারণ প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল, বস্তুতঃ

যদি ঐ সকল অদ্ভুত ক্রিয়া না হইয়া থাকিত তবে কি তাহারা মৃত্যু ভয়েও যথা বৃত্ত স্বীকার করিত না?

অপিচ এতাদৃশ ক্ষমতাপন্ন এবং যথার্থ বাদি সুতরাং আপ্ত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণীকৃত অদ্ভুত ক্রিয়া বহুল ভাবে হইয়াছিল সুতরাং তদ্দ্বারা খ্রীষ্টের দৈব প্রভাব স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যদি কেবল একটী দুইটী অদ্ভুত ক্রিয়ার প্রসঙ্গ হইত তবে তাহাতে এতাদৃশ গুরুতর প্রমাণ সম্ভাবনা থাকিত না কিন্তু যে স্থলে ভূরি২ ক্রিয়ার বর্ণনা আছে সে স্থলে ভ্রম সংশয় করা সঙ্গত হয় না একবার দুইবার চক্ষু কর্ণের ভ্রম সম্ভবে কিন্তু পৌনপুন্যস্থলে তাদৃশ সম্ভাবনা হয় না।

আর ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে খ্রীষ্টের অদ্ভুত ক্রিয়াতে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ভাব কিম্বা কথা কিছুই নাই কোন অপবিত্রতার স্পর্শও নাই অতএব তৎ স্বীকারে ব্যাঘাতাভাব"।

আগমিক। "অস্মদীয় ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রেও তো অনেক অদ্ভুত ক্রিয়ার বর্ণন আছে তবে তাহাতে কেন অস্মদীয় শাস্ত্রও ঈশ্বরের শক্তি সূচক হয় না"?

সত্যকাম। "তাহার কারণ এই যে পৌরাণিক অদ্ভুত ক্রিয়ার তাদৃশ প্রমাণ নাই এবং তাহাতে ঐশ্বরিক পবিত্রতার বিরোধ দেখা যায়। পৌরাণিক লেখক বা রচকের কিছুই স্থির নাই। কে রচনা করিয়াছে কোন দেশে কোন কালে তাহার কিছুই সিদ্ধান্ত নাই। অদ্ভুত ক্রিয়ার সাক্ষী কে? তাহারদের কি প্রকার চরিত্র? তাহারদের

যথার্থ বাদিত্বের লক্ষণ কি? ইহাও কোন মতে স্থির করা যায় না। অদ্ভুত ক্রিয়ার মধ্যে অনেক কার্য্য ঐশ্বরিক পবিত্রতার বিরুদ্ধ এমত স্থলে তাহা কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে। যে অদ্ভুত ক্রিয়া অধর্ম্ম পোষিকা তাহা কখন ঐশ্বরিক ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রোক্ত অদ্ভুত ক্রিয়া এতাদৃশী নহে তাহাতে বিশ্বাস বাধক কোন দোষ নাই যিনি ঐ অদ্ভুত ক্রিয়ার বিধায়ক তিনি পবিত্রতাদি সদ্গুণে পূর্ণ ছিলেন পবিত্রতার এবম্ভূত আদর্শ শিষ্য গণের স্বকপোল কল্পিত হইতে পারিত না।

শাস্ত্রের উপদেশেও অনীত্যাদি দোষাভাব, উপদেশ্য বিধি নিয়ম সকলই শুদ্ধ বুদ্ধ জগৎকর্ত্তার উপযোগি বিশেষতঃ তাহাতে বহুবিধ সংশয়চ্ছেদী ও মানসিক তিমিরাপহা তত্ত্বোপদেশ লাভ হয়"।

আগমিক। "এ যে আবার নূতন কথা। কীদৃশ তিমিরাপহা ও সংশয়চ্ছেদী তত্ত্বোপদেশ বাইবেল শাস্ত্রে পাওয়া যায়"।

সত্যকাম। "অবধীয়তাং। যে২ দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে আমারদের এত বিচার হইয়াছে তাহাতে সৃষ্টি প্রকরণে কেমন গোলযোগ তাহা দেখিয়াছ এসকলের যথার্থ মীমাংসা বাইবেল শাস্ত্রেই পাওয়া যায় যথা "আদৌ পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সৃষ্টি করিলেন"। ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্তের দোষ গুণ এই বচনেতে সিদ্ধান্ত হইল ঐ দর্শন ত্রয়ের উপদেশেতে সত্যও আছে মিথ্যাও আছে, বিপক্ষ

নিরাকরণ তর্কে প্রায় উহাদের দোষাভাব বলিলেই হয়, অথচ স্বপক্ষ রক্ষায় সকলেই অযুক্তি দোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন। নৈয়ায়িকদিগের নিত্য পরমাণু এবং সাংখ্য-দিগের অচেতন প্রকৃতি খণ্ডনে শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক তর্ক এক প্রকার অদোষ এবং জগৎ ব্রহ্মের ঐক্য নিরা-করণার্থ ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্তে দোষারোপ করা যায় না, তথাপি স্বমত রক্ষার্থ তর্কে উহাঁরা সকলেই নানাবিধ অযথার্থ উক্তি করিয়াছেন নৈয়ায়িকেরা নিত্য পরমাণুর কল্পনা করিয়া সৃষ্টি কর্ত্তার স্বতন্ত্রতায় আঘাত করিয়াছেন সাংখ্যেরা সৃষ্টিকারিকা অচেতন প্রকৃতি কল্পনায় নাস্তিক্য প্রচার করিয়াছেন এবং বৈদান্তিকেরা দ্বৈতবাদ ছলে ঈশ্বরকে জড় পদার্থ তথা জড় পদার্থকে ঈশ্বর করিয়াছেন। বাইবেল শাস্ত্রেতে এসকল দোষের শোধন হইয়াছে। জগৎ মিথ্যা-ভাণও নহে, স্বয়ম্ভুও নহে, কিন্তু অসৎ অবস্থা হইতে এক নিত্য পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া সৎ অবস্থা লাভ করিয়াছে তিনিই স্বর্গ মর্ত্য সকল পদার্থের কর্ত্তা, সুতরাং এই উপদেশে সৃষ্টি প্রকরণের সমুদয় সংশয় বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

"জীবাত্মার সম্বন্ধে কিরূপ সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে তাহাও শুন। জীবাত্মা জন্য পদার্থ কিন্তু অবিনাশী। নিত্যও নহে, স্বয়ম্ভুও নহে, অথবা শারীরিক অবয়ব সংহতিমাত্রও নহে। পরিচ্ছিন্ন কালে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু ইহার সত্তার অন্ত নাই। স্বয়ম্ভুও নহে এবং নশ্য ভাবে অনিত্যও নহে। ইহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই কিন্তু সত্তার অন্তও নাই।

সৃষ্ট পদার্থ হওয়াতে ইহা কখন স্রষ্টা হইতে পারে না কিন্তু ইহার ভাবি কালের অন্ত নাই। ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্তির সাধন করিতে পারে ঈশ্বরের সঙ্গ লাভের প্রত্যাশায় থাকিতে পারে কিন্তু ঈশ্বর ও জীবাত্মা কখনও একীভূত হইতে পারে না।

"অপিচ ঈশ্বর সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভের সাধনও সহজ নহে জীবাত্মা দুষ্কৃত দোষে কলুষিত হইয়াছে অতএব নির্ম্মল স্বাস্থ না হইলে ঈশ্বর সঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না। ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সুতরাং কলুষিত জীবাত্মা পাপ ভার হইতে নিষ্কৃত এবং পাপ দোষ হইতে শোধিত না হইলে উভয়ের সঙ্গ হইতে পারে না, কিন্তু কলুষিত জীবাত্মা স্বয়ং শুদ্ধ হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত তৎ শুদ্ধ্যর্থ খ্রীষ্টের আগমন হয়"।

"তদ্ভিন্ন আর এক মহৎ প্রস্তাবে বাইবেলের উপদেশে সংশয়চ্ছেদ হয়। বেদের মধ্যে যাগ যজ্ঞের নিত্য বিধি আছে পূর্ব্ব মীমাংসকেরা যাগ যজ্ঞই এক নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করেন অন্য কোন প্রকার উপদেশ অথবা জ্ঞানের সাধন কিছুই মান্য করেন না স্বর্গ কামো যজেত অশ্বমেধেন এই তাহারদের নিত্য উক্তি। চমৎকারের বিষয় এই যে জৈমিনি কোন স্থলে সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রাভাকরেরা তো একেবারেই জগৎ স্রষ্টা পরমাত্মার কথা নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহারদের মতে কর্ম্ম এবং সংসার স্বভাবতঃ পরস্পরের কার্য্য এবং কারণ।

যেমন মীমাংসক মাত্রেই কহিয়া থাকেন যে বেদ অপৌরুষেয় তাহাতে কোন পৌরুষিক কার্য্যের অপেক্ষা ছিল না, প্রাভাকরেরা তাদৃশ জগৎকেও অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন তৎসৃষ্টিতে অথবা কর্ম্ম ফলের বিধানার্থ কোন শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মার কার্য্যাপেক্ষা ছিল না, অথচ সকলেই বলেন স্বর্গ কামো যজেত। পরমাত্মাভাবে কাহার উদ্দেশে যজ্ঞ করা যাইতে পারে তদভাবে ভবিষ্যৎ ফলাফলই বা কি?”

আগমিক। “যাহা বলিলে তাহা নিতান্ত অলীক নহে আমিও বারম্বার মনের মধ্যে অনুধাবন করিয়াছি যে নাস্তিক মীমাংসকেরা যজ্ঞাদি ক্রিয়ার এবং বিধিপালনের এত আড়ম্বর কেন করেন কিন্তু বাইবেলের উপদেশে এ সংশয়াপনোদন কি রূপে হইতে পারে”।

সত্যকাম। “শ্রূয়তাং বাইবেলের উপদেশানুসারে আদ্যকালে যখন মনুষ্য কুল দেশ বিদেশ ব্যাপ্ত হয়েন নাই এবং ভাষা ভেদও হয় নাই তখন পরমেশ্বর কোন নিগূঢ় কারণ বশতঃ আদেশ করিয়াছিলেন যে যজ্ঞ ব্যতিরিক্ত দুষ্কৃত শোধন ভবিতব্য নহে এবং খ্রীষ্টই স্বয়ং কলুষ নাশন মহা যজ্ঞ, আর এই মহোপদেশ স্মরণার্থ পশুমেধ যজ্ঞের নিয়ম করিয়াছিলেন। পরে ভাষা ভেদ এবং বংশ বৃদ্ধি প্রযুক্ত মানব মণ্ডলী যখন দেশ বিদেশ ব্যাপ্ত হইল তখন পশু মেধ যজ্ঞ কলুষ নাশনের মহা সাধন বোধে সর্ব্বত্র নিত্য কার্য্যরূপে প্রচলিত হইল কিন্তু কালের গতিতে তাহার তাৎপর্য্যার্থ লোপ পাইল। ব্যবহার ব্যত্যয় সহজে হয় না সুতরাং পাপ নাশন জ্ঞানে যজ্ঞ করিবার নিয়ম সর্ব্বত্র

প্রচলিত রহিল কিন্তু কাঁহার উদ্দেশে পাপ নাশন যজ্ঞ হয় ও কাঁহার দ্বারা পাপ নাশন হয় তাহা অস্মৎ ভাষানুশীলনের অগ্রেই অস্মৎ পূর্ব্বেরা বিস্মৃত হইয়াছিলেন কেননা বেদের মধ্যে উহার কোন বর্ণনা নাই। যাগ যজ্ঞ করিবার ব্যবহার পৈতৃক রীত্যনুযায়ি রূপে চলিত ছিল কিন্তু উহার মর্ম্ম এবং তদ্বিষয়ক যথার্থাবগতি অস্মদ্দেশে লোপ পাইয়াছিল এস্থলে যে যথার্থাবগতির অপেক্ষা দেখা যাইতেছে তাহা বাইবেল শাস্ত্র সহকারে প্রাপ্তব্য। তথায় উক্ত আছে যে মনুষ্য জাতি দেশ বিদেশে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই খ্রীষ্টের পাপ নাশন ভবিষ্যৎ যজ্ঞ ঈশ্বরোপদেশে প্রকাশিত হইয়াছিল উহাই উক্ত ব্যবহারের মর্ম্ম কিন্তু যেমন অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রচলিত লৌকিক রীতির নিদান ও মর্ম্মজ্ঞান তিরোধান করিয়াছে তদ্রূপ যাগ যজ্ঞের মর্ম্মও কেহ জানে না যজ্ঞ সম্পাদন ও স্বর্গ লাভ এ দুএর মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা যুক্তির দ্বারা নিরূপণ করা যায় না এবং বেদের মধ্যেও তাহার কোন বিবরণ নাই"।

আগমিক। "আমিও এ বিষয়ে বারম্বার চিন্তা করিয়া কিছু যুক্তি স্থির করিতে পারি নাই বিশেষতঃ নাস্তিকেরা কি বলিয়া যজ্ঞের ছলে স্বর্গ লাভ করিবে? কিন্তু পরমাত্মার অসাধ্য কিছু নাই তিনি সহস্র প্রকারে অজ্ঞানকে জ্ঞান দিতে পারেন অতএব নাস্তিকেরাও যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বর ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হইতে পারে আর যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পরিচয়ার্থ যাবনিক উপদেশের প্রয়াস করিবার কারণ কি? শুন এই বচনেই তাঁহার পরিচয় আছে।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ॥ মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো নাস্তি পাপহা। ইতি কৃত্বা মতিং দেব যথা যোগ্যং তথা কুরু॥

সত্যকাম। "ঈশ্বরো জয়তি! এ বচনের মর্ম্ম হৃদ্বোধক বটে, কিন্তু ইহা এক আধুনিক বচন, শ্রুতির মধ্যে এমত বচন নাই তন্নিমিত্ত বোধ হয় যে ঐ বচনের মর্ম্ম যাবনিক উপদেশেই প্রাপ্ত হইয়াছে"।

আগ্নিক। "ভায়া সত্যকাম, এমত ভয়ানক এবং অদ্ভুত শঙ্কার কারণ কি?"

সত্যকাম। "কারণ এই যে সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরির নাম ও চরিত্র এবং পূর্ণব্রহ্ম রূপে কৃষ্ণাবতারের বৃত্তান্ত কোন প্রাচীন শাস্ত্রেতে নাই। যে২ পুরাণেতে ব্রজ লীলাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মত পাওয়া যায় তাহা প্রাচীন নহে এ বিষয়ে উইলসন নামক মহা পণ্ডিত স্বাক্ষী আছেন ঐ বিদ্বৎ শার্দূল জগৎ বিদিত এবং জগৎ মান্য। তাঁহার মীমাংসায় কেহ আপত্তি করিবেক না তিনি কহিয়াছেন যে শ্রীভাগবতেই পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণাবতারের মূল কথা। আর শ্রীভাগবত আধুনিক এবং বোপদেবের কৃত তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিবেন"।

আগ্নিক। "শ্রীভাগবতের পূর্ব্বেও নারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আধুনিক কেমনে?"

সত্যকাম। "আমারও বোধ হয় নারদ পঞ্চরাত্র

শ্রীভাগবতের পূর্ব্ব কিন্তু তাহাও শতাধিক সহস্র বৎসরের অধিক হইবে না। নারদ পঞ্চরাত্রেই আদৌ কৃষ্ণোপাসনার বিধি প্রকটিত হয় তৎকালে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব আধুনিক ছিল তাহা ঐ পঞ্চরাত্র হইতে প্রকাশ পাইতেছে। আখ্যায়িকা এই যে দেবর্ষি নারদ আকাশবাণী দ্বারা চেতিত হইয়া পার্ব্বতীনাথ দেবদেবের নিকটে গিয়া কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন যথা।

অধীত্য সর্ব্বান্ বেদাংশ্চ বেদাঙ্গান্ পিতুরন্তিকে।
জগাম তীর্থং কেদারং সুপ্রশস্তঞ্চ ভারতে॥
হিমালয়স্য পূর্ব্বে চ গঙ্গাতীরে মনোহরে।
সিদ্ধে নারায়ণক্ষেত্রে সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতে॥
তপশ্চকার স মুনির্দিব্যং বর্ষসহস্রকং।
পিত্রোক্তেনৈব বিধিনা সততং সংযতঃ শুচিঃ॥
শুশ্রাবাকাশবাণীঞ্চ তপসোঽন্তে মহামুনিঃ।
স্বল্পাক্ষরাঞ্চ বহ্বর্থাং পরিণামসুখাবহাং॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুং॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাং।
ভবনিগডনিবন্ধছেদনীং কর্ত্তনীঞ্চ॥

“অধিক বাক্য ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু এ বচনের স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে অস্মৎদেশে যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পরিচয় অতি আধুনিক, বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হয়নাই”।

আগমিক। “কিন্তু ইহাতে বাইবেল শাস্ত্রের সংযোগ কি?”

সত্যকাম। "সংযোগ এই যে বাইবেল মধ্যে যজ্ঞেশ্বর ভগবান কে তাহার পরিচয় প্রাচীন কালাবধি আছে আর সেই ব্যবহার এতদ্দেশে প্রত্যক্ষ থাকাতে উহার মর্ম্ম বাই-বেলের উপদেশেতেই গ্রাহ্য। দ্বিতীয়তঃ স্মরণ করিতে হইবে যে কৃষ্ণাবতারের বিশেষ সম্প্রদায় রামানুজ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা দক্ষিণ দেশে সংস্থাপিত হয় কাঞ্চীপুরে অদ্যাপি তাঁহার গদি আছে বাইবেলোক্ত যজ্ঞেশ্বর ভগবানের পরিচয় দক্ষিণ দেশীয় খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজের পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম এবং যজ্ঞেশ্বর কল্পনা করা খ্রীষ্টীয় উপদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে এমত অনুমান করা যাইতে পারে"।

আগমিক। "উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু খ্রীষ্টীয় উপদেশকে আদ্য আদর্শ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই কেন আদর্শ করা না যায়"।

সত্যকাম। "শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ করিবার বাধা এই তাঁহার চরিত্র অতি দূষিত ছিল সে সকল দোষ তোমার অগোচর নহে অতএব তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না।

এ রূপ দূষিত ব্যক্তিকে কি পাপ নাশন অবতার জ্ঞান করা যাইতে পারে। এ প্রকার ব্যক্তিকে সর্ব্ব পূজ্য ভগবান বলিলে কেবল পাপের বৃদ্ধিই সম্ভবে। ব্রজ লীলাদির বর্ণনা করিলে আমার বক্তু এবং তোমার কর্ণ উভয়ই অপবিত্র হইবে তন্নিমিত্ত অলং বিস্তরেণ"।

আগমিক। "আমি শুনিয়াছি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে তিন দেব-তার প্রসঙ্গ আছে তাহা কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে?"

সত্যকাম। "খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে কোন মতেই তিন দেবতার প্রসঙ্গ নাই ঈশ্বর কেবল এক মাত্র। তিন উপাধি আছে বটে কিন্তু এক ঈশ্বর। এই উপদেশ রহস্যের সত্যতার চিহ্ন অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রেতেই আছে সুতরাং ইহা গ্রাহ্য করাতে কোন বিশেষ বাধা নাই"।

আগমিক। "অস্মৎ শাস্ত্রেতে উহার কি চিহ্ন আছে?"

সত্যকাম। "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেব ত্রয়ের বার্ত্তা। শাস্ত্রেতে উহারদের উপাধি ভেদ থাকিলেও এক রূপে গণ্য হইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় অস্মৎ পূর্ব্বেরা উপাধি ভেদে তিন অথচ ঈশ্বরত্বে এক এমত পরমাত্মার পরিচয় পাইয়াছিলেন যদিও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বস্তুতঃ কখন যথার্থ দেব চিহ্ন ধারণ করেন নাই তথাপি তাহাতে কেবল এই উপপন্ন হয় যে অস্মৎ পূর্ব্বেরা ঈশ্বরত্বের উপাধি ত্রয়ের নাম রূপান্তর করিয়াছিলেন কিন্তু আদি কালাবধি প্রকাশিত উপাধি ত্রয়ের স্থূল কথা বিস্মৃত হয়েন নাই ইহার সূক্ষ্ম পরিচয় অস্মৎ শাস্ত্রেতে নাই বাইবেল শাস্ত্রেতে আছে"।

আগমিক। "তুমি সকলি যে মুক্ত হস্তে বাইবেল শাস্ত্রেতেই সমর্পণ করিতেছ। আস্মারদের শাস্ত্রেতে কথিত আছে একা মূর্ত্তি স্ত্রয়ো দেবাঃ। বাইবেল শাস্ত্রে ইহার উপর আর কি সূক্ষ্ম পরিচয় সম্ভবে"।

সত্যকাম। "অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রে যে উপাধিত্রয় কথিত আছে তাহাতে সংযুক্তি নাই আর অসঙ্গতি দোষ আছে। মহাদেব ব্রহ্মাকে দণ্ড করিতে উদ্যত যথা

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্য বপুষা। ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং ত্রসন্তং তেদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥

বিষ্ণু আবার শিবকে উত্তম মধ্যম দিয়া পরাস্ত স্বীকার করাইয়াছিলেন যথা

শ্রীরুদ্র উবাচ। *** অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরং।

বিষ্ণূপাসকেরা শিবোপাসক এবং শিবোপাসকেরা বিষ্ণূপাসক দিগকে অভিশপ্ত করেন

রজস্তমোগুণোদ্রিক্তৌ বিধীশানৌ সুরোত্তমৌ। শপ্তৌ ময়া ন পূজ্যৌ তৌ বিপ্রাণামৃষিসত্তমাঃ॥ শুদ্ধসত্ত্বময়োবিষ্ণুঃ কল্যাণগুণসাগরঃ। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং হরিঃ॥

এমত পরস্পর বিরুদ্ধ উপাধি এক ঈশ্বরে কি প্রকারে সম্ভবে। আর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহারা সকলেই নশ্বর তবে অবিনাশী ঈশ্বরোপাধি কি রূপে হইবেন

অতএব তিন উপাধি বিশিষ্ট এক ঈশ্বরের পরিচয় অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রেতে বিকৃত হইয়াছে উহার শুদ্ধতাবস্থা কেবল বাইবেল শাস্ত্রেতেই আছে"।

আগমিক। "এ সকল অভূতপূর্ব্ব কথার আমি তো এখন কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। আচ্ছা আর কোন বিষয়ে অস্মৎ শাস্ত্রের বার্ত্তা বাইবেল শাস্ত্রের পোষকতা করে?"

সত্যকাম। "মনুষ্যের উদ্ধারার্থ ঈশ্বরাবতরণের কথা। অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রেতে পাপ নাশনার্থ ও মর্ত্য লোকের দুঃখ শান্তি করণার্থ শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা আছে কিন্তু যদি সম্যক্‌

সম্বিৎক্ষেপ দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ সম্ভবে তথাপি নন্দ দুলালের ব্রজ লীলার দ্বারা পাপ নাশন সম্ভবে না। ঈশ্বরাবতরণের স্থূল কথা বাস্তবিক বটে কিন্তু নন্দ দুলালের নাম রূপ তদুপযুক্ত নহে ইহারও যথার্থ পরিচয় বাইবেল শাস্ত্রে আছে পরমেশ্বর আদৌ মনুষ্য কুলের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন যে পাপ নাশন উদ্ধার কর্ত্তা পরে আবির্ভূত হইবেন সেই কথার সহায়েই কৃষ্ণাবতারের বার্ত্তা রচিত হইয়াছে কিন্তু কৃষ্ণাবতার তো কোন রূপে মাননীয় নহে ইহার শুদ্ধ পরিচয় বাইবেলেই প্রাপ্তব্য"।

আগমিক। "আচ্ছা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সাধন কি? সাধ্য বা কি? পরম পুরুষার্থই বা কি রূপে বর্ণিত আছে এবং তৎ প্রাপ্তির উপায় কি"।

সত্যকাম। "সাধন এই যে খ্রীষ্ট রূপ মহা যজ্ঞ সহকারে আপনারদের মন হৃদয় এবং শরীর সমুদয় ঈশ্বরের উদ্দেশে অর্পণ করা যথা কশ্চিৎ আপ্ত আচার্য্য লিখিয়াছেন "পরমেশ্বরের করুণা স্মরণ করাইয়া আমি তোমারদিগকে বিনয় করিতেছি যে তোমরা আপন২ অঙ্গকে ঈশ্বরের প্রতি জীবৎ শুদ্ধ এবং তত্তোষক বলি রূপে উৎসর্গ কর ইহাই তোমারদের উপযুক্ত সেবা অর্থাৎ সাধন এবং এই সংসারের সদৃশীকৃত হইও না বরং মনের নূতনীকরণ দ্বারা সংসারের বিষম হও তাহাতে ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট এবং সুসন্তোষ ও পূর্ণ অভিমত পরীক্ষা করিতে পারিবা"। এই আমারদের মহৎ সাধন। বিশ্বকর্ত্তার অভিমত কি তাহার অনুসন্ধান ও পরিপালন এই মুখ্য কার্য্য।

"উক্ত সাধনের সাধ্য এই যে সর্ব্ব বিষয়ে আমারদের অভিমত ঈশ্বরের অভিমতানুযায়ি হয় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তাঁহার আদেশানুযায়ি হয় কোন বিষয়ে আমারদের ইচ্ছা ও অভিলাষ তাঁহার ইচ্ছার বিরোধি না হয়"।

"পরমপুরুষার্থ এই যে নশ্বর এবং দুর্ব্বৃত্ত সংসারের সমুদয় অমঙ্গল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া এই অনর্থ পুঞ্জ জগৎ যাহা অবস্তু না হইলেও সর্ব্বশঃ দুঃখ সমন্বিত বটে ইহার মোহন হইতে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বর সঙ্গ ভোগ করা। তাঁহাতে লীন হওয়া অথবা তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়া নয় অথবা স্ব২ আত্মা ও চৈতন্যে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাতে মিশ্রিত হওয়াও নহে কিন্তু পবিত্র আত্মার সঙ্গ দ্বারা তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া এবং তাঁহার পূর্ণতায় পূর্ণ হওয়া।

দার্শনিকেরা মুক্তির আড়ম্বর করেন এবং বেদান্ত বেত্তা ঈশ্বরেতে ঐক্য ভাব প্রাপ্তির অভিলাষ করেন। জানি না তাঁহারা আদ্য সৃষ্টির কোন ঐতিহ্য কথা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না কেননা আদ্য সৃষ্টিকালে ঈশ্বর মানব জাতিকে তাঁহার আপনার মূর্ত্তির অনুযায়ি উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর নিরাকার সুতরাং বস্তুতঃ তাঁহার মূর্ত্তি নাই কিন্তু তাঁহার আত্মার সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। বেদান্তের উপদেশানুযায়ি মানবীয় আত্মা জলচন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব নহে। আত্মিক ভাবে ঈশ্বরের সাদৃশ্য ধারণ করে বটে কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইয়া দুর্ব্বৃত্ত হওয়াতে ঐ সাদৃশ্য মলিন হইয়াছে। সেই মলিনত্ব নাশনই পরমপুরুষার্থ তাহাতে আদ্য শুদ্ধাকার প্রাপ্ত হইলে দুঃখ জাল

হইতে মুক্ত হইবে। চৈতন্য নাশ নিঃশ্রেয়স নহে চৈতন্য সহকারে পবিত্রতা ও আনন্দ ভোগ ইহাই পরমার্থ।

"পরমপুরুষার্থ ভোগে চিত্তবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়াদির তিরোধান না হইয়া বরং তাহা আরও প্রখরতর হয় কেননা চিত্তবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ রূপে শোধিত হইলে সুতরাং আর নির্ম্মল ও তেজস্কর হয় তাহাতে আমারদের আত্মা পৃথক ও প্রভিন্ন হইয়াও পরমেশ্বরের পূর্ণতা ধ্যান করত পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়। চিত্তবৃত্তির রোধ তো আমারদের উদ্দিশ্য কিম্বা সাধনীয় নহে বরং চিত্তবৃত্তি এবং পৃথক২ পৌরুষেয়ত্বের সমুদয় লক্ষণ ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ ভোগই আমারদের উদ্দিশ্য আমরা স্বতন্ত্র জ্ঞানে ও পৃথক২ চৈতন্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণার নিত্য কীর্ত্তন করিতে চাহি। আমরা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির লোপ করিবার অভিলাষ করি না কিন্তু ঈশ্বরীয় অমোঘ প্রসাদের জয় চিহ্নবৎ আপনারদের কায়মনোবাক্য তাঁহার শাসনাধীন করিয়া রাখিতে চাহি"।

আগমিক। "তোমার কথায় অন্তঃকরণের মধ্যে বিচিত্র ভাব উদয় হইল সংশয়ও অনেক আছে কিন্তু বেলা অবসান অতএব এখন আর কোন প্রশ্ন না করিয়া অদ্য বাসরীয় বাদানুবাদ স্থগিত করা যাউক। তুমি যে২ কথা কহিলে সকলি মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য পরে সাক্ষাৎ হইলে অনেক কথা হইবে আমার অন্তরে এমত ভাব উঠিতেছে যে জগতে যদি সত্য থাকে তবে বুঝি তাহা খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের মধ্যে আছে ঐ শাস্ত্রেই তাহা নিহিতং গুহায়াং।

সত্যকাম। "সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর বিরাজমান ইহা যদি অসংশয় হয় তবে তদনুরূপ সত্যও অবশ্য অসংশয় আর তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যদি আমরা সত্যের অন্বেষণ করি তবে অবশ্য তাহার প্রাপ্তি হইবে এবং আমরা তদ্দ্বারা সমুদয় অনর্থজাল ভগ্ন করিয়া যথার্থ মুক্তি ভোগ করিব"।